লীলাবতী

নাটক।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর

প্রণীত।

পরস্পরেণ স্পৃহণীয়শোভং
নচেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ।
অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ
পত্যুঃ প্রজানাং বিতথোঽভবিষ্যৎ।

রঘুবংশ।

গ্রন্থকারের পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা :

১১৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ক্যাইটরি
শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ঘোষ
মুদ্রিত।

সন ১৩০৪।

উৎসর্গ।

মজ্জীবনময়

শ্রীযুক্ত গুরুচরণ দাস

সহৃদয়হৃদয়বান্ধবেষু।

সহোদরপ্রতিম গুরুচরণ,

অপরিমিত-আয়াস-সহকারে লীলাবতী নাটক প্রকটন করিয়াছি। বিদ্যানুরাগি-মহোদয়গণ-সমীপে আদরভাজন হয়, ঐকান্তিক আশা। কতদিনে সে আশা ফলবতী হইবে, আদৌ সে আশা ফলবতী হইবে কি না, ভবিষ্যতের উদর-কন্দরে নিহিত। কিন্তু আপাততঃ প্রচুর প্রীতির কারণ এই, প্রথম দর্শনেই যে বন্ধুর মনের সহিত মন সহধর্ম্ম-পদার্থের ন্যায় তরলিত হইয়াছে, তদবধি যে বন্ধু প্রমোদ-পরিতাপের অংশ গ্রহণে যথাক্রমে উন্নতি-খর্ব্বতা সাধন করিতেছেন, সেই বন্ধুর হস্তে অতি যত্নের বস্তু অর্পণ করিতে সক্ষম হইতেছি। ভাই, এই স্থলে একটী কথা বলি,—কথাটী নূতন নহে, কিন্তু বলিলে সুখী হই সেই জন্য বলি;—সৌহার্দ্দ না থাকিলে অবনীর অর্দ্ধেক আনন্দের অপনয়ন হইত। গুরুচরণ, লীলাবতী তোমার হস্তে প্রদান করিলাম, তুমি সাতিশয় আনন্দিত হইবে বলিয়াই এ দানের অনুষ্ঠান; আমার পরিশ্রম সফল হইল।

প্রণয়ানুরাগী

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

হরিবিলাস চট্টোপাধ্যায়,	...	জমিদার।
অরবিন্দ	...	হরবিলাসের পুত্র।
শ্রীনাথ	...	হরবিলাসের শ্যালক।
ললিতমোহন	..	হরবিলাসের ভবনে প্রতিপালি
সিদ্ধেশ্বর	...	ললিতের বন্ধু।
পণ্ডিত	...	লীলাবতীর শিক্ষক।
ভোলানাথ চৌধুরী,	...	জমিদার।
হেমচাঁদ নদেরচাঁদ	}	ভোলানাথের ভাগিনেয়দ্বয়।
যোগজীবন যজ্ঞেশ্বর	}	ব্রহ্মচারিদ্বয়।
রঘুয়া	...	উড়ে ভৃত্য।

ঘটক, ভৃত্য, প্রতিবাসিগণ, ইয়ারগণ, পুলিষ ইন্‌স্পেক্টর, কনষ্টেবল প্রভৃতি

নারীগণ।

লীলাবতী	...	হরবিলাসের কন্যা।
শারদাসুন্দরী	...	লীলাবতীর সই এবং হেমচাঁদের স্ত্রী।
ক্ষীরোদবাসিনী,	...	অরবিন্দের স্ত্রী।
রাজলক্ষ্মী	...	সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রী।
অহল্যা	..	ভোলানাথের স্ত্রী।

দাসী, প্রভৃতি

লীলাবতী।

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শ্রীরামপুর—নদেরচাঁদের বৈটকখানা।

নদেরচাঁদ এবং হেমচাঁদের প্রবেশ।

নদে। দেখাবি?

হেম। দেখাব।

নদে। দেখাবি?

হেম। দেখাব।

নদে। দেখাবি?

হেম। দেখাব।

নদে। তিন সত্য কল্লে, এখন না দেখাও, নরকে পচে মর্‌বে।

হেম। কিন্তু ভাই দেখামাত্র।

নদে। তুমি ত দেখাও, তার পর আমার চক্ষের গুণ থাকে সফল হব, তবু গুলি খেয়ে বসে গেচে।

হেম। গুলির দোষ দাও কেন ভাই, তোমার বায়-মেসে বসা চক্ষু—আর যা কর তা কর, দাদা, দেখাদেখিটে করো না।

... কোথায় ?

নদে। সিদ্ধেশ্বরের কাছে। সিদ্ধেশ্বর যে বড়..বন্ধু, সিদ্ধেশ্বরের মাগ যে ললিতের সঙ্গে কথা কয়। ললিত কোথাকার কে, তারে মাগ দেখাতে পাল্লেন, আর আমরা এক বাড়ীর ছেলে বল্লেও হয়, সে দিকে তাকালে মাতা কেটে ফেলেন।

হেম। ও তু ব্যাটাই বয়াটে। তুমি যারে দেখ্‌তে চাচ্চ সিদ্ধেশ্বর তারে দেখেচে।

নদে। ঘুঁকিয়ে ?

হেম। না, সিদ্ধেশ্বরের সুচরিত্র বলে ললিতের সঙ্গে যেতে পেয়েছিল।

নদে। এ বারে এক্সচেঞ্জ থেকে একখান সুচরিত্র কিনে আন্‌ব, গায় দিয়ে লোকের বাড়ীর ভিতর যাব।

হেম। তার দাম বড়।

নদে। কত ?

হেম। গোজন্ম-পরিত্যাগ।

নদে। ঠিক্ বলিচিস্; আমাদের যে নাম বেরিয়েচে, আমাদের দেখে বেশ্যারাও ঘোমটা দেয়। মাগ মরে অবধি গৃহস্থের মেয়ের মুখ দেখি নি, কি ঝিউড়ি, কি বউ। তোমার মাগটী কেঁচে কনে বউ হয়েচেন, আমায় দেখ্‌লে আদ হাত ঘোমটা দেন।

হেম। আমি বলে দিইচি, তোমার সঙ্গে আবার কথা কইবে। মাও ভৎর্সনা করেচেন।

নদে। মামী মামার কুন্‌কী হাতী ছিলেন, তা জানিস্ ত ?

হেম। তুচ্ছ কথা নিয়ে তোর যত আমোদ, তুই ক্রমে ক্রমে ভারি য়েয়াড়া হয়ে যাচ্চিস্। ও সব কথা ভাল লাগে না।

নদে। তবে যে বড় দেখাতে চাচ্চিস্ ?

হেম। আমার মার কাছে সে বসে থাক্‌বে, সেই সময় দেখাব; তাতে আমি দোষ ভাবি নে।

নদে। চিরজীবী হয়ে থাক্, তোমার কল্যাণে আজ, খেম্‌টার নাচ দেব, মদের শ্রাদ্ধ কর্‌ব।

শ্রীনাথের প্রবেশ।

মা যে।

কারি মামা।

দে। সম

শ্রীনা। তবে তোমার পিসীর ছেলেদের ডাক;

নদে। রাগ কর কেন বাবা?

শ্রীনা। 'অমৃতঃ বালবাষিতং' আর একবার বল।

হেম। মামা, বস।

শ্রীনা। তোমার মামা কোথায়?

হেম। কল্‌কাতায় গেচেন।

নদে। মামা, কিছু খাবে?

শ্রীনা। কি আছে?

নদে। যা চাবে; আমার এমন মামার বাড়ী না।

শ্রীনা। মামার বাড়ীই বটে।

হেম। কি খাবে?

শ্রীনা। তারিপ।

হেম। কি রসিকতাই শিখেচ. বলিহারি যাই।

সিদ্ধেশ্বর এবং ললিতমোহনের প্রবেশ।

ললি। এস, মামা, বাড়ী যাই।

নদে। সিদ্ধেশ্বর বাবু, বস, জাত্ যাবে না—ললিত বাবু, এত ব্যস্ত কেন, এ খানে মেয়ে মানুষ নাই।

ললি। বেলা যে যায়।

উপবেশন।

সিদ্ধে। সময় আর স্রোত কারো জন্যে দাঁড়ায় না।

শ্রীনা। আর নারীর যৌবন।

নদে। আর রেল্‌ওয়ের গাড়ী।

শ্রীনা। যাও যমের বাড়ী।

হেম। কেন, ঠিক বলেচে;—আমি সে দিন হাঁস্‌ফাঁস্ করে দৌড়ে গেলেম

ললি। যেমন কালিদাস তেমনি মল্লিনাথ।

সিদ্ধে। চমৎকার টিপ্পনী।

নদে। টিপ্পনি কি?

শ্রীনা। অন্তর টিপ্পনি;—পারে?

নদে। তুমি ত বিদ্বান্, সেই ভাল।

ললি। চল, সিধু।

নদে। বসুন না মহাশয়।—তামাক দে রে।

শ্রীনা। কার জন্যে?

নদে। বাবুদের জন্যে।

ললি। তা না, ওঁর জন্যে হলে কি দোষ?

শ্রীনা। নিজের জন্যে হলে বল্‌তেন, গাঁজা দে রে।

নদে। আমি ইষ্ট ঠাকুরের পায় হাত দিয়ে দিব্যি কত্তে পারি, গাঁজা ছেড়ে দিইচি।

শ্রীনা। চাবুক?

হেম। সে যে দিন মদে নেসা না হয়, রোজ ত নয়।

শ্রীনা। মানিকজোড়। (হেমচাঁদের এবং নদেরচাঁদের দাড়ী ধরিয়া সুরের সহিত)

কোথায় মা ওলাবিবি, বেউলা রাঁড়ীর মেয়ে,
কানাই বলাই নাচে, একবার দেখ চেয়ে,
ওমা, একবার দেখ চেয়ে।

নদে। শ্রীনাথ বাবু, তুমি বড় বাড়াবাড়ি কচ্চ।—আমরা ছোট লোকের ছেলে নই; তোমার ঠাট্টা বুঝ্‌তে পারি;—সত্যি সত্যি ঘাসের বিচি খাই নে।

শ্রীনা। বাপ্‌রে, বিচি কি তোমরা হতে দাও।

হেম। নদেরচাঁদ, তুই থাক্ না, আমি একবার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ওঁর চালাকি বার করব।

শ্রীনা। সিধু বাবু, এবারকার কার্ত্তিকে কটকায় শ্রীরামপুরের সব দাঁড়কাকগুলো মরে গেচে।

সিদ্ধে। সব কি মরেচে?

শ্রীনা। গোটা দুই আছে।—দাঁড়কাকগুলো কাকেদের মধ্যে কুলীন।

সিদ্ধে। কাকের আবার কুলীন?

শ্রীনা। যেমন গাঁজার ভ্যাল্‌সা।

নদে। বড় চালাকি কচ্চ।—আমি দস্তু করে বল্‌তে পারি, শ্রীরাম পুরে আমার কাছে এক ব্যাটাও বামণ নয়। আমাদের বাঁদা নয়, আমরা আসল কুলীনের ছেলে।

শ্রীনা। থরাব্রেড।

নদে। আজো পেচ্ছাপ কল্লে বামণ বেরোয়।

শ্রীনা। গোঁদোলপাড়ার ওষুদ খেতে হয়।—ঢেঁকিরাম অমন কথা কি বল্‌তে আছে? ব্রাহ্মণ, দেবশরীর, যজ্ঞোপবীত গলায়; বিপ্রচরণেভ্যো নম, তাঁকে ভরূপে বার কত্তে আছে; পইতের যে চোনা লাগ্‌বে।

ললি। কথাটা অতিশয় রূঢ় হয়েচে।

নদে। কথাটা আমার একটু অন্যায় হয়েছে বটে।

হেম। রাগের মাথায় বেরিয়ে গেচে।

ললি। এমুন ভদ্রলোকের বাড়ী, বস্‌ব, কথা কব, তামাক খাব, তা কেবল ঝক্‌ড়া আর কাম্‌ড়াকাম্‌ড়ি।

নদে। তামাক দে রে।

শ্রীনা। গাঁজা দেরে।

নদে। (হাসিয়া) মামার কেবল তামাসা।

শ্রীনা। (দুই হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া নদেরচাঁদের মুখের কাছে লইয়া) বাচা রে!—

সিদ্ধে। ও কি মামা?

শ্রীনা। মাণিক মাটিতে পড়ে।

ললি। নদেরচাঁদ বাবুর বিবাহের সম্বন্ধ হয়েচে কোথা?

নদে। রাজার বাড়ী।

শ্রীনা। লক্ষ্মীছাড়ী।

নদে। সে কথাটী বল্‌তে পারবে না, রাজকন্যা, আরমানি বিবি।

ললি। "কিং ন করোতি বিধি যদি তুষ্টঃ
কিং ন করোতি স এব হি রুষ্টঃ।
উষ্ট্রে লুম্পতি রং বা ষং বা
তস্মৈ দত্তা নিবিড় নিতম্বা॥"

নদে। দিকি কবিতাটা।—"নিবিড়নিতম্বা" কি সিধু বাবু ?

সিদ্ধে। নিবিড় নিতম্ব আছে যার, অর্থাৎ স্ত্রী।

নদে। নিতম্ব কি ?

হেম। স্তন।

ললি। হেমবাবুর খুব ত ব্যুৎপত্তি।

হেম। আমি পদ্মাবলী টলী সব পড়িচি।

ললি। নতুন বই কিছু পড়েচেন ?

হেম। তিলোত্তমা-সম্ভাবনা পড়িচি।

শ্রীনা। মাইকেলের মাতা খেয়েচ !

নদে। ব্রিটিশ লাইব্রেরি থেকে মামা যত বই আনেন, আমরা সব দেখি।

সিদ্ধে। মেটকাফ—

হেম। হ্যা হ্যা, মেট কাফ্।

নদে। ম্যাড্ কাফ।

শ্রীনা। তোমরা দুটাই তাই।—চল।

[শ্রীনাথ, ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের প্রস্থান।

নদে। হেমা, সর্ব্বনাশ করে গেচে, বাচুর বলেচে। (চিন্তা) হেমা, তোর পায়ে পড়ি, ওদের ফিরো,—ডাক্ ডাক্, ভুলে গেলুম, উতোর দেব,—

হেম। মামা, মামা, যেওনা, একটা কথা শুনে যাও।

নদে। ললিত বাবুদের আন্‌তে বল।

হেম। মামা একবার এস, ললিত বাবুদের নিয়ে এস।

শ্রীনাথ, ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ।

বাবা আঁদারে ঢিল মার, উতোর শুনে যাও।

নদে। বাচুর না পানালে দুদ পেতে কোথা ?

শ্রীনা। (বামহস্ততলে দক্ষিণ হস্তের কনুটী রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত বক্র করিয়া) বগ দেখেচে ?

[শ্রীনাথ, ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের প্রস্থান।

হেম। ভায়া, মুক্তিমণ্ডপে চল, গুলি খাওয়া যাক।

নদে। চাবুক কস্‌তে হবে।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্রীরামপুর—হেমচাঁদের শয়নঘর।

হেমচাঁদের প্রবেশ।

হেম। রাক্ষুসী, পেত্নী, উনমুখী, বেয়ালখাকী। এত করে বল্লেম, বলি বাপের বাড়ি যাচ্চ নদেরচাঁদেরে এক দিন দেখিয়ো;—তা বলেন "অমন সর্ব্বনেশে কথা বলো না";—আবার কাঁদ্লেন। বলেন "সে সতীত্বের শ্বেতপদ্ম"—সতীত্বের ধবল। সংস্কৃত পড়েছেন,—আঁস্তাকুড় ঝাঁট দিয়েচেন। বলেন "সে সরমকুমারী"—সরমকুক্কুরী—"পুরুষের সুমুখে লজ্জায় কথা কয়না";—সিধু বাবু, আমার মেয়ে মানুষ। হাজার টাকা দিলেম তার পর বল্লেম; ভাবুলেম, মন নরম হয়েচে;—ওমা! একেবারে আগুন, বলেন "মারে গিয়ে বলে দিই";—মা আমায় গঙ্গাপার করে দেবে। বলেন "এতে আমার সতীত্বে কলঙ্ক হবে";—ওরে আমার সতিত্বের চুবড়ী। "—অধর্ম্ম হবে—"—ওরে আমার ধর্ম্মবড়াই। এখন,—কেমন মজাটা হয়েচে, তাঁর সেই সরমকুমারীর সঙ্গে নদেরচাঁদের সম্বন্ধ হয়েচে। আগে বল্‌ব না, একটু রঙ্গ করি। এতক্ষণ ঘরে বসে আছি এখনও এল না, অন্য লোকের মাগ বাবু ঘরে এলে ছুতো নতায় ঘরে আসে। কি করে এখানে আনি। মা বোধ করি নিচেয় আছেন। সাড়া সুড়ি দিই—(চীৎকার স্বরে)—আমার বই নে গেল কে? বাহবা আমার বই নে গেল কে?

(নেপথ্যে। ও হেম, ঘরে এইচিস্?)

হেম। (মুখ খিচিয়ে) ঘরে না ত কি মাঠে?

(নেপথ্যে। কি চাচ্চিস্ হেম?)

হেম। (মুখ খিচিয়ে) কি চাচ্চিস্ হেম।

(নেপথ্যে। দাসীদের ওখানে আছে, আমি খেতে বসিচি।)

হেম। (মুখ খিচিয়ে) আমার মাতাটা খাও, আমি বাঁচি।

(নেপথ্যে। জল দেবে?)

হেম। (মুখ খিচিয়ে) জল দেবে বই কি।

(নেপথ্যে। তামাক দেবে?)

হেম। (মুখ পিচিয়ে) তামাক দেবে বই কি।

(নেপথ্যে। বউকে ও ঘরে যেতে বল্‌ব ?)

হেম। (নাকিসুরে) তানানা তানানা তুম তানা দেরে না। এই যে ঝম্‌ ঝম্‌ কত্তে কত্তে আস্‌চেন।

শারদাসুন্দরীর প্রবেশ।

শার। আহা ! কি মধুর ভাবেই মায়ের সঙ্গে কথা কইলে।

হেম। সে ত তোমারি দোষ ; তুমি এতক্ষণ কার ঘাস কাট্‌ছিলে ?

শার। যার খাই।

হেম। তোমায় একটা সুসমাচার দিতে এলেম।

শার। কার বুঝি সর্ব্বনাশ হয়েচে ?

হেম। তুমি দেখাতে পারবে না ?

শার। উঃ ! পোড়ার দশা আর কি ! অমন কর ত ঠাকুরুণের কাছে বলে দেব।

হেম। ঠাকুরুণ তোমার দিকে, না আমার দিকে ? নদেরচাঁদের সুমুখে ঘোমটা দিয়ে কেমন লাঞ্ছনা জান ত ?

শার। তোমার এই সমাচার, না আর কিছু আছে ?

হেম। ঘোড়ায় চড়ে এলে না কি ?

শার। স্ত্রীর সঙ্গে কি এইরূপ আলাপ করে ? ভাল কথা কি তোমার মুখে নাই ?

হেম। স্বামীর মনের মত হতে, ভাল কথা শুন্‌তে।

শার। কি কল্লে মনের মত হয়, তাই বল, করি।

হেম। কথা শুন্‌লে।

শার। আমি কি অবাধ্য ?

হেম। (মেজের উপর একটী প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া) এক শ বার।

শার। (চমকে উঠিয়া) কিসে ?

হেম। তুমি আমার অবাধ্য, মার অবাধ্য, মাসীর অবাধ্য।

শার। ওমা ! সে কি কথা, শুনে যে আমার হৃৎকম্প হয় ; আমি বউ মানুষ, সাতেও নাই, পাঁচেও নাই, যিনি যা বলেন তাই শুনি।

হেম। শোন বই কি ?

শার। কেন, তাঁরা ত আমার নিন্দে করেন না।

হেম। তোমার সাক্ষাতে করবে?

শার। তোমার পায় পড়ি, আমার মাতা খাও, বল আমি কি নিন্দের কাজ করিচি; আর দগ্ধে মেরো না, আমার গা কাঁপচে।

হেম। তোমায় আমি বলিচি, মা বলেচেন, মাসী বলেচেন, নদেরচাঁদের সুমুখে ঘোমটা দিও না, তবু তুমি তারে দেখে, বুড়ো বয়সে ধেড়ে কাচ সেকেন্দরি গজের দেড় গজ ঘোমটা দাও।—কেন, সে কি আমার পর, না সে উলুব' থেকে ভেসে এসেচে? সে গোবাঘা নয় যে, তোমাকে [illegible] করে কামড়ে নেবে?

শার। সর্ব্বরক্ষে! আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়্‌ল।

হেম। এটা বুঝি অতুচ্ছ কথা হল?

শার। আমি কি তুচ্ছ কথা বল্‌চি।

হেম। আর দেখ, আমি স্বামী—গুরুলোক—[illegible] নিন্দে অধোগতি' ওঁকে এত ভালবাসি, কত গহনা দিইচি; কুলীনের ছেলে, দশটা বিয়ে করে কত্তে পারি, আর একটা বি[illegible] কল্লেম না; নদেরচাঁদকে ফাঁকি দিয়ে একদিন দুদিন রাত্রে ঘরে আসি; [illegible] উনি আমাকে হকড়ানকড়া করেন।

শার। দেখ নাথ, তুমি যদি আমার সকল গহনা কেড়ে নাও, আর কতক গুলো বিয়ে কর, [illegible] যে মনোদুঃখে আছি, এর চাইতে আর অধিক দুঃখ হবে না।

হেম। তোমার কি দুঃখ?

শার। তুমি তা জান না, এই দুঃখ।

হেম। দুঃখ দুঃখ করে আমাকে মেরে ফেল্লে; একটু ঘরে এলুম আর উনি সাপের হাঁড়ী খুলে বস্‌লেন।—আমি দশটা বিয়ে করব তবে ছাড়্‌ব।

শার। তুমি কুড়িটে বিয়ে কর।

হেম। নদেরচাঁদের সঙ্গে তোমার কথা কইতে হবে।

শার। আমি তা পার্‌ব না।

হেম। আবার বলেন আমি কিসে অবাধ্য।

শার। হই হই আমি অবাধ্য আমিই আছি, এ নিন্দের আমার যা হবার তা হবে।

হেম। সিদ্ধেশ্বরের সিদ্ধেশ্বরী তোমাদের লালতের সঙ্গে কথা কইলে কেমন হয়?

শার। তার স্বামী তাকে ভালবাসে, তার স্বামীর বন্ধু, তাই সে কথা কয়েচে।

হেম। নদেরচাঁদ বুঝি তোমার স্বামীর বোনাই? এ যে স্বামীর ভাই বন্ধুর বাবা।

শার। তাই কি বোনাই, তা তুমিই জান।

হেম। বা রসকে, সিধু বাবুর সঙ্গে কথা কবে?

শার। আমি সিদ্ধ নিদ্ধ চাই নে, আমি যে বিদ্ধ পেইচি, সেই ভাল।

হেম। সে যে ব্রেহ্ম সমাজ করেচে বিজ্ঞি হবে?

শার। আমি তোমাকে বারংবার বলিচি, আমি তোমার পায় ধরে মিনতি করিচি, ধর্ম্মের কথা নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করো না; কিন্তু আমার অন্তঃকরণে ব্যাথা দেওয়াই তোমার মানস, তুমি যখন তখন এইরূপ উপহাস কর। সিদ্ধেশ্বর বাবু ব্রাহ্ম সমাজ করেচেন, তাঁর স্ত্রী ব্রাহ্মিকা হয়েচেন, এটা নিন্দার কথা, না সুখ্যাতির কথা?

হেম। সুখ্যাতির কথা হলে তাকে লোকে একঘরে করত না।

শার। যারা একঘরে করেচে তারাই বলে সিদ্ধেশ্বরের মত জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক, পরোপকারী এখানে আর নাই; আর তোমাদের লোকে যা বলে তা শুনে আমি কেবল নির্জ্জনে বসে কাঁদি।—ব্রাহ্ম ধর্ম্মের যত পুস্তক, আমার কাছে সকলি আছে, তুমি যদি শোন, আমি তোমার কাছে বসে পাড়ি। সিদ্ধেশ্বর বাবুর স্ত্রী তাঁর নিকটে কত পুস্তক পড়েন, আমার কি সাধ করে না তোমার কাছে বসে পড়ি?

হেম। কেন মিছে জ্বালাতন কর, মেয়ে মানুষের পড়া শুনোয় কাজ কি, ধর্ম্মতেই বা কাজ কি?—রাঁদ, বাড়, খাও,—বাস্।

শার। তুমি একখানি পুস্তক পড়, ভাল না লাগে, আর পড়ো না।

হেম। যার নাম ভাল লাগে না, তা কখন পড়তে ভাল লাগে?

শার। আমি তোমাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সব পুস্তক পড়াব, আমি তোমাকে ব্রাহ্ম কর্‌ব. আমি তোমাকে কুপথে যেতে দেব না; আমি তোমার স্ত্রী, দেখি দেখি, আমার অনুরোধ তুমি কেমন করে অবহেলা কর,—

হেম। হো, হো, হো, পাদরি সাহেব এয়েচেন, আমাকে খৃষ্টান কচ্চেন, আমাকে আলোয় নিয়ে চল্লেন।—দেখ যেন আলো-আঁধারি লাগে না।—নদেরচাঁদ যে বলে "হেমাকে হেমার মাগই খারাপ কল্লে", তা বড় মিছে না।

শার। আমার মরণ হয় ত বাঁচি।

হেম। রাগ হল না কি?—বাবা রে! চক্ষু যে জল্‌চে।

শার। আমি কার উপর রাগ করব।

হেম। তোমাকে একটা ভাল কথা বল্‌তে এলেম।

শার। আর তোমার ভাল কথা বল্‌তে হবে না।

হেম। তবে একটা মন্দ কথা বলি।

শার। যে চিরদুঃখিনী, তার ভালই বা কি, আর মন্দই বা কি?

হেম। আমার কথা শুন্‌লে না, আমাকে অপমান কল্লে. আচ্ছা আমি বাইরে চল্লেম।

[যাইতে অগ্রসর।

শার। (হেমচাঁদের হস্ত ধরিয়া) যা বল্‌তে হয় বল, রাগ করে আমার মাতা খেয়ো না।

হেম। দেখাতে পার্‌বে না?

শার। তোমার পায় পড়ি, ভাল কথা বল; যে কথায় আমি মনে ব্যাথা পাই, সে কথা কি তোমার বলা উচিত?

হেম। সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে কথা কয়েচে?

শার। কয়েচে।

হেম। কাঁচলি ছিল?

শার। ছিল।

হেম। এই বুঝি তোমার "সতীত্বের শ্বেতপদ্ম"?

শার। তারা চিরকাল পশ্চিমে ছিল, তাই কাঁচলি পরে; তার মা পরেচে, বোন পরেচে, তাই সে পরে; তাতে দোষটা কি? সে ত আর শুধু কাঁচলি গায় দিয়ে লোকের সুমুখে আসে নি যে তার নিন্দে করবে।

হেম। আর কি ছিল?

শার। তার পায় কাল রেশমি মোজা ছিল, গায় কাঁচলি ছিল, একটা সাটিনের চোস্ত লম্বা কুরুতি ছিল, তার উপরে বারাণসী সাড়ী পরা ছিল।

হেম। কি বাহার! নদেরচাঁদের সার্শি জীবন।

শার। পোড়াকপাল আর কি!—গৃহস্থের মেয়েকে অমন করে বল্‌তে নাই।—সেও এক জনের মেয়ে, সেও এক জনের ভগ্নী। পরের মেয়ে পরের

ভগ্নীকে আপনার মেয়ে আপনার ভগ্নীর মত দেখ্‌তে হয়। গৃহস্থের মেয়ের কথা নিয়ে কোন ভদ্র লোকে রঙ্গ করে থাকে, বল দেখি?

হেম। পুরুতঠাকুরুণ, চুপ করুণ, দই আসচে, সুবচনীর কথা ঢের শুনিচি; তোমার আর বুড়ো বাঁদরকে নাচান শেখাতে হবে না।—

শার। কোন্‌ শালী আর তোমার সঙ্গে কথা কইবে।

হেম। দোষ করবেন, আরো চক্‌ রাঙ্গাবেন।

শার। আমি কোন্‌ বাঁদীর বাঁদী যে তোমার চক্‌ রাঙ্গাব।

হেম। কেন, তোমার নাম করে যদি কেউ আমার সার্থক জীবন বলে, তা হলে কি তোমার মুখখানি আগুনের মুড়োর মত হয়?

শার। আমি যে তোমার নাগ।

হেম। সে বুঝি নদেরচাঁদের পিসী?

শার। সে নদেরচাঁদের পিসী হতে যাবে কেন? সে গৃহস্থের মেয়ে।

হেম। তবে বল্‌ব?

শার। বল, কাণ পেতে আছি, বধির হই নি।

হেম। বধের কি গো?

শার। কালা হই নি।

হেম। সংস্কৃত বলেচ, দাশরথি হয়েচ, চুপ করিচি, ছড়া কাটাও গো অধিকারী মহাশয়।—বাজে খরচ ছেড়ে দাও, যা করেচ সে কালে করেচ;—বধ কধ বলো না, গায় পরজারের বাড়ী পড়ে।—পুরুষ জ্যাটা সওয়া যায় মেয়ে জ্যাটা বড় বালাই।

শার। আর ব্যাক্‌খানা করো না, তোমার পায় পড়্‌চি, আমি আর ভাল কথা কব না, আজ অবধি অঙ্গীকার করলেম।

হেম। কঙ্গীকার কি গো?

শার। তুমি কি বল্‌ছিলে বল, আমি শুনে যাই।

হেম। তুমি দেখালে না, কিন্তু নদেরচাঁদ আর এক ফিকিরে দেখ্‌বে।

শার। এ আর তাঁতির বাড়ী নয়।

হেম। দেখ্‌বে, দেখ্‌বে, দেখ্‌বে।

শার। কখন না, কথা না, শপন না।

হেম। শোন তবে, বলি আমি কথাটী মজার,

নদেরচাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ তাহার:

তোমার সয়ের বাপ করেচেন পণ,
জামাই লবেন বেছে কুলীন-নন্দন।

শার। মাইরি, আমার মাতা খাও?

হেম। ঘটক ব্যাটাই মাতা খেয়েচে।

শার। মামা রাজি হয়েচেন?

হেম। মামার মেয়ে, না বাবার মেয়ে?

শার। এখন ছেলে দেখ্‌বে?

হেম। ছেলে আবার দেখ্‌বে কি! পুত্তের মূত কড়ী।—রাজারা রাজকন্যা দেবার জন্যে হাত যোড় করেছিল, তাদের ছাই কপালে ঘটল না।

শার। আহা! মা নাই, ভাই নাই, অমন মেয়েটা শ্মশানে ফেলে দেবে?

হেম। যত বড় মুখ তত বড় কথা; আমি মাসীকে বলে দিচ্চি, তুমি নদেরচাঁদকে মর্ বলেচ।

শার। বাহবা, আমি মর্ বল্লুম কখন? ও মা, সে কি কথা গো? আমি আপনার দুঃখে আপনি মরচি,—

[চক্ষুতে অঞ্চল দিয়া রোদন।

হেম। (স্বগত) এই বেলা কাঁকতালে একটা কাজ সেরে নিই। (প্রকাশ্যে) ঝাঁজরা চকে আমাকে ফাকি দিতে পারবে না; মাসীকে ও কথাও বলব, তুমি সম্বন্ধ শুনে কেঁদেচ, চল্লেম—

শার। (হেমচাঁদের হস্ত ধরিয়া) তোমার পায় পড়ি, আমার মাতা খাও, তুমি কারো কিছু বলো না; বিয়ের কথায় চক্ষের জল ফেলে, তাঁর ছেলের অমঙ্গল করিচি শুনলে, তিনি আমায় স্থল দেবেন না, আমি তা হলে জন্মের মত তাঁর চক্ষের বিষ হব; সাত দোহাই তোমার, আমায় রক্ষা কর, আমায় আজ বাঁচাও। দেখ, স্বামী সতীর জীবন, মনের কথা বলবের একমাত্র স্থান। আমাদের পতি বই আর গতি নাই। কামিনী পতির কাছে কত মনের কথা বলে, তাতে সঙ্গতও আছে, অসঙ্গতও আছে, পতি কামিনীর মেয়ে-বুদ্ধি বলে রাগ করেন না, বরঞ্চ আদর করে বেশ করে বুঝিয়ে দিয়ে অসঙ্গত কথা বলা নিবারণ করেন। যদি উচাটন মনে আমার মুখ দিয়ে কোন মন্দ কথা বেরিয়ে থাকে, তুমি আমার স্বামী, লজ্জা নিবারণ করার কর্ত্তা, তোমার কি উচিত, সে কথা প্রকাশ করে দিয়ে আমাকে দুঃখের ভাগিনী করা? আমার লাঞ্ছনা

খাইয়ে তুমি কি সুখী হবে? আমি বড় ব্যাকুল হয়ে বল্‌চি, এক দিন মাপ কর, তোমার চির-দুঃখিনী দাসীর এক দিন একটি কথা রাখ।

[চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন এবং যাইতে অগ্রসর।

হেম। যাও যে?

শার। আস্‌চি।

[প্রস্থান।

হেম। মন্দ ব্যাপার নয়। ওর দুঃখ দেখে আমার কান্না আস্‌চে; মিষ্টি কথায় মন ভিজে গেল, যেন গঙ্গার জল বেড়ে বাঁধা-ঘাটের পাথরের পইটে ভিজে যাচ্চে। সাধে বাবা বলেন "বাড়ীর মধ্যে লক্ষ্মী বউ";—বউ ভাল, কিন্তু ইয়ার বদ্‌।

শারদাসুন্দরীর পুনঃ প্রবেশ।

শার। তুমি ভেবে দেখ, এক দিনও আমার কোন দোষ পাও নি।

হেম। তুমি যে ভয়ানক কথা বলেচ, আমি চেপে রাখ্‌চি, তুমি আমার একটা কথা রাখ।

শার। বল।

হেম। তুমি নদেরচাঁদের সুমুখে ঘোমটা খুলে থাক্‌বে, আর তার সঙ্গে কথা কবে।

শার। আমি ঘোমটা দিয়ে কথা কব।

হেম। তুমি কি সামান্য ধনী,—

শার। তুমি রাগ করো না আমি ঘোমটা খুলে কথা কব, কিন্তু কেবল তোমার সাক্ষাতে।

হেম। তা না ত কি তুমি তার সঙ্গে বাগানে যাবে।

শার। সে দিন বারেণ্ডায় ঠাকুরপো আস্‌ছিলেন, আমি ঘোমটা দিলেম; মাসাস্‌ আমায় লক্ষ্য করে বল্লেন "আমার নদেরচাঁদকে কেউ দেখ্‌তে পারে না"।

হেম। আমার সাক্ষাতে তোমার যা খুসি তাই করো।

(নেপথ্যে। দাদা বাবু, ঘরে আছ?)

হেম। এস, লক্ষ্মণ ভাই এস।—ওকি! ঘোমটা দাও যে?

শার। (চক্ষু মুছিয়া) ঘোমটা দিচ্চি নে, কাপড় চোপড়গুনো সেরে সুরে গায় দিচ্চি; যে পাতলা কাপড় পরে রইচি, দুপুরো করে না দিলে কারো সুমুখে যাবার যো নাই।

[দেওয়ালের নিকট দণ্ডায়মান।

হেম। চেয়ারে বস না?

শার। না, আমি দাঁড়িয়ে থাকি।

নদেরচাঁদের প্রবেশ।

নদে। ঘটককে কুলজির কথা সব বলে দিয়ে এলেম।—বউ চিন্‌তে পার?

[শারদাসুন্দরী নাসিকা পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া লজ্জাবনতমুখী।

হেম। এই বুঝি তোমার কথা কওয়া?

শার। (অস্ফুট স্বরে) পা—

হেম। তুমি যদি "পারি" না বল, তোমায় কেটে ফেল্‌ব। বল্লে না? বল্লে না?—পয় আকার পা, রয় দাঁড়ি হস্বি রি, এই দুটো একত্র করে "পারি" বল্‌তে পার না? কেঁদচ কেন বল্‌ব?

শার। (মৃদুস্বরে) পারি।

হেম। অনেক কষ্টে আজ্ ঘোমটা খুলিয়েচি।

নদে। এর বিয়েন না দিলে, লজ্জা যায় না।—

শার। (হেমচাঁদের প্রতি মৃদুস্বরে) ছেলেদের আস্‌বের সময় হল, আমি ময়দা ম্যাখি গে।

[শারদাসুন্দরীর দ্রুতগতি প্রস্থান।

হেম। আমার পিণ্ডি মাথ গে।—এখন তিনটে বাজে নি, বলে ছেলেদের আস্‌বের সময় হয়েচে।

নদে। ওই ত কারচুপির কাজ।

হেম। বিয়েনের কথা না বল্লে আরও খানিক থাক্‌ত।

নদে। পেটে একখান, মুখে একখান, ভাল লাগে না; আগে আমার তিনি আসুন, কত রঙ্গ দেখাব।

হেম। ঘরের মাগ কি ঘোমটাওয়ালী?

নদে। তুই থাকিস্ থাকিস্ চম্‌কে উঠিস্, মুক্তিমণ্ডপে চল্, গুলি টানি গে, পাঁচ ইয়ার নিয়ে মদ খাই গে।

হেম। আজ ভাই রাত্রে বাড়ী আস্‌ব; ও বাপের বাড়ী যাবে।

হেম। বৈণেরা না কি নালিশ করেচে ?

নদে। আমার মোক্তার বল্লে, তুড়িতে উড়িয়ে দেবে।

হেম। গুলি খাড়াল ?

নদে। চল, খাই গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্রীরামপুর—সিদ্ধেশ্বরের পুস্তকালয়।

রাজলক্ষ্মী এবং শারদাসুন্দরীর প্রবেশ।

রাজ। জোটালে কে ?

শার। তাঁরাই প্রস্তাব করেচেন।—বোন্, শুনে অবধি আমি কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হইচি, তা আমি তোমায় কথায় বল্‌তে পারি নে। বাড়ীতে যদি সম্বন্ধের কথায় আহ্লাদ না করি, মাসাসের মুখে তিরস্কারের স্রোত বইতে থাকে।

রাজ। লীলাবতীর লোকাতীত সৌন্দর্য্য বানরের ভূষণ হবে ? এই বুঝি লীলাবতীর পুরস্কার ?—দেখ্ ভাই, লীলাবতী যদি নদেরচাঁদকে বিয়ে করে, সে যেন লেখাপড়াগুলো ভুলে যায়, তার পর বিয়ে করে। কি সর্ব্বনাশ ! লীলাবতীর মরা-খবরে ত আমার এত দুঃখ হত না। লীলাবতীর বাপ শুনিচি লীলাবতীকে বড় ভালবাসেন, কিন্তু এখন বোধ হচ্চে, তিনি লীলাবতীর পরম শত্রু।

শার। তাঁর স্নেহের পরিসীমা নাই, কিন্তু কুলীনের নাম শুন্‌লে তিনি সব ভুলে যান। নদেরচাঁদ বড় কুলীন, তাই তিনি পাত্রের গুণ বিবেচনা কচ্চেন না।

রাজ। জনক-হৃদয় যদি স্নেহরসে গলে,
কুপাত্রে কন্যার দান করেন কি বলে ?
কুপতি সতীর পক্ষে গহন কানন,—
অসন্তোষ-অন্ধকার সদা দরশন,

কুবচন কাঁটা, কালসাপ কদাচার,
ধমক ভল্লুক ভীম, শার্দ্দূল প্রহার,
প্রবঞ্চনা নষ্ট শিবা, ক্রোধ দাবানল,
জ্বালাইতে অবলায় সতত প্রবল ;—
হেন বনে বনবাস দিলে তনয়ায়,
পাষাণ-হৃদয় বিনা কি বলি পিতায় ?

শার। (দীর্ঘ নিশ্বাস) এখন বোন্, উপায় অনুসন্ধান কর! লীলাবতী নদেরচাঁদের হাতে পড়্লে এক দিনও বাঁচবে না। তোমাকে আর তোমার স্বামীকে সে পরমবন্ধু বিবেচনা করে, লীলাবতীকে রক্ষা করে বন্ধুর কাজ কর।

আনন্দ-উৎসব সদা কুসুম-কাননে,—
নয়ন আনন্দ-হ্রদে সন্তরণ করে
হেরে যবে অনিমেষে পবনে কম্পিত
সুশোভিত ফুলকুল অলিকুল-নিধি ;
কি আনন্দ নাসিকায়, যবে অনুকূল
মন্দ মন্দ গন্ধবহ, সৌরভে মোদিত,
অকাতরে করে দান পরিমল-ধন,
শিখাইতে বদান্যতা মানবনিকরে ;
ভক্তিমতী বিহঙ্গিনী স্বনাথ সহিত
চম্পকের ডালে গায় বসন্ত-ভানলয়ে
বিশ্বপাতা-সুগৌরব, শুনিলে যে রব
আনন্দে পাগল হয় শ্রবণযুগল ;
এ হেন কুসুম-বন সেই লীলাবতী ;
করিবে কি সেই বনে, বরাহ বিহার ?

রাজ। লীলাবতী না কি তোমার সই ?

শার। তোমার কে বল্লে ?

রাজ। ললিত বাবু বলেচেন।

শার। লীলাবতী আমার ভগিনী, আমরা একবয়সী ; ছেলে কালে সই পাতিয়েছিলেম, এখন তাই আছে।

রাজ। লীলাবতী কি হেম বাবুর সমুখে বার হন ?

শার। বোন্, তুমি এ কথাটী জিজ্ঞাসা কল্লে কেন? আমার মাতা খাও, বল, এ কথাটী জিজ্ঞাসা কর্‌বের ভাব কি?

রাজ। ভাই, আমার অন্য কোন ভাব নাই।

শার। বোন্ আমার স্বামী নিন্দার পাত্র, তা আমি স্বীকার করি; কিন্তু ভাই, আমার কাছে আমার স্বামীর যদি কেউ নিন্দা করে, তাতে আমি মনে অতিশয় ব্যাথা পাই।

রাজ। ভগিনী, আমি কি তোমার শত্রু, তাই তোমার মনে ব্যথা দেব?

শার। আমার স্বামী যে সকল কাজ করেন, তাতে তাঁকে ঘৃণা না করে থাকা যায় না; কিন্তু দিদি! আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও স্বামীকে ঘৃণা করি না। আমি স্বামীর কুচরিত্র জন্য রাগ করি, বাদানুবাদ করি, কিন্তু কখন স্বামীকে মন্দ কথা বলি না। দেখ বোন্, যখন নিতান্ত অসহ্য হয়, নির্জ্জনে বসে কাঁদি, আর একাগ্র-চিত্তে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমার স্বামীর ধর্ম্মে মতি হক্, আর কুসংসর্গ গিয়ে সৎসঙ্গ হক্।

রাজ। বোন্, আমিও সর্ব্বশুভদাতা দয়ানিধান পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি, তোমার স্বামী তোমাকে পরম সুখী করুন।

শার। যদি নদেরচাঁদ আমার স্বামীকে এক মাস ছেড়ে দেয়, আর সেই এক মাস তিনি সিদ্ধেশ্বর বাবুর সমাজভুক্ত হয়ে থাকেন, তা হলে আমার স্বামীর সকল দোষ দূর হয়ে যায়। আমার স্বামীর অন্তঃকরণ নীরস নয়; তিনি হাব্‌লার মত অনেক কাজ করেন বটে, কিন্তু নিষ্ঠুরের মত কোন কাজ করেন না।

রাজ। দিদি, তুমি যাঁর স্ত্রী, তাঁর চরিত্র সংশোধন কত্তে কদিন লাগে। ললিতবাবু বলেন শারদাসুন্দরীর মত সুলেখক সুর্সিক [illegible] শারদাসুন্দরীর মত ধর্ম্মপরায়ণা দৃষ্টিগোচর হয় না। তুমি হতাশ হয়ো না, পরমেশ্বর তোমাকে অবশ্যই সুখী করবেন।

শার। সে আমার আকাশ-কুসুম বোধ হয়। আমি এক্ষেত্রে লীলাবতীর কথা বল্‌তে, তা আপনার কথায় দিন কাটালেম। সিদ্ধেশ্বর বাবুকে একবার কাশীপুরে যেতে বল, যাতে [illegible] না ঘটে, তাই করে আসুন।

রাজ। তিনি এখনি আস্‌বেন, ললিতবাবুর আলয়ে বসা আছেন।

শার। আমি এই [illegible] যাই।

রাজ। কেন! আমার স্বামীর সম্মুখে বার্ হতে তোমার কি ভয়, না লজ্জা হয়?

শার। সিদ্ধেশ্বর বাবুর যে বিশুদ্ধ স্বভাব, সম্মুখে যেতে ভয়ও হয় না, লজ্জাও হয় না।

রাজ। তবে কেন খানিক থেকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাও না। তোমার পড়া শুন্‌তে তাঁর ভারি ইচ্ছে।

শার। যুবতী-জীবন পতি, তাঁর হস্ত ধরি
দেশান্তরে যেতে পারি; বন্ধু-দরশন
নিতান্ত সহজ কথা: কিন্তু একাকিনী
পারে কি কামিনী যাইতে কাহারো কাছে?
দিবানিশি বিবাদিনী আমি লো সজনি,
আমোদ আনন্দ কেন সাজিবে আমার?
কেন বা হইবে ইচ্ছা করিতে এ সব?
পতিকে সু-মতি যদি দেন দয়াময়,
তাঁর সনে ভবালয়ে হইব উদয়,
পড়িব ভূষিতে তব পতির অন্তর,
গাইব গম্ভীর ব্রহ্মসঙ্গীত সুন্দর।

প্রস্থান।

রাজ। এমন স্নেহময়ী রমণী যার স্ত্রী, তার কিছুরি অভাব নাই,—পৃথিবী তার স্বর্গ। আহা! হেমবাবু যদি ব্রাহ্ম হন, আমরা একটী পবিত্র ব্রাহ্মিকা প্রাপ্ত হই।

সিদ্ধেশ্বর এবং ললিতমোহনের প্রবেশ।

সিদ্ধে। আমি ভাব্‌ছিলেম, সূর্য্যদেব অস্তাচলের পথ ভুলে আমার পুস্তকাগারে প্রবেশ করেছেন; তা নয়, তুমি ঘর আলো করে বসে আছ।

রাজ। ললিতবাবু, লীলাবতীর কি নদেরচাঁদের সঙ্গে বিয়ে হবে?

সিদ্ধে। অনুমানের কাছে পৃথিবীর খবর?—তুমি একখানি সংবাদপত্র কর, তোমার যে অনুমানের শক্তি, তুমি অনায়াসে একখান পত্র চালাতে পারবে।

সিদ্ধে। দুঃখ কি? সম্বন্ধ হইলেই যদি বিয়ে হত, তা হলে রাজলক্ষ্মী আমার রাজলক্ষ্মী হতেন না।

রাজ। ললিতবাবু, আপনারা কি এমন বিয়ে দিতে দেবেন?

ললি। কেহ কি সুরভি নবীন পদ্ম অনলশিখায় আহুতি দেয়? সম্বন্ধ হক্, লগ্নপত্র হক্, পাত্র সভাস্থ হক্, তথাপি এবিয়ে হতে দেবনা।

রাজ। পাত্র সভাস্থ হলে কি হবে?

সিদ্ধে। শিশুপাল-বধ।

ললি। সিধু, নদেরচাঁদের কৌলীন্যে কোন দোষ আছে কি না সেইটী বিশেষ করে অনুসন্ধান কত্তে হবে; কারণ কৌলীন্যে যদি দোষ না থাকে, কর্ত্তার অমত করা নিতান্ত কঠিন হয়ে উঠ্‌বে।

সিদ্ধে। কর্ত্তা কি নদেরচাঁদের চরিত্রের কথা অবগত নন? যে কন্যাকে বিষ খাওয়ান আবশ্যক, তাকেও এমন পাত্রে দেওয়া যায় না।

রাজ। বিমাতা সতীনঝিকেও এমন পাত্রে দিতে পারে না।

ললি। কুসংস্কারান্ধ ব্যক্তির হৃদয় বিমাতার হৃদয় অপেক্ষাও নিষ্ঠুর।

রাজ। লীলাবতীর কপালে এই ছিল! পরিণয়ের সৃষ্টি কি অবলার সরল মনে ব্যথা দিবার জন্য?

ললি। সুপবিত্র-পরিণয়, অবনীতে সুধাময়,
সুখ-মন্দাকিনীর নিদান,
মানব-মানবী-মন, হৃদয়ের বিনিময়
করিবার বিহিত বিধান।
একাসনে দুইজন, যেন লক্ষ্মী-নারায়ণ,
বসে সুখে আনন্দ-অন্তরে,
এ হেরে উঁহার মুখ, উদয় অতুল সুখ,
যেন স্বর্গ ভুবন-ভিতরে;
প্রণয়-চন্দ্রিকা-ভাতি, খরকর দিবারাতি,
বিনোদ-কুসুম বিকশিত,
আনন্দ-বসন্ত-বাস, বিরাজিত বার মাস,
নন্দন-বিপিন বিনিন্দিত;
যে দিকে নয়ন যায়, সন্তোষ দেখিতে পায়,
গিয়াছে বিষাদ বনে চলে।

সুখী স্বামী সমাদরে, কান্তাকর করে করে,
পীরিতি-পূরিত বাণী বলে,—
"তব সন্নিধানে সতী, অমলা অমরাবতী,
"ভুলে যাই নর-নশ্বরতা,
"অভাব অভাব হয়, পরিতাপ পরাজয়,
"ব্যাধি বলে বিনয়-বারতা।"
রমণী অমনি হেসে, স্নেহের সাগরে ভেসে,
বলে "কান্ত, কামিনী কেমনে
"বেঁচে থাকে ধরাতলে, সেই হত-ভাগ্য-ফলে
"পতিত পতির অযতনে!"
নব শিশু সুখরাশি, প্রণয়-বন্ধন-ফাঁসি
পেলে কোলে কাল-সহকারে,
দম্পতীর বাড়ে সুখ, যুগপৎ চুম্বে মুখ,
কাড়াকাড়ি কোলে লইবারে।

সিদ্ধে। মনোমত সধর্ম্মিণী নরে যদি পায়,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বিভিন্নতা রহিল কোথায়?
পুরোভাগে প্রণয়িনী হলে বিরাজিত,
পারিজাত-পরিমলে চিত্ত বিমোহিত,
ত্রিদিব-বিশদ-সুধা পতিত বচনে,
আরাধনা-আবিষ্কার অম্বুজ-লোচনে।
লভিয়াছি শতাদরে করি পরিণয়,
ভক্তিমতী ধর্ম্মদারা পবিত্র-হৃদয়।

রাজ। কর্ত্তা যদি একবার নদেরচাঁদকে দেখেন, তিনি কখনই অমন রূপবতী মেয়ে তার হাতে দেবেন না।—মেয়ে ত নয়, যেন নবদুর্গা।

ললিত। আভাময়ী লীলাবতী, হৃদয়-মাধুরী,
সুশিক্ষিতা দেববালা অনুভব হয়;—
ললাট বিশুদ্ধ ধর্ম্ম; সরম লোচন;
সরলতা গণ্ডকান্তি; সুশীলতা নাসা;
সুবিদ্যা রসনা; স্নেহ সুন্দর অধর;
দয়া মায়া দুই পাণি রমণীর শোভা।

এই দেববালা মম স্নেহের ভাজন ;
নাশিতে তাহারে আমি দেব না কখন।

সিদ্ধে। সুরূপা রমণী মনো-মোহিত-কারিণী,
ধর্ম্মপরায়ণা হলে আরো বিমোহিনী ;—
সুন্দরতা-নিবন্ধন আদরে কমলে,
আদর-ভাজন আরো সৌরভের বলে ;
কাঞ্চন আপন গুণে সকলে রঞ্জনে,
কত শোভা আরো তার মণি সং-মিলনে ;
মনোহর-কলেবর কমলা-নিকর,
মিষ্টতা-আধার হেতু আরো মনোহর।

রাজ। কুপতি কি যন্ত্রণা তা শারদাসুন্দরী জেনেচেন, আজো জান্‌তেচেন।

ললি। সিদ্ধেশ্বর, তুমি হেমচাঁদকে সমাজে আস্‌তে নিষেধ করেচ না কি ?

সিদ্ধে। সাধে করিচি, তিনি সমাজ হতে বার্‌ হয়ে নদেরচাঁদের গুলির আড্ডায় প্রবেশ করেন ; লোকে সমুদয় ব্রাহ্মদের নিন্দা করে।

ললি। সে নিন্দায় সমাজের কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না, কিন্তু তাতে হেমের চরিত্র শোধরাতে পারে, তার মনে ঘৃণা হবে যে তার জন্য সমুদয় সমাজের নিন্দা হচ্চে, এবং দশ দিন আস্‌তে আস্‌তে সে কুসংসর্গ ছেড়ে দিতে পারে। ভাব দেখি, আমাদের মধ্যে কত ব্রাহ্ম আছেন, যাঁরা পূর্ব্বে পশুবৎ ছিলেন, এক্ষণে তাঁরা দেবতা স্বরূপ। আমার নিতান্ত অনুরোধ, তুমি হেমকে সমাজভুক্ত কর।—যদি পরের উপকার কত্তে না পারলেম, মন্দকে ভাল কত্তে না পারলেম, তবে আমাদের সমাজ করাও বৃথা, জীবন ধারণও বৃথা।

রাজ। শারদাসুন্দরী পবিত্রা ব্রাহ্মিকা ; হেমবাবু যদি আমাদের সমাজে আসেন তাঁর আসার আর কোন বাধা থাকে না। তা হলে আমি কত সুখী হব, তা বলে জানাতে পারি না ?

সিদ্ধে। তোমার যাতে মত, রাজলক্ষ্মীর যাতে মত, তাতে আমার অমত্‌ কি। আমি প্রতিজ্ঞা কচ্চি, হেমকে সমাজভুক্ত করব, শুধু সমাজ ভুক্ত কেন, যাতে তার চরিত্র সংশোধন হয়, তার বিশেষ চেষ্টা করব। কিন্তু ভাই, সে স্বভাবতঃ বড় নির্ব্বোধ, শুনিচি রাগের মাতার শারদাসুন্দরীকে যা না বলবের তাই বলে ; সুতরাং আশু কোন ফল হবে না।

ললি। কিন্তু সে শারদাকে ভালবাসে।

রাজ। ছাই; শারদা বটে হেমবাবুকে ভালবাসে।

ললি। সিধু, আমি মামার কাছে যাই, তুমি সে পুস্তকখানি নিয়ে এস, আর বিলম্ব করা হবে না।

[প্রস্থান।

রাজ। লীলাবতীর মামা, বোধ করি, এ বিয়ে দিতে দেবেন না।

সিদ্ধে। সেই ত আমাদের প্রধান ভরসা। আমরা কর্ত্তার সম্মুখে কথা কইতে পারি নে, কিন্তু মামা কাহাকেও ভয় করেন না; কর্ত্তাই কি আর গিন্নীই কি, অন্যায় দেখ্‌লে তিনি কাহাকেও রেয়াত করেন না। তিনি বলচেন, লীলাবতীকে নিয়ে স্থানান্তরে যাব, তবু এ বিয়ে হতে দেব না।

রাজ। আমি একটা কথা বল্‌ব?

সিদ্ধে। অনুমতি চাচ্চ?

রাজ। আচ্ছা, ললিতবাবু কেন লীলাবতীকে বিয়ে করুন না। তা হ হতে পারে। যেমন পাত্র তেমনি পাত্রী, যেমন বর তেমনি কনে,—

সিদ্ধে। সম্বন্ধ মন্দ নয়, কিন্তু ললিত কি এখন বিয়ে করবে? সে বলে তার আজো বিবাহের সময় হয় নি।

রাজ। তুমি আমার নাম করে এই প্রস্তাবটী কর ললিতবাবু লীলাবতীকে যে ভালবাসেন, তিনি অবশ্যই লীলাকে বিয়ে কর্‌তে স্বীকার হবেন।

সিদ্ধে। ভালবাস্‌লেই যদি বিয়ে কর্‌ত তা হলে এতদিন তোমার ছোট বোনটী তোমার সতীন হত।

রাজ। সে যখন বর বর করে তোমার কাছে আস্‌বে, তখন তুমি তাকে বিয়ে করো, এখন আমি যা বল্লেম তা কর।

সিদ্ধে। ললিতের অমত হবে না, কিন্তু কর্ত্তা কি রাজি হবেন। পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারা প্রথমে কথা উত্থাপন করা যাক্‌।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বৈটকখানা।

হরবিলাস এবং ঘটকের প্রবেশ।

ঘট। কুলীনের চূড়ামণি;—আপনার দোরে হাতী বাঁধা হবে;—বিক্রমপুরের ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে কত লোক বামণ হয়ে গেচে; সেই ভূপালের পৌত্রে পুত্রী প্রদান সামান্ত সম্মানের কথা নয়। শ্রীরামপুরের চৌধুরী মহাশয়েরা কুবেরের ভাণ্ডার ব্যয় করে ভূপালের পুত্রকে এ দেশে এনে ভেঙ্গেছিলেন, তা কি মহাশয় জানেন না?

হর। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, সকলের প্রতিই কুললক্ষ্মীর কৃপা হয় না,—

শ্রীনাথের প্রবেশ।

এমন ঘরে যদি কন্যা দান কত্তে পারি, তবেই জীবন সার্থক।—শ্রীনাথ, তোমরা অনর্থক আমাকে জ্বালাতন করচ। ছেলে লেখাপড়া বিশেষরূপ শেখে নাই বলে ক্ষতি কি?

শ্রীনা। হনুমানের হস্তে মুক্তার হার দিলেই বা ক্ষতি কি?—ছেলেটী কেবল মূর্খ নন, গুলি আহার করে থাকেন; তাঁর চরিত্রের অন্ত পরিচয় কি দিব, চৌধুরী-বাড়ীর মেয়েরা তার সম্মুখে একা বার হয় না। যেমন মামা তেমনি ভাগ্নে।

ঘট। এ কি মহাশয়! আপনার বাড়ীতে কি আমি অপমান হতে এসেছিলাম;—ভোলানাথ চৌধুরীর নিন্দা! কুলীনের সন্তানের কুচ্ছ! আবার তাই আপনার স্বসম্পর্কীয়ের দ্বারা!—এই কি ভদ্রতা! এই কি শীলতা! এই কি অমায়িকতা! এই কি লোকাচার! এই কি কুলাচার! এই কি সমাচার!—

শ্রীনা। চাচার-টা ছেড়ে দিলেন যে?

হর। শ্রীনাথ, স্থির হও, আমায় জ্বালাচ্ছ সেই ভাল, ঘটকচূড়ামণির অমর্য্যাদা করো না।

শ্রীনা। ঘট—কচূ—ড়ামণি।

ঘট। (শ্রীনাথের প্রতি) আপনি কুলীনের মর্য্যাদা জানেন না; ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র পড়তে পায় না; নদেরচাঁদ সোণার চাঁদ।

শ্রীনা। কচুবনের কালাচাঁদ।

ঘট। সে যে কুলধ্বজ।

শ্রীনা। কপিধ্বজ।

ঘট। কৌলীন্যরাশি।

শ্রীনা। পাকসাঁড়াশি।

ঘট। সে যে সম্মানের শেষ।

শ্রীনা। গোবরগণেশ।

হর। শ্রীনাথ, তুমি এরূপ কল্লে আমি এখান থেকে উঠে যাব, অপমান করব।—তুমি কি লোকের সম্ভ্রম রাখ্‌তে জান না?—

শ্রীনা। আপনি রাগ করবেন না, আমি চুপ কল্লেম।

ঘট। শুধু চুপ, তোমার জিব কেটে ফেলা উচিত; কুলীনের নিন্দা নিপাতের মূল; যেমন মানুষ তেমনি থাকা বিধি।

শ্রীনা। মহাশয়, কথা কইতে হ'ল।—ওরে ঘট্‌কা, তোমায় আমি চিনি নে? তুমি আমায় জান না? তোমার ঘটকালি লোকের কুলে কালী। রাজবাড়ীতে চল, আচ্ছা শেখান্ শেখাব।

ঘট। শ্রীনাথ বাবু, বিরক্ত হবেন না; আমাদের ব্যবসা এই। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কুললক্ষ্মীর প্রিয় পুত্র, ওঁর অনুরোধে অনেক অনুসন্ধানে কুলীন-চূড়ামণি ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র নদেরচাঁদের জোটাজোট করিচি। আপনি রাগান্ধ হয়ে কতকগুলি অমূলক দোষারোপ কল্লেও কুলীন-সন্তান দূষিত হয় না, সকল দোষ কুলমর্য্যাদায় ঢেকে যায়। চন্দ্রের কলঙ্ক আছে বলে কি চন্দ্র কারো কাছে অপ্রিয় হয়েচে।

হর। আহা হা! ঘটকরাজ, যথার্থ বলেচ; শ্রীনাথ অতি নির্ব্বোধ,—নব্য সম্প্রদায়ের কোন্‌টিই বা নন,—তাতেই এমন সম্বন্ধের বিঘ্ন করচেন। ওহে, পুরাকালে দেবতার সমক্ষে সন্তান বধ করে স্বর্গীয় মহোদয়েরা পরকালের মুক্তি লাভ করেচেন।—শ্রীনাথ, আমি কন্যাকে বলিদান দিচ্চি না।

শ্রীনা। জবাই কচ্চেন।

হর। তোমার মুখ আমি দেখতে চাই না, তুমি দূর হও। নবীন সম্প্রদায়ের অনুরোধে অনেক করিচি;—মেয়ে অনেক কাল পর্য্যন্ত আইবড়ো

রেখেচি, পণ্ডিত রেখে লেখা পড়া শিখাচ্ছি, ঢের হয়েচে, আর পারি নে।—ঘটক মহাশয়, আপনি কারো কথা শুনবেন না, আপনি নদেরচাঁদকে জামাতা করে দিয়ে আমার মানব জনম সফল করুন।

শ্রীনা। "বাবুরাম, কর কাম, কথা কইবে কে ?
চাঁদেরে বিঁধিতে খোনা ধনুক ধরেচে।"

[সরোষে প্রস্থান

ঘট। আপনি অনেক সহ্য করেন।

হর। শ্রীনাথ আমার সম্বন্ধী। ব্রাহ্মণী মৃত্যুকালে শ্রীনাথকে আমার হাতে হাতে দিয়ে যান। শ্রীনাথ আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তবে কিছু মুখফোঁড়।

ঘট। ওঁকে সকলেই ভালবাসে; শ্রীরামপুরের বাবুদের বাড়ীতে সতত দেখ্‌তে পাই, রাজাদের বাড়ীতেও যথেষ্ট প্রতিপন্ন। —দাড়ী রেখেচেন কেন ?

হর। ইয়ারকি, মোসায়েবি ধরণ।—ইনি আবার ছেলের নিন্দে করেন; কোন্ [illegible] বাকি রেখেচেন!

ঘট। ভোলানাথ বাবু এক্ষণে কাশীতে আছেন, বিবাহের দিন স্থির ক'রে রাখ্‌তে বলেচেন, তিনি বাড়ী এসেই শুভকর্ম্ম নিষ্পন্ন করবেন।

হর। ভোলানাথ বাবু আর বিয়ে কল্লেন না; বয়স অল্প, বিয়ে করলে হান্ ছিল না। সন্তানের মধ্যে কেবল একটা মেয়ে বই ত নয়। বাপের নামটা রাখা উচিত।

ঘট। কি মনে ভেবে বিয়ে কচ্চেন না, তা কেমন করে বল্‌ব ? বড় মানুষের বিচিত্র গতি। বোধ করি বিবাহিতা স্ত্রী পুরাতন হলে পরিত্যাগ করা লোকতঃ বিরুদ্ধ বলেই বিয়ে কচ্চেন না।

হর। অতুল ঐশর্য্য, যা করেন তাই শোভা পায়।—রমণী বিগতযৌবনা হলে—অর্থাৎ দুটী একটী সন্তান হলে,—না হয় বাড়ীর ভিতর নাই যাবেন; বড় মানুষের মধ্যে এমন রীতি ত দেখা যাচ্চে।

ঘট। এ বারে পশ্চিম থেকে কি করে আসেন, দেখা যাক্।

হর। বিবাহ তবে তিনি এলেই হবে ?

ঘট। আজ্ঞে হাঁ।

হর। পাত্রটি দেখা আবশ্যক। কুলীনের ছেলে কানা খোঁড়া না হলেই হয়।

ঘট। নবপ্রথানুসারে পাত্র স্বয়ং পাত্রী দেখ্‌তে আস্‌বেন সেই সময় পাত্র দেখ্‌তে পাবেন।

হর। ভালই ত; এ রীতি আমি মন্দ বলি না; যাকে লয়ে যাবজ্জীবন যাপন কত্তে হবে, তাকে স্বচক্ষে দেখে লওয়াই ভাল।—তাঁদের আস্‌তে বল্‌বেন; ভূপাল বন্দোপাধ্যায়ের পৌত্রের আগমনে বাড়ী পবিত্র হবে।

ঘট। যে আজ্ঞা।

হর। শ্রীনাথ যা কিছু বলেচে চৌধুরী মহাশয়েরা না শোনেন।

ঘট। তা কি আমি বলি, মহাভারত! আমি বিদায় হই।

[প্রস্থান।

হর। আমার কেমন কপাল কোন কর্ম্মই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না। মনস্তাপে মনস্তাপে চিরকালটা দগ্ধ হলেম। ব্রাহ্মণী আমার লক্ষ্মী ছিলেন, তিনিও মলেন, আমার দুর্দ্দশাও আরম্ভ হ'ল; তাঁর সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠ কন্যাটিকে চুরি করে নিয়ে গেল,—আহা, মেয়ে ত নয় যেন সাক্ষাৎ গৌরী, তারা ত তারা। কাশীতে শিশুকাল অবধি সুখে কাটালেম, ব্রাহ্মণীর বিরহে সে সুখের বাস উঠে গেল। তাই না হয় পুত্রটী লয়ে দেশে এসে সুখে থাকি, বিষয় বিভবের অভাব নাই; তা কেমন দুরদৃষ্ট, অরবিন্দ আমায় ফাঁকি দিয়ে গেল; অরবিন্দের চাঁদমুখ মনে পড়্‌লে আমার স্পন্দ রহিত হয়। আমি অরবিন্দকে ইংরেজী পড়তে দিলাম না, আমার কুলধর্ম্ম শেখালেম; যেমনি সুশীল, তেমনি ধর্ম্মশীল হয়েছিলেন। তাতেই ত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আত্মহত্যা কর্‌লেন।—কেনই বা সে কালসাপিনীকে ঘরে এনে ছিলাম।—তারি বা অপরাধ কেন দিই, আমার কর্ম্মান্তের ভোগ আমিই ভুগি। অরবিন্দ গোলোক-ধামে গমন করেচেন, আমায় প্রবোধ দিবার জন্য লোকে অজ্ঞাত-বাস রটনা করে দিয়েচে। মাজিরা আমার সাক্ষাতে স্পষ্ট প্রকাশ করেচে, অরবিন্দ বিশালাক্ষী দহে নিমগ্ন হয়েচেন। বাবার যেরূপ পিতৃভক্তি, অজ্ঞাত-বাসে থাক্‌লে এত দিন আস্‌তেন; দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হয়েচে।—অবশেষে লীলাবতীর বিবাহ দিব, তাতেও একটা ভাল পাত্র পেলাম না। লীলাবতী আমার স্বর্ণলতা, যাকে কুলীন কুমারে দান করে গৌরীদানের ফল লাভ কর্‌ব। ফুল যত সুন্দর হয়, যত সুগন্ধ হয়, যত নির্ম্মল হয়, ততই দেবারাধনার উপযুক্ত।

পণ্ডিতের প্রবেশ।

পণ্ডিত। মহাশয়, আজ্ সাতিশয় সম্প্রীত হইচি, ললিতমোহন সুমধুর স্বরে বাল্মীকি ব্যাখ্যা কর্লেন, শুনে মন মোহিত হল। এমন সুশ্রাব্য আবৃত্তি কখন শ্রুতিপথে প্রবেশ করে নি। এত অল্প বয়সে এত বিদ্যা পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যফল। শুনলেম, ইংরেজিতে অধ্যাপক হয়ে উঠেছেন। আপনার লীলাবতী যেমন গুণবতী, তেমনি হস্তে সমর্পিত হবেন।—ললিতমোহন ত আপনার জামাতা হবেন?

হর। না মহাশয়, আপনার অতিশয় ভ্রম হয়েচে; ললিতমোহনকে শাস্ত্রমত পুষ্যিপুত্র লয়ে পূর্ব্ব পুরুষের নাম বজায় রাখ্ব।

পণ্ডিত। ললিতমোহন আপনার দত্তকপুত্র হবে, তা ত কেহই বলে না।

হর। একথাটী বাইরে প্রকাশ নাই। পুষ্যিপুত্র কর্ব বলেই ললিতকে শিশুকালে এনেছিলেম, কিন্তু বধূমাতা কাতরস্বরে রোদন কত্তে লাগ্লেন এবং বল্লেন, দ্বাদশ বৎসর অতীত না হলে পুষ্যিপুত্র নিলে তিনি প্রাণত্যাগ কর্বেন; আমার আত্মীয়েরাও ঐরূপ বল্লেন, আমিও আশা পরিত্যাগ কত্তে পাল্লেম না, দ্বাদশ বৎসর পুত্রের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় থাক্লেম। সেই অবধি ললিত আমার আশ্রয়ে প্রতিপালিত এবং সুশিক্ষিত হচ্চেন। দ্বাদশ বৎসর অতীত হয়েচে, সকলেই নিরাশ্বাস হয়েচেন, ত্বরায় ললিতকে শাস্ত্রমত যাগাদি করে পুষ্যিপুত্র কর্ব।

পণ্ডি। আপনার পুত্র-সন্দেহে শান্তিপুরে যে ব্রহ্মচারী ধৃত হয়েছিলেন, তাঁর কি হল?—মহাশয়, ক্ষমা কর্বেন, আমি অতি নিষ্ঠুর প্রশ্ন করে আপনাকে সন্তাপিত কল্লেম; আমি উত্তর অভিলাষ করি না।

হর। বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা। আত্মীয়েরা শান্তিপুরে গিয়ে ব্রহ্মচারীকে দেখিবামাত্র জান্তে পাল্লেন, আমার পুত্র নয়। কিন্তু পাড়ার মেয়েরা কাণাকাণি কত্তে লাগ্ল, তাইতে বধূমাতা আমাকে স্বয়ং দেখতে বলেন এবং আপনিও দেখ্তে চান। আত্মীয়েরা পুনর্ব্বার শান্তিপুরে গমন করে ব্রহ্মচারীকে বাড়ীতে আনয়ন কল্লেন; বধূমাতা তাঁর দিকে চেয়ে "আমার স্বামী নয়" বলে মূর্চ্ছিতা হলেন।

পণ্ডি। আহা! অবলার কি মনস্তাপ!—আপনার লীলাবতী অতি-চমৎকার অধ্যয়ন কত্তে শিখেচেন।

হর। সে আপনার প্রসাদাৎ।

পণ্ডি। আপনার যেমন ললিত তেমনি লীলাবতী. দুটীকে একত্রিত দেখলে মনে পবিত্র ভাবের উদয় হয়। পরস্পর প্রগাঢ় স্নেহ। ললিত পাঠ করে, লীলাবতী স্থিরনেত্রে ললিতের মুখচন্দ্রমা অবলোকন করেন। আমার বিবেচনায় লীলাবতী ললিতে দম্পতী হলে যত আনন্দের কারণ হয়, ললিত আপনার পুত্র হলে তত হয় না। যদি অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে, ললিতে লীলাবতী দান করে, অপর কোন বালকরে পোষ্যপুত্র করুন।

হর। সেটী হওয়া অসম্ভব; ললিত শ্রেষ্ঠ কুলীনের ছেলে নয়।

পণ্ডি। সে বিবেচনা আপনার কাছে। তবে আমার সঙ্কল্প এই যেমন হর-পার্ব্বতী, তেমনি ললিত-লীলাবতী।

[প্রস্থান।

হর। ক্ষুদ্রবুদ্ধি পণ্ডিত ললিত-লীলাবতীকে একই ভালবাসে, ললিত অকুলীন সত্ত্বেও, ললিতে লীলাবতী সম্প্রদান অসম্মান বিবেচনা করে না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—শারদাসুন্দরীর শয়নঘর।

শারদাসুন্দরীর প্রবেশ।

শার। সইকেও সইতে হল। পোড়ার দশা, মরণ আর কি। আমি জানতেম পোড়ার-মুখো নদেরচাঁদকে কেউ মেয়ে দেবে না; বেণেদের বউ বার্ করে এত ঢলাঢলি কল্লে, আবার ভাল মানুষের মেয়ে বিয়ে করবেন কোন্ মুখে! সেই নাড়ার আগুণ লীলার গায় হাত দেবে!—সেই কাকের ঠোঁট লীলাবতীর মুখচুম্বন করবে!—লীলাবতীর যে কোমল অঙ্গ, টোকা মারলে রক্ত পড়ে, সে জাম্বুবানের হাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে!

পঙ্কজ-কোরক-নিভ নব পয়োধর,
চক্রে চক্র অতিক্রম, অতীব সুন্দর।
রামহস্ত-শোভা সীতা-পীন-স্তনদ্বয়
বিপিনে বায়স নখে বিদারিত হয়;
দেখাতে আবার তাই বুঝি প্রজাপতি
নদের গোহাড়-হাতে দেন লীলাবতী।
হাসি-রাশি সই মম আমোদের ফুল;
একেবারে হবে তার সুখের নির্ম্মূল।

লীলাবতীর প্রবেশ।

লীলা। সই, মনের কথা তোরে কই,
আমার কে আছে আর তোমা বই?
তুমি নয়ন-বাণে ভুবন জই,
হেরে অবাক্ হয়ে চেয়ে রই,
হ্যাঁ সই, আমি কি কেউ নই?

শার। আ মরি, আজ যে আহ্লাদে গলে পড়্‌চ।

লীলা। আমার যে বিয়ে।

শার। তোমার বনবাস!

লীলা। অশোক বন।

শার। চেড়ী আছে।

লীলা। মনের মত বর।

শার। দেখ্‌লে আসে জর।

লীলা। কপালগুণে কালীদাস।

শার। যম করেচেন উপবাস।

লীলা। যম যেমন "আমার," ভাই তেম্‌নি "আমার"।

শার। তুই আর রঙ্গ করিস্‌ নে ভাই।—পোড়ার-মুখোর মুখ দেখ্‌লে হৃৎকম্প হয়।—বলে

"চেয়ে দেখ চন্দ্রাবলী, ভুবন আলো করেচে।
জাম্বুবানের পদ্মমুখে ভোমরা বসেচে॥"

লীলা। 'ভাব ভাব্‌ কদম্বফুল ফুটে রয়েচে'।—অকল্যাণ করো না সই, তোমার দেবর হয়।

শার। আমার লক্ষ্মণ দ্যাওঁর,—আমার মোনচোরার মাস্‌তুতো ভাই,—

লীলা। চোরে চোরে।

শার। নদে পোড়াকপালে এঁর সঙ্গে জুটে গরিবের মেয়েদের মাতা খায়।—নদেকে দেখে ঘোমটা দিই বলে মাসাস অভিমানে মরে যান, বলেন "এমন গ্যাদারি বউ দেখি নি"; শাশুড়ী লাঞ্ছনা করেন, বলেন "দাওর পেটের ছেলে, তারে এত লজ্জা কেন গা"।—যেমন মাসাস, তেম্‌নি শাশুড়ী।

লীলা। স্বর্ণগর্ভার বোন্‌ স্বর্ণকুঁকী।

শার। কু-পতি কি যন্ত্রণা, তা সই তোরে কথায় কত বল্‌ব। তুই স্বভাবতঃ মিষ্টি, কিছুতেই তেত হস্‌ নে, তাই এমন সর্ব্বনেশে বিয়ের কথা শুনেও নেচে খেলে বেড়াচ্চিস্‌। আমি কি সুখে আছি দেখ্‌চিস্‌ ত?

লীলা। সই, তুমি আজ্‌ যে সজ্জা করেচ, তোমার আকর্ণবিশ্রান্ত চপল নয়নে যে গোলাপি আভা বার হচ্চে, তোমার দ্বিরদ-রদ-কান্তিবিনিন্দিত নিটোল্‌ ললাটে যে শতদলে ষট্‌পদ-বিরাজিত সুগোল টিপ কেটেচ, সখা তোমায় আর ভুলতে পারবে না।

শার। সই, আর জ্বালাস্ নে ভাই। তোর বিয়ের কথা শুনে আমার মন যে কচ্চে, তা আমিই জানি; যখন ভুগ্‌বি তখন টের পাবি, এখন ত হাস্‌চিস্।

লীলা। তবে কাঁদি। (চক্ষুতে হস্ত দিয়া)

কোথা হে কামিনী-বন্ধু কমল-নয়ন,
সম কাল শিশুপাল বিনাশে জীবন;
পদছায়া, পিতাম্বর, দেহ অবলায়,
বিপদ-সাগরে ধরে ডুবায় আমায়।
প্রজাপতি! লীলাবতী তোমার চরণে
করিয়াছে এত পাপ নবীন জীবনে;
জুটাইলে তারে পতি অতি দুরাচার,
নয়নের শূল-সম, হৃদয় বিকার,
যমের যমজ ভাই, ভীষণ-আকার,
উপকান্তা-অনুগামী, সব অনাচার।
জননী-বিহীনা আমি নাহিক সহায়,
দিতেছেন পিতা তাই বিপিনে বিদায়।
তনয়ার ত্রাণ মাতা থাকিলে আলয়ে,
কোলে গিয়া লুকাতেম কুলীনের ভয়ে।
মাতা নাই, পিতা তাই ঠেলিলেন পায়;
বাঘা বলিদান দিতে নাহি দেন মায়।
মাতা-হীনা দীনা আমি,—এই অপরাধী,
বিবাহে বৈধব্য তাই, বাসরে সমাধি।

শার। সই, সত্যি সত্যি কাঁদ্‌লে ভাই; কেঁদ না, কেঁদ না; তোমার কান্না দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায়।—(চক্ষুর হস্ত খুলিয়া অঞ্চল দিয়া মুখ-মুছান)—মামা বলেছেন, এ বিয়ে হতে দেবেন না।

লীলা। বাবার রাগ দেখে মামা আপনিই কেঁদেচেন, তা আর আমার কান্না নিবারণ কর্‌বেন কেমন করে?

শার। সাত জন্ম আইবুড়ো থাকি সেও ভাল, তবু যেন শ্রীরামপুর বিয়ে না হয়।

লীলা। তোমার কপালে মন্দ পতি হয়েছে বলে, কি শ্রীরামপুর শুদ্ধ মন্দ হল। সোণার স্বামী যে সোণার চাঁদ তার বাড়ী ত শ্রীরামপুরে।

শার। ও সই, আমি লোণা কোনা জানি নে, আমি আপন জ্বালায় বলি, আর তোমার ভাবনায় বলি। তুই কেমন করে সে বাড়ীর বউ হবি। পরমেশ্বর করুন, তোর যেন শ্রীরামপুরে না যেতে হয়।

লীলা। যদি যেতে হয়, তবে যাতে শ্রীরামপুরে যেতে হয় তাই করে যাব।

শার। কি করে যাবে, ভাই?

লীলা। আপনার প্রাণহত্যা করে, ফাঁসির ভয়ে চৌধুরী বাড়ীর বউ হয়ে লুকিয়ে থাকুন।

শার। তুমি যে অভিমানী, তুমি তা পার।—সই অমন কথা বলিস নে, এমন সোণার প্রতিমে অকালে বিসর্জ্জন দিস্ নে। সই, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হল, তোমার বাবার কাছে এ কথা না বলে থাকতে পারি নে।

লীলা। সই, তুই অকারণে কাতর হস কেন; আমি যা কিছু করি, তোকে ত ব'লে করি। তোমার কাছে সই, আমার ত কিছুই গোপন নাই। তুমি আমায় যে স্নেহ কর তোমাকে আমি সহোদরা অপেক্ষাও বিশ্বাস করি। সই! আমার মা নাই, ভাই নাই, ভগিনী নাই, তুমিই আমার সব, তুমিই আমার কাঁদবের স্থান।

শার। বউ কি বল্লেন?

লীলা। তাঁর নিজ মনস্তাপ সমুদ্রের মত, আমার মনস্তাপে তাঁর মনস্তাপ কতই বাড়বে? তাতে আবার পুষ্যিপুত্র—

শার। চম্‌কালে কেন সই? ভয় কি সই, আমি তোমার সহোদরা—

লীলা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শারদার গলা ধরিয়া) সই, আমায় মার্জ্জনা কর, সই! তোমার মাতা খাই, আমার মনে বিন্দুমাত্র কপটতা নাই, আমি বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলেম।

শার। সই! আমার কাছে তোমার এত বিনয় কেন? আমি বুঝ্‌তে পেরিচি,—কপালের লিখন! নইলে ললিত—সই! কাঁদিস্ কেন? (লীলাবতীর চক্ষু হইতে তাহার হস্ত অপসৃত করিয়া) সই! আমায় কাঁদাস্ কেন?

লীলা। কি বলিব, কেন কাঁদি, পাগলিনী আমি।

সাত বৎসরের কালে—নির্ম্মল-মৃণাল-
সম মালিন্য-বিহীন নব চিত্ত যবে
যাহাকে হেরিত সব সরলতাময়,

মঙ্গলের বিলিয়ে জনে জনে আর,
লীলার লোচন-পথে ললিতমোহন,—
সুন্দর সুধীর শিশু, সুশীলতাময়,—
নবম বরষে আসি হলেন পথিক,
শরদের শশী যেন স্বচ্ছ ছায়াপথে।
তদবধি কত ভাল বেসিচি ললিতে,
বলিতে পারি নে সই, বাসকীর মুখে।
হৃদয় দেখাতে যদি পারিতাম আমি,
বলিতাম সব তোরে সলিলের মত।
নবীন নয়ন মম,—কুটিলতা-বিন্দু
প্রবেশিতে নারে যায় বালিকা-বয়সে,
কিশোর কণ্টকে কবে ধরতার বাসা ?—
পতিত করিত সই, সলিল-শীকর,
যদি না দেখিতে পেত ললিতে ক্ষণেক,
হৃদয়ে আবার কত জুড়াত হেরিয়ে
ললিতমোহন-নব-নিরমল-মুখ,—
সৃষ্টি যার নিতি কথা শুনাতে আমায়।
ছেলেকালে এক দিন—ফিরে কি সে দিন
আসিবে গো সহোদরে, লীলার ললাটে !—
ললিত লিখিতেছিল বসিয়ে বিরলে,
নয়ন জুড়াতে আমি, আনন্দ-অন্তরে,
বসিলাম বাম পাশে, অমনি ললিত
সাদরে গলাটী ধরে, বাম করে পেঁচে,—
দক্ষিণ কপোল মম রক্ষিত হইল
ললিতের অবিচল বক্ষে,— বলিলেন
"বাইরে এলেম দেখে ভগবতী-ভালে
তুলিতে কেটেচে টিপ পটু চিত্রকর,
তাহারে হারাব লীলা, করিচি বাসনা।"—
বলিতে বলিতে সই অতি ধীরে ধীরে,
মুছায়ে কপাল মোর কপোল-পরশে,

কলমের কালী দিয়ে কাটিলেন টিপ ;
"মরি কি সুন্দর !" বলে ললিতমোহন
আস্ফালন করিলেন, দিয়ে করতালি।
আর এক দিন সই—কত দিন হল,
নিশির স্বপন-সম এবে অনুভব,—
লিখিতেছিলেম আমি বসে একাকিনী ;
চিবায়েছিলেম পান, বালিকা-জীবন—
চপলতা-নিবন্ধন, তার রসধারা,
লোহিত-বরণ, ছাড়ায়ে অধর-প্রান্ত
চিত্রিত করিয়েছিল চিবুক আমার।
সহসা ললিত সেথা হাসিতে হাসিতে,—
সে হাসি হইলে মনে ভাসি আঁখি-জলে,—
আসিয়া কহিল মিষ্ট-মকরন্দ-তারে,
"লীলাবতি, করেচ কি ? চেয়ে হাসি পায়,
রক্তগঙ্গা তরঙ্গিণী চিবুক তোমার,—
পড়েচে অলক্ত-রস শতদল-দামে।"
বলিতে বলিতে সই, অতি সুযতনে
তুলে লয়ে বাম হাতে বদন আমার,
আপন বসনে মুখ দিলেন মুছায়ে,
গেলেম আহ্লাদে গলে মনের হরিষে।
যে মনে ললিতে সই, বাসিতাম ভাল,—
নিরমল, ভয়হীন, সরল, পবিত্র,
এখন তাহাই আছে, তবে কি না, সই,
বিবাহের নামে মম হৃদয়-কন্দরে
মহাভয় সঞ্চারিত—জাগেতে ছিল না—
হইয়াছে কয় দিন ভালবাসা-বাসে,—
ললিতে হারাই পাছে ;—কেমনে বাঁচিব
ছাড়িয়ে ললিতে আসি অপরের ঘরে,—
কি করে কহিব কথা তুলিয়ে বদন
অপরের সনে—তোমা ভাবনা এই।

ললিতে করিতে পতি,—বলি লাজ খেয়ে,—
ব্যাকুল হৃদয় মম হয় নি, সজনি ;
আকুল হয়েচি ভেবে, পাছে আর কেউ
আমায় লইয়া যায় রমণী বলিয়ে।
কেন বা হইল জ্ঞান, কেন বা যৌবন !
হারাই যাদের তরে ললিতমোহন।
আয় রে বালিকা-কাল, খেলিতে ভুলিতে,
ছেলে-খেলা করি সুখে, লইয়ে ললিতে।

শার। শুনলেম ত বেশ, এখন উপায় !—এখন শুধু নদেরচাঁদ ত নদেরচাঁদ নয়, এখন নদেরচাঁদের [illegible] ;—এখন কন্দর্প স্বয়ং এলেও তোমার কাছে নদেরচাঁদ।—দাদার আসার আশায় জলাঞ্জলি পড়েচে, ললিতকে পুষ্যিপুত্র করবের দিন স্থির হয়েচে। ললিত পুষ্যিপুত্র হলেই ত তোমার হাতের বার্ হল।

লীলা। ললিত যে দিন বাবার পুষ্যপুত্র হবে, সেই দিন আমি সহমরণে যাব।

শার। কার সঙ্গে ?

লীলা। আমার নবীন প্রণয়ের মৃতদেহের সঙ্গে।—সই, আমার মা নাই, তা আমি এখন জান্‌তে পাচ্চি।

[নয়নে অঞ্চল দিয়া রোদন।

শার। আমার মাতা খাও সই, তুমি আর কেঁদো না।—তিনি দশটা পুষ্যিপুত্র নেন তোমার ক্ষেতি হবে না, যদি তিনি ললিতকে তোমায় দেন। বিষয় নিয়ে কি হবে, সই ?

লীলা। আমি বিষয়ে বঞ্চিত হব বলে কাঁদি নে, আমি মার জন্যে কাঁদি, দাদার জন্যে কাঁদি, বাবার অবিচার দেখে কাঁদি। পরমেশ্বর করুন বাবার বিষয় দাদা এসে ভোগ করুন। বিষয়ের কথা কি বল্‌চ সই, ললিতকে না দেখ্‌তে পেলে আমি স্বর্গভোগেও সুখী হব না।

শার। আমি ললিতকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব,—কে আস্‌চে।

হেমচাঁদের প্রবেশ।

শার। (জনান্তিকে লীলাবতীর প্রতি) তুই যা।

লীলা। (জনান্তিকে) একটু থাকি।

হেম। সই, ঘোল খেলে তার কড়ী কই?

শার। দড়ী কিনেচে।

হেম। সই, তোমার সই যেন বড়াই বুড়ী।

শার। তুমি ত পদ্মের কুঁড়ী, সেই ভাল।

হেম। উনি আমায় দেখ্‌তে পারেন না।

শার। দেখ্‌তে পারি কি না দেখ্‌তে পেলে বুঝ্‌তে পাত্তেম।

হেম। উনি আমায় আঁটকুড়ীর ছেলে বলে গাল্‌ দেন।

শার। দেখ্‌লি ভাই, কথার শ্রী দেখ্‌লি,—উনি ভাবচেন রসিকতা কচ্চি।

লীলা। হেমবাবু, স্বামী দেবতার স্বরূপ; স্ত্রী কি কখন স্বামীকে অনাদর কত্তে পারে? বিশেষ, সই আমার বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী, ওঁর মুখ দিয়ে কি কখন অমন কথা বেরুতে পারে?

হেম। পারে কি না পারে তোমায় দেখাতে পারি; তুমি সই বলে ওঁর দিকে টান্‌চ,—

শার। সই তোমাকে 'আপনি আপনি' বলে কথা কইলে, আর তুমি সইকে 'তুমি তুমি' বলে কথা কচ্চ। ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে কেমন করে কথা কইতে হয়, তা ত জান না, কুলস্ত্রীকে কিরূপ সম্মান কত্তে হয়, তা ত শেখনি, কেবল আমায় জালাতন করতে শিখেছিলে,—

হেম। আজ্‌ থেকে তোমায় আমি 'আপনি আপনি' বল্‌ব; 'আপনি আপনি' কেন, 'মহাশয় মহাশয়' বল্‌ব,—'শিরোমণি মহাশয়' বল্‌ব। শিরোমণি মহাশয়, প্রাতঃপ্রণাম,—

শার। দেখ্‌লি ভাই, ভাল কথা বল্লুম, ওঁর পরিহাস হল।

হেম। বাপ্‌ রে! শিরোমণি মহাশয়কে আমি কি অতুচ্ছ কত্তে পারি?

লীলা। তুচ্ছ কত্তে পারেন।

শার। তুচ্ছ কত্তে পারেন, গলা টিপে মেরে ফেল্‌তে পারেন।

হেম। তোমায় বড় দিব্বি তুমি যদি সত্যি করে না বল, তোমায় কখন মেরেচি কি না।

শার। গলায় হাত দিয়ে দুম্‌ দুম্‌ করে মারলেই শুধু মার বলে না; কথায় মাত্তে পারা যায়, কাজেও মাত্তে পারা যায়,—

হেম: যে মেয়ের গায় হাত তোলে সে শালার বেটার শালা।—সই, মহাশয়, আমি শুয়োর-মুখো মণ্ডা নই, আমি লেখাপড়া শিখিচি—

শার। গুলির আড্ডায়।

হেম। কেন, মুখ … প বলতে কি তোমার মুখে ছাই পড়ে? যা খুসি তাই বলচেন, বাপের … বাগের মাসী হয়েচেন,—

লীলা। হেমবাবু, আপনি কি পথ ভুলে এ পথে এসেছেন, না সইকে ভালবাসেন বলে এসেচেন?

হেম। পথ ভুলেও আসি নি, তোমার—আপনার সইকে ভালবাসি বলেও আসি নি।

লীলা। তবে কি দেখা দিতে এসেচেন?

হেম। দেখা দিতে আসি নি; দেখ্‌তে এসেচি, দেখাতে এসেচি।

লীলা। দেখ্‌বেন কি?

হেম। লীলাবতী।

লীলা। দেখাবেন কি?

হেম। নদেরচাঁদ।

[লীলাবতীর প্রস্থান।

শার। তবে শুনেছিলুম যে, মামাশ্বশুর বাড়ী না এলে দেখ্‌তে আস্‌বে না।

হেম। মামা যে মামী পেয়েচেন, চক্ষু স্থির।

শার। তোমাদের শ্রীরামপুরের যেমন পুরুষ, তেমনি মেয়ে।

হেম। আর তোমাদের কাশীপুরের সব পুরুত-পিসী;—তোমার সইদের চাঁপার কথা মনে কর।

শার। সে ত আর ঘরের মেয়ে নয়।

হেম। 'গুড়া খই গোবিন্দায় নম,' বেরিয়ে গেলেই আমাদের কেউ নয়। মামা বলেচেন, তাকে রাখ্‌বের জন্যে সহরশুদ্ধ পাগল হয়েছিল।

শার। সে পাপ কথায় আর কাজ নাই।

হেম। চাঁপাই ত অরবিন্দ বাবুকে সইদের বয়ের সঙ্গে রেসারেষি করে বিষ খাওয়ায়, তার পর রটিয়ে দিলে অরবিন্দ ডুবে মরেচে,—

শার। ঠাকুরপো কোথায়?

হেম। যে বাড়ীতে রাঙ্গা বউ।

শার। এ বাড়ী এসে জল টল খেয়ে যেতে বলো।

হেম। তোমায় আর গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না; তুমি তারে যে ভালবাস, মাসীমা জান্‌তে পেরেচেন।

শার। আমার কপাল।

হেম। ভাঁমরা মেয়ে দেখে কল্‌কাতার বাজী দেখ্‌তে যাব,—

শার। এখানে কেন আজ্ থাক না।

হেম। আজ্‌ও কোন মতেই না।

শার। তোমার যেখানে খুসি সেখানে যাও।

হেম। কল্‌কাতায় এত নিকটে এসে অম্‌নি অম্‌নি চলে যাই, আর কাল্ পাঁচ ইয়ারে মুখে চুণ কালী দেক্।

শার। জায়গা কই।

হেম। একবার বাক্সটী খুলে, পঞ্চাশ টাকা করে যে দশখানা নোট সে দিন নিয়েচ, তার একখানি দাও।

শার। আমি তা কখন দেব না।

হেম। দেবে আরো ভাল বল্‌বে।

শার। আমি সে নোট কখন দেব না, আমি তাতে বাদলার মালা গড়াব, তা আমাকে মারই, কাটই, আর ফাঁসিই দাও।—কেন বল দেখি, টাকাগুনো অপব্যয় করবে? বাক্সোয় রয়েচে, তোমারি আছে, গহনা গড়াই তোমারি থাক্‌বে; কেন নিয়ে উড়িয়ে দেবে?

হেম। আমি তোমাকে দশ দিন বারণ করিচি, তুমি নৎ নেড়ে আমারে উপদেশ দিও না; আমি সব সইতে পারি, মেয়ে মানুষের নৎ নাড়া সইতে পারি নে,—

শার। এবারে শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে জগন্নাথকে নৎ দিয়ে আসব।

হেম। তুমি নৎ দিয়ে এসো, তুমি যা খুসি তাই করো, এখন দাও।

শার। কি দেব?

হেম। আমার শুষ্টির পিণ্ডি।—গরজ বোঝে না, বেলা যাচ্চে;—তারা ভাবচেন, মেগের মুখ দেখে কাত হয়ে পড়ে আচি; রাগ যে প্রাণ জ্বলিয়ে দিচ্চেন তা জান্‌তে পাচ্চেন না।—দেবে কি না বল?

শার। আমি অনাছিষ্টি কাজে টাকা দিই নে।

হেম। আমার পায় তেলো মাতায় তেলো জ্বলে যাচ্চে। তারা সব আমারে গালাগালি দিচ্চে।—আচ্ছা, আমি দুঃখিদের দান করব, ব্রাহ্ম সমাজে যাব,—

শার। অনাথদের খাতে সমাজের নাম লিখে দেই,—

হেম। উঃ, সমাজের সবি রাজনারাণ বাবু, না? আমার মত কত লোক আছে।

শার। তারা সব সমাজে গিয়ে শুধরে গেচে।

হেম। আমিও শুধরে যাব।—আমাকে সিদ্ধেশ্বর বাবু ভালবাসেন, আমি তাঁর ভয়েতে নদেরচাঁদের আড্ডায় প্রায় যাই নে।

শার। তবে কল্‌কাতায় যাওয়া কেন?

হেম। আজ্‌কের দিনটে।—আমি হোটেল থেকে ফিরে আস্‌ব।

শার। সিদ্ধেশ্বর বাবু তোমাকে এত ভালবাসেন, তবে তিনি যে কর্ম্মে ঘৃণা করেন, সে কর্ম্মে তুমি কেন যাও?

হেম। আমি কি মন্দ কর্ম্ম কর্‌চি?

শার। আমি তোমাকে আজ্‌ ছেড়ে দেব না।

হেম। আচ্ছা, আমি দিব্বি করে বাচ্চি রাত্রে কাশীপুরে ফিরে আস্‌ব। যদি না আসি, তুমি সিদ্ধেশ্বর বাবুকে চিটি লিখো।

শার। আমি কি কারো কাছে তোমার নিন্দে করে থাকি?

হেম। তুমি নদেরচাঁদের কত নিন্দে কর তা কি আমি মাসীর কাছে বলে দিই?—নোটখান দাও, তা নইলে তারা আমাকে বড় অপমান কর্‌বে।

শার। সেটী হবে না।

হেম। তোমার স্বধর্ম্ম; মন্দ কথা না বল্লে তোমার মন ওঠে না।

শার। হাজার বল, 'ভবী ভোল্‌বার নয়।'

হেম। ভাল আপদে পড়িচি; দেরি হতে লাগ্‌লো।—কাল তোমাকে আমি এ পঞ্চাশটে টাকা ফিরে দেব।

শার। কার টাকা কারে দেবে?

হেম। দিতে হয় দাও, তা নইলে এক কীলে তোমার বাক্স আমি মহাকাণ্ড করে ফেলি।—হাবাতের অনেক দোষ।

শার। কু বচন আমার অঙ্গের আভরণ; তোমার যা মনে লাগে তাই বল, আমি রাগও কর্‌ব না, টাকাও দেব না।

হেম। তোমার ঘাড় বে সে দেবে।

শার। কোন্‌ শালীর বেটী তোমার আজ্‌ নোট দেবে।

হেম। কোন্‌ শালার ব্যাটা আজ্‌ নোট না নিয়ে যাবে।

শার। সর, আমি যাই, মইকে দেখি গে।

হেম। নোট দিয়ে যাও।—কার নোট?

শার। আমার নোট।

হেম। উঃ, নবাব-পুত্তুর।—কে দিয়েচে?

শার। তুমি দিয়েচ।

হেম। তবে কার নোট?

শার। আমার নোট।

হেম। ওঁয়ার নোট,—

শার। যখন আমার স্বামী দিয়েচেন, তখন এক শ বার আমার নোট, দু শ বার আমার নোট, তিন শ বার আমার নোট,—

হেম। তোমার বাবার নোট,—

[অধোবদনে বাক্স খুলিয়া, বাক্সর ডালা তুলিয়া, বাক্সটী মাথিয়ায় সবলে উপুড় করিয়া ফেলিয়া, শারদাসুন্দরীর বেগে প্রস্থান।

হেম। (বাক্স হইতে নোট বাছিয়া লইতে লইতে) ওবে আমার কাঁজ্‌রাচকি;—টস্‌ টস্‌ করে চকের জল ফেল্‌লেন, আমি অমনি গলে গেলাম। সকের কাঁচের বাসন ভেঙ্গেচে খুব হয়েচে, কেঁদে মর্‌বেন এখন।—যা যা ভেঙ্গেচে, পারি ত কল্‌কাতায় আজ্‌ কিন্‌ব।—ভারি বদ্‌ ইয়ার।

শারদাসুন্দরীর পুনঃ প্রবেশ।

শার। বাঁচ্‌লে?

হেম। বাঁচ্‌লুম।

প্রস্থান।

শার। ভাগ্‌গিস্‌ সই যখন ছিল তখন অমন কথা বলেন নি।—সই বা কি না জানে। ছি, ছি, ছি! কোন্‌ কথা বল্লে কি হয় তা জানেন না; তাই অমন করে বলেন। লোকে সর্ব্বনেশেই সর্ব্বনাশ করে।

[বাক্স গুছাইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—লীলাবতীর পড়িবার ঘর।

শ্রীনাথ, নদেরচাঁদ এবং হেমচাঁদের প্রবেশ।

শ্রীনা। এই চেয়ারে নদেরচাঁদ বস; এই চেয়ারে হেমচাঁদ বস; আমি লীলাবতীকে আন্‌তে বলি।

[প্রস্থান।

হেম। ঘরটী বেশ্ সাজিয়েচে ত;—মেজেটীতে মাজুর মোড়া; দ্বারের কাছে পাপোস পাতা; মেহগেনি কাঠের মেজটী; ঝাড়বুটোকাটা মেজের চাদর; ক্লিওপ ' কোচ; চেয়ার কখানি মন্দ নয়।

নদে। ও কি দেখ্‌চিস্ ছাই; আমাকে যা শিখিয়ে দিয়েছিল, তা আমি সব ভুলে গিইচি; এখনি ' আস্‌বে, আমি কিছুই জিজ্ঞাসা কত্তে পারব না, কিছু বক্তৃতাও কত্তে পারব না।

হেম। এর মধ্যে ভুলে গেলি, কাল্ যে সমস্ত দিন মুখস্ত করিচিস্।

নদে। আমার সব উল্টা হয়ে যাচ্চে।

হেম। তা যাক্, আসলে কম না পড়্‌লেই হল।

নদে। কি বলে পড়া জিজ্ঞাসা কত্তে হবে?

হেম। "অয়ি হরিণলোচনে, তুমি কি পড়?"

নদে। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে হয়েচে; তোর আর বল্‌তে হবে না।—আপদ্ চুকে গেলে বাঁচি, ভয় হচ্চে পাছে অপ্রতিভ হয়ে পড়ি।

হেম। কেন তুই মুক্তিমণ্ডপে খুব ত কইতে পারিস্, অনেক ক্ষণ বক্তৃতাও কত্তে পারিস্।

নদে। সে যে 'আপন কোটে পাই, চিড়ে কুটে খাই,' তাতে আবার ভিকস্ সহায় হন; তাইতে নাক দে মুখ দে বক্তৃতা বার্ হয়।

হেম। বমির মত।

নদে। আমাকে যদি একা এই ঘরে লীলাবতীর সঙ্গে রাখে, তা হলে আমি খুব্ রসিকতা কত্তে পারি, বিদ্যারও পরিচয় দিতে পারি।

হেম। তোমার কাছে কাটের পুতুল ভরিয়ে উঠে, এ ত একটা জীব।

নদে। বাহবা বাহবা, বেশ্ বলিচিস্।—কি বল্‌ব হাস্‌তে পেলেম না, পরের বাড়ী ; এ কথা মুক্তিমণ্ডপে হলে সাত রঙের হাসি বার্ কত্তেম, আর তোকে চিরযৌবনী কর্‌বার জন্যে এক এক পাত্র পাচ ইয়ারে পান কত্তেম।

হেম। এই ত তোর মুখ খুলে গেচে।

নদে। খুল্‌বে না ত কি নইচে বন্ধ হয়ে থাক্‌বে। আমি ত আর মুখচোরা নই।—হরিণের কি বলে পড়া জিজ্ঞাসা কত্তে হবে ? বল্, বল্, আস্‌চে,—

হেম। "আয় আয়"—না, না, হয় নি—

নদে। ঐ দেখ্, তুইও ভুলে গিইচিস্।

হেম। ভুল্‌ব কেন ? "অয়ি হরিণলোচনে, তুমি কি পড় ?"

নদে। ঠিক হয়েচে।

এক দিক্ হইতে লীলাবতী এবং শ্রীনাথ, অপর দিক্ হইতে ললিতমোহন, সিদ্ধেশ্বর এবং প্রতিবেশিচতুষ্টয়ের প্রবেশ।

শ্রীনা। আপনারা সকলে উপবেশন করুন।

[সকলের উপবেশন।

হেম। কর্ত্তা মহাশয় আস্‌বেন না ?

শ্রীনা। তিনি কি ছেলে ছোক্‌রার ভিতরে আসেন।

প্র, প্রতি। সব দেখা শুনা হলে, তিনি অবশেষে ছেলে দেখ্‌তে আস্‌বেন।

দ্বি, প্রতি। নদেরচাঁদ বাবু, পাত্রীর রূপ ত দেখ্‌লেন, এক্ষণে গুণ আছে কি না তাহা পরীক্ষা করে দেখুন।

হেম। (অনান্তিকে নদেরচাঁদের প্রতি) তাই বলে জিজ্ঞাসা কর।

সিদ্ধে। নদেরচাঁদ বাবু নীরব হয়ে রইলেন যে ?

নদে। (লীলাবতীর প্রতি) আই মা হরিণের শিং, তুমি কি পড় ?

হেম। তোমার গুষ্টীর মাতা পড়ে,—ঢেঁকিরাম ;—কি শিখিয়ে দিলে, কি বল্লেন,—

নদে। আমার যা খুসি আমি তাই বলি, তোর বাবার কি? তুই বিয়ে করবি না তোর বাবা বিয়ে করবে?

হেম। তোমার বিয়ে হবে হুগলির জেলে,—বামণের ঘরের নিরেট বোকা।

নদে। তোর বাপ যেমন মেয়েমুখো, তুই তেমনি মেয়েমুখো; তোর কপালে ইয়ারকি থাকলে ত আমাদের সঙ্গে বেড়াবি? আমার অতিবড় দিব্বি তোর মত পাজিকে যদি মুক্তিমণ্ডপে ঢুকতে দিই।—একটী পয়সা খরচ কত্তে পারে না, কেবল বেয়ারিং ইয়ারকি দিতে আসেন।

হেম। কি বল্লি, বিক্রমপুরে বুনো বয়ার। (সরোষে নদেরচাঁদের পৃষ্ঠে পাঁচটী বজ্রমুষ্টি প্রহার)—তোরে কীর্ত্তিনাশা পার করব তবে ছাড়ব,—

ললি। মন্দ নয়, ভোজনের আগে দক্ষিণা।

সিদ্ধে। পাঁচ তোপ, শুভ লক্ষণ।

শ্রীনা। অকালের তাল বড় মিষ্টি।

নদে। দেখলেন সিধু বাবু, আপনি মামাকে বলবেন, কার দোষ। আমাকে ভদ্রলোকের বাড়ীতে মেয়ে মানুষের সুমুখে যা খুসি তাই বল্লে,—তার পর এলোবিলি মার।—এর শোধ দেব; আমার গায় হাত।

শ্রীনা। তোমার পাতরে পাঁচ কীল।

হেম। (নদেরচাঁদের কাপড়ে কালী দেখিয়া) খুব হয়েচে, খুব হয়েচে; পোড়ার বাঁদর, চেয়ে দেখ, চেয়ারে ভেলকালী মাখিয়ে রেখেছিল, তোমার চাদরে পিরাণে ধুতিতে লেগে গিয়েচে।

নদে। লেগেচে, আমারি লেগেচে, তোর কি? তুই আমার সঙ্গে আর যদি কথা কস্, তোর বড় দিব্বি।

হেম। হুঁকোর খোলে দুর্গানাম লেখা, অমাবস্তায় শ্যামা-পূজা, ভালুকে উল্লুকে জড়াজড়ি, দাঁড়কাকের মাতায় মকমলের টুপি, আর ভায়ার গায় শালী, একইরূপ দেখতে।

নদে। আমাকে এমন করে তাক্ত কল্লে আমি কর্ত্তার কাছে বলে দেব; মেয়েও দেখব না, বিয়েও করব না।—দেখ দেখি, আমার ভাল কাপড়গুলি সব কালীতে ভিজে গিয়েচে। আমি ভাবচি কলকাতা বেড়িয়ে যাব।

শ্রীনা। কালীতে ভেজে নি।

নদে। তবে কিসে ভিজেচে?

শ্রীনা। তোমার ঘামে।

নদে। আমার ঘাম বুঝি কালো ?

শ্রীনা। সব কালো জিনিসের রস কালো।

নদে। পাকা জামের রস যে রাঙ্গা।

শ্রীনা। ঠকিচি।

[প্রস্থান।

ললি। নদেরচাঁদ বাবুকে কথায় কেউ ঠকাতে পারে না।

তৃ, প্রতি। ভাল ছেলের লক্ষণ এই, ছিচ্‌কাঁদুনের মত প্যান্ প্যান্ করে কাঁদে না, সকল কথা গায় পেতে নিয়ে জবাব দেয়।

নদে। কথা ত কথা, জল গায় পেতে নিইচি।—একদিন এক জায়গায় বল্লে "তোমার গায় জল দিই"; আমি অমনি গা পেতে দিলুম; আর হুড় হুড় করে জল ঢেলে দিল।

তৃ, প্রতি। কীল, কথা, জল—সব গায় পেতে লওয়া আছে।

নদে। হেমচাঁদ মার্‌লে বলে আমি কি ফিরিয়ে মাত্তে পারি? তা হ'লে আপনারা আমাকে যে পাগল বল্‌তেন; আর ঐ ভাল মানুষের মেয়ে যে আজ্ ব্যায়জে ভাল্ আমার মাগ হবে, ও যে আমার গায় থুতু দিত। হেমচাঁদ আমার দাদা হয়, তাইতে কিছু বল্লেম না, 'জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা সম পিতা।'

তৃ, প্রতি। বয়সের বড় বোনাই বাবার ধাক্কা।

নদেরচাঁদের অজ্ঞাতে শ্রীনাথের প্রবেশ এবং সিন্দূর মাখা হস্তে নদেরচাঁদের চক্ষু-আবরণ।

সিন্ধু। নদেরচাঁদবাবু, বল দেখি কে ?

ললি। এইবার চতুরতা বোঝা যাবে।

নদে। বল্‌ব, বল্‌ব—(চিন্তা)—মামা।

শ্রীনা। তোমারি বনের নন্দের ছেলের।

[চক্ষু ছাড়িয়া উপবেশন, সকলের হাস্য।

নদে। এই বুঝি সভ্য মেয়ে, এত লোকের সমুখে হাসি ?

লীলা। (লজ্জাবনতমুখী)।

চ, প্রতি। আইবুড়ো মেয়ের হাসি মাপ কত্তে হয়।

নদে। আমি রাগ করচি নে, আমি কর্ত্তার সঙ্গে এ কথা বল্‌তে যাচ্চি নে। আমি মেয়ে দেখে বড় খুসি হইচি। আমার হাতে আরো সভ্যতা শিখ্‌তে পারবে।

হেম। মুক্তি মণ্ডপে।

নদে। দেখ সিধু বাবু, আবার গায় পড়ে ঝক্‌ড়া কত্তে আস্‌চে; এক কথা হয়ে গেচে, তা এখনও মনে করে রেখেচে।—দাদাবাবু, রাগ করে রয়েচ? তুমি এ সম্বন্ধের মূলাধার, আবার তুমিই এ খানে মুখ ভার করে রইলে?

ললি। রাজকন্যা আপনার হাতছাড়া হল কেমন করে?

নদে। কাপড়ে আগুণ ধরে সেটা পুড়ে মরেচে।

শ্রীনা। চিরকাল পোড়ার চাইতে একবার পোড়া ভাল।

লীলা। (ললিতের প্রতি) আমি বাড়ীর ভিতরে যাই।

নদে। তুমি বাড়ীর ভিতরে যাও, আর আমরা তোমার মামাকে দেখে যাই।

[হাস্য।

ললি। আপনি কিছু লেখা পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করবেন?

নদে। কর্‌ব না ত কি অমনি ছাড়্‌ব?

ভূ, প্রতি। ছেলেটী খুব সপ্রতিভ।

নদে। তবু হেমদাদা প্রথমেই মুখ্‌ড়ে দিয়েচে।

ভূ, প্রতি। সিধু বাবু, এমন ছেলে শ্রীরামপুরে আর কটী আছে?

সিদ্ধে। যোড়া পাওয়া যায় না।

শ্রীনা। তাই বুঝি ইস্‌কাপনের গাড়ীতে নিয়েচে।

নদে। বা! ইস্‌কাপনের টেক্কায় হরতোনের বিবি।

ভূ, প্রতি। আপনার ঠাকুর পুষ্যিপুত্র নিয়েচেন কি?

নদে। আমি থাক্‌তে পুষ্যিপুত্র নেবেন কেন?

ভূ, প্রতি। আপনি ত একটী, আপনার মত শত পুত্র সত্বেও পুষ্যিপুত্র লওয়া শাস্ত্রে অনুমতি আছে।

নদে। মা বলেন আমি একা এক সহস্র।

শ্রীনা। তুমি বেঁচে থাক।

নদে। "বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে"—

ললি। মহাশয়, এটা গুলির আড্ডা নয়, ভদ্রলোকের বাড়ী।

হেম। ললিতবাবু, আপনি কুলীনের ছেলেকে বাড়ীতে পেয়ে অপমান কর্‌বেন না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যেচে গিয়েচেন বই আমরা যেচে আসি নি।

নদে। দাদাবাবু, রাগ কর্‌চেন কেন; আমরা বর, গাল্ দিলেও সহ্য কর্‌ব, মার্‌লেও সহ্য কর্‌ব, আঁচড়ালেও সহ্য কর্‌ব, কাম্‌ড়ালেও সহ্য কর্‌ব,—

শ্রীনা। কর্ত্তা বরের গুণগুলো স্বয়ং শুণে নিলেই ভাল হত।

সিদ্ধে। আপনার যদি কিছু জিজ্ঞাসা কত্তে হয়, জিজ্ঞাসা করুন, বেলা যাচ্চে, বাড়ী যেতে হবে।

নদে। আমরা আজ্ কল্‌কাতায় থাক্‌ব।

হেম। নদেরচাঁদ, যা হয় জিজ্ঞাসা করে ফ্যাল্, দেরি কর্‌িস্ কেন?

নদে। অগো লীলাবতি তুমি বিদ্যাসুন্দর পড়েচ?—

[লজ্জাবনতমুখে লীলাবতীর প্রস্থান।

সিদ্ধে। নদেরচাঁদ, শ্রীরামপুরের মুখ হাসালে?

ললি। যেমন শিক্ষা, তেমনি পরীক্ষা; গুলির আড্ডায় যে ব্যবহার শিখেচেন, ভদ্রসমাজে তা পরিত্যাগ কর্‌বেন কেমন করে?

নদে। ললিত বাবু, তুমি যে বড় শক্ত শক্ত বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে; তুমি জান, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে আরাধনা করে নিয়ে এসেচেন, আমার পাদপদ্মে মেয়ে সেধে দিচ্চেন। আমি জোর করে মেয়ে বার্ কত্তে আসি নি। আমার যা খুসি আমি তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ব। তোমার যখন মেয়ে হবে, তুমি গুলি খায় না, গাঁজা খায় না, মদ খায় না, বেড়াতে চেড়াতে যায় না, এমনি একটী গরুটীকে মেয়ে দান করো; এখানে তোমার কথা কওয়া, 'এক গাঁয় ঢেঁকি পড়ে, এক গাঁয় মাতা ব্যথা'।

ললি। (দাঁড়াইয়া) নদেরচাঁদ, তোমার সহিত বাদানুবাদ বাতাসে অসি-প্রহার। তুমি আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণে প্রতিষ্ঠিত কুলীনকুলের কজ্জল; তোমার নয়ন কি একেবারে চর্ম্মবিহীন হয়েচে? তোমার হৃদয়ক্ষেত্র কি এতই নীরস যে, সেখানে একটীও সংবৃত্তি অঙ্কুরিত হয় নাই? তোমার যদি স্থির-চিত্তে চিন্তা কর্‌বের ক্ষমতা থাকে, তবে একবার ভাব দেখি, তোমার দুশ্চল আচরণে কত কুলকামিনী কুলে জলাঞ্জলি দিয়েচে, কত ভদ্র

সন্তান তোমার কুসংসর্গে লিপ্ত হয়ে একেবারে অধঃপাতে গিয়েচে, তোমার চাতুরীবলে কত গৃহস্থের সর্ব্বস্বান্ত হয়েচে;—এইরূপ শত শত কদাচারে কলঙ্কিত হয়ে পবিত্র পুরস্ত্রীর সমীপবর্ত্তী হতে তোমার সঙ্কোচ বোধ হয় না? তোমার এমনি শিষ্ট স্বভাব, অন্য পরের কথা কি বলব, তোমার আপনার ভগিনী, ভাগিনেয়ী, ভাইজ, ভাইঝি তোমায় দেখিবামাত্র ঘোমটা দেয়; তোমার কি তাতে মনে ঘৃণা হয় না?—তোমার পূর্ব্ব রমণীর মরণবৃত্তান্ত একবার স্মরণপথে আনয়ন কর দেখি,—কি ভীষণ ব্যাপার! কামান্ধ পতির পশুবৎ ব্যবহারে নববিবাহিতা বালিকা ফুলশয্যায় শমনশয্যায় শয়ন করেছিল! যে হাতে নব বনিতা হত্যা করেচ, আবার সেই হাতে গৃহস্থ-বালা লতে চাও!—সাধারণ ধৃষ্টতার লক্ষণ নয়। তুমি এমনি বিবেচনাশূন্য, তোমার মাসতুতো ভাইকে ভদ্রসমাজে অম্লান বদনে যৎকুৎসিত সম্পর্ক বিরুদ্ধ গালাগালি দিলে। তুমি এমনি নিলর্জ্জ, যে বিশুদ্ধস্বভাবা কুলকন্যার পরিণেতা হতে যাচ্চ, তাকে সকলের সাক্ষাতে জলের মত জিজ্ঞাসা কল্লে বিদ্যাসুন্দর পড়েচে কি না, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, কাদম্বরী, মেঘনাদ বধ, ধর্ম্মনীতি, সুশীলার উপাখ্যান তোমার মুখে এল না।—তুমি পুরুষাধম, তোমার কৌলীন্যেও ধিক্, ঐশ্বর্য্যেও ধিক্, তোমার জীবনেও ধিক্!

নদে, হেম। (মেজ চাপড়াইয়া) বেশ্, বেশ্—

হেম। আমরাও বক্তৃতা করব।—নদেরচাঁদ, তোর মনে আছে ত?

নদে। লেখা পড়া না জিজ্ঞাসা করলে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভাবেন, আমি লেখা পড়া জানি নে,—

শ্রীনা। আচ্ছা, আমি লীলাকে আনচি।

[প্রস্থান।

নদে। সিধু বাবু, একখান বইয়ের নাম করুন ত।

সিদ্ধে। 'গুলি হাড়কালী'।

শ্রীনাথ এবং লীলাবতীর প্রবেশ।

নদে। আমি কোন বইয়ের নাম করলেই ললিত বাবু আমাকে এখনি কানায় বাপান্ত করবেন।

ললি। আমি আপনাকে বাপান্ত করি নি।

নদে। বাপান্তের যোনাই করেচেন ; আমায় যথোচিত অপমান করেচেন ; সে ভালই করেচেন ; শ্রীরামপুর হলে কত্তে পাত্তেন না।—এখন আপনি মেয়ে মানুষটীকে বলুন যে বই হয় একটু পড়ুন।

লীলা। (পুস্তক গ্রহণ করিয়া পাঠ।)

'গ্রাস দেশের অন্তর্গত স্পার্টা নামক মহানগরে লিয়ানিদা নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন, তাঁহার কন্যার নাম চিলোনিস। বিপত্তিসময়ে ঐ বামা প্রথমে পিতৃভক্তি পরে পতিভক্তির যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সাতিশয় আশ্চর্য্য, একারণ প্রথমে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইল। একদা'—

নদে। আর পড়্‌তে হবে না।

সিদ্ধে। "রহস্য-সন্দর্ভ" নীতিগর্ভ পত্র বলে গণ্য ; সম্পাদকীয় কার্য্য অতি বিজ্ঞ লোকের হস্তে ন্যস্ত হয়েচে।

নদে। ওখানি কি রসকন্দর্প ? গুড়গুড়ে লেখে বুঝি ?

হেম। এখন আমরা বক্তৃতা করি।

নদে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কেনি আস্‌বেন।

সিদ্ধে। তাঁর আস্‌বের বিলম্ব আছে, আপনি বক্তৃতা করে বিদ্যার পরীক্ষা দেন।

হেম। নদেরচাঁদ, বিবাহ বিষয়ে বল্।

ললি। অতি বিহিত বিষয় প্রস্তাব করেচেন।

নদে। যে আজ্ঞা—(গাত্রোত্থান)—আমি অধিক বল্‌তে পারব না।

সিদ্ধে। যা পারেন, তাই বলুন।

[নদেরচাঁদের অজ্ঞাতসারে শ্রীনাথ কর্ত্তৃক নদেরচাঁদের চেয়ারখানি স্থানান্তরিত।

নদে। প্রিয়বন্ধুগণ—প্রিয়বন্ধুগণ এবং—প্রিয়বন্ধুগণ ও প্রেয়সী মেয়ে মানুষ,—অতএব এত বিদ্যাবিষয়ের হ্রদ পণ্ডিত-পাটালীর নিকটে—নিকটে—পাটালীর নিকটে আমার বক্তৃতা করা কেবল হাঁসভাজা হওয়া—হাস্ত-ভাজন। মৎসদৃশ ব্যক্তিগণের বক্তৃতা বিষম ব্যাপার—লণ্ড ভণ্ড কাণ্ড উপস্থিত। বিষয় মনে থাকে যদি, কথা জোটে না ; কথা জোটে যদি, বিষয় মনে থাকে না। সুতরাং বিষয় অনুগ্রহ করিয়া বক্তৃতা করিতে বাধ্য না হওয়া কাপুরুষের

কাজ। আপনারা যথাসাধ্য অধৈর্য্য সম্বল করে শুনুন।—বিবাহ হয় এক কল্পবট, তার তলায় বসে যা চাও তাই পাওয়া যায়। বিবাহের অনুগ্রহে বংশরূপ শামাদানে ছেলেরূপ বাত্তি দিয়ে ঘর আলো করে ফেলা যায়। আরো দেখুন—যদি আমি কতে পারি স্বাধীনতাতে বল্‌তে এমন—'দানেন ন ক্ষয়ং যাতি "স্ত্রীরত্নং" মহাধনং'—যেহেতু রামছাগলের গলদেশের স্তনের ন্যায় বিফল। ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে রোমশ পশু আছে,—আরবদেশের বালির উপর দিয়ে উটগুলো বড় বড় মোট মাত্তায় করিয়া চলে যেতে পারে, ব্যতীত পান করে এক ফোঁটা জল অনেক ক্ষণ। অতএব বিবাহ বলিতে গেলেই বন্ধুতা এসে পড়ে।—বিবাহ হয় এক বৃক্ষ বন্ধুতা তার ফুল। বিবাহের কত কৌশল, তা মৎসদৃশ ব্যক্তিগণ শতমুখী হলে বলতে পারে। দেখুন, জাম পাক্‌লে কালো হয়, চুল পাক্‌লে শাদা হয়,—যদি বলেন, জাম পাক্‌লে রাঙ্গা হয়, সে পাকা নয়, ডাঁসা;—যদি বলেন চুল পাক্‌লে কটা হয়, সে কটা নয়, সে কলোপ দেওয়া। আরো দেখুন, সকলি দুই দুই, চন্দ্র, সূর্য্য, রাত্‌ দিন, পথ ঘাট, হুঁকো কল্‌কে, ঢাক ঢোল, ঘর দোর, হাতা বেড়ী, শৃগাল শকুন, স্ত্রী পুরুষ। সুতরাং জীব সকলকে বাঁচাইবার জন্য স্ত্রীলোক গর্ভমতী হইলে আপনা আপনিই নিতম্বে দুধ এসে পড়ে—

[সলাজে লীলাবতীর প্রস্থান—সকলের হাস্য।

আরো দেখুন, মত্ত ভায়া কেমন কাহিল হয়ে গিয়েচেন,—

হেম। ও যে আমি বল্‌ব;—তুমি বস।

নদে। অতএব বন্ধুগণ, দাদাকে আসর দিয়ে আমি 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'।

[যেমন বসিতে যাবেন এমনি ধপাৎ করিয়া চিত হইয়া পতন—সকলের হাস্য।

হেম। চেয়ার যে সরিয়ে রেখেচে, তা বুঝি দেখ্‌তে পাও নি?

নদে। ওমা গিইচি!—বাবা গো! মেরে ফেলেচে;—কোমর ভেঙ্গে গিয়েচে;—শালারা আমারে যেন পাগল পেয়েচে,—আমার যেন মা বাপ কেউ নেই।

[চেয়ার লইয়া উপবেশন।

হেম। প্রিয়বন্ধুগণ, আমার গুণিগণাগ্রগণ্য ধন্য মান্য বদান্য বন্ধু ভ্রাতা যাহা বল্লেন, যাহা—যাহা বল্লেন—বল্লেন, তাহা বল্লেন। এক্ষণে আমার বক্তব্য, এই মাতৃভাষায় চাষ না দিলে—না দিলে, আমাদের ভাল চিহ্ন নয়; আমাদের আচার অর্থাৎ রীতি, নীতি, কাসুন্দি কখন ভাল হবে না। মাতৃভাষা না খেতে পেয়ে মরো মরো হয়েচেন, যথা 'সর্ব্বমতান্তগর্হিতং',—অতএব হে ভ্রাতৃপদারবিন্দ, এস আমরা মাতৃভাষাকে আহার দিই। চেয়ে দেখ, ঐ মাতৃভাষা দীনা, হীনা, ক্ষীণা, মলিনা, পিঁচুটিনয়না, কাঠকুড়ুনীর মত রথের কাছে দাঁড়িয়ে রোদন;—চুল চুসনা হইয়া গিয়াছে কর্ণ বধির হইয়া গিয়াছে, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, দন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে, অঙ্গে খড়ী উড়িতেছে, হস্ত অবশ হইয়াছে, পদ মুচ্‌ড়ে যাইতেছে;—অশন নাই, বসন নাই, ভূষণ নাই।—হে ভ্রাতৃবীরেন্দ্র, তোমরা আমার কথা অতুচ্ছ করো না। তোমরা মাতৃভাষাকে আহার দিতে চাও দাও, কিন্তু দেখ যেন কর্কশ জিনিস দিয়ে তাঁর গলা ছিঁড়ে দিও না,—উপসের মুখে একটু—একটু গোলায়েম সামগ্রী নইলে খাওয়া যায় না। কতকগুলো পয়ারে বয়ার জুটে মাতৃভাষাকে দগ্ধে মারচেন। পয়ারে বয়ারদের পয়ার গয়ারের মত, কিন্তু সবল গয়ার নয়, গলা আঁচ্‌ড়ে তোলা;—তাঁদের দ্রবায় যক্ষ্মা হবে। তাঁদের গদ্যে এত রস, তাঁদের পদ্য, পদ্য কি গদ্য, কেবল ছন্দর জানা যায়। মাতৃভাষা স্বাধীনতার শোকে গলায় দড়ী দিয়ে শজনে গাছে ঝুলছিলেন, গলার গোঁড়ায় ধুক্ ধুক্ করিতেছিল, বিদ্যাসাগর বাবু—মহাশয়—তাঁকে অমৃত খাইয়ে সজীব করেচেন।—অতএব হে দেশহিতৈষিণী সভ্যগণ, তোমাদের আমি "বিনয়পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদঞ্চ" করিয়া বলিতেছি, তোমরা মাতৃভাষাকে বড় কর; মাতৃভাষা বড় হলে দেশের—দেশের—অনেক ভাল হবে। বিধবার বিয়ে হবে,—রাস্তা ঘাটে ময়লা থাক্‌বে না,—গরুগুণ, অগণন দুগ্ধ দান করবে,—বৃক্ষ ফলবতী হবে,—উন্দ্রদেব তোড়ের সহিত বারি বর্ষণ করবেন,—জাতিভেদ উঠে যাবে,—বহুবিবাহ বন্ধ হবে—কুলীনের মিছে মর্য্যাদা থাক্‌বে না—আমরা কাটিয়ে যাব। মনোযোগ না করলে কোন কর্ম্ম হয় না। সুতরাং এই স্থলে বেদব্যাসের বিশ্রাম করিয়া আমি ফিরে নিই আমার বস্‌বের স্থান।

সিদ্ধে। বাহবা! হেম বাবু বেশ বলেচেন।

নদে। মুখস্থ করে এসেছিল।

হেম। আমি এখন রোজ রোজ বক্তৃতা কর্‌ব; মুখ বুজে থাক্‌লে বেকল হয়ে যেতে হয়।

রঘুয়ার প্রবেশ।

শ্রীনা। রঘুয়ার চেহারা আর নদেরচাঁদের চেহারা এ পিট ও পিট; তবে রঘুয়ার হাত দুখানি মুলো, আর একটু বেঁকে চলে।

ললি। এ ব্যাটা নূতন উড়ে; মালীর বাড়ী হতে এসেচে।

রঘু। আপনঙ্কর[১] লেখাপড়ি হ্যাসা নিটি কি?[২] কর্ত্তাবাবু আউছন্তি[৩]। (নদেরচাঁদের বস্ত্রে কালী, এবং বদনে সিন্দুর অবলোকন করিয়া) এ কঁড়[৪] মঃ[৫] বাবু তো সেয়াংওপরি[৬] দুশুচি[৭]; গুটে[৮] পাচ্‌ড়া[৯] কদড়ি[১০] হাতেরে হুয়ওাকি[১১]।

নদে। আরে উড়ে ম্যাড়া, তুই আমারে কি বল্‌চিস্?

রঘু। বাবুমানে[১২] আপনঙ্কো[১৩] ভালুপিলা[১৪] সাজাউচি[১৫] আউ কঁড়? মুগাপটা[১৬] কাড়রে[১৭] ভিতি গলা।

নদে। দুর সড়া দাসো।

রঘু। মঃ মনিমা[১৮] হেই এপরি কহুচ[১৯]? মু[২০] পিলাটি[২১], গোরিবপুও, কঁড় বরিবি, প্রভু লোকনাথো বুঝমনা[২২] করিবে।

নদে। তুই সড়া আমায় দেখে হাস্‌লি কেন?

রঘু। আপনো মনুষ্য চরাউ, মু গরু চরাউচি, আপন মনিমা, প্রভু, অবধান, মু চরণ ঝড়াকু পাঁহরা[২৩]; আপনো ঐরাবত, মু ঘুঙ্কিনুষা[২৪] আপনো

১ আপনাদিগের
২ হইল না কি?
৩ আসিতেছেন
৪ কি
৫ মহাশয়
৬ সংএর মত
৭ দেখাইতেছে
৮ এক
৯ পাকা
১০ রক্তা
১১ হইত
১২ বাবুরা
১৩ আপনাকে
১৪ ভালুকের ছানা
১৫ সাজিয়েছেন
১৬ কাপড়
১৭ কালীতে
১৮ প্রভু
১৯ কহিতেছেন
২০ আমি
২১ ছেলেটী
২২ বিবেচনা
২৩ ঝাঁটা
২৪ কাঠবিড়ালী

জেবে গালি দেব, মু কঁড় করিবি ? আপনো সড়া বইল কাঁই কি ? আপনো কি মোর ভেনই[১] ? আপনো কি মোর ভৌঁড়ির[২] গৌইত[৩] ?

নদে। শালা উড়ে ম্যাড়া, ফের যদি বক্‌বি ত জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দেব।

রঘু। মারো স্বাঁত[৪], মু হাজির আছি—

অন্নিকে সন্নিকে লোকে[৫]

মনে বহন্তি[৬] গর্ব্বিতা ;

সাক্স[৭] গছ মূলে ভেকো

ছত্র দণ্ড ধরাইতা।—

সিদ্ধে। নদেরচাঁদ বাবু, এ বারে আপনাকে রাজচ্ছত্র দিয়েচে. ওরে কিছু বল্‌বেন না—

হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় এবং পণ্ডিতের প্রবেশ।

নদে। মহাশয়, আমরা যথোচিত খুসি হইচি ;—পড়্‌তে শুন্‌তে বেশ্, আমি যা যা জিজ্ঞাসা করলেম সব বল্‌তে পেরেচেন, কেবল একটা ছুটো ললিত বাবু বলে দিয়েচেন।—ললিত বাবু উত্তম বালক, খুব বিদ্যা শিখেচেন, আমার যথোচিত আদর করেচেন,—

হেম। (মৃদুস্বরে) নদেরচাঁদ, মুখ পোঁচ্।

নদে। তুই কেন মুখ গোঁজ্ না।

হর। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) মুখ এমন করে দিলে কে ?

শ্রীনা। বাড়ী হতে ঐরূপ করে এসেচেন, ওঁর মা কাচ্ করে দিয়েচেন।

হর। মুখ পুঁচে ফেল বাবা, লালগুঁড়ো লেগে রয়েচে।—কুলীনের ছেলে বড় মানুষের ভাগ্‌নে, আমার কত সৌভাগ্য উনি আমার বাড়ী এসেচেন।

নদে। (কাপড় দিয়া মুখ মুছিয়া) বাহবা ! লালগুঁড়ো লাগ্‌ল কেমন করে ?

শ্রীনা। পথে আস্‌তে রৌদ্রের গুঁড়ো লেগেচে।

নদে। সে যে সাদা।

হর। লীলাবতী কোথায় ?

নদে। আমি তাকে বাড়ীর ভেতর পাঠিয়ে দিইচি, পড়াশুনা সব হয়ে গিয়েচে।

১ বোনাই   ৩ স্বামী   ৫ [illegible]   ৬ [illegible]
২ ভগিনীর   ৪ স্বামী   [illegible]   ৭ [illegible]

হর। জল খাওয়াবার জায়গা হয়েচে ?

নদে। আমি বিবাহের অগ্রে এখানে কিছু খেতে পারব না; আমাদের বংশের এমন রীতি নাই।

হর। বটে ত, বটে ত, আমার ভুল হয়েচে।—দেখ্‌লে পণ্ডিত মহাশয়, সিংহের শাবক ভূমিষ্ঠ হইয়াই হস্তীর মুণ্ড ভক্ষণ করে, কারো শিখিয়ে দিতে হয় না।

শ্রীনা। আর কেউ কেউ বার হয়েই ডাল ধরে।

নদে। সে বাঁদর, আমি স্বচক্ষে দেখিচি।

হেম। নদেরচাঁদ চল, তোমাকে ও বাড়ীতে জল খাইয়ে নিয়ে যাই।

নদে। (হরবিলাসের পদধূলি গ্রহণ) আমি বিদায় হই।

হর। এস বাবা এস ;—ললিতমোহন সঙ্গে যাও।

ললি। সিদ্ধেশ্বর ব'স আমি আস্‌চি।

[নদেরচাঁদ, হেমচাঁদ এবং ললিতমোহনের প্রস্থান।

হর। মেজো খুড়ো, ছেলে দেখ্‌লেন কেমন ? আপনাকে আমি জেদ করে এখানে পাঠিয়েছিলাম, যেহেতু আপনি বিজ্ঞ, আপনি ভাল মন্দ বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পারেন। কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তানের মধ্যে নদেরচাদের মত কুলীন আর নাই। অতি উচ্চ বংশ।

ভু, প্রভৃতি। বংশ উঁচু, রূপ নইচে, গুণ চটু।—বেস্তর বেস্তর বয়াটে ছেলে দেখিচি, এমন বয়াটে ছেলে বাপের কালে দেখিনি।—আবাগের ব্যাটার সঙ্গে ঘণ্টা দুই বসে ছিলাম, বোধ হ'ল দুই যুগ যমযাতনা এর চেয়ে ভাল। হাত পাগুলিন শুক্‌নো কুলের ডাল ; আঙ্গুলগুলিন কাঁক্‌ড়া ; চক্ষু দুটী কাঠঠোক্‌রার বাসা ; কথা কইলে দাঁড়কাক ডাকে ; হাস্‌লে ভালুকে শাঁক আলু খায়। বুদ্ধিতে উড়ে, সভ্যতায় সাঁওতাল, বিদ্যায় গারো, লজ্জায় কুকী, বজ্জাতীতে খাকরগুল্ল। মেয়েটী হাসানদিতের ফেলে থেঁতো করে ফেলুন, এমন নরাকার নেকড়ের হাতে দেবেন না।

শ্রী, প্রভৃতি। মেজো খুড়ো, মেলের ঘরটা বিবেচনা কর্চ্চেন না।

হর। মেজো খুড়ো শিং ভেঙ্গে প্যালে মিশেচেন।—ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রে কন্যা দান কুলের ভাগ্যে হয় না।—ছেলেটী অশিষ্ট কেমন করে বলি, আমার সঙ্গে কেমন কথা বার্ত্তা কইলে, কিরূপে বিদ্যার পরীক্ষা করেচে তা বলি,

আবার যাবার সময় পায়ের ধূলা লয়ে গেল। বিদ্যা না থাকলে বিদ্যার পরীক্ষা লত্তে পারেনা।

শ্রীনা। বিদ্যার পরীক্ষা "আই মা হরিণের শিং"

প্র, প্রতি। তোমাদের নিন্দা করা স্বভাব; কি মন্দ পরীক্ষা করেচে ?—মহাশয়, এক ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে উঠে কত কথা বল্লে তা আমি সকল বুক্তে পাল্লেম না, কারণ তাতে অনেক সংস্কৃত এবং এংরাজি ছিল।

ভূ, প্রতি। এংরাজি মাতামুণ্ডু বলেচে, তবে একটা সংস্কৃত শ্লোক বলেচে বটে, কিন্তু তা শুনে ব্যাটার মাতায় যে একখান চেয়ার ফেলে মারি নি সে কেবল ভদ্রলোকের বাড়ী বলে। "দানেন ন ক্ষয়ং যাতি স্ত্রীরত্নং মহাধনং।" ব্যাটা কি শ্লোকই বলেচে।

প্র, প্রতি। ঐ শ্লোকটীই বটে।—কেমন মহাশয়, এটী কি মন্দ বলেচে ?

হর। আমার মাত্র বলেচে। আবাগের ব্যাটা যদি একটু লেখা পড়া শিক্‌ত, তা হলে কার সাধ্য এ সম্বন্ধে একটী কথা কয়। তা যাই হক্‌, এমন কুলীন আমি প্রাণ থাক্‌তে ত্যাগ কত্তে পারব না। ঈশ্বর তাকে যে মান দিয়েচেন, তা কি লোকে কেড়ে নিতে পারে ?

সিন্ধে। মহাশয়, আপনি পিতৃতুল্য, আপনার সুমুখে আমাদের কথা কইতে ভয় করে; কিন্তু অন্তঃকরণে ক্লেশ পেলে কথা আপনিই বেরিয়ে পড়ে। কুলীন অকুলীনে সমাজের বিভাগ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। পরমেশ্বর জীবকে যে যে শ্রেণীতে বিভাগ করেচেন তাহার পরিবর্ত্তন নাই, এবং সেই সেই শ্রেণী আদি কাল হতে সমভাবে চলে আস্‌চে, এবং অভিন্নরূপে অনন্তকাল পর্য্যন্ত চল্‌বে। মানুষের শ্রেণীতে মানুষেরি জন্ম হচ্চে, হাতীর শ্রেণীতে হাতীই জন্মাচ্চে, ঘোড়ার শ্রেণীতে ঘোড়ারি জন্ম হচ্চে; মনুষ্যের শ্রেণীতে কখন সাপ জন্মায় না, এবং সাপের বংশে কখন মানুষ জন্মায় না। কিন্তু কুলীন অকুলীন সম্ভবপ্রণালী এরূপ নহে। যে সকল সদ্‌গুণের জন্য কতক লোক পূর্ব্বকালে কুলীন বলে গণ্য হয়েছিলেন, তাঁহাদের বংশে এমন কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করেচে যে তাহারা ঐ সকল সদ্‌গুণের একটীকেও গ্রহণ করে নাই, বরং অশেষবিধ অগুণের আধার হয়েচে; তাহার এক দেদীপ্যমান দৃষ্টান্তস্থল বদান্য ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র নরাধম নদেরচাঁদ। সদ্‌গুণের অভাব-দোষে কতক লোক সে কালে অকুলীন বলে চিহ্নিত হয়, কিন্তু কালক্রমে তাঁহাদের বংশে এমত এমত কুলতিলক জন্মেচে যে তাঁহাদের সদ্‌গুণে ভারতভূমি আলোকময় হয়েচে; তাহার এক

মধুর দৃষ্টান্ত-স্থল ললিতমোহন। কৌলীন্য অকৌলীন্য পরমেশ্বরদত্ত নহে। ধর্ম্মের সঙ্গে কৌলীন্য অকৌলীন্যের কিছুমাত্র সংস্রব নাই। কুলীনে কন্যা দান কর্‌লে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয় না, এবং অকুলীনে কন্যা দান কর্‌লে ধর্ম্মের হ্রাস হয় না। বল্লালসেন মহতের সম্মানের জন্য কুলীন-শ্রেণী সংস্থাপন করেন, অসতের পূজা তাঁর অভিপ্রায় ছিল না। তিনি ভ্রমবশতঃ কুলীনবংশজ নিকৃষ্ট নরাধমদিগকে কৌলীন্য-চ্যুত এবং অকুলীন বংশজ মহৎ লোককে কুলীনশ্রেণীস্থ কর্‌বের নিয়ম করেন নাই। সেই জন্যই আমাদের দেশে বিবাহসংস্কার এত ঘৃণিত হয়ে উঠেচে, সেই জন্যই কত রূপগুণসম্পন্না বালিকা মূর্খ কুলীনের হাতে পড়ে দুঃখে প্রাণ ত্যাগ কচ্চে, সেই জন্যই আপনার এমন লীলাবতী গণ্ডমূর্খ নদেরচাঁদের হাতে পড়্‌চেন; স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা, বিশেষতঃ আপনার লীলাবতী। নচেৎ লীলাবতী আপনার পায় ধরে কেঁদে বল্‌তেন 'আমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করো না, একবার আমার মাকে মনে করে আমার মুখ পানে চাও।' নদেরচাঁদ অতিপাষণ্ড, তার সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ শূকরের পায় মুক্ত পরান। কোন মেয়ে তার কাছে বিবাহের সুখ লাভ কত্তে পারে না,—

তৃ, প্রভি। সিদ্ধেশ্বর অতি উত্তম ছেলে, বিবাহ-বিষয়ে যথার্থ কথাই বলেচেন।

হর। সিদ্ধেশ্বর বড় উত্তম ছেলে। যেমন চেহারা তেমনি চরিত্র, তেমনি বিদ্যা জন্মেচে।

তৃ, প্র। ললিত এবং সিদ্ধেশ্বর আজ্ কাল্ কালেজের চূড়াস্বরূপ।— আপনি নদেরচাঁদ ছেড়ে দিয়ে ললিতের সঙ্গে লীলাবতীর বিয়ে দেন। শত জন্ম তপস্যা না কর্‌লে ললিতের মত জামাতা পাওয়া যায় না; ছেলে যার নাম।

হর। তা কি আমি জানি নে, সেই জন্যই ত ললিতকে পুষ্যিপুত্র করচি; তবে ললিতের গুণ আমি অধিক গ্রহণ করিচি, না আপনারা অধিক গ্রহণ করেচেন। ললিতকে আমার সমুদায় বিষয়ের মালিক করব।

শ্রীনা। ললিতমোহন জ্ঞানবান্, সে কি কখন পুষ্যি এঁড়ে হতে সম্মত হবে? যাতে দু দিকে তেরাত্র শ্রাদ্ধ, তা কি কোন বুদ্ধিমানে হতে চায়? আর যার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র স্নেহরস আছে, সে কখন ঔরসজাত বেঁচে থাকতে পুষ্যি এঁড়ে গ্রহণ করে না।

প্র, প্র। তবে পূর্ব্ব-পুরুষের নামগুলিন লুপ্ত হয়ে যাক্।—এক এক জন্ম এক এক শয়।

হর। আমি কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই না. আমি যা ভাল বুঝবে তাই করুন।

পণ্ডি। ললিতের সহিত বিবাহ যদ্যপি যুক্তিসিদ্ধ না হয়, তবে অপর কোন সুপাত্র দেখে লীলাবতীর বিবাহ দেন ; নদেরচাঁদটা নিতান্ত নরপ্রেত।

হর। কিন্তু তার মত কুলীন পৃথিবীতে নাই।—আপনারা বাইরে যান. আমি পণ্ডিত মহাশয়কে একটী কথা জিজ্ঞাসা করব।

[হরবিলাস এবং পণ্ডিত ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পণ্ডি। আমি আপনার কুলের খর্ব্বতা হয় এমন কর্ম্ম কত্তে বল্‌চি নে। জ্ঞানবাজারে আমি যে পাত্রের কথা নিবেদন করিচি, সে অতি বিদ্বান্ এবং কুলীনও কম নয়।

হর। তাতে একটা দোষ পড়্‌চে,—তার পিতামহ কানাই ছোটঠাকুরের ঘরে মেয়ে দিয়েচে। বিশেষ, আমি কথা দিয়ে এখন অস্বীকার করি কেমন করে। রাজকন্যার সঙ্গে নদেরচাঁদের সম্বন্ধ হয়েছিল, সে সম্বন্ধ আমার অনুরোধে ভেঙ্গে দিয়েচে। আমি তখন অন্যমত করলে আমার কি জাৎ থাকে? আপনি ত পণ্ডিত, বিজ্ঞ, বিবেচক, বলুন দেখি? এখন আমার আর হাত নাই।

পণ্ডি। বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেলে আপনার আরো হাত থাকবে না। আপনাকে প্রস্তাবনাতেই বলা গিয়াচে এ সম্বন্ধে ত্বরাত্বর দেবেন না ; তা আপনার আন্তরিক ইচ্ছে কোন মতে কুলীন কুমারটী হস্তগত হয়, আপনি আমাদের কথা শুনবেন কেন?

হর। আপনি যথার্থ অনুভব করেচেন। আমার নিতান্ত ইচ্ছে নদের-চাঁদকে জামাই করি! বিশেষ, ভোলানাথ বাবু যখন আমার অনুরোধে রাজার বাড়ীর সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়েচেন, তখন আমি কি আর বিয়ে না দিয়ে বাঁচি। ঘটক বল্লে এখন বিয়ে না দিলে বড় নিন্দে হবে।

পণ্ডি। যদি আপনার অনুরোধে রাজবাড়ীর সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে থাকে তবে আপনার এক্ষণে বিয়ে না দেওয়ায় নিন্দে হতে পারে; কিন্তু আমি বোধ করি রাজারা ছেলে দেখে পেচিয়েচে ; ভোলানাথ বাবু যে রাজবাড়ীর সম্বন্ধ ত্যাগ করবেন এমত বোধ হয় না।

হর। না মহাশয়, ঘটক আমাকে বিশেষ করে বলেচেন, ভোলানাথ বাবু কেবল আমার অনুরোধে রাজকন্যা পরিত্যাগ করেচেন।

পণ্ডি। সেটা বিশেষ করে জানা কর্ত্তব্য।

[প্রস্থান।

হর। বিবাহটা ত্বরায় হয়ে গেলে বাঁচি; সকলেই এক জোট।

শ্রীনাথের প্রবেশ।

শ্রীনা। আপনার একখানি চিটি এসেচে।

[লিপি প্রদান করিয়া প্রস্থান।

হর। আমায় কে চিটি পাঠালে—

[লিপি-পাঠ]

"প্রণাম নিবেদনমেতৎ—

আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা তারাসুন্দরী জীবিতা আছেন। চোরেরা কাণপুরে তারাসুন্দরীকে বারবিলাসিনী-পল্লীতে বিক্রয় করিতে লইয়া যায়; তথায় সেই সময় একজন ক্ষত্রিয় মহাজন বাস করেন; তিনি তারার কোমল বয়স এবং সুন্দরতা দেখিয়া, বৎসলতাপরবশ হইয়া তারাকে ক্রয় করিয়া কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সদ্বংশজাত পাত্রে তারার পরিণয় হইয়াছে। আপনি ব্যস্ত হইবেন না। পোষ্যপুত্র লওয়া রহিত করুন, ত্বরায় পুত্র, কন্যা উভয়কেই প্রাপ্ত হইবেন ইতি।

অনুগত জনস্য।"

চারি দিক্ থেকে আমায় পাগল কল্লে। কোন্ ব্যাটা পুষ্যিপুত্র হওয়া রহিত কর্‌বের জন্য হারা মেয়ে পাওয়া গিয়েচে বলে এক চিটি পাঠিয়েচে।—আমি আর ভুলি নে; সে বারে দিল্লীতে তারা আছে একজন সন্ধান দিলে, তার পর কত টাকা ব্যয় করে সেখানে লোক পাঠিয়ে জান্‌লেম, সকলি মিথ্যা।—কি ষড়যন্ত্র হচ্চে, কিছুই বুঝ্‌তে পারি নে। চিটিখান লুকিয়ে রাখি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—অনাথবন্ধুর মন্দির।

যজ্ঞেশ্বর এবং যোগজীবনের প্রবেশ।

যজ্ঞে। তুমি অকারণ আমাকে এখানে রাখ্‌চ, আমি আর তোমার কথা শুন্‌ব না।

যোগ। বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি। তুমি যদি অরবিন্দের সন্ধান চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বলে দিতে পার, তোমাকে হাজার টাকা পারিতোষিক দেবেন।

যজ্ঞে। আমি জান্‌লে ত বল্‌ব।

যোগ। আমি তোমায় বলে দেব।

যজ্ঞে। কবে বলে দেবে, পুষ্যিপুত্র লওয়া হলে বলায় ফল কি? আর তুমি যদি জানই, নিজে কেন পারিতোষিক লও না? যে কাজে তুমি আপনি যেতে সাহসিক নও, সে কাজে আমাকে পাঠিয়ে কেন বিপদ্‌গ্রস্ত কর।

যোগ। আমার টাকার প্রয়োজন কি? আমি ব্রহ্মচারী, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করি, আর বিশ্বাধারের মানসিক পূজায় পরমানন্দ অনুভব করি। আমার অভাবও নাই, ভয়ও নাই,—

"ধৈর্য্যং যস্ত পিতা, ক্ষমা চ জননী, শান্তিশ্চিরং গেহিনী,
সত্যং সুহৃদয়ং, দয়া চ ভগিনী, ভ্রাতা মনঃসংযমঃ।
শয্যা ভূমিতলং, দিশোপি বসনং জ্ঞানামৃতং ভোজনং
যস্যৈতে হি কুটুম্বিনো, বদ সখে, কস্মাদ্ভয়ং যোগিনঃ॥"

আমি ভয়হেতু আপনি যেতে অস্বীকার হচ্ছি না, আমার না যাওয়ার কোন নিগূঢ় কারণ আছে।

যজ্ঞে। আমিও ত ব্রহ্মচারী।

যোগ। তুমি ব্রহ্মচারী বটে, কিন্তু তুমি নির্জ্জন স্থানে থাকিতে চেষ্টা কচ্চ, সুতরাং তোমার টাহার আবশ্যক।

যজ্ঞে। তুমি যে বলেছিলে একটী নির্জ্জন স্থান বলে দেবে, দিলে না?

যোগ। তুমি ব্যস্ত হও কেন, তোমাকে যা বলি এখন তাই কর, তার পর তোমাকে গোপন স্থান ব'লে দেব।

যজ্ঞে। গোপন স্থানের কথা আগে ব'লে দাও, তার পর তোমার কথা শুনব। কোথায় সে স্থান, কত দূর, কিরূপে থাকতে হবে, সব বল, তার পর তোমার কার্য্যসিদ্ধি করে দিয়ে আমি সেখানে যাব। এ দেশ থেকে যত শীঘ্র যেতে পারি ততই মঙ্গল।

যোগ। কটকের দশ ক্রোশ দক্ষিণে ভুবনেশ্বরের মন্দির আছে; সেই মন্দিরের এক ক্রোশ পশ্চিমে খণ্ডগিরি নামে একটী পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ের গায় সন্ন্যাসীদিগের বাসের যোগ্য অনেকগুলি গুহা খোদিত আছে; তার এক গুহাতে গিয়ে বাস কর, লোকে জানা দূরে থাক্‌, যমে জান্‌তে পারবে না।

যজ্ঞে। যদি বাঘে খেয়ে ফেলে?

যোগ। সেখানে বাঘ ভালুকের বিশেষ ভয় নাই; সেখানে অনেক মহাপুরুষ বাস করেন, তুমি তাঁহাদের সঙ্গে থাক্‌বে।

যজ্ঞে। নিকটে থানাটানা আছে?

যোগ। কিছু না, চারি দিকে নিবিড় জঙ্গল।

যজ্ঞে। সেখান থেকে ঠাকুরবাড়ী কত দূর?

যোগ। প্রায় দশ ক্রোশ।

যজ্ঞে। বেশ্‌ কথা, আমি সেই খানেই যাব।—এখন বল তোমার কি কত্তে হবে?

যোগ। তুমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে যাও, তাঁকে বিশেষ করে বল, তাঁর অরবিন্দ ত্বরায় আসবেন, পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত করুন: আমার নাম করো না।

যজ্ঞে। যদি আমায় জিজ্ঞাসা করেন, কেমন করে জান্‌লে?

যোগ। তুমি বল্‌বে, প্রয়াগে তোমার সঙ্গে অরবিন্দের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তার তোমাকে বলেচেন ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন।

যজ্ঞে। যদি জিজ্ঞাসা করে, কিরূপ চেহারা?

যোগ। বল্‌বে তরুণ তপনের ন্যায় বর্ণ, আকর্ণ-বিশ্রান্ত লোচন. যোড়াভুরু, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত দীর্ঘ নাসিকা, মস্তকে নিবিড় কুঞ্চিত কেশ, বিশাল ললাট।

যজ্ঞে। এ বল্লে বিশ্বাস করবে কেন ওরূপ চেহারার অনেক মানুষ আছে; তোমার যদি অল্প বয়সে দাড়ী না পাক্‌ত, তোমাকে অরবিন্দ বলে গ্রহণ করা যায়।

যোগ। তুমি বল্‌বে, অরবিন্দের স্ত্রীর নাম ক্ষীরোদবাসিনী।

যজ্ঞে। যদি বলে কোথায় আছে?

যোগ। বল্‌বে, আপাততঃ জানি নে, ত্বরায় বল্‌ব।

রঘুয়ার প্রবেশ।

রঘু। এ গোঁসাই, বাহারকু[1] যিবাউ[2], মাই কিনিয়া মানে[3] এ ঠারে[4] আউছন্তি; সেমানে[5] চাণ্ডে[6] শিবকুণ্ডে পানী দেই দিবে, তাঁহ্নিতাক্ক[7] আপনোমানে নেউটি[8] আসিব।

যজ্ঞে। আমরা ব্রহ্মচারী আমাদের থাকায় দোষ কি?

রঘু। দোষ থিলে[9] কঁড় ন থিলে কঁড়? মতে[10] কহিছন্তি[11] কি সেঠি[12] যেপরি[13] গুটে পুরুষপো ন রহিবে; আপনোমানে গোঁসাই কি ব্রহ্মচারী কি পুরুষ পুরা[14]? গোঁসাই ত গোঁসাই, মরদ কুকুর, মরদ ঝিটিপিটি[15], মরদ পিপ্‌পুড়িটা[16] কাড়ি[17] দেবি[18]।

১ বাহিরে
২ যাউন
৩ স্ত্রীলোকেরা
৪ এখানে
৫ তাঁহারা
৬ শীঘ্র
৭ তার পরে
৮ ফিরিয়া
৯ থাকিলে
১০ আমাকে
১১ কহিয়াছে
১২ সেখানে
১৩ যেন
১৪ পুরুষত্ব
১৫ টিকটিকি
১৬ পিপীলিকা
১৭ বাহির করিয়া
১৮ দিব

যোগ। এ ধন[1], এপরি কাঁহি কি[2] কহুচু[3] ? যোগীমানে মাইপোমানাঙ্க[4] জননী পরি দেখন্তি[5], সেমানঙ্ক পাখেরে[6] কেইনিসি[7] লাজ নাহি।

রঘু। আপন তো মহাপ্রভু ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির, আপনো পুরুষোত্তমরে[8] থিলে[9], আম্ভর[10] গুটে কথা শুনিবাকু[11] হেউ,—আম্ভর বাহা[12] কেতো দিনে হেবো কহিবাকু অবধান হেউ, মু আপনোঙ্কর চরণতলুকু পড়ুচি।—(যোগজীবনের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত)—মোর কেহি নাহি, মু বাটে বাটে[13] বুলুচি[14]।

যজ্ঞে। বাহবা! তোমার কথায় খুব নরম হয়েচে।

রঘু। সে মোর বাপো, সে যেবেকহি দেবে মতে[15] গুটে টকি[16] মিলিব[17]।

যোগ। তু দ্বিকুড়ি টঙ্কা ঘেনি[18] ঘরকু[19] যা, বড়চোনার অচ্যুতা গৌড়[20] তা[21] সুন্দরী ঝিও তোতে[22] বাহা দেব, মু এই জানে।

রঘু। মহাপ্রভু মু আজ্ঞ নিশ্চে[23] জানিলি।—মাইপোমানা আইলেনি[24]।

ক্ষীরোদবাসিনী, শারদাসুন্দরী, লীলাবতী এবং দাসীদ্বয়ের প্রবেশ।

ক্ষীরো। (অনাথবন্ধুর মস্তকে জল প্রদান) হে অনাথবন্ধু, তুমি অনাথিনীর বন্ধু; তোমার মাতায় আমি শীতল জল ঢালিতেছি, আমার প্রাণবল্লভকে এনে দিয়ে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর; আমি ঘৃতকুম্ভ সোণার ষাঁড় দিয়ে তোমার পূজা দেব। হে অনাথিনীবন্ধু, অনাথিনীর প্রাণ অতিশয় ব্যাকুল হয়েচে, আর প্রবোধ মানে না, বিয়োগ হল। পুষ্যিপুত্র লওয়া হলেই আমি এ জন্মের সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার মন্দিরে প্রাণত্যাগ করব, পুষ্যিপুত্র লওয়া হলে প্রাণনাথ আর বাড়ীতে আস্‌বেন না; পুষ্যিপুত্র না নিতে নিতে আমার

১ ও বাবা
২ কি জন্য
৩ কহিতেছ
৪ স্ত্রীলোকদিগের
৫ দেখেন
৬ নিকটে
৭ কোন
৮ পুরুষোত্তমে
৯ ছিলেন
১০ আমার
১১ শুনুন
১২ বিবাহ
১৩ পথে পথে
১৪ ঘুরে ঘুরে বেড়াইতেছি
১৫ আমার
১৬ বালিকা
১৭ মিলিবে
১৮ লইয়া
১৯ ঘরেতে
২০ অচ্যুত ঘোষ (গোপ)
২১ তার
২২ তোকে
২৩ নিশ্চয়
২৪ এলেন

প্রাণপতিকে আমার দাও, আমি অতি কাতরস্বরে তোমায় বল্‌চি, আমার মনস্কামনা সিদ্ধি কর। যে স্বামীর মুখ এক দণ্ডও না দেখ্‌লে চক্ষে জল পড়ে, সেই স্বামীর মুখ আমি আজ দ্বাদশ বৎসর দেখি নি, আমার প্রাণ যে কেমন কচ্চে তা আমার প্রাণই জানে, আর তুমি অন্তর্যামী, তুমিই জান। হে অনাথবন্ধু, আমাকে আর ক্লেশ দিও না, একবার অভাগিনীর প্রতি কটাক্ষ কর, তা হলেই আমার জীবনকান্ত বাড়ী আস্‌বেন। সাত দোহাই তোমার, অবলার প্রতি সদয় হও।

লীলা। (ব্রহ্মচারীদিগের প্রতি) হ্যাঁগা, আপনারা ত অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন, আমার দাদারে কোথাও দেখেচেন? আমার দাদা দ্বাদশ বৎসর অতীত হল বিবাগী হয়েচেন। হ্যাঁগা তাঁর সঙ্গে কি আপনাদের কখন সাক্ষাৎ হয় নি? ওগো, আমার দাদার বিরহে আমাদের সোণার সংসার ছার খার হয়ে যাচ্চে, আমাদের বউ জীবন্মৃত হয়ে রয়েচেন, আমার বাবা নিরাশ হয়ে পুষ্যিপুত্র নিচ্চেন। আপনারা যদি দাদার সংবাদ দিতে পারেন, বাবা আপনাদের হাজার টাকা পারিতোষিক দেবেন, আমাদের বউ তাঁর গলার মুক্তার হার দান করবেন।

যজ্ঞে। না মা, আমরা তাঁকে কোথাও দেখি নি, কিন্তু আমরা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি, তিনি ত্বরায় বাড়ীতে ফিরে আসুন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুষ্যিপুত্র নিতে এত ব্যস্ত হয়েচেন কেন? আর কিছুকাল অপেক্ষা করে পুষ্যিপুত্র লওয়া কর্ত্তব্য।

লীলা। আপনারা যদি বাবার কাছে গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে বলেন, তবে তিনি পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত কত্তে পারেন; তিনি আমাদের কথা শোনেন না, বলেন, অপেক্ষা কত্তে কত্তে আমার প্রাণ বার্ হয়ে যাবে, তার পর পুষ্যিপুত্রও লওয়া হবে না, পূর্ব্ব পুরুষের নামও থাকবে না।

যজ্ঞে। আচ্ছা মা, আমরা তোমাদের বাড়ী যাব, তোমার পিতাকে বিশেষ করে বুঝিয়ে পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত করব।

লীলা। আহা! জগদীশ্বর স্নাকি তা করবেন।

শার। ওগো, পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত হলে দুটী প্রাণ রক্ষা হয়—

লীলা। সই, চল আমরা যাই।

[যজ্ঞেশ্বর এবং যোগজীবন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

যোগ। তুমি যদি কৌশল করে এক মাস রাখতে পার, নিশ্চয় তুমি পারিতোষিকটা পাবে। তোমাকে আমি একটা দিন স্থির বলব, সেই দিন তুমি আসবের দিন বলবে, সেই দিনে আসে ভাল, না আসে পোষ্যপুত্র লবেন; এত দিন রয়েচেন আর এক মাস থাকতে পারেন না ?

যজ্ঞে। না এলে আমি ত পারিতোষিক পাব না।

যোগ। আসবেই আসবে; না আসে, আমি তোমাকে হাজার টাকা দেব।

[প্রস্থান।

যজ্ঞে। পাপের ভোগ কত ভুগতে হবে।—থাকি আর এক মাস, যা থাকে কপালে তাই হবে "যৎ পলায়স্তি স জীবতি"। বেটা আমাকে ফাকি দিচ্চে, কি আমাকে ধরে দেবে, তার কিছুই বুঝতে পাচ্চি নে।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—ক্ষীরোদবাসিনীর শয়নঘর।

ক্ষীরোদবাসিনীর প্রবেশ।

ক্ষীরো। জগদীশ্বরের কৃপায় আমার প্রাণকান্ত জীবিত আছেন, আমার প্রাণপতি অবশ্য ফিরে আসবেন, আমাকে রাজ্যেশ্বরী করবেন; আমি কখন নিরাশ হব না, আমি আশার জোরে জীবিতনাথকে বাড়ী নিয়ে আসব; আমি প্রাণ থাকতে বিধবা হব না (দীর্ঘ নিশ্বাস)—আমার স্বামী বিদেশে চাকুরি কত্তে গিয়েছেন ভাবব; তিনি নাই—(দীর্ঘ নিশ্বাস) ও মা! আমি মলেও বিশ্বাস কত্তে পারব না; তিনি নাই আমায় যে বলবে, পায় ধরে তার মুখ বন্ধ করব। (দীর্ঘ নিশ্বাস এবং উপবেশন)। বুক ফেটে গেল, প্রাণ যায় হ'ল, আমার প্রাণ প্রাণনাথের উদ্দেশে চায়।—আহা! মা যখন বিয়ে দেন, তখন কি তিনি জানতেন তাঁর ক্ষীরোদ এমন জ্বালা ভোগ করবে; যেমন বিয়ে দিতে হয় তেমনি মা ত দিয়েছিলেন,—কিন্তু মনের মত স্বামী!

আমার প্রাণপতির মত কারো পতি নয়, তাই বুঝি অভাগিনীর ভাগ্যে সইল না।—সইল না কেন বল্‌চি, অবশ্য সইবে, আমার প্রাণপতিকে আমি অবশ্য ফিরে পাব।—প্রাণনাথ! কোথায় তুমি! দাসীকে আর ক্লেশ দিও না, বাড়ী এস, দাসীর হৃদয় আসনে উপবেশন কর, আসন পেতে রেখেছি—(বক্ষে দুই হস্ত দান)। প্রাণেশ্বর! আমি জীবন্মৃত হয়ে আছি, আমার শরীর স্পন্দহীন হয়েছে, কেবল আশালতা বেঁধে টেনে নিয়ে ব্যাড়াচ্চি। আমি আজ বার বৎসর চুলে চিরুণি দিই নি, পায়ে আলতা দিই নি, গায় গন্ধতেল মাখি নি, ভাল কাপড় পরি নি; গয়না সব বাক্সয় ছাতা ধরে যাচ্চে। আমার বেশ-ভূষার মধ্যে কেবল দিনান্তে সিঁদূর দেওয়া;—জন্ম জন্ম দেব,—আমি পতিব্রতাধর্ম্ম অবলম্বন করিচি।—কেবল তোমাকে ধ্যান করি, আর প্রত্যহ তোমার খড়ম যোড়াটী বক্ষে ধারণ করি—(বক্ষে খড়ম ধারণ)—প্রাণকান্ত! তোমার খড়ম বক্ষে দিলে আমার বক্ষ শীতল হয়; যে পায় এই খড়ম শোভা করত সেই পা যখন বক্ষে ধারণ করব, তখন ইন্দ্রের শচী অপেক্ষাও সুখী হব! আমার পবিত্র বক্ষ—পরিশুদ্ধ, বিমল, সতীত্ব-মণ্ডিত,—তোমার পা রাখার অযোগ্য নয়—

পবিত্র ত্রিদিবধাম ধরণীমণ্ডলে,
সতীত্ব-ভূষণে নারী বিভূষিতা হলে;
অমরাবতীর শোভা কে দেখিতে চায়,
সতী সাধ্বী সুলোচনা দেখা যদি পায়?
কোথা থাকে পারিজাত পৌলমী-বড়াই
সুরভি-সতীত্ব-শ্বেত-শতদল-ঠাঁই।
নাসিকা মোদিত মন্দারের পরিমলে,
সতীত্ব-সৌরভ যার হৃদয়-অঞ্চলে;
মলিন বসন-পরা, বিহীনা ভূষণ,
তবু সতী আলো করে দ্বাদশ যোজন,
কেননা সতীত্ব-মণি ভালে বিরাজিত,
কোটি কোটি কহিনুর-প্রভা প্রকাশিত।
সতেজ-স্বভাব সতী, মলাহীন-মন,
অণুমাত্র অনুতাপ জানে না কখন;
অরণ্যে, অর্ণবে যায়, অচলে, অম্বরে,

নতশির হয় সবে বিমল-অন্তরে ;
চণ্ডাল, চোয়াড়, চাসা, গোমূর্খ, গোঁয়ার,
পথ ছেড়ে চলে যায় হেরে তেজ তার ;
অপার মহিমা হায়! সতীত্ব-সুজাত,
লম্পট জননী-জ্ঞানে করে প্রণিপাত।
পাঠায় কন্যায় যবে স্বামি-সন্নিধান,
ধন আভরণ কত পিতা করে দান ;
পরমেশ-পিতা-দত্ত সতীত্ব-স্ত্রীধন,
দিয়াছেন দুহিতায় সৃজন যখন ;
বাপের বাড়ীর নিধি, গৌরবের ধন,
বড় সমাদরে রাখে সুলোচনাগণ।
রেখেচি যতনে নিধি হৃদয় ভাণ্ডারে,
এস নাথ! দেখাইব হাসিয়ে তোমারে।

লীলাবতী এবং সারদাসুন্দরীর প্রবেশ।

লীলা। হ্যাঁ বউ, একাটী ঘরে বসে কাঁদ্চ।

ক্ষীরো। দিদি, কাঁদ্‌বের জন্যে যে আমি জন্মেচি ; আমি যে চিরদুঃখিনী ; আমার জীবন যে রাবণের চিলু হয়েচে ; আমি যে এক দিনে সব অন্ধকার দেখ্‌চি ; আমি যে সোণার থালে খুদের জাউ খাচ্চি ; আমি যে বারাণসীর সাড়ীর আঁচলে সজনের ফুল কুড়িয়ে আন্‌চি ; আমি যে অমৃতসাগরে পিপাসায় মর্‌চি ;—

লীলা। বউ, তুমি কেঁদো না, পরমেশ্বর অবশ্যই আমাদের প্রতি মুখ তুলে চাইবেন ; তিনি দয়ার সাগর, আমাদের অকূল পাথারে ভাসাবেন না। তুমি চুপ কর, দাদা ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন, আমাদের সব বজায় হবে, তুমি রাজ্যেশ্বরী হবে,—

ক্ষীরো। আহা! লীলার কথাগুলি যেন দৈববাণী।—আমার অভাগা কপালে কি তা হবে, তোমার দাদা বাড়ী আস্‌বেন। সকল দিক্ বজায় কর্‌বেন।

শার। বউ, তুমি নিরাশাস হয়ো না ; বার বৎসর উত্তীর্ণ হয়েচে ; দাদা আর বিদেশে থাক্‌বেন না, ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন। কত লোক ঐরূপ

বিবাগী হয়ে থেকে আবার বাড়ী এসে সংসারধর্ম্ম কচ্চে।—আমার মামাশাশুড়ী গল্প করেছেন, তাঁর বাপের বাড়ী একজনদের ছেলে সন্যাসী হয়ে অজ্ঞাত বাসে ছিল, তার বিয়ে না হতে অজ্ঞাত বাসে গিয়েছিল ; বার বৎসরের পর তার আপনার জনেরা নিরাশ হয়ে তার ছোট ভেয়ের বিয়ে দিয়েছিল ; তের বৎসরের পর সে ছদ্মবেশে বাড়ী এসেছিল ; কিন্তু ছোট ভেয়ের বিবাহ হয়েচে দেখে বাড়ী রইল না।—তার বোন্ তাকে চিন্তে পেরেছিল।

ক্ষীরো। শারদা, সে দিন অনাথবন্ধুর মন্দিরে দুজন ব্রহ্মচারী ছিলেন ; তার মধ্যে যিনি ছোট, যিনি একটীও কথা কইলেন না, তিনি ঠিক তোমার দাদার মত, আমি বার বৎসর দেখিনি, তবু আমি ঠিক বলতে পারি, সেই নাক সেই চোক্। তাঁরা সেই মন্দিরে অনেক দিন রয়েচেন।

লীলা। আমি বেশ্ নিরীক্ষণ করে দেখেছি ঠিক্ আমার বাবার মত নাক চক্।

শার। দাদা হলে অত বড় পাকা দাড়ী হবে কেন ? একেবারে আঁচড়ানো শণের মত ধপ্ ধপ্ কচ্চে,—

ক্ষীরো। আমিও ত সেই সন্দ কচ্চি।—যদি পাকা দাড়ী না হত, তা হলে কি আমি তাঁকে ছেড়ে দিতুম।

লীলা। আমার এখন বোধ হচ্চে দাড়ী কৃত্রিম ; তিনিই আমার দাদা হবেন, বোধ করি ছদ্মবেশে সন্ধান নিচ্চেন আমরা আজো তাঁর আশা করি কি না।—আহা ! প্রাণ থাকতে কি তাঁর আশা আমরা ছাড়্তে পারব।—বাবাকে বল্‌ব ?

ক্ষীরো। না লীলা, তা বলিস্ নে। শান্তিপুরের ব্রহ্মচারীর কথা মনে হলে আমার গায় জ্বর আসে ; আমার আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা সইবে না। তোমরা যদি তাঁর দাড়ী মিছে কোন রকমে জান্‌তে পার, তা হলে আমি এখনি ঠাকুরকে বলে পাঠাই।

লীলা। আমি রঘুয়াকে দিয়ে সন্ধান নিচ্চি, তাঁর আসল দাড়ী কি নকল দাড়ী ; তার পর মামাকে বলে তাঁকে বাড়ী নিয়ে আসব।

ক্ষীরো। এ কথা মন্দ নয়।—আমিত পাগল হইচি, আমার আর চলাচলি কি ?

লীলা। বউ, তুমি ভেবো না, আমার মনে ঠিক নিচ্চে তিনি আমার দাদা, তা নইলে বাবার মত অবিকল নাক চক্ হবে কেন ?—আমি গোপনে গোপনে আগে জানি।

ক্ষীরো। আমার নাম করো না।

শার। তোমার নাম কর্‌ব কেন, আমরা মন্দিরে দেখিচি, আমরাই সব বল্‌চি।

ক্ষীরো। তিনি যদি আমার প্রাণকান্ত হন, তা হলে আমরা চেষ্টা করি আর না করি, তিনি ত্বরায় বাড়ী আসবেন; বাড়ী আস্‌বের জন্যেই এখানে এসেচেন।—আহা! এমন দিন কি হবে, আমার প্রাণকান্তের চন্দ্রমুখ দেখ্‌তে পাব, আমার রাজ্যিপাট বজায় থাক্‌বে।—আহা তিনি বাড়ী এলে কি অমন পোড়াকপালে বিয়ে হতে দেব; তা হলে কি ঠাকুর আর আমাদের ধম্‌কে রাখ্‌তে পার্‌বেন?

শার। নদেরচাঁদ কল্‌কাতায় বাবুয়ানা কত্তে গিছিলেন, কোন্ বাবু তাঁকে এম্‌নি চাবকে দেচে, রক্ত ফু... য়েচে, যেন অসুর থামাটি এঁটে রয়েচে; মাসাস ঠাকুরুণ নিমপাতার জলে ঘা ধুইয়ে দেন আর সেই বাবুকে গাল্ দেন—বাবু বাসায় গিয়ে মরে থাক্‌বে। বলেন 'তোর ত আর ঘরের মাগ নয়, গিয়েচেই বা'।

ক্ষীরো। পোড়া কপাল! যার তিন কুলে কেউ নাই, সেই গিয়ে অমন ছেলের হাতে পড়ুক।—দেশে আর ছেলে মিল্ল না, নদেরচাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ কল্লেন।

শার। কিন্তু বউ, সইমা নাই, কাজেই তোমার কাছে আমার সকল কথা বল্‌তে হয়; সই প্রতিজ্ঞা করেচেন ললিতমোহনকে বিয়ে কর্‌বেন, ললিতের সঙ্গে বিয়ে হয় ভালই, নইলে উনি আত্মহত্যা কর্‌বেন, স্বয়ং কামদেব এলেও বিয়ে কর্‌বেন না,—

ক্ষীরো। ওমা! সে কি কথা, এমন আজগবি প্রতিজ্ঞা ত কখন শুনি নি।—ললিতকে ঠাকুর লালন পালন কচ্চেন, ললিতের বিদ্যায় গৌরবে তিনি তাকে আমার প্রাণেশ্বর অপেক্ষাও ভাল বাসেন, তিনি তাকে পুষ্যিপুত্র কর্‌বেন, তাকে তাঁর সমুদায় বিষয় দেবেন।—আর সেই বা লীলাকে বিয়ে কর্‌বে কেন? তার অতুল ঐশ্বর্য্য, জমিদারি, এত বড় বাড়ী আগে, না লীলাবতী আগে? তাতে আবার ভোলানাথ চৌধুরী তাঁর বিষয়সুদ্ধ পরমা সুন্দরী কন্যা দান কত্তে চেয়েচেন,—

লীলা। তার মাথায় চুল নাই।

ক্ষীরো। আহা দিদি, চারটী চুলের জন্যে কি বড় মানুষের মেয়ের বিয়ে বন্ধ থাক্‌বে?

শার। বউ, তুমি এক বার কর্ত্তা মহাশয়কে ডেকে অনুরোধ কর, সয়ের মনের কথা সব তাঁকে খুলে বল,—

লীলা। আমি রঘুয়াকে ডেকে পাঠাই।

প্রস্থান।

ক্ষীরো। আমি এক বার ছেড়ে দশ বার অনুরোধ কত্তে পারি, কিন্তু কোন ফল হবে না; তেমন কর্ত্তা নন, যা ধর্‌বেন তাই কর্‌বেন। পণ্ডিত মহাশয়, মামাশ্বশুর কত বলেচেন, ললিতকে পুষ্যিপুত্র না করে, লীলার সঙ্গে বিয়ে দেন, লীলা মা বাপের বিষয় ভোগ করুক; তা তিনি বলেন, "তা হলে আমার পূর্ব্ব পুরুষের নাম লোপ হয়ে যায়।"

শার। তোমার কাজ তুমি কর, এক বার বলে দেখ, আমিও তোমার সঙ্গে থাক্‌ব।

ক্ষীরো। ললিত যদি না রাজি হয়।

শার। ললিত সইকে যে ভালবাসে, অবশ্যই রাজি হবে।

ক্ষীরো। ললিত কাকে না ভালবাসে, ললিত তোমাকেও ভালবাসে, আমাকেও ভালবাসে, লীলাকেও ভালবাসে, তার স্বভাবই ভালবাসা; তা বলে যে সে এত ঐশ্বর্য্য আর চৌধুরীদের মেয়ে ছেড়ে লীলাকে বিয়ে কর্‌বে তা বোধ হয় না।

শার। ললিত পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে বলেচে, আর কারে পুষ্যিপুত্র নিয়ে, তার সঙ্গে লীলার বিয়ে দিলে সে চরিতার্থ হয়।

ক্ষীরো। ললিত বড় কুলীন নয় বলে তিনি যে আপত্তি করেচেন।

শার। এখন আর কুলীন, বংশজ ধরে না; তুমি চল, একবার বলে দেখ, তিনি লীলার মুখ চেয়ে রাজি হলে হতে পারেন।

ক্ষীরো। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীর সম্মুখ।

রঘুয়ার প্রবেশ।

রঘু। (গীত "মত্তে[১] ছাড়ি দে বাট[২] মোহন,
ছাড়ি দেলে জিবি[৩] মথুরা-হাট,
মোহন, রাধামোহন,
মাতঙ্ক[৪] শপথ পিতাঙ্ক রাণ[৫],
নেউটানি[৬] দেবি পীরতি দান, মোহন,
বাট ছাড়ি দিও নন্দকহ্নাই[৭],
তু মোর ভনজা[৮], মু তোর মাই[৯], মোহন,
বাট ছাড়ি দিও নন্দকিশোর,
আম্বিল[১০] হেউচি[১১] গোরূ মোর, মোহন।"

মত্তে কহিলে সানো[১২] গোঁসাই মিচ্ছ[১৩] গোঁসাই, মিচ্ছ দাড়ি করি গোঁসাই সাজুয়ছি। যে পুরন্তমেয়ে থিলে সে ত বয়সরে[১৪] সানো, জ্ঞানরে[১৫] বড়ো; আউটা[১৬] বয়সরে বড়ো, জ্ঞানরে সানো। সানো বড়ো জ্ঞানরে, বয়সর কেবে[১৭] হেই পারে?—সড়া কিপরি[১৮] গোঁসাই সাজুচি মু দেখিব।

যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ।

যজ্ঞে। ও বাপু, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাড়ী আছেন?—কথা কও না যে, একদৃষ্টে দেখ্‌চ কি বাপু, আমি ব্রহ্মচারী; দ্বারীকে বল আমার বাড়ীর ভিতর যেতে দেয়।

১ আমার
২ পথ
৩ যাইব
৪ মাতার
৫ পিতার দিব্যি
৬ ফিরিয়া আসিয়া
৭ নন্দকানাই
৮ ভাগিনা
৯ মামী
১০ অঞ্চল
১১ হইয়া যাইতেছে
১২ ছোট
১৩ মিথ্যা
১৪ বয়সে
১৫ জ্ঞানেতে
১৬ অপরটী
১৭ কখন
১৮ কিরূপে

রঘু। দারী[1] তোর মাইপো[2] সড়া মিচ্ছ গোঁসাই, ভণ্ড, চোর, খণ্ট[3] গোটায়[4] মুথো[5] মারি সড়ার নাক চেপ্পা[6] করি দেবি।—মতে গালি দেলু কাঁই কি?

যজ্ঞে। না বাপু, তোমারে আমি গাল দিই নাই; তুমি একজন দারীকে ডেকে দাও।

রঘু। দারী তোর ভৌঁড়ি,[7] সড়া ভণ্ড, অন্ধ, মিচ্ছ গোঁসাই ভেস[8] করি দারীপাই[9] বুলুচু[10]; ভল্লোকঙ্ক[11] ঘরে তোতে দারী মিলিব? লম্পট, বেধিপ[12], পাথ্‌খরা[13], মিচ্ছ গোঁসাই, তোর কপট দাড়ী মু উপাড়ি পকাইবি[14]।

[সজোরে যজ্ঞেশ্বরের দাড়ী উৎপাটন।

যজ্ঞে। বাবা রে! মলুম রে! সর্ব্বনাশ হল রে! চিনে ফেলেচে রে!

রঘু। তোর সব দাড়ী মু কাড়ি[15] দেবি।

[দাড়ী ধরিয়া সজোরে টানন।

যজ্ঞে। ও বাপু, তোর গায় পড়ি, আমারে ছেড়ে দে; আমার মিছে দাড়ী নয়, তা হলে রক্ত পড়বে কেন?

রঘু। ফেবে ছাড়ি দেবি ন; রক্ত পড়্‌লা তো কঁড় হলা; তু মিচ্ছ গোঁসাই পুরা[16]।

যজ্ঞে। তুমি জান্‌লে কেমন করে?

রঘু। মতে[17] কহিছন্তি[18]।

যজ্ঞে। এত দিনের পরে মৃত্যু হল।—ও বাপু, তুমি কারো বলো না, তোমারে আমি একটী মোহর দিচ্চি।

[মোহর-দান।

শ্রীনাথের প্রবেশ।

শ্রীনা। কি রে! কি রে! মারামারি কচ্চিস্ কেন?

[রঘুয়ার বেগে প্রস্থান।

১ বেশ্যা
২ স্ত্রী
৩ ডাকাত
৪ একটা
৫ কীল
৬ চ্যাপ্টা
৭ ভগিনী
৮ বেশ
৯ ভক্ত
১০ ঘুরে বেড়াইতেছ
১১ ভাল লোকের
১২ জারজ
১৩ বজ্জাত
১৪ ফেলাইব
১৫ উঠাইয়া
১৬ গোসাই বটে ত
১৭ আমায়
১৮ কহিয়াছে

যজ্ঞে। মহাশয়, আমি মন্দ লোক নই, ঐ ব্যাটা উড়ে ম্যাড়া খামকা আমার দাড়ীগুলো টেনে ছিঁড়ে দিলে।

শ্রীনা। রক্তকিঙ্কিনী করে দিয়েচে যে!

যজ্ঞে। মহাশয়, আমার নিষ্পাপ শরীর; আমি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁর পুত্রের সন্ধান বল্‌তে এসিচি।

শ্রীনা। কি সন্ধান?

যজ্ঞে। তাঁর পুত্র জীবিত আছেন, আগামী পূর্ণিমার দিন বাড়ীতে আস্‌বেন; আমি আর কোন সন্ধান বল্‌তে পারব না; কিন্তু আমার কথায় নির্ভর করে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পুষ্যিপুত্র লওয়া রহিত কত্তে হবে।

শ্রীনা। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—লীলাবতীর পড়িবার ঘর।

ললিতমোহনের প্রবেশ।

ললি। আমার মন এত ব্যাকুল হ'ল কেন? বোধ হচ্চে পৃথিবীতে প্রলয় উপস্থিত, অচিরাৎ জগৎ সংসার লয় প্রাপ্ত হবে।—আমার সকলি তিক্ত অনুভব হচ্চে, আমি যেন তিক্ত-সাগরে নিমগ্ন হচ্চি, কিছুই ভাল লাগে না; অধ্যয়ন কত্তে এত ভালবাসি, অধ্যয়নে নিযুক্ত হ'লে আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, ক্ষুধা পিপাসা থাকে না, এমন বিজনবান্ধব অধ্যয়ন এখন আমার বিষ অপেক্ষাও বিকট বোধ হচ্চে।—উত্তমতায় পরিপূর্ণ বিশ্ব সংসার কি সুখশূন্য হ'ল, না আমি সুখানুভবের ক্ষমতা-বিহীন হলেম? বিশ্বসংসার অপরিবর্ত্তনীয়; তবে আমি এমন দেখ্‌চি কেন? নীলবর্ণের চস্‌মা চক্ষে দিলে, কি শ্বেত, কি পিঙ্গল, কি নীল, কি পীত, সকলি নীল দৃষ্ট হয়। পৃথিবী যেমন তেমনি আছে, আমার ব্যতিক্রম ঘটেচে; আমার মন বিষাদে পরিপূর্ণ হয়েচে,

তাই আমি বিষাদময় দৃষ্টি কচ্চি।—বিষাদের জন্ম হল কেমন করে? আমি মনে মনে বিলক্ষণ জানি, কিন্তু মুখ দিয়ে বল্‌তে আমি আপনার কাছে আপনি লজ্জা পাই।—লীলাবতী—নিস্তব্ধ হলে যে, কে আছে এখানে?—লীলাবতী যখন অধ্যয়ন করে, তার সুন্দর অধর কি অলৌকিক ভঙ্গিমা ধারণ করে;—এই কি আমার বিষাদের কারণ?—লীলাবতীকে আমি প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসি, যাকে এত ভালবাসি, সে অমন অপদার্থ নরাধমের কর-কবলিত হচ্চে;—এই কি বিষাদের কারণ?—সিদ্ধেশ্বরকে আমি প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসি, সিদ্ধেশ্বর যদি কুপাত্রী বিবাহ কত্তে বাধিত হয়, তা হলে কি আমি বিষাদিত হই নে? সে বাধ্যতা হতে মুক্ত হয়ে সিদ্ধেশ্বর যদি পরমাসুন্দরী ভার্য্যা লাভ করে, যেমন সে এখন করেচে, তা হলে আমার বিষাদের অপনোদন হয়?—বিষাদের অপনোদন ত হয়ই হয়, আরো অপার আনন্দ জন্মে।—লীলাবতী সম্বন্ধে কি সেইরূপ? বিবেচনা কর নদেরচাঁদ দূরীভূত হয়ে সর্ব্বসদ্‌গুণমণ্ডিত একটী নবীন সুপুরুষ লীলাবতীর পাণিগ্রহণ করে, তা হলে কি আমার বিষাদধ্বংসে আনন্দ উদ্ভব হয়?—(দীর্ঘ নিশ্বাস) নিশ্চয় বল, অচেতন হলে যে;—হয়, অবশ্য হয়।—এই যার মন, মনের কথা বল্লে না, গোপন কল্লে।—গোপন করব কেন?—তা হলে সে ত সুখে থাক্‌বে।—মন ধরা পড়েচ, আমার উপায় কি হবে?—যে বিষাদ সেই বিষাদ। আমার প্রাণ যায় যাবে, যাকে আমি এত ভালবাসি, সে ত ভাল থাক্‌বে। হক্‌, লীলাবতী অপর কোন সুপাত্রে অর্পিত হক্;—না, না, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়, আমি সম্মিতি দান কত্তে অক্ষম; কিসে সে সুখী থাক্‌বে আর কেউ যত্ন করে জান্‌বে না, অপরের কাছে পাছে সে যা ভালবাসে তা না পায়; আমি তার সুখের জন্যেই তাকে অপরের হস্তে অর্পণ কত্তে বল্‌তে পারি নে। কেউ যেন কখন কামিনীর কোমল মনে ক্লেশ না দেয়।

জানিত না পুরাকালে মহাকবিচয়,
একাধারে এত রূপ বিরাজিত রয়;
তাই তারা বলিয়াছে অজ্ঞান কারণ,—
ব্রজবালা বলে অতি মধুর বচন,
মৈথিলী মেদিনীজয়ী হরিণনয়নে,
[illegible]বিলাসিনী হস্তে বসায় মদনে,

উৎকল-অঙ্গনা-উরু অনঙ্গ-আলয়,
নিতম্বে তৈলঙ্গী সবে করে পরাজয়,
সজল-জলদ-রুচি কেরলীর চুল,
কর্ণাট-কামিনী-কটি ভুবনে অতুল,
গুর্জরীর অহঙ্কার উরোজ রঞ্জন,
মকরকেতন-কেলি-চারু-নিকেতন ;
লীলায় দেখিত যদি তারা এক বার,
এক স্থানে ব'সে হ'ত রূপের বিচার।
নবাঙ্গী নূতনকান্তি নবীন নলিনী,
অমলিনী, অনঙ্কিত, তোলে নি মালিনী।
সুকোমল ভুজবল্লী, গোলাল-গঠন,
ইচ্ছে করে থাকি বেড়ে হইয়া কঙ্কণ।
সুশ্যামল দোল দোল অলক কুণ্ডল,
মুখ-পদ্ম-প্রান্তে যেন নাচে অলিদল ;—
চাই না চন্দ্রমা, রবি, নন্দনকানন,
দিনান্তে বারেক যদি পাই দরশন,
লাজশীলা-লীলাবতী চুচুক-চুম্বিত,
মদনদোলের লতা, অলক কুঞ্চিত।
কি দায়! পাগল বুঝি আমি এত দিনে
হলেম অবনী-মাঝে বিলাসিনী বিনে ;
নতুবা আমার কেন অচলিত মন,—
কেবল করিত যাহা সুখে দরশন
লীলাবতী-নিরমল-মনের মাধুরী,
দয়া, মায়া, সরলতা, বিদ্যা, ভূরি ভূরি,—
ভাবে আজ ললনার লাবণ্য মোহন,
বরণের বিভা, নিশানাথ-নিভানন?
আবার পড়ে যে মনে আপনা আপনি
বারিজ-বদনা-বন-বিহঙ্গের ধ্বনি।
কি করি, কোথায় যাই, কারে বা জানাই,
লীলাময় দেখি সব যে দিকে তাকাই—(চিন্তা)

ললিতের অজ্ঞাতসারে লীলাবতীর প্রবেশ এবং দুই হস্তে ললিতের নয়নাবরণ।

ললি। যে চারুহাসিনী কিশোর-বয়স-কালে,
হারায়ে বিজলিছটা চঞ্চল চরণে,
বেড়াইত কত সুখে সরোবর-তীরে,
হাত ধরাধরি করি বলিতে বলিতে
মধু-মাখা ছাই পাঁশ সুমধুর-তারে,
"আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে—"
"ও পারে রে জস্তি গাছ জস্তি বড় ফলে,—"
বিমোহিত হ'ত যাতে শ্রবণ-বিবর,
যেমতি সুন্দর বনে বিহগের গান
বিরহীর কাণ তোষে, যবে সে শরতে
কলিকাতা হতে যায় পূজার সময়
তরণী বাহিয়া বাড়ী, ধরিলে হৃদয়ে
হৃদয়-গগন-শশী নবীনা রমণী ;—
সেই সুলোচনা আজ, আলোচনা করি,
ধরেচেন আঁখি মম, দেখাতে আঁধার,
আবরিত যাতে আমি হব অচিরাৎ।

লীলা। (ললিতের নয়ন হইতে হস্ত অপসৃত করিয়া)
অগোচরে ধীরে ধীরে ধরেচি নয়ন,
কেমনে জানিলে তুমি আমি কোন্ জন ?

ললি। যে নীল-নলিনী-নিভ নয়ন বিশাল,—
প্রশান্ত সুপ্রভা যার শীতলতা সনে
প্রদানে আনন্দ চক্ষে, হৃদয়ে পুলক,
কাদম্বিনী-অঙ্গ-শোভা-ইন্দ্রধনু-জাত
সুকুমার শান্ত বিভা [illegible] [illegible],—
জাগরণে [illegible] [illegible], ঘুমালে স্বপন,
মলিন মনের [illegible] দেখিতে দেখিতে,
মনেও দেখিতে পাব দেহান্তর হলে.

সে আঁখি কি পঙ্কে ঢাকা, ঢাকিলে নয়ন ?
যে কর করিয়ে করে ছেলেখেলা-কালে
তালি দিয়ে করতলে মুড়িতাম ত্বরা
অঙ্গুলী-চম্পকাবলী কোমলতাময়,—
বিরাজিত যার শেষে—ঠিক শেষে নয়—
ডোবো ডোবো মনোহর নখরনিকর,
সুন্দর সিন্দুরে মাজা যেন মতি-কোটি,—
দলে দিলে তার পরে মিছে মন্ত্র বলে
অম্বুজ-মঞ্জরী দুটি মনোলোভা-শোভা,
মোচন করিত তাহা সহাসে কিশোরী.
দেখিত দেখাত শ্বেতাকার করতল—
অলিরাজ ছেড়ে দিলে জলজ যেমতি,
বলিতে বলিতে বন-বিহঙ্গের রবে,
আনন্দ-কাতরে আর মিছে ভারি মুখে.
"ওগো মা, কি হল, মরা মানুষের মত
হয়েচে আমার হাত, নাহি রক্তবিন্দু":
এমন পাষণ্ড আমি, এত অচেতন,
পারি নে কি অনুভব করিতে সহজে
নিরমল পরশনে সে কর-নলিনী,
নয়নযুগল মম আবরিত বলে ?
যে অঙ্গন-অঙ্গজাত-পরিমলকণা
শৈশব সময় হতে বাড়িতে বাড়িতে
মোদিত করেচে মম নাশিকার দ্বার—
পারিজাত-গন্ধ যথা পুরন্দর-নাসা,—
সৌরভে ধরিতে তার লাগে কি সময় ?
শৈবাল যতনে যদি বিকচ পঙ্কজে
আবরণ করে রাখে,—কৃপণ যেমন
গোপন করিয়া রাখে সজ্জ এনে
কাঞ্চন রতন তার, ছোঁব না, দেব না,
অথবা যেমন সস্নেহ-সন্তপ্ত পতি

চাবি দিয়ে রাখে ভয়ে হৃদি-কমলিনী;—
পরিমলে বলে দেয় তখনি অমনি
"এই যে রয়েছে ফুটে ফুলকুলেশ্বরী"।

লীলা। কেমন কেমন তুমি হয়েছ ক দিন,
বিরস রসনা, হাস্যমুখ হাসিহীন।
কি ভাবনা, মাতা খাও বল না আমায়,
কি হয়েছে সত্য বল, পড়ি তব পায়।

লীলা। কেমন কেমন মন বিনোদ-বিহীন,
বাসনা—বিদেশে যাই হয়ে উদাসীন।
ভাবনা-আতপ-তাপে হৃদি-সরোবর
দিন দিন রসহীন, ক্ষীণ-কলেবর—
শুকাইল কুবলয়-প্রণয়-সরল,
শুকাইল অধ্যয়ন-বিকচ-কমল,
দেশ-অনুরাগ-কুন্দ পুড়ে হল খাক,
মরে গেল দীনে-দান-সুসুনীর-শাক,
পুড়িয়াছে পরিণয়-পুণ্ডরীক-কলি,
উড়িয়াছে যত আশা-মরালমণ্ডলী।
কি করি, কোথায় যাই, কারে বলি মন,
হারায়েছি যেন চির যতনের ধন।
দূরিতে অভাব মোর কুবের ভিখারী,
কি হবে আমার তবে ছার জমিদারী?
সার কথা, লীলাবতী,—কি মধুর নাম;
বিরাজিত যাতে কোটি ধনেশের ধাম,—
বলি আজ্ বামাজিনি, কম্পিত-হৃদয়ে,
শোন ওবি, স্নেহময়ি, একমন হয়ে,—

লীলা। বলিতে বলিতে কেন কাঁপিলে বচন,
সজল হইল কেন উজ্জ্বল নয়ন?
সুখের সাগরে তুমি দিতেছ সাঁতার,
ধন জন অগণন সকলি তোমার;

ভোলানাথ বাবু তায় করেছেন পণ
তোমায় দেবেন দান দুহিতা-রতন,
সুন্দরী, সুবর্ণমুখী, সরোজনয়নী,
বিভবশালিনী, ধনী, চম্পকবরণী ;
এত সুখে দুঃখী তুমি, অতি চমৎকার!
অবশ্য নিগূঢ় আছে কারণ ইহার ;
সঙ্গিনীরে বলিবার যোগ্য যদি হয়,
বিবরণ বল, করি বিনতি বিনয়।

ললি। নিরাশ-অগস্ত্য মুখ করিয়া ব্যাদান,
সুখের সাগর সব করিয়াছে পান.
এবে পড়িয়াছি বিষ বিষাদের হাতে,
পড়িয়াছে ছাই মম ভোজনের ভাতে।

লীলা। কি আশা পুষিয়েছিলে করিয়ে যতন,
কেমনে কাহার দ্বারা হৈল নিধন,
বিশেষ করিয়ে বল মম সন্নিধান,
সুসার করিব তাতে, যায় যাবে প্রাণ।
মাতা খাও, কথা কও, কেঁদ নাকো আর,
দেখিচ কি একদৃষ্টে বদনে আমার।
হেরে নয়নের ভাব, অনুভব হয়,
আজকে নূতন যেন হল পরিচয়।

ললি। দেখ লীলা, লীলাখেলা নিখিল জগতে
এত দিন পরে বুঝি ফুরাইল মোর ;
নিতান্ত করেচি পণ—পণের সময়
কে কোথায় ভেবে থাকে বিফলের কথা ?—
পরিণয়-সুখাসনে বসিয়ে আনন্দে,
মনের উল্লাসে সুখে, করিব গ্রহণ
তোমার পবিত্র পাণি—বীণাপাণি-পাণি
বিনিন্দিত যার কোমলতা সুগঠনে ;
পণ রক্ষা নাহি হয়, ত্যজিব জীবন,
অথবা হইব যোগী করিব সদন

বাঘছাল, অক্ষমালা, বিভূতি, কপাল,
করঙ্ক, আষাঢ় দণ্ড, জটা বিলম্বিত,
সুশীলা লীলার লীলা, মুদিত-নয়নে,
নির্জ্জনে করিব ধ্যান শিখরিশিখরে—
চন্দ্রশেখর যেমতি শিখরি-নন্দিনী
আনন্দ-বিহ্বলে ভাবে ভূধর-চূড়ায়।
ভোলানাথবাবু-বালা,—সৌন্দর্য্যের কথা
বলিলে যাহার তুমি মম সন্নিধান,—
হয়েছে আমার চক্ষে বাঁশের অঙ্গার,
যে দিন হইতে তুমি—শুভদিন আহা!
জাগরূক আছে মম হৃদয়ের মাঝে,—
পবিত্র-বদনী, যোগ-ভঙ্গিনী-রূপিণী,
দেবীরূপে দিলে আলো মদীয় লোচনে;
কমলিনী, সৌদামিনী, শারদকৌমুদী,
সীমন্তে সিন্দুর-শোভা ঊষা মনোহরা,
পরিমল-আমোদিত মলয় পবন,
কি আছে সুন্দর এই নশ্বর ভুবনে
উপমা তোমার সনে,—নিরুপমা বালা,—
দিতে পারি সুসঙ্গত? তোমার বিহনে
স্বর্গ উপসর্গ-বোধ, অবনী নিরয়।
তোমার পিতার কাছে জন্মের মতন
হয়েছি বিদায় আমি এই কতক্ষণ;
তোমার মানস জেনে করিব বিধান
স্বর্গের সোপান কিংবা বিকট শ্মশান।

লীলা। তাই বুঝি আজ, তুমি, হয়ে অনুকূল,
ক্ষমা করিয়াছ মম সময়ের ভুল?
লজ্জাশীলা সুশীলা সুমতি সুলোচনা
কখন করে না হেন হীন বিবেচনা—
সদাচার পরিহরি, লাজ সংহারিয়ে,
ধরিবে পুরুষ-পাণি দুই হাত দিয়ে;

আমি আজ্ লাজ খেয়ে হয়ে অচেতন,
ধরিয়াছি দুই করে তোমার নয়ন;
তুমি কিন্তু দয়া করে ক্ষমিলে আমায়,
বাঁচিলাম আজ্ কের লাঞ্ছনার দায়।
অপর সময় হ'লে এই আচরণ,
আরক্ত করিতে তব বিপুল লোচন,
কত উপদেশ দিতে মধুর বচনে,
ব্যাকুল হতেম ভয়ে অনুতপ্ত মনে।
করিতে বাসনা যার জীবনের ভাগী,
তার দোষ নিতে দোষ ভাবে অনুরাগী।

ললি। স্বামীর নয়ন যদি কৌতুকে কামিনী
আবরিত করে দিয়ে পাণি-পঙ্কজিনী,
সরম-সংস্কার তাহে নহে গণনিত,
প্রত্যুত প্রণয়ভাব হয় প্রকাশিত।
আশার সোপানে স্বর্গে হয়ে উপনীত
করিতেছিলেন পূজা, প্রণয় সহিত,
মন মন্দিরের দেবী, জীবাতু আমার,
ধরেছিল স্বর্গ মর্ত্ত পবিত্র আকার;
তাই তামরস-মুখি, পবিত্র প্রসূন,
নির্দ্দোষ লীলার দোষ হয়েছিল গুণ।
ভাল ভাল আমি যেন আশার কারণ,
সুসঙ্গত ভাবিলাম তব আচরণ,
কি ব'লে সুমতি, তুমি বিশুদ্ধ-স্বভাব
জেনে শুনে প্রকাশিলে সরম-অভাব?

লীলা। মনে মনে মন যারে অর্পিয়াছে মন,
সংসারে সম্বল যাঁর নির্ম্মল চরণ,
রয়েছে জীবন যাঁর জীবনে জীবন,
জীবন-সঙ্কটে যাঁরে প্রিয় দরশন;
যাহার গলায়, মানসিক স্বয়ম্বরে,
দিয়েছি প্রণয়মালা পবিত্র-অন্তরে;

তাঁহারে বলিতে স্বামী যদি নাহি পাই,
কিছুমাত্র প্রয়োজন পৃথিবীতে নাই,
পবিত্র-প্রণয়-মৃত-দেহের সহিত
সহমরণেতে যাব হয়ে হরষিত ;
এমন আরাধ্য দেব, সংসারের সার,
ধরিতে তাঁহার আঁখি কি লাজ আমার ?

ললি। পীরিতের রীতি এই স্বভাবে ঘটায়,
প্রতিদানে ভালবাসা ভালবাসা পায় ;
যদি না তোমার মন হইত এমন,
আমি কেন হব বল এত উচাটন ?
মনে মনে মন মম জেনেছিল মন,
এবং করিয়াছে তব আরাধন ;
সার্থক জীবন আজ্, মানস সফল,
পতিত জলন্তানলে জল সুশীতল ;
যথায় যেমনে থাকি ভাবি নেকো আর,
তুমি ত আমায় প্রিয়ে, বলিবে "আমার";
রণে যাই, বনে যাই, সাগরে, ভূধরে,
সদা সুখে রব আমি ভাবিয়ে অন্তরে—
প্রাণ যারে ভালবাসে পরম যতনে,
সে ভালবেসেছে ফিরে নিরমল-মনে।
অতুল ঐশ্বর্য্য এবে এরূপে এড়াই,
বাড়ী ছেড়ে কিছু দিন দেশান্তরে যাই,—

লীলা। তা আমি দেব না যেতে থাকিতে জীবন,
বাঁচিব না এক দণ্ড বিনা দরশন,
আমার কেহই নাই—(ললিতের হস্ত ধরিয়া রোদন)

ললি। কাঁদ কেন আদরিণি, আনন্দ-আননি,
আমি যে ভুজঙ্গ, তুমি ভুজঙ্গের মণি,
তোমায় ছাড়িয়ে আমি যাইব কোথায় ?
রতন ছাড়িয়ে কবে দরিদ্র পালায় ?

তবে কি না বিড়ম্বনা বিধির বিধানে,
কৌলীন্য-কণ্টক সুখ-স্বর্গের সোপানে;
কিছু দিন, কম্বুকণ্ঠি, যাই অন্য স্থানে,
কাটিব কৌলীন্য-কাঁটা কৌশল-কৃপাণে।
পোষ্য পুত্র লইবার হইয়াছে দিন,
এখন আমার পক্ষে বিধের বিপিন;
আমি গেলে অন্য ছেলে পোষ্য পুত্র লবে,
আধা বাধা কাজে কাজে দূরীভূত হবে;
তার পরে সুসময়ে হব অধিষ্ঠান,
স্নেহবশে লীলাবতী করিবেন দান,—

লীলা। দানের অপেক্ষা নাথ, আছে কোথা আর,
বরণ করিচি আমি চরণ তোমার,
দাসী হয়ে পদতলে রব অবিরত,
যথা যাবে তথা যাব জানকীর মত।
ছেড়ে যাও, খাব বিষ, ত্যজিব জীবন,
এই হল শেষ দেখা স্বপ্নের মতন।

ললি। বালাই বালাই লীলা, সুশীলা সুন্দরী,
নীরজ-নয়নে নীর নিরখিয়ে মরি।
প্রাণ যায়, অনুপায়, বিদায় না নিলে,
বিপদে পতিত, কান্তা, কি হবে কাঁদিলে?
কিছু দিন থাক প্রিয়ে, ধৈর্য্য ধরে মনে,
ত্বরায় আসিব আমি তোমার সদনে।
জানিবে না কেহ আমি কোথায় রহিব,
তোমার কুশল কিন্তু সতত দেখিব,
বিপদ-সূচনা যদি তব কিছু হয়,
তখনি দেখিবে আমি হইব উদয়।

লীলা। বিপদের বাকি নাথ, কোথা আছে আর,—
বেঁচে আছি মুখচন্দ্র হেরিয়ে তোমার;—
পিতার প্রতিজ্ঞা মোরে দিতে বলিদান,
নিষ্কাশিত করেছেন কুলাগ্র-কৃপাণ;

যে দিকে তাকাই আমি হেরি শূন্যময়,
ভয়েতে কম্পিত অঙ্গ, ব্যাকুল হৃদয় ;
কেবল সহায় তুমি স্বামী সুপণ্ডিত,
ফেলে যাবে একাকিনী, এই কি উচিত ?

ললি। সাধে কি তোমায় লীলা ছেড়ে যেতে চাই,
বিধাতা পাঠালে বনে কারো হাত নাই,
স্থানান্তরে যেতে চাই তোমার কারণে,
ব্যাঘাত ঘটিতে পারে থাকিলে ভবনে।

লীলা। যা থাকে কপালে তাই ঘটিবে আমার,
জীবন আমার বই নহে কারো আর,
কাছে থেকে কর কান্ত, উপায় সন্ধান,
নয়নো বার্ হ'লে বাঁচিবে না প্রাণ,—

(নেপথ্যে। ললিতমোহন—ললিত—)

ললি। এখন নয়ন তারা, বাহিরেতে যাই,
যা তুমি বলিবে, আমি করিব তাহাই।

লীলা। বস বস প্রাণনাথ, হৃদয়মোহন,
বলিব অনেক কথা করিচি মনন,—

ললি। কি বলিবে বল প্রিয়ে, কাঁদ কি কারণ,
তুমি মম প্রাণকান্তা, হৃদয়ের ধন ;
না ব'লে তোমায় আমি যাব না কোথায়,
রহিলাম দিবানিশি তোমার সহায়,—

লীলা। কেন প্রাণ কাঁদে, কান্ত, কহিব কেমনে,
আপনি ভাবনা আসি আবির্ভাব মনে,—

ললি। অবলা সরলা বালা, নাহিক উপায়,
দয়ার পয়োধি দিন দেবেন তোমায়,—

(নেপথ্যে। ললিতমোহন, সিদ্ধেশ্বর বাবু এসেচেন,—)

ঈশ্বর-চিন্তায় কর ভাবনা-সংহার,
আসি লীলা ; সিদ্ধেশ্বর এসেচে আমার।

[প্রস্থান।

লীলা। আহা! দুই জনে কি বন্ধুত্ব; ললিত সিদ্ধেশ্বরকে যত ভালবাসে, পৃথিবীর মধ্যে কেউ কাহাকে এত ভালবাসে না; সিদ্ধেশ্বরই কি ললিতকে কম ভালবাসে, ললিতের জন্য সিদ্ধেশ্বর সর্ব্বস্বান্ত কত্তে পারে, প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে। ললিত সিদ্ধেশ্বরকে যত ভালবাসে, সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রীকে তা অপেক্ষা ভালবাসে; সিদ্ধেশ্বরের মনের মত স্ত্রী বলে ললিতের যে আনন্দ হয়েচে, লোকের রাজত্ব পেলে এত আনন্দ হয় না;—ললিত প্রথম বারে সিদ্ধেশ্বরের বাড়ীতে দুদিন থেকে যখন আসে, রাজলক্ষ্মী কাঁদতে লাগল—ললিত এই গল্প করে আর আনন্দে মুখ প্রফুল্ল হয়, বাষ্পবারি নয়ন আচ্ছাদিত করে; আবার ললিত হাস্‌তে হাস্‌তে বলে "আমি যাকে দেখে দিয়েচি, সে কি কখন মন্দ হয়"। আমাকেও সিদ্ধেশ্বর খুব ভালবাসে,—আমি কি ললিতের স্ত্রী? (দীর্ঘ নিশ্বাস)

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বৈটকখানা।

হরবিলাস এবং পণ্ডিতের প্রবেশ।

হর। কোথায় গেচেন তা বল্‌ব কেমন করে?

পণ্ডি। সিদ্ধেশ্বর বাবু কোন সন্ধান বল্‌তে পারলেন না?

হর। সিদ্ধেশ্বরের সাক্ষাতে বলে গিয়েছিল আগরায় থাক্‌বে, সেখানকার আদালতে ওকালতি করবে; তা আগরা হতে লোক ফিরে এসে বল্লে, ললিত সে খানে যায় নাই।

পণ্ডি। এখন কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন?

হর। অস্থিত পঙ্কে পড়িচি, কিছুই স্থির কত্তে পাচ্চি নে;—ললিত আমায় পরিত্যাগ করে যাবে আমি স্বপ্নেও জানি নে; ললিতকে আমি পুত্র অপেক্ষা ভালবাসি; ললিতের অনুরোধে কত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করিচি;—গ্রামের ভিতর দীক্ষা হওয়া উঠিয়ে দিইচি, এঁটোর বাচবিচার তাদৃশ করি নে, ব্রাহ্মণ শূদ্রে এক হুঁকায় তামাক খায় দেখেও দেখি নে। ললিতকে যদি আমি পোষ্যপুত্র কত্তে পারি, আমার অরবিন্দের শোক নিবারণ হয়।

পণ্ডি। আপনাকেও ললিত প্রগাঢ় ভক্তি করে; তাহার মতের বিরুদ্ধ কাজ হলেও, আপনি যাহা বলেচেন, ললিত তৎক্ষণাৎ তাহা করেচে।

হর। ললিতের ভক্তির পরিসীমা নাই,—

পণ্ডি। ললিত আপনাকে কোন দিন গোপনে কিছু বলেছিল?

হর। এমন কি, কিছুই না।—এক দিন আমাকে নির্জ্জনে বল্লেন "নদেরচাঁদের সহিত লীলাবতীর কখনই বিবাহ দেওয়া হবে না," আর বল্লেন "লীলাবতীর যদি নদেরচাঁদের সহিত বিবাহ হয়, তা হ'লে আমি প্রাণত্যাগ করব"; আমি স্নেহবশতঃ বল্‌চে বলে সে কথার বিশেষ উত্তর দিলেম না, কেবল বল্লেম, আমি যখন কথা দিইচি তখন অবশ্যই বিবাহ দিতে হবে।

পণ্ডি। ললিত, বোধ করি, মনন করে গিয়েছিল আপনাকে বল্‌বে, সে স্বয়ং লীলাবতীকে বিবাহ কত্তে বাসনা করে; তা লজ্জায় বল্‌তে পারি নি।

হর। আপনি যে দিন থেকে বলেচেন, আমি সে আভাস বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পাচ্চি; কিন্তু তাহা ঘট্‌বার নয়, আমি অমন শ্রেষ্ঠতম কুলীনকুমার হাতে পেয়ে ছাড়্‌তে পারি নে; বিশেষ, কথাবার্ত্তা স্থির হয়ে গিয়েচে।—ললিতের প্রতি আমার কি এতে কিছু অনাদর হচ্চে?—বিন্দুমাত্র না! ললিতকে পুত্র কত্তে প্রস্তুত, তাতে আবার ভোলানাথ বাবু কন্যা দান কত্তে চেয়েচেন; সে মেয়েও পরমা সুন্দরী, সেও পণ্ডিতের কাছে লেখাপড়া শিখ্‌চে,—

পণ্ডি। ভোলানাথ বাবু গৃহে প্রত্যাগমন করেচেন?

হর। করেচেন।—ভোলানাথ বাবু এ সম্বন্ধে অতিশয় সন্তুষ্ট হয়েচেন; নদেরচাঁদকে তিনি অতিশয় ভালবাসেন; নদেরচাঁদের মোকদ্দমায় ছ হাজার টাকা দিয়ে পাল সাহেবকে এনে দিয়েচেন।

পণ্ডি। মোকদ্দমা শেষ হয়েচে?

হর। তার আর শেষ হবে কি? বড় মানুষের নামে কি কেউ মোকদ্দমা করে উঠতে পারে?

পণ্ডি। এমন মোকদ্দমা যার নামে, তাকে আপনি কন্যাদান কত্তে কি প্রকারে সম্মত হচ্চেন?

হর। বড় মানুষের নামে মোকদ্দমা হবে না ত কি আপনার নামে মোকদ্দমা হবে? ও সকল বড় মানুষের লক্ষণ।

পণ্ডি। যদি নদেরচাঁদের মেয়াদ হয়, তা হলেও কি তাকে কন্যা দান করবেন?

হর। কুলীনের ছেলের কখন মেয়াদ হয়? ভূপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুলে কখন কলঙ্ক হতে পারে?

পণ্ডি। ভবিষ্যতে কি ঘটবে তার বিচার অগ্রে করিবার আবশ্যকতা নাই।—ব্রহ্মচারী এসেছিলেন?

হর। সেটা ভণ্ড, কি বলে কি হয়, অন্যায়ণ আমাকে এক মাস নিরস্ত করে রাখ্‌লে; এই বিলম্বের জন্যেই ললিত হাতছাড়া হল।—শুভকর্ম্মে বিলম্ব কত্তে নাই।—আর এক মাস থাক্‌তে বল্‌চে। আমি বলে দিইচি, ভণ্ড ব্যাটাকে আর বাড়ীতে না আস্‌তে দেয়।

পণ্ডি। এক্ষণে কাজে কাজেই নিরস্ত হতে হবে।

হর। কেন?

পণ্ডি। ললিতের সন্ধান অদ্যাপি পাওয়া গেল না, আর আমার বোধ হয়, পোষ্যপুত্রের গোলযোগ শেষ না হলেও তার সন্ধান পাওয়া যাবে না।

হর। আমি মনস্থ করিচি, আর একটী বালককে পোষ্যপুত্র কর্‌ব; ললিতের কোন মতে ইচ্ছা নয়, আমার পোষ্যপুত্র হয়।

পণ্ডি। তার পর ললিতের সহিত লীলার বিবাহ দেবেন?

হর। তা আপনারা জানেন। আমি পোষ্যপুত্রটী লওয়া হলে জন্মের মত আমার জন্মস্থান কাশীতে গিয়ে বাস কর্‌ব; তার পর আপনারা যা খুসি তাই কর্‌বেন; ললিতের সঙ্গে লীলার বিবাহ দিয়ে কুলক্ষয় করে যদি আপনারা সন্তুষ্ট হন, তাই কর্‌বেন,—ললিতের অনুরোধে সহস্র অধর্ম্ম করিচি, না হয় আর একটা হবে,—

পণ্ডি। বংশজে দুহিতা প্রদান কল্লে অধর্ম্ম ঘটে না।

হর। ঘটে কি না ঘটে, তা আমার জান্‌বের অধিকার নাই; কারণ, আমি সংসার ত্যাগ করা কল্পনা করিচি।

একজন দাসীর প্রবেশ।

দাসী। পণ্ডিত মশাইকে বাড়ীর ভিতর ডাক্‌চে।

হর। লীলা কেমন আছে রে?

দাসী। তাঁর বড় গায় জ্বালা হয়েচে।

[প্রস্থান।

পণ্ডি। লীলা কি অসুস্থ হয়েচেন?

হর। গত কল্য সিদ্ধেশ্বরের একখানি লিপি পড়্‌তে পড়্‌তে সর্‌ঝিগর্‌মি হয়ে, অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন; সেই অবধি গা গরম হয়েচে, আর অতিশয় ক্ষীণ হয়েচেন।

পণ্ডি। আমি একবার দেখে আসি।

হর। আসুন।—আপনার ছেলে, পোষ্যপুত্র নিতে হ'লে, ললিতের সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ ঘটতে পারে, ঐ কথাটা ব্যক্ত কর্‌বেন না; কারণ, তা

হলে ললিত এর মধ্যে বাড়ী আসবে না।—ললিত যদি এখন বাড়ী আসে, আমি তাকে কোলে করে গলা ধরে কেঁদে পোষ্যপুত্র কত্তে পারি।

পণ্ডি। এই ব্যাপার আশঙ্কা করেই ত ললিত স্থানান্তরিত হয়েচে।

[প্রস্থান।

হর। আহা! এত আশা সব বিফল হ'ল।—ললিতকে পোষ্যপুত্র করার আর কোন উপায় দেখি নে।—এত দিন পরে কুলক্ষয়টা হবে?—কুলীনের ঘরে এমন কুপাত্র কখন দেখি নি।—দেক্ ব্যাটাকে জেলে পূরে।—কোথায় বাড়্‌ব না কমে চল্লেম।—যে কাল পড়েচে, আর বাড়া আর কমা।—যায় যাবে কুল, আমার লীলা ত পরম সুখী হবে, ললিত ত আমার যে স্নেহের পাত্র সেই স্নেহের পাত্র থাক্‌বে;—তবে ললিতের আশা ছাড়্‌তে হ'ল।—নদেরচাঁদ কুপাত্র বিবেচনা হয়, লীলার বিবাহ অন্য সুপাত্রের সহিত দেওয়া যাবে; ললিত যদি আসে, তাকে আমি পোষ্যপুত্র করব, কখনই ছাড়্‌ব না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

লীলাবতীর শয়নঘর—পর্য্যঙ্কোপরি লীলাবতী সুষুপ্তা।

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। ঘুম এয়েচে, বাঁচলেম, বাতাস্ দিতে দিতে হাতে কড়া পড়েচে।

[প্রস্থান।

লীলা। ও মা! প্রাণ যায়; আমার প্রাণের গাত্রদাহ হয়েচে, তার গায় কেউ বাতাস দিতে পারে না।

কোথায় প্রাণের পতি ললিতমোহন,
দেখ আসি অস্তমিত লীলার জীবন;
ব'লেছিলে বিপদেতে হবে অধিষ্ঠান,
কই নাথ, কই এলে বাঁচাইতে প্রাণ?

মরে যাই, ক্ষতি নাই, এই খেদ মনে,—
পতির পবিত্রমুখ এ'ল না নয়নে।
কি দোষ করেছে লীলা, এত বিড়ম্বনা,
প্রাণকান্তে একবার দেখিতে পাব না?
ভুলে কি আছেন পতি হইয়ে নির্দ্দয়?
আমার হৃদয়নাথ তেমন ত নয়;
লীলাময় প্রাণ তাঁর, স্নেহের ভাণ্ডার,
ভুলে কি থাকেন তিনি ভার্য্যা আপনার?
প্রাণ যায়, ভেবে মরি, মনে কত গায়,
নাথের অশুভ কিছু হয়েছে তথায়।
কারে বলি, কে রাখিবে আমার মিনতি,
আপনি যাইব চলে যথা প্রাণপতি,—

[সজোরে গাত্রোত্থান।

ওমা! মাতা ঘোরে কেন! মলেম যে, পিপাসা হয়েচে।—ও ঝি, ঝি, হেথা আয় রে—

[শয়ন।

শ্রীনাথ, পণ্ডিত এবং দাসীর প্রবেশ।

পণ্ডি। লীলাবতি, কেমন আছ?

লীলা। ভাল।

পণ্ডি। (শ্রীনাথের প্রতি) ললিতের কোন সংবাদ এসেচে?

শ্রীনা। না।

পণ্ডি। সিদ্ধেশ্বর বাবু লীলাবতীকে কি লিপি লিখেচেন, দেখি।

দাসী। বালিশের নীচেয় আছে।

শ্রীনা। আমি দিচ্চি।

[লিপিদান।

পণ্ডি। এ চিঠি কাল এসেচে?

শ্রীনা। হাঁ, কালই বটে।

পণ্ডি। (লিপি-পাঠ)

"প্রিয় ভগিনি লীলাবতী,

আপনার পত্রপাঠে জানিলাম ললিতমোহন আপনাকেও কোন লিপি লেখেন নাই। তাঁর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রার পর কেবল পাটনা হইতে এক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে প্রকাশ তিনি ত্বরায় আগরায় গমন করিবেন এবং আগরায় পৌঁছিয়া আমাকে সংবাদ লিখিবেন ; সে সংবাদ আসার সময় উত্তীর্ণ, তজ্জন্য আমি অতিশয় চিন্তাযুক্ত। বোধ করি তাঁর লিপিগুলিন ডাকঘরে গোলমাল হইয়া থাকিবে। আমি অদ্য রাত্রে মেলট্রেনে ললিতমোহনের অনুসন্ধানে গমন করিব ; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র আপনি সংবাদ পাইবেন ইতি

হিতার্থী

শ্রীসিদ্ধেশ্বর চৌধুরী।"

ললিত স্বচ্ছন্দে আছেন, পশ্চিমাঞ্চলস্থ পরম রমণীয় স্থানসমূহ সন্দর্শনে সময় ক্ষেপণ কচ্চেন, তাতেই লিপি লিখিতে অবসর পান নাই।

শ্রীনা। আমি ললিতের সন্ধানে যেতে ইচ্ছা করি।

পণ্ডি। তার প্রয়োজন কি? সিদ্ধেশ্বর বাবু যখন গিয়েচেন, ললিতকে লয়ে আস্‌বেন।

শ্রীনা। লীলার শরীর অসুস্থ দেখেই বা কেমন করে যাই। পুষ্যিপুত্র লওয়া উপলক্ষে বাড়ী শ্মশানের ন্যায় হয়েচে—বধূমাতা মৃত্যুশয্যায় শয়ন করে দিবানিশি রোদন কচ্চেন ; লীলা পীড়িত ; ললিত পলাতক। এ কালে এমন বোকা মানুষ আছে তা আমি জান্‌তেম না,—আজ্ ব্যায়লে কাল্ যে বেড়ী খাটুবে, তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চান ; মেয়ের ছেলেতে ওঁর এাদ্ধ হবে না, উনি পুষ্যি এঁড়ে নিয়ে বংশের নাম রাখ্‌বেন ; পুষ্যি এঁড়ে যদি গো-ভাগাড়ে যায় তখন বংশের নাম রাখ্‌বে কে? রঘুয়ার শ্রাম থাকুবেন হত, অরবিন্দ বাড়ী আস্‌ত।

পণ্ডি। শ্রীনাথ বাবু, আপনি তাঁর সঙ্গে রাগারাগি কর্‌বেন না ; মোকদ্দমার কথা শুনে নদেরচাঁদের প্রতি হতাদর হয়েচেন ; কিন্তু পুষ্যিপুত্র লওয়া নিবারণ হবে না, ললিতই হউক, আর কোন বালকই হউক।

শ্রীনা। ললিত ওঁর বাড়ীতে আর থাক্‌তে আসবে না।

পণ্ডি। লীলা নিদ্রিতা হয়েচেন, এখানে গোল করা শ্রেয় নয়।

শ্রীনাথ, পণ্ডিত এবং দাসীর প্রস্থান।

লীলা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) মা গো!—

[নিদ্রা।

হরবিলাসের প্রবেশ।

হর। (স্বগত) আহা! জননী আমার এত মলিন, তবু বিছানা আলো করে রয়েচেন!—আমি অতি নিষ্ঠুর, নচেৎ এমন স্বর্ণলতা সেই শ্যাওড়া গাছে তুলে দিতে চাই।—ললিত যা বলে সেই ভাল. শ্রীনাথ যা বলে সেই শ্রেয়।—এ কি! প্রলাপ হয়েচে না কি?

লীলা। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া)

পূর্ণিমার শশধর নাথের বদন
পাবে না কি অভাগিনী আর দরশন?
কি মধুর কথা তাঁর, কি সুন্দর স্বর,—
শুধু একা আমি নই মোহিত নগর,—
জ্ঞান-জ্যোতি-বিস্ফারিত আকর্ণ লোচন,
সতত সজল-শোভা আভার কারণ,
না দেখে সে আঁখি, প্রাণ পাগলের মত,
হইতাম পাগলিনী ভেবে অবিরত।
কাছে এস, প্রাণপতি, প্রেম-পারাবার,
চির দুঃখিনীরে দুঃখ দিও নাকো আর;
মহীতে মায়ের মায়া রক্ষিতে সন্তানে,
তাহাতে বঞ্চিত আমি বিধির বিধানে,
অভাগিনী-ভাগ্য-দোষে শৈশবে জননী
করে গেছে কাঙ্গালিনী ছাড়িয়ে ধরণী;
সোদর সহায় ছিল অবলা বালার,
ভাগ্য-দোষে নাহি তাঁর কোন সমাচার,
পোষ্যপুত্র লন পিতা নিরাশ-অন্তরে,
ডুবিল দাদার নাম এত দিন পরে;

জনক পরম গুরু, স্নেহ-ভরা মন,
আমার কপালে তিনি বিষ-দরশন,
কৌলীন্য-শ্মশানকালী-হৃদয় তুষিতে,
দেবেন দুহিতা বলি অপাত্র-অসিতে ;
এমন সময় পতি রহিলে কোথায়,
তুমি অবলার গতি, সাহস সহায় ;
প্রাণ কাঁদে, প্রাণকান্ত, কর হে বিহিত,
হা ললিত—হা ললিত—ললিত—ললিত—

হর। (স্বগত) আবার নিদ্রা এল। মার দুই চক্ষু দিয়ে অবিশ্রান্ত জল পড়চে।—আমি এমন নরাধম, আমার সর্ব্বস্ব ধন লীলার কোমল মনে এমন ব্যথা দিইচি! আমার প্রাণ এখন ফেটে যায় হল না!—(রোদন)—"কৌলীন্য-শ্মশানকালী"—এক শ বার;—বল্লাল সেনের মুখে ছাই;—নদেরচাঁদের বাপের পিণ্ডি, ঘটকের মার সপিণ্ডীকরণ।—ললিতকে কোথায় পাই;—কুলীন জামাই আমার কপালে নাই।

[প্রস্থান।

লীলা। ঝিকে কখন্ ডেকিচি একটু জল দেবার জন্যে, এখনো এল না।—ও ঝি, ঝি, তুই কি কাণের মাতা খেইচিস্, একটু জল দিয়ে যা।

জল লইয়া দাসীর প্রবেশ।

দাসী। কর্ত্তা মশাই বাড়ী মাতায় করেচেন।

লীলা। (জলপান করিয়া) কেন?

দাসী। (অঞ্চল দিয়া লীলার মুখের জল মুছাইয়া) তিনি নদেরচাঁদকে গাল দিচেন, ঘটককে হাজার বাপান্ত করচেন, আর বল্‌চেন ললিতকে এনে এখনি লীলার সঙ্গে বিয়ে দেব।—ও কি! তুমি অমন হলে কেন? তোমার যে চকের জল হঠাৎ উথ্‌লে উঠ্‌ল।

লীলা। (বহু যত্নে চক্ষুর জল নিবারণ করিয়া) ঝি, এ দুঃখের সাগর মন্থন করে কে তোর মুখে অমৃত দিলে? হঠাৎ যে এমন হল? বউ কিছু বলেচেন?

দাসী। কিছু না।

লীলা। ললিতের কোন খবর এসেচে?

দাসী। না।

[পুনর্ব্বার উপাধানে মুখ ন্যস্ত করিয়া লীলাবতীর শয়ন।

শ্রীনাথের প্রবেশ।

শ্রীনা। ললিত ভাল আছে—

লীলা। কি—কি—কে বল্লে মামা? কেমন করে জান্‌লেন?

শ্রীনা। মা আমার উন্মাদিনী হয়েচেন।—সিদ্ধেশ্বর তারে খবর দিয়েচেন, ললিতের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েচে এবং ললিত ভাল আছে।

লীলা। বাবা শুনেচেন?

শ্রীনা। না।—তিনি কোথায় গেলেন?

লীলা। মামা, আমি একটু ব্যাড়াব?

শ্রীনা। ব্যাড়াও।

লীলা। চল ঝি, বয়ের কাছে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্রীরামপুর—ভোলানাথ চৌধুরীর বৈটকখানা।

ভোলানাথ চৌধুরী আসীন।

ভোলা। ঘটকীটা যুটেচে ভাল; কিন্তু আর সতীত্ব নষ্ট কত্তে প্রবৃত্তি হয় ; বিশেষ অমন সুন্দরী স্ত্রী ঘরে পেইচি—

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। একজন ব্রহ্মচারী আপনার কাছে আস্‌তে চাচ্চে—

ভোলা। আসুক।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

আবার ব্রহ্মচারী।—এক ব্রহ্মচারীর অনুরোধে—অনুরোধে কেমন করে?
—ধমকে জাতঃপাত হইচি।—ইনি কি কত্তে আস্‌চেন?

যোগজীবনের প্রবেশ।

(স্বগত) ও বাবা! দাড়ী দেখ। (প্রকাশ্যে) বসুন বাবাজি।

যোগ। আপনি আমাকে চিন্‌তে পারেন না; আপনি যখন অতি শিশু তখন আমার আগমন ছিল; স্বর্গীয় কর্ত্তা আমাকে যথেষ্ট ভক্তি কত্তেন, তিনিই আমাকে এই রজত-ত্রিশূল প্রস্তুত করে দেন—আপনার সকল কুশল?

ভোলা। প্রভুর দর্শনে সকল কুশল।—আপনার থাকা হয় কোথায়।

যোগ। বহুদিন এ প্রদেশেই অবস্থান ছিল; তার পরে কামরূপ, কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ, বামডঙ্গা, পুরুষোত্তম, কনারক, ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থ দর্শনে দেহ পবিত্র করিচি,—

ভোলা। পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া হয় নি?

যোগ। সে প্রদেশে যাওয়ার কল্পনা করিচি, অচিরাৎ গমন করব।

ভোলা। আমার কাছে কি প্রার্থনা?

যোগ। স্বপ্নবিবরণ বল্‌তে চাই।

ভোলা। বলুন

যোগ। অতি মনোহর স্বপ্ন।—একদা কাশীধামে অযোধ্যানিবাসী আমার পরম মিত্র মহীপৎ সিং তীর্থ পর্য্যটন অভিলাষে আগমন করেন। ইন্দীবর-বিনিন্দিত নীলনয়ন-শোভিতা বিদ্যুল্লতাতুল্যা অহল্যা নাম্নী অবিবাহিতা দুহিতা তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল। কন্যার বয়স অষ্টাদশ বৎসর। অকস্মাৎ মহীপৎ মানবলীলা সংবরণ করিলেন। শোকাকুলা অহল্যা একাকিনী,—আশু স্বদেশ-গমনে উপায়হীনা। এই সময় এ প্রদেশের এক ধনাঢ্য লম্পট কাশীতে বাস করে। ঐ নীচান্তঃকরণ মহীপতের পাণ্ডাকে সহস্র মুদ্রা দিয়া অচতুরা অবলাকে বিবাহ-ব্যপদেশে কাণপুরে লইয়া যায়। কুললললনা কৌশলে লম্পটের করগত শ্রবণে, আমার লোমকূপ দিয়া অনলকণা বহির্গত হইতে লাগিল; তদ্দণ্ডে ভয়প্রদর্শনে পাণ্ডাকে বশীভূত করিয়া তাহার দ্বারা মাজিষ্ট্রেটকে সংবাদ দিলাম।

ভোলা। আপনি যে বল্লেন পশ্চিমে যান নি?

যোগ। স্বপ্নাবেশে গমন করেছিলাম।—তার পর শুনুন।—দিবসত্রয়মধ্যে লম্পটশ্রেষ্ঠ লৌহশৃঙ্খল-বদ্ধ দশায় থানাবধানা কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন,—

কারাগারগমনোন্মুখ। আমার চরণ ধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে স্বীকার করিলেন, আমি যাহা বলিব তাহাই শুনিবেন। চেষ্টায় অসাধ্য ক্রিয়া কি? অহল্যা, লম্পটের ঐশ্বর্য্য দেখেই হউক, বা তার রূপ দেখেই হউক, লম্পটকে বিবাহ করিতে সম্মতা।—অনেক অর্থ ব্যয়ে সদর আলার বিচারালয়ে পূর্ব্বকার তারিখ দিয়া এই মর্ম্মে একখানি দরখাস্ত রক্ষিত করিলাম যে, অহল্যার সম্মতিতে লম্পট তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছে। মাজিষ্ট্রেটের নিকটে লম্পট প্রকাশ করিলেন, তিনি অহল্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, অপহরণ করেন নাই; তাহার প্রমাণ সদর আলার বিচারালয়ে আছে। অহল্যা পরিণয় স্বীকার করায় মাজিষ্ট্রেট লম্পটকে নিষ্কৃতি দিলেন। লম্পট যেমন দুরাত্মা তেমনি কৃতঘ্ন, প্রাপ্তির পরেই অহল্যার পাণিগ্রহণে অসম্মত। পুনর্ব্বার লম্পটকে কারা-প্রেরণের উপায় স্থির করিলাম। লম্পট সঙ্কটাপন্ন, বিশ্বেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া শাস্ত্রমত অহল্যার পরিণেতা হইলেন। তদবধি আমার সহায়তার চিহ্ন স্বরূপ লম্পট-প্রদত্ত এই বহুমূল্য অঙ্গুরীয় মদীয় অঙ্গুলিতে বিরাজমান,—

ভোলা। আপনি সেই মহাত্মা, সেই মহাপুরুষ,—(যোগজীবনের চরণ ধরিয়া)—আপনি আমার জীবনদাতা, আমি আপনার ক্রীতদাস; আমার জীবন রক্ষা করেচেন, এখন আমার মান রক্ষা করুন,—আমি ক্ষত্রীকন্যা বিবাহ করিচি প্রকাশ কর্‌বেন না, আপনি যা চাইবেন তাই দেব।

যোগ। তুমি সুখে থাক এই আমার বাসনা; আমি কিছুমাত্র প্রার্থনা করি না।

ভোলা। আমি এখানে ঘোষণা করে দিইচি, অহল্যা বঙ্গদেশের একজন রাড়িশ্রেণী ব্রাহ্মণের কন্যা এবং সকলে সে কথা বিশ্বাস করেচে কিন্তু কত অর্থব্যয় হয়েচে তার সংখ্যা নাই।

যোগ। আমি একবার অহল্যার সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষ করি।

ভোলা। আপনার কন্যার সহিত আপনি সাক্ষাৎ কর্‌বেন, তাতে আপত্তি কি।—আপনি বসুন, আমি এই খানেই অহল্যাকে আসতে বল্‌চি—

[প্রস্থান।

যোগ। আমি অহল্যার ভাবনা ভাব্‌চি নে; ভোলানাথ বাবু অহল্যাকে সহধর্ম্মিণী করেচেন; অহল্যা পরম সুখে আছে।—এখন পোষ্যপুত্র লওয়া ত কোন মতেই উচিত হয় না; ললিত ফিরে এলে ললিত লীলাবতীতে বিবাহ

হবে ; কিন্তু আর একটী বালক যে পোষ্যপুত্র লবার জন্য স্থির করেচেন, তা রহিত করণের উপায় কি ?—মজেশ্বরকে আর বিশ্বাস হয় না।

ভোলানাথ এবং অহল্যার প্রবেশ।

ভোলা। আপনারা এই ঘরে থাকুন, আমি বারাণ্ডায় বসি গে, কয়েকজন বন্ধুর আস্‌বের কথা আছে।

[প্রস্থান।

অহ। বাবা, এত দিনের পর মনে পড়েচে ; আমি ভাব্‌লুম আপনি আমায় একেবারে ভুলে গিয়েচেন। আমার মা বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেবেন বলেছিলেন তা দিলেন না ?

যোগ। তোমার ত মা নাই, তোমার বাপ ভাই আছেন ; আমি ত্বরায় তোমাকে তাঁদের কাছে লয়ে যাব।—আমি তোমাকে যেরূপ যেরূপ কত্তে বলি, তুমি সেইরূপ সেইরূপ কর।

অহ। আমাকে আপনি যা বল্‌বেন, আমি তাই করব, বাবুও আপনার মতে চল্‌বে।

যোগ। অনেক পরামর্শ আছে, তুমি—

ভোলানাথের প্রবেশ।

ভোলা। অহল্যা, বাড়ীর ভিতর যাও,—

অহ। বাবার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে,—

ভোলা। কাল্ হবে, কতকগুলি লোক আস্‌চে।—বাবাজি, আপনি কাল্ এমনি সময় আস্‌বেন, আপনার যত কথা থাকে কাল্ হবে।

[এক দিকে অহল্যার অপর দিকে যোগজীবনের প্রস্থান।

ভোলা। কদিনের পর আজ্ একটু আমোদ করা যাক্। ওরে—

শ্রীনাথ, নদেরচাঁদ এবং ইয়ার-চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

প্র, ই। কি বাবা, নিরমিষ ব'সে রয়েচ যে ?

ভোলা। একটী নিরমিষ-খেগো এসেছিলেন, তাতেই হাত পা বাঁধা ছিল।

ভৃত্যের প্রবেশ এবং ডিক্যাণ্টর প্রভৃতি প্রদান।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

খি, ই। নদেরচাঁদ, লেগে যাও।

নদে। আমি ঢের খেইচি, আর খাব না।

শ্রীনা। তুমি যে দিন বল্‌বে আর খাব না, সে দিন তিন চারটে আব্‌-কারির ডেপুটী কালেক্টর বরতরফ হবে।

ভু, ই। হেমচাঁদকে দেখ্‌চি নে যে?

[সকলের মদ্যপান।

নদে। হেমচাঁদ বয়ে গেচে,—বয়ের পরামর্শে বয়ে গেচে,—সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে মিশেচে, মদ ছেড়ে দিয়েচে;—একেবারে আয়বে গিয়েচে।

ভোলা। ছেলে মানুষে মদ না খায় সে ভাল, কিন্তু ছোঁড়া ব্রাহ্ম হয়ে পড়েছে।

চ, ই। আপনি তাকে ত্যাগ করেচেন ত?

ভু, ই। উনি তাকে ত্যাজ্য পুত্র করেচেন।

ভোলা। দূর গুওটা পাজি, সে যে আমার ভাগ্নে।

শ্রীনা। ও সকল জঘন্য গাল্‌ মূর্খের মুখে ভাল শুনায়, চাসার মুখে ভাল শুনায়, বেহারার মুখে ভাল শুনায়।

ভোলা। মাতাল মূর্খ হইতে অধম, চাষা হইতে অধম, বেহারা হইতে অধম; সুতরাং মাতালের মুখে গুওটা মন্দ শুনায় না,—

মত্তমত্তমুখভ্রষ্টং বাপান্তমমৃতাধিকং

মদের মুখে বাপান্ত অমৃতের অধিক।

শ্রীনা। পেট ভরে খাও, অমর হবে।

প্র, ই। বা ইয়ার, বেশ্‌ বলেচ।

[সকলের মদ্যপান।

ভোলা। ওহে শ্রীনাথ বাবু, তোমরা অতি অজ্ঞ; তোমরা বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে ভেঙ্গে দিতে চাও। আমি ভোলানাথ চৌধুরী, আমার ভাগ্নে সত্ত্বি খাইব্রত্তো থাকুবে না, তোমাদের ব্যবহার ত এই; হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় আমায় জানেন না, তাঁর বাড়ীতে কি কাণ্ড না হয়ে গেচে, আমার হাগা ত কিছুই নাই।

শ্রীনা। বাবা, তুমি যে বিয়ে করে এসেচ, কত কি লাগা থাকবে,—

দ্বি, ই। শ্রীনাথ বাবু, কেঁচো খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে সাপ তোলেন কেন?

নদে। মামীর কথা নিয়ে শ্রীনাথ মামা যখন তখন ঠাট্টা করেন।

শ্রীনা। কানারে ভাগ্‌নে, ক্ষান্ত হও।

ভোলা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) নদেরচাঁদ, এক গেলাস মদ দে ত বাবা।

[সকলের মদ্যপান।

তৃ, ই। বাজে কথা রেখে দাও, একটা গান ধরা যাক্—হুঁ হুঁ হুঁ না না না—

শ্রীনা। তান্‌সান্, চুপ কর না, এখনি ধোপারা দড়া নিয়ে আস্‌বে, হুঁকোর জলগুলো ফেলে দিতে হবে।

ভোলা। এস, একটু শাস্ত্রালাপ করা যাক্,—

চ, ই। উচিত্ত। (এক গেলাস মদ লইয়া) এই যে গেলাসে পীতবর্ণের পয় দেখিতেছেন, এটী পেয়, যথা—(মদ্যপান)

ভোলা। ও একটী রস কি না,—

চ, ই। অবশ্য।

শ্রীনা। কি রস?

চ, ই। সোমরস।

ভোলা। রসটা কয় প্রকার?

চ, ই। রস ষড়্‌বিধ।

শ্রীনা। কি কি?

চ, ই। সোমরস, আদিরস, নবরস, তামরস, আনারস, আর—(চিন্তা)

নদে। চরস।

চ, ই। ঠিক বলেচ বাপ্।—এমন ছেলেকে মেয়ে দিতে চাও না, শ্রীনাথ বাবু।

প্র, ই। লোকে কথায় বলে পঞ্চ ভূত, কিন্তু পাঁচটী কি কি তাহা সকলে জানে না।

চ, ই। ভূত পাঁচ প্রকারই বটে, যথা—পেত্নীর তাতার ভূত, মামদো ভূত, অদ্ভুত, কিম্ভূত, আর দেখ গো—(চিন্তা)

নদে। বেম্মদত্তি।

চ, ই। এ বারে হ'ল না।

শ্রীনা। আর নদেরচাঁদ।

নদে। আমি কেমন করে?

শ্রীনা। আবাগের ব্যাটা ভূত।

চ, ই। পাঁচ ভূত মিলেচে।

শ্রীনা। গোটা দুই জেয়াদা দেখচি।

চ, ই। যে পাঁচ সেই সাত, যথা—পাঁচ সাত বার।

প্র, ই। আচ্ছা ভাই, তুমি শিবের ধ্যানের এই টুকু বুঝায়ে দাও দেখি,—"ধ্যায়িত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।"

চ, ই। এ ত সহজ কথা,—"ধ্যায়িত্যং" কি না "মহেশং"; "রজতগিরি" কি না "নিভং"; "চারুচন্দ্রাবতংসং—" কিছু শক্ত হচ্চে,—"চারুচন্দ্র" যে কতখানি "বতংসং" তা আর টিপুনী না দেখে বল্‌তে পারি নে। আমাকে ঠকাতে পার্‌বে না, আমি টোলে পড়িচি।

ভোলা। টোলে পড়া কি ভাল?

শ্রীনা। টলে পড়া ভাল।

ভোলা। তবে অধ্যয়ন করি—

[শয়ন।

শ্রীনা। মদের উপাসনা করা যাক্।

[সকলের এক এক গেলাস মদ্য হস্তে ধারণ।

প্র, ই। কে বলে নাহিক সুধা অভাগা ধরায়,
দেখুক যে আঁখি ধরে গেলাস-কানায়।

[মদ্যপান।

দ্বি, ই। পাহাড়ে পীরিত তব, সীধু-বিধুমুখি,
সাগর অজিরে কয় স্বামিমন সুখী।

[মদ্যপান।

তৃ, ই। সুশীলা মদিরা-বালা, অবগুণ্ঠ কাক্,
এস না উদরে কেন, দোহাই—ওয়াক্।

ভোলা। বল্লে বমি।

ভূ, ই। বাবা, পিপে খালি কল্লেম, নূতন মাল ভর্ত্তি করি,—

[মদ্যপান।

চ, ই। বিলাসিনী-দন্তবাস চৌয়ারে চুম্বনে,
বারুণী বাহির হল, তরিতে সুজনে।

[মদ্যপান।

শ্রীনা। নীরাকারা সুরা দেবি, নীবরজননী,
বিনয়নাশিনী তুমি বিজ্ঞানদমনী,
ভোল ভোল অভাগায় ক্ষতি তাহে নাই,
ভোলারে ভুল না মাতা, এই ভিক্ষা চাই।

মদ্যপান।

ভোলা। গন্ধ, পদ্য, বাদ্য, মদ্য, মিষ্ট সমতুল ;—
বামা-মুখ-চ্যুত মদে প্রফুল্ল বকুল।

[মদ্যপান।

প্র, ই। একবার প্রফুল্ল হ'লে হয় না ?

ভোলা। না হে, তার আর কাজ নাই, আমি এখন স্ত্রীর বশীভূত হইচি।

শ্রীনা। নদেরচাঁদ, গেলাস হাতে করে ভাব্‌চিস্‌ কি ? ঠাকুর্দ্দের দাও। তোমার মামা মামীর প্রেমে ক্ষীরোদ-মন্থন।

নদে। মদের মাজাটা-গাঁজা কাটি কচ্‌ কচ্‌ ;
মামীর পীরিতে মামা হ্যাকচ্‌ প্যাকচ্‌।

[মদ্যপান।

ঘি, ই। যথার্থই আবাগের বেটা ভূত।—তোর মামীর পীড়িতের কথা কেমন করে বল্লি ?

নদে। যথার্থ কথা বল্‌তে দোষ কি ?

ভোলা। যথার্থ ই হক্‌, আর অযথার্থই হক্‌, সম্পর্ক-বিরুদ্ধ কোন কথা বল্‌তে নাই ; তোমাদের ছেলে কাল থেকে উপদেশ দিচ্চি, তা তোমাদের কিছুই জ্ঞান হয় না ; "মামীর পারিত" বলা তোমার অতিশয় গর্হিত হয়েচে,—

নদে। বাবার জবানি বলিচি,—

ভু, ই। বাহবা! বাহবা! বেশ সাম্‌লে নিয়েচে, নদেরচাঁদ একটী কম নয়,—

শ্রীনা। নদেরচাঁদের মত আর একটা ছেলে প্রথম বার শ্বশুরবাড়ী থেকে এসে ফিক্ ফিক্ করে হেসে তার বাপকে ঠাট্টা করেছিল; তার বাপ তাতে রাগ কল্লে; সে বল্লে বাবা, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ফিরেচে, তোমার নাম আর আমার শালার নাম এক,—

ভোলা। যথার্থ কথা বল্‌তে কি শ্রীনাথ বাবু, বড় দুঃখ হয়, এত টাকা খরচ কল্লেম, ছোঁড়াদের বুদ্ধিও হ'ল না, বিদ্যাও হ'ল না।—দেখ দেখি ভাই, মাসী মায়ের মত, তাকে ঠাট্টা কল্লে,—

নদে। মাসী যদি আমার না হ'ল, তবে আপনি বিয়ে কল্লেন কেমন করে?

চ, ই। বা নদেরচাঁদ, বেশ্ উত্তর দিয়েচ।—মদ না খেলে কথা বেরোয় না; মদে বুদ্ধির প্রখরতা জন্মে।

ভোলা। মদ্যমবিরতং পিবতি যদি মানবঃ
মতিস্তস্য বৃহস্পতেরিব তীক্ষ্ণা ভবতি।

যদি মনুষ্য অবিরত মদ্যপান করে, তার বুদ্ধি বৃহস্পতির তুল্য তীক্ষ্ণ হয়।

শ্রীনা। ভোলানাথ বাবু সংস্কৃতটা একচেটে করে নিয়েচেন।

ভোলা। বাবা, লেখাপড়া শিখ্‌তে গেলে পয়সা খরচ কত্তে হয়!—দিনের বেলা কালেজে ইংরেজী পড়্‌তেম, রাত্রে তর্কচূড়ামণির কাছে সংস্কৃত পড়্‌তেম।

নদে। আমরাও চূড়ামণির কাছে পড়িচি।

শ্রীনা। চূড়ামণি যারে ছুঁয়েচেন, তার মাথের খেয়ে দিয়েচেন।

ভোলা। 'পণ্ডিতস্পর্শে পাণ্ডিত্যমুপজায়তে'—পণ্ডিতকে স্পর্শ কল্লে পাণ্ডিত্য জন্মায়।

প্র, ই। মদ ছুঁলে মহৎ হয়।

[সকলের মদ্যপান।

ভোলা। শ্রীনাথ বাবু, কাশীতে তোমাদের চাঁপাকে দেখে এলাম; সে কাশীবাসিনী হয়ে আছে, আমাদের খুব যত্ন করেছিল; অরবিন্দকে কত গাল্ দিতে লাগ্‌ল; বল্লে, কুলের বাহির করে হেঁমান ছেড়ে দিয়ে পালাল,—

শ্রীনা। চাঁপার সঙ্গে অরবিন্দের নাম করা অতি মূঢ়তার কার্য্য; অরবিন্দের কেমন চরিত্র তা কি জান না?

ভোলা। সে বল্লে তা আমি কি করব।—নদেরচাঁদের মোকদ্দমাটা শেষ হক্, তার পর আমি চাঁপাকে এখানে আন্‌ব, তার মুখ দিয়ে তোমায় শোনাব!

দ্বি, ই। নদেরচাঁদের মোকদ্দমা কবে?

নদে। কাল্।

তৃ, ই। হরবিলাস বাবু বলেচেন, যদি জরিমানা করে ছেড়ে দেয়, তা হলেও নদেরচাঁদকে কন্যা দান কর্‌বেন। ঘটক বল্লে, তিনি মোকদ্দমার কথা শুনে অতিশয় রাগ করেছিলেন, এখন একটু নরম হয়েচেন।

ভোলা। সাধে নরম হয়েচেন, আমার হাতে আছেন।

তৃ, ই। একবার গাওয়া যাক।

সকলে। (গীত, রাগিণী শঙ্করা, তাল আড়খেমটা)

নেসার রাজা, মদের মজা,
না খেলে কি বল্‌তে পারি।
বিমল সুধা, বিনাশ ক্ষুধা,
পান করিয়ে বাদ্‌সা মারি।
স্বস্তার যেমন শ্যাম্পেন সেরী,
হতেন যদি ধান্যেশ্বরী,
তাঁয়ের মেয়ে বিয়ে করি,
ঘরজামায়ে হতেম তারি।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। সব তয়ের হয়েচে।

ভোলা। আমরাও তয়ের হইচি,—

প্র, ই। নেসার রাজা, মদের—

শ্রীনা। ওর মুখে খানিক গোবর দাও ত, বড় জ্বালাচ্চে খাবার তয়ের হয়েচে, এখন উনি "নেসার রাজা" কচ্চেন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—ক্ষীরোদবাসিনীর শয়নঘর।

ক্ষীরোদবাসিনীর প্রবেশ।

ক্ষীরো। হা পরমেশ্বর! হা অনাথ বন্ধু! হা মহাদেব! অভাগিনীর প্রতি একটু দয়া হল না; অনাথিনীকে একবার মুখ তুলে চাইলে না। —আজ্‌কের রাত পোহালে কাল্ পুষ্যি পুত্র লওয়া হবে, আমার নাথের নাম ডুবে যাবে,—(রোদন)—কাল আমি কাঙ্গালিনী হব, কাল্ আমি পথের ভিখারিণী হব, কাল্ আমায় আমার বলে এমন কেউ থাক্‌বে না।—প্রাণেশ্বর! একবার দেখা দাও, কোথায় রইলে, কোথায় গেলে, দাসীকে সঙ্গে করে নাও। —হে সূর্য্যদেব, তুমি আজ্ অস্তে যেও না, তুমি অস্তে গেলে আমার প্রাণনাথের নাম অস্তে যাবে; তুমি যদি অস্তে যাও, কাল্ আর উদয় হয়ো না।—আহা! প্রাণেশ্বর বিহনে আমার সব অন্ধকার, আমি আর দিন পাব না, আমি আর নাথের চন্দ্রবদন দেখ্‌তে পাব না।—প্রাণকান্ত! পুষ্যিপুত্র লওয়া হচ্চে তাতে ক্ষেতি কি? তুমি বাড়ী এস, তোমায় দেখ্‌লে আমার সকল দুঃখ যাবে, তোমার পদসেবা কত্তে পেলে আমি রাজ্যেশ্বরী অপেক্ষাও সুখী হব।—আহা! স্বামীহীনা রমণীরাই বল্‌তে পারে, স্বামীকে দেখ্‌তে পেলে মনে কি অপার আনন্দ জন্মে।—ও মা! মা গো! দুঃখিনীর প্রাণে পরিতাপ যে আর ধরে না মা!—আমি কি সত্যি সত্যি পতিহীনা হলেম; আমার রাজ্যেশ্বরের রাজ্যে আর একজন এসে রাজ্য কত্তে লাগ্‌ল।—আহা! আহা! প্রাণ, তোমারে কি বলে বুঝাব, তুমি বিদীর্ণ হচ্চ হও।—ছেলেকালে আমাকে জন্মএয়িস্ত্রীর লক্ষণ-যুক্ত বল্‌ত, ও মা! তা কি এই! আমি আজ্ রাত্রে প্রাণত্যাগ করি, তা হলে আমার জন্মএয়িস্ত্রী নাম থাক্‌বে।—মরি! মরি! মরি! এক দিনে সব অন্ধকার; আমি আর কিছুতে নাই, আমি রাজরাণী সন্ন্যাসিনী,

আমার যদি একটী পেটের ছেলে থাকৃত, তা হলেও আমি পৃথিবীতে থাকৃতে পাত্তেম, তা হলেও আমি মনকে প্রবোধ দিতে পাত্তেম।—আহা! আমার প্রাণনাথের খড়ম একবার বক্ষে ধারণ করি, (বক্ষে খড়ম ধারণ)—আমার কেবল এই একমাত্র জুড়াইবার উপায়।—আমার গহনা, কাপড়, বাক্স যেমন আছে তেমনি থাকবে; না, যাকে যাকে ভালবাসি, তাকে তাকে দিয়ে যাব।—আমি ভাল শাড়ীখানি পরব, মুক্তার মালা ছড়াটী গলায় দেব, দিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেব, এয়িস্ত্রী মরব, বিধবা হব না. বিধবা হব না, বিধবা—

[রোদন।

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। আহা! এমন করে রাজার রাজ্যিপাট উঠে গেল গা।—মা, তুমি কেঁদে কেঁদে শুকিয়ে গেলে যে।—গাঁ শুদ্ধ লোক পুষ্যিপুত্র নিতে বারণ কচ্চে, তবু পুষ্যিপুত্র না নিলে আর চল্ল না। লোকে বলে 'বুড়ো হলে মতিচ্ছন্ন হয়'—

ক্ষীরো। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমার কপাল মন্দ, তাঁর দোষ কি।

দাসী। আহা! গিন্নী যদি থাক্‌তেন, তা হলে কি পুষ্যিপুত্রের কথা মুখে আন্‌তে পাত্তেন।—আহা! অরবিন্দ যখন হয়, গিন্নীর কত আহ্লাদ, সকল লোককে সোণার গয়না দিচ্ছিলেন। আমি আঁতুড়ে ছিলেম, আঁতুড়ে থেকে বেরিয়ে গিন্নী আমায় পাঁচ ভরি দিয়ে সোণার দানা গড়িয়ে দিছিলেন।—আমি পোড়াকপালী আজো বেঁচে রইচি, সেই অরবিন্দ ছেড়ে যাচ্চে চক্ দিয়ে দেখ্‌চি—

[রোদন।

ক্ষীরো। ঝি, আমি হতভাগিনী, আমার কোন সাধ মিট্‌ল না। আমার মনের দুঃখ মনেই রইল। ঝি, আমার আঁতুড়ে তোকে রাখ্‌তে পাল্লেম না. আমি ঠাকুরুণের মত কাহাকেও সোণাদানা হাতে করে দিতে পেলেম না। ঝি, আমি কাঙ্গালিনী, আমাকে চিরদুঃখিনী বলে মনে করিস্। ঝি, তুই আমার প্রাণপতিকে আঁতুড় হতে লালন পালন করিচিস্, তুই আমাকে কত ভালবাস্‌তিস্, তোকে আমার তাবিচ ছ ছড়া দিই, তোর ছেলের বৌকে পরিয়ে দিস্—

[বাক্স হইতে তাবিচ বাহির করিয়া দাসীর হস্তে প্রদান।

দাসী। মা, আজ্ কি সুখের দিন তা আমি সোণার তাবিচ নেব। মা কালীঘাটের কালী দিন দিতেন, অরবিন্দ বাড়ী আস্‌ত, আমি জোর করে, সোণার তাবিচ নিতেম।—মা, এখন আমাকে তুমি তাবিচ দিওনা।

ক্ষীরো। ঝি, আমি কাঙ্গালিনী, কিন্তু যত গহনা আছে তা সকলি আমার, আমি আজ্ বার বৎসর তাবিচ হাতে দিই নি। তুই আমার প্রাণকান্তের ঝি, তোর বউ ঐ তাবিচ পরলে আমার আহ্লাদ হবে,—

দাসী। মা, তোমার যেমন মন তেমনি ধন হক্; মা, কালীঘাটের কালী যদি থাকেন, অরবিন্দ বাড়ী আস্‌বে, তোমার রাজ্যিপাট বজায় থাক্‌বে।

লীলাবতীর প্রবেশ।

ক্ষীরো। লীলা, আমার তাবিচ দু ছড়া ঝিকে দিলাম, আমার নাম করে,—আমার দয়ার সাগর প্রাণকান্তের নাম করে—ওর বউ পর্‌বে। লীলা, ঝি ঠাকুরুণের আঁতুড়ে ছিল, আমার প্রাণনাথকে মানুষ করেছিল। লীলা, কত লোকের বাড়ীতে ঝি আছে, শাশুড়ীর আঁতুড়ে থাকে, তার পর আবার বয়ের আঁতুড়ে থাকে। আমার মন্দ কপাল, কোন সাধ পূর্ণ হল না, ছেলে-কালেই খাওয়া পরা উঠে গেল, আমোদ আহ্লাদের শেষ হল, বিধবা হলেম—

[রোদন।

লীলা। বউ আমার মুখ দিয়ে কথা সরচে না, তোমার মুখ দেখে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্চে, আমি কি বল্‌ব; আমাদের কপালে এই ছিল!—ঝি, তুই দৌড়ে সইকে ডেকে আন্। (রোদন)—

[দাসীর প্রস্থান।

ক্ষীরো। লীলাবতি, কেঁদ না দিদি, আমি শান্ত হইচি,—

লীলা। বউ, আমার মা নাই, তুমি ছেলেকাল হতে আমায় মায়ের মত প্রতিপালন করেচ; তোমাকে কাতর দেখ্‌লে আমার হাত পা পেটের ভিতর যায়। বউ, তুমি কি নিরাশাস হয়েচ; হাঁ বউ, পুষ্যিপুত্র নিলে কি দাদা বাড়ী আস্‌তে পারেন না?

ক্ষীরো। আর কি বলে আশা করি; পুষ্যিপুত্র লওয়া হলে প্রাণনাথ আর বাড়ী আসবেন না।—লীলা, আমি পুষ্যিপুত্র লওয়া দেখ্‌তে পারব না;

লীলা, আজ্ রাত্রে আমি প্রাণত্যাগ করব; লীলা, তুই আমার প্রাণকান্তের ভগিনী, তোর হাসিটুকু তাঁর হাসির মত, তোকে আমি মেয়ের মত ভালবাসি, লীলা, আমার ভাল ভাল গহনাগুলি, আমার ভাল ভাল শাড়ীগুলি পরিস্, আমার মাতার দিব্বি আর কারো ছুঁতে দিস্‌নে,—

লীলা। বউ, আমার প্রাণ কেমন করে; বউ, আমার ভয় কচ্চে; বউ, আমার কেউ নাই, তুমি আমায় ছেড়ে যেও না,—

[ক্ষীরোদবাসিনীর গলা ধরিয়া রোদন।

ক্ষীরো। ভয় কি দিদি, আমি তোমায় ছেড়ে কোথা যাব; চুপ কর, কেঁদ না,—

লীলা। পুষ্যিপুত্র নিলেন নিলেন তাতে ক্ষেতি কি; দাদা যখন বাড়ী আস্‌বেন, তখনি আমাদের আনন্দ; তা যত ইচ্ছে তত কেন পুষ্যিপুত্র নেন না।

শারদাসুন্দরীর প্রবেশ।

শার। যে ছেলেটী পুষ্যিপুত্র করবেন, তাকে এ বাড়ীতে রাখ্‌বেন না, তাকে আপাততঃ তার মায়ের কাছে রাখ্‌বেন, তার পর তাকে একখানি বাড়ী করে দেবেন; এ বাড়ী বয়ের নামে লিখে দেবেন।

ক্ষীরো। আমার বাড়ীতে প্রয়োজন কি: যাঁকে নিয়ে বাড়ীর শোভা তাঁকেই যখন পেলেম না, তখন বাড়ীতেই বা কাজ কি, আমার বাড়ীতে থেকেই বা কাজ কি; আমার প্রাণকান্তকে আমি যদি পেতেম, আমার গাছ-তলায় স্বর্গপুরী হত।

লীলা। পুষ্যিপুত্র এ বাড়ীতে রাখ্‌বেন না, পাছে আমরা কিছু মন্দ করি।—জগদীশ্বর আমাদের দুঃখিনী করেচেন, কত যন্ত্রণা সইতে হবে।

ক্ষীরো। পুষ্যিপুত্র এ বাড়ীতে থাক্‌লেও আমি কিছু করব না, না থাক্‌লেও আমি কিছু করব না; আমি জন্মের শোধ এ বাড়ী ছেড়ে যাচ্চি;— কাল্ এক দিকে পুষ্যিপুত্র লওয়া হবে, আর দিকে অভাগিনী গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে। আমি কি আর এ পুরীতে থাক্‌তে পারি; পুষ্যিপুত্রের নাম শুনি, আর প্রাণ কেঁদে ওঠে, পুষ্যিপুত্র লওয়া হলে কি আমি জীবিত থাক্‌ব,—

শার। বউ, তুমি পাগলের মত উতলা হয়ে কোন কাজ করো না, এখন আমরা যেরূপ দাদার আস্‌বের আশা কচ্চি, পুষ্যিপুত্র লওয়া হলেও সেইরূপ

করব। পুষ্যিপুত্র লওয়া হল বলে তোমার আশা ত কম্‌চে না; তবে তুমি কিজন্য আত্মহত্যা কত্তে যাবে?

ক্ষীরো। শারদা, আমি আজ্‌ বার বৎসর তাঁর আশায় রইচি; আর প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হয়, আর আমি ভাবি আজ আমার স্বামী বাড়ী আস্‌বেন; আমার এক দিনের তরেও মনে হয় নি তিনি আস্‌বেন না। কিন্তু এই পুষ্যিপুত্রের নামে আমার মন কেমন ব্যাকুল হয়েচে তা আমি বল্‌তে পারিনে; আমার বোধ হচ্চে যেন ঠাকুর তাঁর কোন অশুভ সংবাদ আজ্‌কাল্‌ শুনেচেন, আমার বুঝি সর্ব্বনাশ হয়েচে।—শারদা, তোরা আমাকে ভালবাসিস্‌, আমাকে সহমরণে যেতে দে, আমি প্রাণনাথের খড়ম আলিঙ্গন করে আগুনে ঝাঁপ দিই—

[রোদন।

লীলা। এখন কি আর বাবা বারণ শুন্‌বেন।—বারণই বা করবে কে;—মামা কাল্‌ বাবার সঙ্গে ঝকড়া করে যে বেরিয়েচেন এখনো আসেন নি।

শার। রঘুয়া বল্লে, মামা যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারীর সঙ্গে নৌকা করে শ্রীরামপুরের দিকে গিয়েচেন। যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী আমার দাদার খবর বল্‌তে এসেছিল, কর্ত্তা তাকে মেরে তাড়িয়ে দেচেন,—

(নেপথ্যে কোলাহলধ্বনি)

লীলা। বাইরে ভারি গোল হচ্চে কেন বল দেখি, বাবার গলা শুন্‌তে পাচ্চি, তিনি যেন কাঁদ্‌চেন,—

ক্ষীরো। সত্যি ত, জেনে আয় দেখি, ললিত বুঝি এসেচে,—

শার। এই যে মামা আস্‌চেন।

শ্রীনাথের প্রবেশ।

শ্রীনা। ও মা লীলাবতি, তোমার দাদা বাড়ী এয়েচেন,—অরবিন্দ বাড়ী এসেচেন; সেই ছোট ব্রহ্মচারী, যিনি যোগজীবন নাম নিয়ে বেড়াতেন, তিনিই অরবিন্দ, তাঁর পাকা দাড়ী মিছে, এখন তাঁর দাড়ী আছে, কিন্তু সে কালো দাড়ী।

[প্রস্থান।

লীলা। বউ অমন করে পড়লেন কেন?—ও বউ, বউ।—আর বউ;—বউ যে মূর্চ্ছিত হয়েচেন।—সই, ঝিকে ডাক্, জল আনতে বল,—

শার। (গাত্রোত্থান করিয়া) ও ঝি, ঝি, ওরে দৌড়ে আয়, বউ মূর্চ্ছা গেচেন, জল নিয়ে আয়—

[পাখা লইয়া বাতাস।

লীলা। ও বউ, বউ।—ও সই, বউ এমনধারা হলেন কেন, বউ যে ম্যাড়া মত হয়ে পড়লেন।

জল লইয়া দাসীর প্রবেশ, এবং ক্ষীরোদবাসিনীর মুখে জল প্রদান।

দাসী। ভয় কি, এখনি চেতন হবে।—ও মা, মা, তোমার স্বামী বাড়ী এসেচেন,—ও মা, অরবিন্দ বাড়ী এসেচেন,—

লীলা। সই, আলমারির ভিতর থেকে নুনের সিসিটে দে; আমার গা কাঁপচে,—

শার। ভয় কি, তুই এমন ভয়ত্রাসে কেন,—

[নুনের সিসি নাসিকায় ধারণ।

লীলা। বউ, বউ,—

ক্ষীরো। মা,—

শার। বউ, সাম্‌লেচ?

ক্ষীরো। হ্যাঁ।

দাসী। ও মা, আমার আশীর্ব্বাদ ফলেচে, আমার অরবিন্দ বাড়ী এসেচে,—

ক্ষীরো। লীলা, এ ত স্বপ্ন নয়?

লীলা। মা বউ, সত্যি সত্যি দাদা এসেচেন।

দাসী। আহা, বুড়ো মিন্‌ষে অরবিন্দের গলা ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদচে, বলচেন "বাবা, তুমি কেমন করে আমায় ভুলে ছিলে"।—আমি একবার বাবাকে প্রাণ ভরে দেখে আসি।

[প্রস্থান।

ক্ষীরো। শারদা, আমার ভয় হচ্চে পাছে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়।

শার। না বউ, কিছু ভয় নাই; সেই ছোট ব্রহ্মচারী, যাঁকে অনাথ-বন্ধুর মন্দিরে দেখেছিলেম, তিনিই তোমার স্বামী, তাঁর সে পাকা দাড়ী মিছে।

ক্ষীরো। আমি ত তখনি বলেছিলেম, উনিই আমার প্রাণকান্ত; পাকা দাড়ী না থাকলে আমি তখনি তাঁর হাত ধর্ত্তেম।

শ্রীনাথের প্রবেশ।

শ্রীনা। বউমাকে বল উনি এমন কোন গোপন কথা অরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করুন যা উনি আর তিনি জানেন, আর কেউ জানে না; আর সে কথার যে উত্তর তাহাও লিখে দেন।

ক্ষীরো। লীলা বল, যখন সেই ব্রহ্মচারীর পাকা দাড়ী মিছে, আর তিনিই আমার স্বামী হয়ে এসেচেন, তখন কোন পরীক্ষার প্রয়োজন নাই।

শ্রীনা। অপর অপর লোকের প্রত্যয় জন্য এই পরীক্ষার আবশ্যক।—বাইরে লোকারণ্য হয়েচে, অরবিন্দ সকলকে নাম ধরে ধরে ডেকে আলাপ কচ্চে।

ক্ষীরো। আচ্ছা উনি যান, আমি, প্রশ্ন, উত্তর, লিখে দিচ্চি।

[শ্রীনাথের প্রস্থান।

লীলা। কি প্রশ্ন করবে।

ক্ষীরো। বলচি।

শার। খুব যেন পুরাণ কথা হয় না, কারণ তিনি ভুলে গেলেও ত যেতে পারেন।

ক্ষীরো। লীলা, তুই একখান কাগজ ধরে লেখ্।

লীলা। (কাগজ গ্রহণানন্তর) বল।

ক্ষীরো। ফুলশয্যার রাতে আমাকে কথা কওয়াবার জন্যে আপনি আমায় জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের বাড়ী হতে কালীঘাটের কালীর মন্দির কত দূর;—আমি তাহাতে কি উত্তর দিয়েছিলাম?

লীলা। কি উত্তর লিখ্‌ব?

ক্ষীরো। আর একটা কাগজে লেখ্।

লীলা। বল।

ক্ষীরো। "এক শত বৎসরের পথ।"

শার। বউ, এ অনেক দিনকের কথা, এটী তাঁর মনে না থাকতে পারে; এ কথাটা লিখে কাজ নাই; যদি ঠিক উত্তর না দিতে পারেন, লোকে কাণাকাণি করবে।

ক্ষীরো। ঠিক উত্তর না দিতে পারেন, উনি আমার স্বামী নন; যিনি আমার স্বামী, তিনি অবশ্যই ও উত্তরটী বলতে পারবেন।

লীলা। আর কখন এই কথা লয়ে আমোদ টামোদ করেছিলে?

ক্ষীরো। কত বার; তিনি আমায় কথায় কথায় বলতেন "কালীর মন্দির এক শত বৎসরের পথ।"

লীলা। তবে মনে আছে।

ক্ষীরো। দুটী কাগজই পাঠিয়ে দাও, বলে দাও, এইটী প্রশ্ন, এইটী উত্তর।

লীলা। আমি দাদার হাতে দিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

ক্ষীরো। বার তের বৎসর আমার স্বামীর কোন সমাচার ছিল না, এর মধ্যে অনেক পরিবর্ত্ত হয়েচে;—সে চেহারা নাই, সে কথা নাই, সেরূপ মনের ভাব নাই; তাঁর সম্বন্ধে অনেক ভ্রম হতে পারে, অপর কেহ পতির রূপ ধ'রে এসে ধর্ম্ম নষ্ট করে, তার চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল।—উনি যদি যথার্থ উত্তরটী দিতে পারেন, আমার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকবে না, আমি পবিত্র চিত্তে তাঁর বাম পাশে বসব।

শার। তোমার স্বামী তুমি দেখলেই চিনতে পারবে, হাজার পরিবর্ত্ত হক, স্বামীর মুখ দেখলেই চেনা যায়।

(নেপথ্যে আনন্দধ্বনি)

ক্ষীরো। সকলে আহ্লাদ করে উঠ্‌ল, বুঝি বলতে পেরেচেন।

শার। যখন এ কথা নিয়ে কৌতুক করেচেন, তখন অবশ্যই বলতে পেরেচেন।

লীলাবতীর প্রবেশ।

লীলা। মেজো ঠাকুরদাদা উত্তরের কাগজটী হাতে রেখে, প্রশ্নের কাগজটী দাদার হাতে দিলেন; দাদা পড়তে লাগলেন, আর হাসতে লাগলেন; তার

পর অমনি বল্লেন "একশত বৎসরের পথ।" যেগো ঠাকুরদাদা উত্তরটীর কাগজ খুলে চেঁচিয়ে পড়্লেন, আর সকলে আনন্দে হাততালি দিতে লাগ্‌ল। বাবা দাদাকে বাড়ীর ভিতর আসতে বলেচেন।

শার। চল সই, আমরা যাই।

ক্ষীরো। শারদা, যেও না।—লীলা, বস্, তোর দাদা তোকে দেখুক, আর ত আপনার জন কেউ নাই।

যোগজীবনের প্রবেশ এবং লীলাবতী ও শারদাসুন্দরীর প্রণিপাত।

যোগ। (ঈষৎহাস্য করিয়া) তুমি বুঝি, একটী প্রণাম কত্তে পাল্লে না?

ক্ষীরো। আমি ত চরণ-তলে পড়িই আছি, তুমিই সিন পায় রাখতে চাও না; আমায় একাকিনী ফেলে বার বৎসর ভুলে ছিলে।

যোগ। এখন আমি বাড়ী এলুম, তোমার কাছ-ছাড়া এক দণ্ডও হব না। সে দিন তোমায় আমি অনাথবন্ধুর মন্দিরে যে কাতর দেখ্‌লুম, সেই দিনই তোমাকে দেখা দিতেম, কিন্তু তখন আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় নি, তাই দেখা দিতে পারি নি।

ক্ষীরো। তোমার যদি পাকাদাড়ী না থাক্‌ত, তা হলে সে দিন আমি জোর করে তোমার হাত ধত্তেম।—লীলার আজো বিয়ে হয় নি।

যোগ। আমি তা সব জেনিচি।—ললিতমোহন কাশীতে আছে, আমি তাকে আন্‌তে লোক পাঠাব।

ক্ষীরো। ঠাকুর আর এক সম্বন্ধ করেচেন।

যোগ। নদেরচাঁদ জেলে গিয়েচে, সে সম্বন্ধ কাজে কাজেই রহিত হল।

শার। দাদা, আপনি যদি আজ্ না আস্‌তেন, কাল্ পুষ্যিপুত্র লওয়া হত, আর বউ প্রাণত্যাগ কত্তেন; বার বৎসরের ভিতর বয়ের এক দিনের জন্য চকের জল বন্ধ হয় নি।

যোগ। লীলাবতী থাকতে বাবা পুষ্যিপুত্র নিতেছিলেন কেন?

ক্ষীরো। তা তিনিই জানেন; আমি কত বারণ করিচি, পাড়ার লোক কত বারণ করেচে; তা কি তিনি কারো কথা শোনেন?

যোগ। তারাসুন্দরীর কোন কথা বাবা তোমাদের বলেছিলেন?

ক্ষীরো। কিছু না।

যোগ। কোন চিটি তিনি পান নি?

ক্ষীরো। তা বল্‌তে পারিনে।—লীলা, কিছু শুনেছিলে?

লীলা। না, বাবা ত এখন আমায় কোন চিটি দেখ্‌তে দেন না।

শার। কোন্ তারা, বউ?

ক্ষীরো। আমার বড় ননদ; এঁরা যখন কাশীতে ছিলেন, একজন হিন্দুস্থানী দাসী তারাকে চুরি করে নিয়ে গেছিল।

যোগ। লীলা, তুমি মেঘনাদবধ কাব্য পড়্‌তে পার?

লীলা। পারি।

যোগ। বুঝ্‌তে পার?

লীলা। শক্ত শক্ত কথার অর্থ সব লেখা আছে।

(নেপথ্যে। অরবিন্দ, একবার বাইরে এস, বাবুরা তোমায় দেখ্‌তে এসেচেন।)

ক্ষীরো। তারার কথা কি বল্‌ছিলে যে?

যোগ। এসে বল্‌ব।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর—শারদাসুন্দরীর শয়নঘর।

শারদাসুন্দরীর প্রবেশ।

শার। (কারপেট বুনিতে বুনিতে) সই আমায় ঠাট্টা করে বলে, সবার মন ভুলাতে আমি এত ভাল করে এ জুতা জোড়াটা বুন্‌চি।—আমায় বল্লেন সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রী যেমন ফুল তুলেচে তেমনি ফুল তুলে দিস্।—যা হয়েচে ই দেখে কত আমোদ করেচেন।—উনি যে এ সকল বিষয় নিয়ে আমোদ কর্‌বেন তা স্বপ্নেও জান্‌তেম না। তৎসঙ্গে কাশীবাস; নদেরচাঁদকে ছেড়ে সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে যেই মিশেচেন, অমনি সব পরিবর্ত্ত হয়েচে। এখন থেকে কথায় ভাল,

কেবল নয়ে পোড়াকপালের এত বিয়ে প্রজিয়েছিল।—রাজলক্ষ্মীর চাইতে আমার ফুলের রং ভাল ফলেচে।—বিয়েশ্বর তা কখন মনে দেখে না; সে বলে রাজলক্ষ্মী যা করে তা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়।—

লীলাবতীর প্রবেশ।

লীলা। কি সই, কি কচ্চ?

শার। ও ভাই, সেই ফুতো জোড়াটা বুনচি।

লীলা। মাইরি সই, মিছে কথা কয়ো না; ও ত সুত নয়।

শার। সুত নয় তবে কি?

লীলা। ভাতার ধরা ফাঁদ। যখন অম্‌নি ধরা দিয়েচে, তখন আর ফাঁদে আবশ্যক কি?

শার। তুই ব্যাখ্যানা করিস্ নে, সই, এই তুলে রাখ্‌লেম।

লীলা। সই, তুলিস্ নে, ফাঁদ পেতে রাখ, তোর ভাতারে ভাতারে দুল পরিমাণ হবে।

শার। এই বার একটা ধরে তোকে দেব।

লীলা। ধরা পড়েই যদি ধরে বসে?

শার। তুই আইবুড়ো থাক্‌বি।

লীলা। সই, আজ্ আমি চমৎকার স্বপ্ন দেখিচি।

শার। যেন ললিতের কোলে ব'সে রইচিস্, না?

লীলা। মাইরি সই, উত্তম স্বপ্ন।

শার। বল্ দেখি।

লীলা। নিশীথ-সময়, সই; নীরব অবনী;
নিদ্রায় নির্ভয় অঙ্কে অঙ্গ নিপতিত,—
যেমতি নবীন শিশু, জননীর কোলে,
স্তনপানে ক্লান্ত হয়ে, সুষুপ্ত অঘোর।
সুশীল মহিলা এক, অরবিন্দ-মুখী,—
ইন্দীবর বিনিন্দিত শ্রবণের মূলে,
বিমুক্ত চিকুর-জাল, কিন্তু অলকার
বিনাশে বন্ধন, সহ শিরিষ-মালতী,
আবরিত কলেবর—মুক্তাময় রোমাঞ্চ,—

বিমল বকলে—শৈবালে জনজ কথা,
চারু করে শোভা করে মৃণালসহিত
পুণ্ডরীক-কলি, পরিপূর্ণ পরিমলে,—
ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে শিওরে বসিয়ে
বলিলেন "লীলাবতী, আশুগতি-পদে
অবিলম্বে মম সনে নিঃশব্দে প্রয়াণ
কর, সিদ্ধ মনোরথ হইবে ত্বরায়।"
বিমোহিত হেরে রূপ, মধুর বচনে,
কথার সময় নাই, চলিলাম ধরে
ভাবিনীর ভুজবল্লী, বিজলী-বরণ,—
কিরূপে গেলাম সই, স্থলে কিংবা জলে,
অনিলে, অনলে, কিংবা রথ-আরোহণে,
বলিতে পারি নে; হইলাম উপনীত
সুরম্য-অরণ্য-মধ্যে, সরোবর তীরে,—
গোলাকার সরোবর মনোহর-শোভা,
সুন্দর ভূধর-পুঞ্জে ঘেরা চারি দিক্;
নীল-শিলা বিনির্ম্মিত তট রমণীয়,
বিরাজিত তদুপরি কুসুম-কানন—
পারিজাত, গন্ধরাজ, বেল, বনমল্লী,
বিপিন-মালতী, জাতী, বান্ধুলী, গোলাপ;
পর্ব্বতের ঢালে কত কস্তুরী-হরিণ
খেলিতেছে প্রেমানন্দে চন্দন তলায়,
আমোদিত সুসৌরভে সরোবর-কূল;
বন-পক্ষী অগণন বসিয়ে অশোকে,
সহকারে, সালে, বেলে, বকুলে, তমালে,
গাইতেছে বক্ত গীত সুমধুর রবে;
সরসীর স্বচ্ছ বারি প্রণালী-বন্ধনে
আচ্ছাদিত নানামতে, দেখিতে সুন্দর,
কূল হতে কিছু দূর শৈবালে ব্যাপিত,
তার পরে চক্রাকারে সব জলে শোভে

কহ্লার কুমুদ কুন্দ শ্বেত শতদল ;
কুবলয়চয় পরে রুধির-বরণ
বিরাজে সরসী-বক্ষে, আলো করি দিক্ ;
তদন্তে শোভিত সর ইন্দীবরদলে,—
যা তুলে তপস্বিবালা—বিমলা, সরলা,—
কুণ্ডল করিয়ে পরে শ্রবণের মূলে ;
পরিশেষে পঙ্কজিনী—সর-অহঙ্কার,
বিরেক-সর্ব্বস্ব-নিধি, রবি-মনোরমা,
কুসুমকুলের রাণী, মরাল-সঙ্গিনী,—
পবন-হিল্লোলে দোলে, ভরা পরিমলে ;
তার পরে বারি-চক্র, হীন-দাম-দল,
করিতেছে তক্ তক্ কাচের মতন ;
বারি-চক্র-মধ্য-ভাগে শোভিত সুন্দর
বিপুল কুসুম এক—আভা মনোলোভা—
চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে চন্দ্রমা যেমতি,
অথবা যেমন পাথরের গোল মেজে
বিরাজিত কুসুমের তোড়া রমণীর,—
তত বড় ফুল সই, দেখি নি কখন,
শত শতদল যেন বাঁধা এক সঙ্গে :
বিপুল কুসুম বেড়ে মরালী-মণ্ডলী
করিতেছে সন্তরণ,—যুবতী-নিচয়
যেন বরে বেড়ে ফিরিতেছে সাত পাক ;
কূলোপরি কত নারী, সারি সারি বসি,—
অপ্সরী, কিন্নরী, পরী, দেবী, মানবিনী,—
কেহ হাসে, কেহ গায়, কেহ স্থিরনেত্রে
গাঁথিছে ফুলের মালা বসন্ত-রঞ্জন।
স্মিতা দেখায়ে মোরে সঙ্গিনী আমার
কহিলেন হাস্যমুখে—"দেখ লীলাবতী,
'পদ্মিনী-সরোবর' এ সরের নাম ;
এই যে বিপুল ফুল সরোমধ্য দেখে,

প্রজাপতি-প্রবন্ধ 'প্রণয়-পুণ্ডরীক' ;—
ফুল চাও, কর বেশ, দেহ সব অঙ্গে
আতর, চন্দন, চুয়া, কস্তুরী, গোলাপ,
হরিদ্রা, সুগন্ধি তেল, প্রসূনের মালা''—
সঙ্গিনীর কথা শেষ না হতে, সজনি,
সুন্দরীর দলে মিলে সাজালে আমায় ;—
হেন কালে কোথা হতে ললিতমোহন
হাসি হাসি তথা আসি দিল দরশন,
দাঁড়াইল সন্নিধানে, সুতা-বাঁধা করে
সিঁতের সিন্দুর-বিন্দু দিলেন সাদরে,
আনন্দে অঙ্গনাকুল দিল হুলুধ্বনি ;
চড়াৎ করিয়ে ঘুম ভাঙ্গিল অমনি।

শার। সই, তোর বিয়ে হবে লো।

লীলা। বিয়ে হবে না ত কি আমি আইবুড়ো থাক্‌ব ?

শার। ললিতের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে।

লীলা। হ্যাঁ সই, তবে যে বলে স্বপ্নে ভাল দেখ্‌লে মন্দ হয়।

শার। যাদের মন্দ হয়, তারাই বলে।

লীলা। যেই ভাই ঘুম ভেঙ্গে গেল, আমার বুক্‌টো দড়াস্ দড়াস্ কত্তে লাগ্‌ল।—সেই সরোবর দেখ্‌বের জন্যে কত ঘুমবার চেষ্টা কল্লেম, তা পোড়া ঘুম আর এল না।

শার। যখন দাদা বাড়ী এসেচেন, তখন সই, আর ভয় কি ?

লীলা। দাদা, ভাই, রাত্রিদিন বয়ের কাছে আছেন, একবারও বাইরে যান না, স্নান করেন না, যে কাপড় পরে এসেছিলেন তাই প'রে আছেন, বলেন ব্রাহ্মণ-ভোজন না করিয়ে ব্রহ্মচারীর বেশ ত্যাগ কর্‌ব না।

শার। বউ বার বৎসরের পর দাদাকে পেয়েচেন, তাই এক দণ্ডও ছেড়ে দিতে চান না।

লীলা। বউ প্রথম দিন যেমন প্রফুল্ল হয়েছিলেন, তেমনটী আর নাই, তার পর দিন সকাল বেলা বিরস-বদন দেখ্‌লেম; হাসি নাই, আহ্লাদ নাই, আমার বিয়ের কথা একবারও বল্লেন না।—হয় ত দাদার সঙ্গে ঝকড়া হয়েচে।

শার। দাদা যে আমুদে লোক, বউকে যে ভালবাসেন, দাদা কি কখন ঘরের সঙ্গে ঝগড়া করেন?

লীলা। দাদা ত খুব আমোদ কচ্চেন, বউকে কথায় কথায় তামাসা কচ্চেন, কিন্তু বউ ভাই, কেমন কেমন হয়েচেন, দাদার উপর যেন বিরক্ত বিরক্ত বোধ হচ্চে।—হয় ত ললিতের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে দাদা মত প্রকাশ করেচেন।

শার। তুই আপদ জড়িয়ে নিয়ে আসিস্; অমন বুদ্ধিমান্ ভাই, উনি কখন ললিতের সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে অমত করেন? তোর কথায় কথায় আতঙ্ক; ললিতের সঙ্গে তোর বিয়ে হলে আমি বাঁচি; তুই এখন রোপে রোপে বাগ দেখ্‌চিস।

লীলা। ললিত হয় ত আমায় ভুলে গিয়েছে। আমি যদি ললিতকে ভাল না বাস্‌তেম, তা হলে হয় ত ললিতের সঙ্গে আমার বিয়ে হত।

শার। তোকে দেখ্‌চি ঘরে রাখা ভার হল; তুই কাশী যা,—

লীলা। (গীত) "তোমার কোন্ তীর্থ কাশীধাম,
সব তীর্থ সয়ের নাম,
ত্রিকোটি তীর্থ সয়ের শ্রীচরণ—"

হা! হা! হা! কি বল সই—

শার। তুই যেন পাগল, তোর হাসি কান্না বোঝা যায় না।

লীলা। (যাত্রার ধরণে) সই, তোমায় অতিশয় উৎকণ্ঠিতা দেখিতেছি, বিরহ বহ্নি তোমার নিতান্ত অসহ্য হয়ে উঠেচে; তুমি সহচরীর বাক্য গ্রহণ কর, ধৈর্য্য অবলম্বন কর, মনকে প্রবোধ দাও, তোমার ইন্দীবর-বিনিন্দিত বিপুল, উজ্জ্বল, চঞ্চল লোচনের যদি অনিবার্য্য আকর্ষণ থাকে, তোমার কারপেট জুতো জোড়াটার যদি মহিমা থাকে, তোমার কুঞ্জে মদনমোহন ত্বরায় এসে, হেসে হেসে, খেঁলে খেঁলে, কাছে বসে, কি করবেন তা তুমিই জান—

শার। আমি ত ভাই, অধীর হই নি, যে তুমি দূতীগিরি কচ্চ; যার মনে প্রবোধ মানচে না, তারি কাছে দূতীগিরি করা উচিত।

লীলা। (যাত্রার ধরণে শারদার দাড়ী ধরিয়া) মান করি আদরিণি গজগামিনি, ত্রিভঙ্গি আতার ভুলানি, এত মান ভাল নয়।

শার। সই তুই মর যাগ্, তোর সেই বিরহিণীর গানটা গা।

লীলা। (গীত, রাগিণী ভৈরবী, তাল আড়াঠেকা)

কামিনী-কোমল-মনে বিরহ কি যাতনা!
অনাথিনী জানে, সখি, অনাথিনী-বেদনা।
যেন ফণী মণিহারা, নয়নে সলিল ধারা,
দীনা, হীনা, ক্ষীণাকারা, অবিরত ভাবনা।

সই, গান টান শুন্‌লে, এখন বক্সিস্ টক্সিস্ দাও, আড্ডায় যাই।

শার। হাঁ সই, চাঁপার সঙ্গে দাদার কি হয়েছিল শুন্‌তে পেলি।

লীলা। ভাল কথা মনে করিচিস্, আমি তোকে যা দেখাতে এলেম তা ভুলে গেছি; তোর মুখ দেখ্‌লে কোন কথা মনে থাকে না।—সই বড় নিগূঢ় কথা। চাঁপার সঙ্গে দাদার কিছুই হয় নি; এই লিপিখানি পড়্, সব জান্‌তে পার্‌বি। লিপিখানি বাবার একটী ভাঙ্গা বাক্সয় পেয়েছি।

শার। কারে লিখেছিলেন? কারো ত নাম নাই, কেবল দাদার স্বাক্ষর দেখ্‌চি।

লীলা। দাদা অজ্ঞাত বাস যাবার আগে লিখেছিলেন, তা তারিখে দেখা যাচ্চে।

শার। (লিপি পাঠ)

"কপালের লিখন কে খণ্ডাইতে পারে। অকৃত অপরাধে আমি দুর্নামের ভাগী হইলাম। চাঁপাকে আমি এক দিনের তরেও অপবিত্র চক্ষে দেখি নাই। পুরবাসী কামিনীগণ কাণাকাণি করিতেছেন আমি চাঁপাকে আলিঙ্গন করিয়াছি, কিন্তু কি প্রকারে চাঁপা মৎকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইল তাহা যদি তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, তাহা হইলে কখনই আমাকে পাপী গণ্য করিতেন না। আমার শয়ন-পর্য্যঙ্কের নিকটে দাঁড়াইয়ে চাঁপা শয্যার উপর বদন ন্যস্ত করিয়া কি ভাবিতে ছিল, আমি সহসা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার স্ত্রী-ভ্রমে চাঁপাকে আলিঙ্গন করিলাম; চাঁপা তৎক্ষণাৎ বিগলিত-লোচনে এবং কাতরস্বরে বলিল 'বাবু, আমি আপনার ভগিনী, আমার পিতাও যে আপনার পিতাও সে।' আমি তদ্দণ্ডে চাঁপাকে পরিত্যাগ করিয়া কহিলাম "আমার ভ্রম হইয়াছিল।" কিন্তু মুহূর্ত্তেক পরে সরলান্তঃকরণবিদারক, অভিষ্টনিপুণ, কল্পনা-বিশারদ অপবাদ, সহস্র মুখ ব্যাদন করিয়া, প্রকাশ করিল 'আমি চাঁপার সতীত্ব বিনাশ করিয়াছি।' মেয়েদের বিচারে চাঁপাকে এক দণ্ডও আর বাড়ীতে রাখা কর্ত্তব্য নয়; পিতাও এই মত করিলেন। আমি কি করি, কিছুই স্থির করিতে পারি না। চাঁপার

কিছুমাত্র দোষ নাই; আমার দৃষ্টির ভ্রমে নিরাশ্রয়া অবলা বহিষ্কৃতা হয়; অপবাদের এক মুখ হইলে নিবারণ করা দুঃসাধ্য নহে, কিন্তু তাহার সহস্র মুখ; নির্দোষী হইলেও তাহার মুখে দোষী হইতে হয়। পুরজনদিগের মনে বিশ্বাস হইয়াছে আমি পাপাত্মা, নির্ম্মল কুলের কুলাঙ্গার; পিতা মনের কোন ভাব ব্যক্ত করেন নাই। এ নিদারুণ কলঙ্কে কলঙ্কিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। বিশেষ যখন জানিতেছি, কাশীধামে পিতার মহাতাপনুপা নামে যে রক্ষিতা মহিলা থাকে, চাঁপা তাহারি গর্ভজাত কন্যা, সুতরাং আমার ভগিনী; তখন অজানত আলিঙ্গনেও আমার সম্পূর্ণ পাপ হইয়াছে। আমার প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য।

অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য।"

সই, কেমন চাঁপা মেয়ে মানুষ দেখ্‌লি, আমাদের এক দিনও এ কথা বলে নি।

লীলা। দে ভাই, লিপিখানি দে, লুকায়ে রাখ্‌তে হবে; দাদা যদি জান্‌তে পারেন, বল্‌বেন, ছুঁড়ীগুলো বড় বেহায়া।—ললিতকে দেখাব—বিয়ে হলে।

[লিপি-গ্রহণ।

শার। যাস্‌ না কি?

লীলা। তোর ভাতার আস্‌চে।

শার। আমার সুমুখে তোকে আলিঙ্গন করবে না।

লীলা। জানি কি ভাই, শ্রীরামপুরে মাগ, ভাতায়ের গট্‌কী।

শার। দুর মড়া।

লীলা। মাইরি সই।

[প্রস্থান।

শার। সয়ের মত মিষ্টি কথা আমি কখন শুনি নি; যেমন বিদ্যাবতী, তেমনি রসিকা, তেমনি আমুদে; এখন ললিতের সঙ্গে সয়ের বিয়েটা ঘট্‌লে সকল মঙ্গল হয়। সই আমাকে বড় ভালবাসে, অন্য লোকের কাছে সয়ের মুখ দিয়ে কথা বার্ হয় না, আমার কাছে সয়ের মুখে খই ফুটতে থাকে,—

হেমচাঁদের প্রবেশ।

এই বুঝি তোমার কাল্‌?

হেম। কাল্‌ বড় ব্যস্ত ছিলেম,—

শার। কিসে ব্যস্ত ছিলে?—তুমি এমন বিমর্ষ কেন?

হেম। খবর মন্দ

শার। নদেরচাঁদের মোকদ্দমা হার্ হয়েচে?

হেম। হাইকোর্টের বিচারে নদেরচাঁদের মেয়াদের পরিবর্ত্তে হাজার টাকা জরিমানা হয়েচে।

শার। তবে কি মন্দ খবর?

হেম। সর্ব্বনাশ হয়েচে;—সয়ের কপাল মন্দ।

শার। ললিতের কিছু হয়েচে?

হেম। ললিতেরও হয়েচে, সিদ্ধেশ্বরেরও হয়েচে।

শার। তারা প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছে ত?

হেম। এ দুজন আমার অনেক উপকার করেচে, আমাকে গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করেচে; এদের জন্যে আমার বড় দুঃখ হচ্চে।

শার। কি হয়েচে শীঘ্র বল, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েচে।

হেম। যে অরবিন্দ বাড়ী এসেচে, ও আসল অরবিন্দ নয়।

শার। মা গো! আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌চে।

হেম। ও তাঁতিদের ছেলে;—আসল অরবিন্দ আজ্ এসে পৌচেচেন।

শার। বাড়ীতে এসেচেন?

হেম। বাইরে কর্ত্তার কাছে বসেচেন।

শার। ও মা কি সর্ব্বনাশ!—বউ হয় ত বুঝ্‌তে পেরেছিল, তাই বউ বিরস-বদনে আছে, কারো সঙ্গে কথা কয় না, হাসে না।—ললিত সিদ্ধেশ্বরের কি হয়েচে?

হেম। পুষ্যিপুত্র নিবারণ করবের জন্য আর নদেরচাঁদকে বঞ্চিত করবের জন্য ষড়যন্ত্র করে এই জাল অরবিন্দকে বাড়ী আনা হয়েচে; ললিত, সিদ্ধেশ্বর আর তোমাদের বউ এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে প্রধান।

শার। বালাই, এমন কথা মুখে এন না, এ কি কখন বিশ্বাস হয়? বউ সতীত্বের আধার, ললিত সিদ্ধেশ্বর ধর্ম্মের চুড়া; এদের দিয়ে কি এমন কাজ হতে পারে?

হেম। আমার ত কিছুমাত্র বিশ্বাস হয় না, বিশেষ যখন কেবল নদেরচাঁদের মুখ দিয়ে এ কথা ব্যক্ত হয়েচে।

শার। নদেরচাঁদ বল্‌চে ত তবেই হয়েচে।

হেম। কিন্তু আগে অরবিন্দ যে ঘরে রয়েচে, তার ত কোন সন্দেহ নাই।

শার। ও মা! তাই ত।

হেম। যে অরবিন্দ এখন এসেচেন ইনিই আসল, এঁর গা খোলা, দাড়ী নাই, ইনি বেনারস কালেজে কিছুদিন শিক্ষক ছিলেন; কর্ত্তা বিলক্ষণ চিন্‌তে পেরেচেন।

শার। নদেরচাঁদ কেমন করে জান্‌তে পার্‌লে, আসল অরবিন্দ এসেচেন।

হেম। ললিত সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে অরবিন্দ বাবুর কাশীতে সাক্ষাৎ হয়, তাঁর দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তিনি কে তা তাদের কাছে বলেন; তার পর বড় আহ্লাদে কাল্ তাঁরা তিনজন সিদ্ধেশ্বরের বাড়ীতে আসেন; সে খানে শুন্‌লেন এক জন অরবিন্দ এসেচে; এ শুনে অরবিন্দ বাবু কাশী ফিরে যাচ্ছিলেন, ললিত সিদ্ধেশ্বর অনেক যত্নে তাঁকে রেখেচেন। নদেরচাঁদ এই সংবাদ শুনে তার মোক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে ললিতকে বিপদগ্রস্ত কর্‌বের উপায় করেচে। পুলিসের ইন্‌স্পেক্টরদের অনেক টাকা দিয়েচে।

শার। মামাশ্বশুর এর ভিতর আছেন?

হেম। না, তিনি মামীকে নিয়ে বিব্রত; মামীকে সইদের বাড়ীতে এনেচেন,—

শার। আমি যাই; দেখে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাশীপুর—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের বৈটকখানা।

হরবিলাস, অরবিন্দ, ভোলানাথ চৌধুরী, নদেরচাঁদ, ললিতমোহন, সিদ্ধেশ্বর, পণ্ডিত এবং প্রতিবাসিগণ আসীন—
শ্রীনাথ এবং যোগজীবনের প্রবেশ।

শ্রীনা। ও বল্‌চে যে "আমি জাল অরবিন্দ, কি যিনি এখন এসেচেন ইনি জাল অরবিন্দ, তা নির্ণয় করে আমি শাস্তির যোগ্য হই আমাকে শাস্তি দাও।"

ভোলা। এ ব্যাটা ভারি বদ্‌মাস্‌, এখনও জোর করে কথা বল্‌চে।

হর। ললিত বাবা, তোমার মনে এই ছিল—

পণ্ডি। এমন সমতুল্য অবয়ব কখন দেখি নি।

ভোলা। মুখের চেহারাটা ঠিক এক।

যোগ। উনি যদি আসল অরবিন্দ হলেন, তবে আমি কে?

নদে। তুমি বরানগরের ভগা তাঁতি।

যোগ। তবে বাড়ীর ভিতরের গোপন খবর জান্‌লেম কেমন করে?

নদে। ললিত আর অরবিন্দ বাবুর স্ত্রী তোমাকে সব আগে থাক্‌তে ব'লে দিয়েছিল।

যোগ। নদেরচাঁদ, তোমার জিহ্বাটা কালকূটে পরিপূর্ণ; যদি আমার নির্দোষ সাব্যস্ত কত্তে পারি, তোমার জিহ্বাটা কেটে নিয়ে এসিয়াটিক মিউসিয়ামে রেখে দেব। আমি কারাগারে যাই, দ্বীপান্তর হই, আগত অরবিন্দ রোষ-পরবশ হয়ে আমার মস্তকচ্ছেদন করেন, কিছুতেই আক্ষেপ নাই, কিন্তু তুমি যে পবিত্রা‌ঙ্গনা সাধ্বী ক্ষীরোদবাসিনীর নাম তোমার পঙ্কিল জিহ্বাগ্রে এনে অপবিত্র কল্লে, তুমি যে ধর্ম্মশীল অকপট ললিতমোহনের নির্ম্মল চরিত্রে অঙ্ক দান কল্লে, এতে আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্চে,—

নদে। তোমার আর তোমার সঙ্গীদের যা হবার তা আজি হবে, আমি পুলিসে খবর দিয়ে এসিচি।

সিদ্ধে। ললিতমোহনের সহিত তোমার কখন সাক্ষাৎ ছিল?

যোগ। ললিতকে আমি দেখিছি, কিন্তু ললিতের সঙ্গে আমার কখন আলাপও হয় নি, কথাও হয় নি।

নদে। হয় নি? তুমি সে দিন গুলির আড্ডায় গাঁজা খাচ্চিলে, সিদ্ধেশ্বরের চাকর তোমাকে ডেকে নিয়ে গেল; তার পর ললিত তোমাকে অরবিন্দ বাবুর স্ত্রীর গোপন কথা সব বল্লে; তোমরা স্থির কল্লে ললিত কাশী গেলে তুমি অরবিন্দ হয়ে কাশীপুরে যাবে, তোমার চেলা যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী সন্ধান চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দেবে।

সিদ্ধে। যখন যোগজীবন বলিতেছেন ওঁর সঙ্গে ললিতের আলাপ নাই, ওঁর সঙ্গে ললিতের কখন কোন কথা হয় নাই, তখন কার সাধ্য ললিতকে দোষী করে।

নদে। সাক্ষী আছে।

সিদ্ধে। তুমি কয়েদ খালাসী, তোমার সাক্ষ্য যত গ্রাহ্য তা মা গঙ্গাই জানেন।

নদে। তোমার চাকর সাক্ষী আছে, তোমার বৈটকখানায় ব'সে যে যে কথা হয়েছিল, তা সব সে বল্‌বে।

সিদ্ধে। তোমার নিজের মোকদ্দমায় সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল ব'লে তাকে আমি ছাড়িয়ে দিয়েচি; তাকে তুমি আবার টাকা দিয়েচ, সে আবার মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু আদালত আছে, হাইকোর্ট আছে, প্রীভি কাউন্সেল আছে। তোমার বজ্জাতি খাটবে না, আমি বিলাত পর্য্যন্ত যাব।

নদে। তুমি যে আসামী হবে।

সিদ্ধে। তবে রে দুরাত্মা, পাজি—(নদেরচাঁদের মুখে এক ঘুসি)—যত বড় মুখ তত বড় কথা,—

নদে। উহুহু, শালা মেরে ফেলেচে গো!

[রোদন।

ভোলা। তুইও মার্।

নদে। তা হলে আবার মার্‌বে।

ভোলা। সিদ্ধেশ্বর, তুমি মাল্লে কেন?

সিদ্ধে। খুব করিচি মেরিচি, ওর ক্ষমতা থাকে ও ফিরিয়ে মারুক, তোমার ক্ষমতা থাকে তুমি মার।

ভোলা। সিদ্ধেশ্বর, তোমাকে ভাল জান ছিল, তুমি বড় গোঁয়ার হয়েচ।
—আচ্ছা, তোমার নামে আমরা নালিস কর্‌ব।

সিদ্ধে। নালিস না করে, যে টাকাটা আমার জরীমানা হবে, সেই টাকাটা আমার নিকটে চেয়ে নাও।

ললিত। অরবিন্দ বাবু, আপনাকে আমি একটী নিবেদন করি,—যদি আমি এ অসৎ অভিসন্ধিতে থাক্‌ব, তা হলে যখন আমি আপনাকে কাশীতে জান্‌তে পাল্লেম, তখন জাল অরবিন্দ কেন নিবারণ কল্লেম না, আর আপনার সঙ্গে আস্‌বের আগে কেন জাল অরবিন্দকে স্থানান্তরিত কল্লেম না?

অর। ললিত বাবু, আপনি দোষী কি না, আমার স্ত্রী দোষী কি না, জগদীশ্বর জানেন; কিন্তু এই নরাধম লম্পট তাঁতি যে আমার সর্ব্বনাশ করেচে, স্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট করেচে, তার ত কোন সন্দেহ নাই।

যোগ। তোমার স্ত্রী আমার সহোদরা; এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও যদি তোমার স্ত্রীকে ভগিনী ভিন্ন অন্য বিবেচনা করে থাকি, আমার মস্তকে যেন বজ্রপাত হয়।

ভোলা। তাঁতির দিব্য গ্রাহ্য নয়।

যোগ। আমি যদি তাঁতি না হই।

ভোলা। সম্ভব, কারণ তুমি যে কাজ করেচ, এ বোকা তাঁতির দ্বারা হবার নয়।

হর। তুই নরাধম কে তা বল্; তুই কেন আমার এমন সর্ব্বনাশ করলি; তোর রক্তে স্নান কর্‌ব, তবে আমার দুঃখ যাবে।

যোগ। পিতা সন্তানকে এমন কুবচন বল্‌চেন!

হর। ভোলানাথ বাবু, তুমি পাপাত্মার মুণ্ডপাত কর, তার পর কপালে যা থাকে তাই হবে।

নদে। আপনি ব্যস্ত হবেন না, এখনি পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর আস্‌বে, এলেই তাঁতির শ্রাদ্ধ হবে, সিদ্ধেশ্বর ললিতমোহন পিণ্ডি খাবেন।

পুলিস ইন্‌স্পেক্টর, যজ্ঞেশ্বর, হেমচাঁদ এবং কনষ্টেবলদ্বয়ের প্রবেশ।

হেম। ইন্‌স্পেক্টর যজ্ঞেশ্বরকে শিখিয়ে দিচ্চেন, ললিতের নামে বল্‌তে।

যজ্ঞে। বাবা, আমি ভাল মন্দ কিছু জানি নে, কারো পাত কেটে ভাত খাই নে; আমি পাঁচ বৎসর বয়স থেকে ব্রহ্মচারী: আমি পুলিসকে বরাবর ভয় করি; যখন কাছারি ছিলেম, তখন পুলিসকে কত ঘুস দিই চি।

শ্রীনা। এ ভণ্ড ব্যাটা এর ভিতর আছে, কারণ ঐ আমাকে প্রথমে সন্ধান বলে দেয়, আর ও যোগজীবনের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকৃত।

যজ্ঞে। আমার কি অপরাধ বল,—বকেয়া কিছু ওটে নি ত?

নদে। শালা কিছু জানেন না, ধ্যান কচ্চেন।

যজ্ঞে। পুষিপুত্র লওয়া নিবারণ করবের জন্যে যোগজীবনকে বড় ব্যস্ত দেখ্‌লেম, আর পাছে আপনার বাড়ীর কেউ ওঁকে দেখ্‌তে পায় উনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান, আর ওঁর ঝুলির ভিতর একখানি পুরাণ কাপড় দেখ্‌লেম তার পেড়ে আপনার নাম লেখা, আমি তাতেই ওঁকে অরবিন্দ বিবেচনা করেছিলেম; এ ভিন্ন আমি যদি আর কিছু জানি, আমার বেটার মাথা খাই। আমি ব্রহ্মচারী,—সাত দোহাই তোমাদের,—আমি ব্রহ্মচারী।

পু, ই। এ বড় সঙ্গিন মোকদ্দমা; আমার কেয়াসে এ দোনো ব্রহ্ম-চারীকে, আর যে ছোকরাঠো আছে, সকলকে পুলিসে নিয়ে যাওয়া।

সিদ্ধে। তোমার কাছে ফরিয়াদী হয়েচে কে?

পু, ই। নদেরচাঁদ বাবু সব তদ্‌বির করেচেন।

সিদ্ধে। এখানে নদেরচাঁদের যম আছে। এখন পর্য্যন্ত পুলিস কাহাকেও স্পর্শ কত্তে পারে না। যোগজীবনের অপরাধ সাব্যস্ত বটে, কিন্তু যতক্ষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ফরিয়াদি না হন, ততক্ষণ পুলিস ওকে ধত্তে পারে না। আইন মোতাবেক চল্লে মোকদ্দমা একরূপ দাঁড়ায়, টাকা মোতাবেক চল্লে আর একরূপ দাঁড়ায়।

পু, ই। আপনি পুলিস্‌কে বড় বদ্‌ জবান বল্‌চেন, আমি আমার সুঁপরেণ্টনডেণ্ট সাহেবকে বল্‌বে।

সিদ্ধে। আমি ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল সাহেবকে বল্‌ব, তাঁর এক জন ইন্‌স্পেক্টর বেআইনি একজন ব্রহ্মচারীকে গ্রেপ্তার করে পীড়ন করেচে।

পু, ই। আ মশায়, আপনি অন্যায় বলেন, মার ধর কিছু করে নি, গ্রেপ্তার কি করে নি; ডাকিয়ে এনেচি। আমাকে আপনারা যে যেতে বল্‌বেন সে যাব, না যে যেতে বল্‌বেন আমি কৈকো ধরব না।

ললি। (যোগজীবনের প্রতি) আপনার কথায় স্পষ্ট প্রকাশ হচ্চে আপনি ভদ্র-সন্তান, আপনি কি জন্য নীচান্তঃকরণের কার্য্য কল্লেন? আর কেনই বা আমাকে যাবজ্জীবন মনস্তাপের ভাজন কল্লেন?

যোগ। আমার এরূপ করণের দুটী উদ্দেশ্য,—প্রথম, অরবিন্দের পৈত্রিক বিষয়ে অপর কেহ অংশী না হয়; দ্বিতীয়, তোমার সহিত লীলাবতীর উদ্বাহ।

ললি। আপনার যদি এ উদ্দেশ্য সত্য হয়, তবে আপনি অতি গর্হিত উপায় করেচেন, উন্মাদের ন্যায় কার্য্য করেচেন, হিতে বিপরীত করেচেন, দুগ্ধ ভ্রমে ক্রোড়স্থ শিশুর মুখে বিষ প্রদান করেচেন।—বিষয় ভোগ করা দূরে থাক্, অরবিন্দ বাবু এ কলঙ্ক হতে নিস্তার পাবার জন্য পুনর্ব্বার অজ্ঞাত বাসে গমন করবেন; আমি এ আত্মবিঘাতক অপবাদে কলুষিত হয়ে আর কি সে দেবতাদুর্লভা পবিত্রা লীলাবতীর দিকে দৃষ্টিপাত কত্তে পারি? বিবাহের ত কথাই নাই। যদি পৃথিবী শুদ্ধ লোক বিশ্বাস করে আমি নদেরচাঁদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ভীষণ অভিসন্ধির স্রষ্টা, তাতে আমার অন্তঃকরণে পীড়া জন্মিবে না; কিন্তু যদি সেই পুণ্যরাশি বামলোচনার মনে আমার দোষের বিশ্বাস অনুমাত্র প্রবেশ করে, সেই মুহূর্ত্তে আমার মস্তিষ্ক ভেদ হবে। এই অসীম অবনীধামে লীলাবতী ব্যতীত আর আমার কেহই নাই; লীলাবতী আমার সহধর্ম্মিণী হবে এই আশায় জীবিত ছিলাম; আমার আশালতা পল্লবিত হয়েছিল; কিন্তু আপনি কি অশুভক্ষণে এই ভবনে পদার্পণ কল্লেন, আমার চিরপালিত আশালতার উচ্ছেদ হল; আমি দুস্তর বিপদ-বারিধি-জলে নিপতিত হলেম,—

যোগ। ললিত, তুমি অশ্রুধারা পতন ক'রো না, সজ্জনসহায় দয়ানিধান পরমেশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন,—

সিদ্ধে। ললিত, তুমি ছেলে মানুষ হয়েচ?

ললিত। সিদ্ধেশ্বর, লীলাবতী মনের সুখে থাক্;—আমাকে লীলাবতী পাছে দোষী বিবেচনা করে; চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ত আমাকে সম্পূর্ণ দোষী বিশ্বাস করেচেন।

হর। ললিতমোহন, তুমি অতি সুশীল, তুমি অতি সরল, তোমাকে আমি কিছুমাত্র দোষী বিবেচনা করি না; কিন্তু নদেরচাঁদ যেরূপ বলচে, তাতে তোমা বই অন্য কাহাকেও সন্দেহ হয় না;--জগদীশ্বর জানেন। আমি স্থির করেছিলাম তোমার সহিত লীলাবতীর বিবাহ দেব, তা এই জাতি খ্যাটা

সকল ভণ্ডুল কল্লে—এখন আমার মৃত্যু হলেই বাঁচি।—তুই পাপাত্মা কে? তোর চন্দপুরুষের দিব্য যদি ঠিক্ করে না বলিস্।

যোগ। আমি ব্রহ্মচারী।

হর।, তোর নাম কি?

যোগ। যোগজীবন।

হর। তোর বাড়ী কোথায়?

যোগ। কাশীতে।

হর। কেন আমার এ সর্ব্বনাশ কল্লি?

যোগ। আপনার সকল দিক্ বজায় থাক্‌বে।

হর। তুই আমায় আর বাক্যযন্ত্রণা দিস্ নে, তোর মৃত্যু ভোলানাথ আর অরবিন্দের হাতে।

যোগ। ওঁরা কি আমার গায় হাত তুল্‌তে পারেন।

অর। পারিনে?

ভোলা। আমি দেখাচ্চি।

যোগ। একটু অপেক্ষা কর, আমি দেখাচ্চি—

[শ্বেতশ্মশ্রু এবং জটা-ধারণ, হস্তে রজত-ত্রিশূল-গ্রহণ।

অর। বাবাজি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

ভোলা। পিতা, আমি আপনাকে কুবচন বলে অতিশয় পাপ করিচি, সন্তানের দোষ গ্রহণ করবেন না। আমাকে যেমন যেমন অনুমতি করেছিলেন, আমি সেইরূপ করিচি।

হর। কি আশ্চর্য্য! তোমরা উভয়েই যে নিমেষমধ্যে এমন বিপরীত ভাব অবলম্বন করলে?

অর। মহাশয়, ইনি পরম ধার্ম্মিক যোগী, উনি সিদ্ধপুরুষ; ওঁয়ার তুল্য পরোপকারী, মিষ্টভাষী আমি কখন দেখি নাই।—খণ্ডগিরিধামে আমি যখন সন্ন্যাসীরূপে কালযাপন করি, আমার সাংঘাতিক পীড়া জন্মে, তাতে আমি ছয় মাস শয্যাগত থাকি, আমার উত্থানশক্তি রহিত, এই মহাপুরুষ আমার প্রাণদান দিয়াছিলেন। উনি ছয়মাস আমাকে জনক জননীর ন্যায় ক্রোড়ে করে রেখেছিলেন। এখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্চে, উনি কেবল আমার মঙ্গলের জন্যে আমার রূপ ধারণ করে আপনাকে দেখা দিয়েচেন।

যোগ। আমি যদি সন্ধ্যার সময় না আসতেম, তার পর দিন প্রাতঃকালে দ্বাদশ দণ্ডের মধ্যে পোষ্যপুত্র গ্রহণ হত।

শ্রীনা। তোমার পরিচয় ওঁর কাছে দিয়েছিলে?

অর। কিছুমাত্র না; তবে অজ্ঞান অবস্থায় প্রলাপ-বাক্যে যদি কিছু জেনে থাকেন; কারণ, আমি দু দিন অজ্ঞান অবস্থায় একাদিক্রমে ওঁর ক্রোড়ে শুয়েছিলেম।

হর। তোমার বেয়ারাম আরাম হলে আর ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

অর। আমার পীড়া আরোগ্য হওয়ার অব্যবহিত কাল পরেই কটকের কমিসনর সাহেবের অনুমতি অনুসারে খণ্ডগিরি-নিবাসী যাবতীয় সন্ন্যাসী বহিষ্কৃত হয়। আমি সেই সময় কাশী গমন করি, উনি কোথায় গিয়াছিলেন তা আমি বল্‌তে পারি নে।

যোগ। আর এক দিন সাক্ষাৎ হয়েছিল।

অর। কোথায়?

যোগ। নাগপুরে।

অর। আমার স্মরণ হয় না।

যোগ। নাগপুর-নিবাসী ধনশালী ভিটল্ রাওয়ের চতুরা বনিতা রুক্মা বাই তোমার রূপে মোহিত হয়ে তোমার যোগধর্ম্মের ব্যাঘাত করতে উদ্যতা হয়; তুমি সেই কুলটা কামধুরার নিমন্ত্রণ-অনুসারে এক দিন তার বিলাস-কাননে অবস্থান করিতেছিলে; আমি তোমাকে বলিলাম "অভিসন্ধি ভাল নয়, তুমি এ কুহকিনীর হস্তে পতিত হলে আর বাড়ী ফিরে যেতে পারবে না, তোমার পিতা মাতা বনিতা তোমার শোকে আকুলিত হয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করবেন, তোমার তীর্থ পর্য্যটন বিফল হবে, আর তুমি অবিলম্বে ইহার প্রতারিত পতির হস্তে প্রাণ হারাবে।"

অর। তিনি বঙ্গদেশের ভাষা কিরূপ তাই শুন্‌তে চেয়েছিলেন।—তখন আপনার পাকা দাড়ী ছিল না, মাতায় জটাভারও ছিল না।

যোগ। এ বেশ আমি প্রয়োজন অনুসারে ধারণ করি।—(শ্বেতশ্মশ্রু এবং জটাভার পরিত্যাগ করিয়া)—তখন আমার এইরূপ বেশ ছিল।

অর। এখন আমার বিলক্ষণ স্মরণ হচ্চে।—সেখানেও আপনি আমার প্রাণদাতা, আর অধিক বল্‌ব কি।

যোগ। তোমাকে প্রথমে পুরুষোত্তমে দর্শন করি; তোমার নবীন বয়স এবং মনোহর রূপ দেখে আমার মনে স্নেহের সঞ্চার হয়; তোমার পরিচয়

.হবার জন্য আমি কত কৌশল করেছিলেম, কিন্তু তুমি কোনমতে পরিচয় দিলে না ; বরঞ্চ বলিলে, তুমি কে, যদি কেহ কিছুমাত্র জান্তে পারে, সেই দিন হতে তোমার সন্যাসাশ্রম গণ্য হবে। আমি অগত্যা তোমার রক্ষার্থে তোমার সমভিব্যাহারে রহিলাম। তুমি কাশীতে সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করে ইংরেজী অধ্যয়ন কর্‌তে লাগ্‌লে, এবং কাশীর কালেজের শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত হলে ; আমি নিশ্চিন্ত হইলাম ; তদবধি তোমার নিকটে আর যাই নাই।

নদে। তার পর খালি ঘর দেখে একটা ছেলের চেষ্টায় কাশীপুরে এলে।

ভোলা। নদেরচাঁদ, তুই বাপু কি চুপ্‌ করে থাক্‌তে পারিস্‌ নে ?

নদে। মহাশয়, ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ আর চল্‌বে না, পাড়ায় রাষ্ট, বউ ঠাকুরুণ গর্ভমতী হয়েচেন।

হর। (দীর্ঘনিশ্বাস) অরবিন্দ, ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কৃপায় তোমাকে ফিরে পেলেম বটে, কিন্তু কলঙ্কে কুল পরিপূর্ণ হল।

অর। আমার মনে কিছুমাত্র দ্বিধা হচ্চে না, আমার স্ত্রীকে আমি পঞ্চবর্ষীয়া বালিকার ন্যায় পবিত্রা জ্ঞান কর্‌চি।

হর। ভোলানাথ বাবু কি বলেন ?

ভোলা। যোগজীবন মহাশয় যে মহাপুরুষ, ওঁর মনে যে কিছুমাত্র মালিন্য আছে, তা আমার বোধ হয় না ; কিন্তু কাণাকাণি ক্রমে বৃদ্ধি হতে চল্ল।

হর। মেজো খুড়ো কি বলেন ?

প্র, প্র। এ বিষম সমস্যা। অরবিন্দকে ব্রহ্মচারী যেরূপে বাঁচিয়েচেন, অরবিন্দের মঙ্গলের জন্য যে কষ্ট স্বীকার করেচেন, তাতে উনি অরবিন্দের স্ত্রীর সতীত্ব ধ্বংশ করে অরবিন্দকে মনস্তাপ দেবেন এমন ত কোন মতেই বিশ্বাস হয় না।—যোগজীবন, তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—তুমি অরবিন্দ নও তা অরবিন্দের স্ত্রীর কাছে বলেছিলে ?

যোগ। যে রাত্রে আমি প্রথম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কল্লেম, সেই রাত্রিতেই বলিচি। ক্ষীরোদবাসিনী শুনিবামাত্র মূর্চ্ছিতা হয়েছিলেন! আমি তাঁর চৈতন্য করে তাঁকে সান্ত্বনা কল্লেম, এবং সকল বিষয় বুঝিয়ে দিয়ে প্রকাশ কত্তে বারণ কল্লেম।

নদে। একটিন্ স্বামী পেলে মনটা কতক ভাল থাকে।—আপনারা সব কথার ভুলে যাচ্চেন ; ও বরানগরের ভগা তাঁতি কি না, ললিতের সঙ্গে ও পরামর্শ করেচে কি না, তার বিচার কল্লেন না।

সিদ্ধে। যখন সকলেরই প্রতীতি হচ্চে যে যোগজীবন অতি ধর্ম্মপরা. এবং অরবিন্দ বাবুর ঐকান্তিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তখন এই সিদ্ধান্ত—উনি কেবল পোষ্যপুত্র লওয়া রহিত করবের নিমিত্ত এই ছলনা করেচেন। উনি ব্রহ্মচারী, এক্ষণে ব্রহ্ম-উপাসনায় তীর্থে গমন করুন, অরবিন্দ বাবু পরম সুখে সংসারধর্ম্মে মন দেন,—

নদে। আর তোমার ললিতের সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ দেন।

সিদ্ধে। নদেরচাঁদ, ললিতকে বিপদগ্রস্ত কত্তে তুমি যে সকল কুৎসিত কার্য্য এক দিনের ভিতরে করেচ, তা দশজন ঠকে দশ বৎসর পরিশ্রম করে পারে না। তুমি, তোমার মোক্তার, আর এই ইন্‌স্পেক্টর সাহেব আমার হাতে বাঁচিবে না।

পু, ই। এ বাবুসাহেব, আমাকে উনি হাজার টাকা দিতে চেয়েচে, তা হামি নেন নি। হাম কোইকো বাৎ শোন্‌তে নেই মহারাজ।

নদে। আপনারা সব বড় বড় লোক, আমি আপনাদিগের চাইতে নীচে; আমি একটী কথা বলি তাই করুন, সকল দিক্ বজায় থাক্‌বে।—ভগা তাঁতিকে আর ললিতকে ইন্‌স্পেক্টরের জিম্মা করে দেন, বউকে পুলিসে দেওয়া বড় অপমান, তাঁকে সোজা পথ দেখিয়ে দেন, তিনি সোণাগাছি চলে যান, না হয় কাশীতে যান, চাঁপার বাড়ীতে থাক্‌তে পারেন; চাঁপা কাশীতে আছে, মামা দেখে এসেচেন।

ললি। নদেরচাঁদ, পরনিন্দা তোমার নীচাত্মার পথ্য।

হর: বউটীকে ত্যাগ করি, আপাততঃ তাঁর পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিই; অরবিন্দ পুনর্ব্বার বিবাহ করুন।

অর। আমার স্ত্রীকে আমি লয়ে কাশী যাই, আপনি দত্তকপুত্র গ্রহণ করুন।

প্র, প্র। অরবিন্দ, সকল কথা প্রণিধান করে বোঝ। তোমার স্ত্রী হাজার নির্দ্দোষী হন, তাঁর শরীর যে নিষ্পাপ কেহ শপথ করে বল্‌তে পারবে না; তিনি নবীন যুবতী, ইনি নবীন যুবক; একত্রে তিন দিন বাস হয়েচে, এক শয্যায় শয়ন হয়েচে; ইনি অরবিন্দ নন জেনেও তিনি প্রকাশ করেন নি; তখন তারি সন্দেহ স্থল। অনল ঘৃত একত্র থাক্‌লে গলাই সম্ভাবনা। তুমি ব্রহ্মচারীকে অমনি ছেড়ে দিতে চাও দাও, কিন্তু স্ত্রীকে আর গ্রহণ কত্তে পার না।

ভোলা। আপনি উচিত কথা বলেচেন।

ললি। (যোগজীবনের প্রতি) আপনি যে অরবিন্দের পরমবন্ধু, অরবিন্দের দুই বার প্রাণরক্ষা করেছিলেন, এবং অরবিন্দের মঙ্গল-দেবতার স্বরূপ তাঁর কাছে কাছে ছিলেন, এবং অরবিন্দ ত্বরায় বাড়ী আস্‌বেন,—এ সব কথা আনুপূর্ব্বিক বয়ের কাছে বলেছিলেন ?

যোগ। এই সকল বলাতেই ত তিনি প্রকাশ করা রহিত কল্লেন এবং আমকে বিশ্বাস কল্লেন।

ললি। জগদীশ্বর নিরাশ্রয়ের আশ্রয়।—আপনারা উপায়হীনা অবলা, সাধ্বী ক্ষীরোদবাসিনীকে বহিষ্কৃতা করণের যে প্রস্তাব করিতেছেন, তাহা অতীব গর্হিত, চণ্ডালের উপযুক্ত। ক্ষীরোদবাসিনী নিরপরাধিনী, তাঁহাকে পীড়ন করা নিতান্ত নির্দ্দয়ের কার্য্য। যোগজীবন যদিও একটী পাষণ্ড হইতেন, যদিও তিনি নদেরচাঁদের কয়াল-কপোল-কল্পিত ভগা তাঁতি হইতেন, যদিও যোগজীবন কেবল সতীত্ব-সংহার মানসে এই ছলনা করে থাকিতেন, তথাপি পতিব্রতা ক্ষীরোদবাসিনীর সতীত্বে দোষ পড়িত না ; কারণ, যখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, যিনি অরবিন্দের পিতা, যিনি অরবিন্দকে বক্ষে করে মানুষ করেচেন, যাঁর চক্ষের মণিতে অরবিন্দের মূর্ত্তি চিত্রিত আছে, যখন তিনিই যোগজীবনকে অরবিন্দ জ্ঞান করেচেন, তখন ক্ষীরোদবাসিনীর ভ্রম হবে আশ্চর্য্য কি ? ভ্রম-বশতঃ যদি ক্ষীরোদবাসিনী যোগজীবনকে পতিভক্তিসহকারে পূজা করে থাকেন, সে পূজা প্রকৃত অরবিন্দের পদে প্রদত্ত হয়েচে। কিন্তু যখন অরবিন্দ সরলান্তঃকরণে বলিতেছেন যোগজীবন পরম ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয়, দয়াবান, তাঁহার পরমবন্ধু, জীবনদাতা, হিতসাধক ; যখন স্পষ্ট দেখা যাচ্চে, যোগজীবন বিলক্ষণ অবগত ছিলেন কোন্ দিবসে অরবিন্দ আগমন করবেন ; তখন অরবিন্দের মঙ্গল ভিন্ন এ ছলনার অপর উদ্দেশ্য কোনপ্রকারে প্রযোজ্য নহে। যখন এই সকল পরিচয় ক্ষীরোদবাসিনী প্রাপ্ত হলেন, যখন তাঁর বিলক্ষণ প্রতীতি হ'ল যোগজীবন তার স্বামীর পরম বন্ধু, তাঁর স্বামীর পিতার স্বরূপ, তাঁর স্বামীর জীবনদাতা ; আর জানিতে পারলেন তাঁর স্বামী দিনসত্বরমধ্যে আসবেন ; তখন যোগজীবনকে পিতার স্বরূপ জ্ঞান করে ঐ সকল কথা প্রকাশ করতে কাজে কাজেই বিরতা হলেন ; তার জন্য তাঁহাকে অপরাধিনী করা দয়াধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেওয়া এবং পরমযোগী যোগজীবনকে চক্রান্তরে পাপাত্মা বলা। যোগজীবনের চরিত্রের যদি অণুমাত্র দোষ থাকিত, তাহা হলে ভোলা-

নাথ বাবু, যিনি নদেরচাঁদের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাওয়াবধি পরম শত্রুর স্থায় আচরণ কচ্চেন, তিনি কখন যোগজীবনের কৌশলে অনুমোদন করতেন না।—স্ত্রীর কলঙ্ক হলে স্বামীর যত মানসিক যন্ত্রণা এত আর কাহারো নয়।—অরবিন্দ ক্ষীরোদবাসিনীর স্বামী, উনি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন ক্ষীরোদবাসিনীর প্রতি তাঁর কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধা হয় নাই। অরবিন্দের এতবাক্য সত্ত্বেও আপনারা ক্ষীরোদবাসিনীকে বহিষ্কৃতা করতে চান, অল্প আক্ষেপের বিষয় নয়। আপনারা যদি অলীক লোকাপবাদ ভয়ে চিরদুঃখিনী পতিপ্রাণা সতীকে পতিপরায়ণা সীতার স্থায় বনবাসে প্রেরণ করতে চান, অরবিন্দের মহান্তঃকরণ-জাত প্রস্তাবে সম্মতি দেন, তিনি তাঁহার পবিত্রা প্রণয়িনীকে লয়ে কাশীতে বাস করুন।

অর। ললিতবাবু, তুমি সাধু ব্যক্তি, তোমার বক্তৃতায় আমার মন সম্যক্ দ্বিধা শূন্য হল।—আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষী করে বলচি, আমার স্ত্রী পবিত্রা। পিতার মনে দ্বিধা থাকে তিনি আমাকে পরিত্যাগ করুন, আমি আমার চিরদুঃখিনী রমণীকে গ্রহণ করে যোগজীবনের অকৃত্রিম অলৌকিক স্নেহের পরিশোধ দিই।—আমি মৃত্যু-শয্যায় যখন পতিত ছিলেম, তখন কেবল যোগজীবনের মুখ অবলোকন কত্তেম, আর ভাবতেম স্বয়ং প্রভু ভগবান্ আমায় ক্রোড়ে করে বসে আছেন।—যোগজীবনের কি বিশুদ্ধ চিত্ত, কি মহদন্তঃকরণ, তা আমি বিলক্ষণ জানি।

হর। মেজো খুড়ো সদুপায় বলুন।

প্র, প্র। মাতা মুণ্ডু কি বলব। লোকাপবাদ অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর নাই;—স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র লোকাপবাদ ভয়ে সতীত্বময়ী গর্ভবতী সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন।—অরবিন্দ আমাদের মতাবলম্বী না হন, উনি ওঁয়ার স্ত্রীকে লয়ে দেশান্তরে যান।

হর। কাজে কাজেই।—হা পরমেশ্বর! তোমার মনে এই ছিল! আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব অরবিন্দ দ্বাদশ বৎসর পরে ঘরে এল, একবার ক্রোড়ে লতে পেলাম না।—হা ব্রাহ্মণি! তুমি স্বর্গে ব'সে আমার দুর্গতি দেখচ; তুমি একবার এস, তোমার অরবিন্দ বনবাসী হয়, ধ'রে রাখ।

[রোদন।

যোগ। পিতা, আপনি রোদন সম্বরণ করুন; কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন; আপনার প্রাণাধিক অরবিন্দকে নিষ্কলঙ্কে আপনার অঙ্কে প্রদান করে গমন করব। যে অরবিন্দের জীবন রক্ষা হেতু আমি ক্ষুধা পিপাসা পরিত্যাগ

করিচি; গিরি-গুহায়, পর্ব্বত-শৃঙ্গে, নিবিড় অরণ্য মধ্যে, জনশূন্য নদীর কূলে, সমুদ্রের বালির উপরে, বাস করিচি; খণ্ডগিরিধামে যে অরবিন্দ পীড়িত হলে ক্রোড়ে করে দিবাযামিনী রোদন করিচি; সেবা শুশ্রূষা দ্বারা যে অরবিন্দকে মৃত্যুর গ্রাস হতে কেড়ে লইচি; সে অরবিন্দ আমার বুদ্ধির ভ্রমে কখনই মনস্তাপ পাবে না। আমি কে তা আপনারা কেউ জানেন না; প্রিও এতক্ষণ, অরবিন্দ কেমন কৃতজ্ঞ, ললিত কেমন বিজ্ঞ, আর নদেরচাঁদ কেমন পাজি, জানবের জন্য, তাহা প্রকাশ করি নি। আমার মনস্কামনা-সিদ্ধি হয়েচে; আর আমার ব্রহ্মচারীর বেশে প্রয়োজন কি; আমার পাকা দাড়ীও কৃত্রিম, কাঁচা দাড়ীও কৃত্রিম; আমি স্ত্রীলোক, পুরুষ নই—

[ভিতরকার শাড়ী ব্যতীত সমুদায় অঙ্গাবরণ, শ্মশ্রু, জটা-পরিত্যাগ—সকলে বিস্ময়াপন্ন।

পণ্ডি। মলিন হয়েচেন তবু বাছার কি লাবণ্যের জ্যোতিঃ, যেন জনক-নন্দিনী অশোকবন হতে বার হলেন। আপনি কে মা?

হর। উনি ক্ষত্রিয়াণীর মেয়ে; আমি যখন সপরিবারে কাশী হতে বাড়ী আসি, উনি মেয়েদের সঙ্গে এসেছিলেন; ওঁর নাম চাঁপা।

অর। চাঁপা, তুমি আমার জন্যে এত ক্লেশ পেয়েচ।

ভোলা। আপনার যখন ব্রহ্মচারীর বেশ ছিল, তখন আপনাকে পিতা বলিচি; এখন আপনি মেয়ের বেশ ধারণ করেচেন, এখন আপনাকে মাতা সম্বোধন করি।

পু, ই। আমি বড় হায়রাণ হয়েচে; এ ত আউরাৎ।—নদেরচাঁদ বাবু হাম যায়।

[পুলিস ইন্‌স্পেক্‌টর এবং কনেষ্টবলদ্বয়ের প্রস্থান।

শ্রীনা। (নদেরচাঁদের গলা টিপিয়া) তোমার পুলিশ বাবা গেল, তুমি যাও ও ব্যাটা হারামজাদা, নচ্ছার।

নদে। মেরে ফেল্লে গো!—ও ইন্‌স্পেক্টর সাহেব, একবার এস আমারে বাঁচাও; তোমারে যে টাকা দিইচি তা ফিরে নেব না,—

শ্রীনা। এই যে টাকা—

[সজোরে গলাটিপি।

নদে। ওমা গেলুম!—শ্রীনাথ মামা, তোর পায় পড়ি, ছেড়ে দে—(গলাটিপি)—গলা ছেড়ে দে—(গলাটিপি)—গলার হাড় ভেঙ্গে গেল; মাজে হয় পিটে গোটাদুই কীল মার্—(গলাটিপি)—একেবারে গলার হাড়খান ভেঙ্গে গেল; তোমার কিন্তু হাড় জোড়া দিয়ে দিতে হবে। শ্রীনাথ মামা, তোর পায় পড়ি কীল আরম্ভ কর্, গলা ছেড়ে দে—(পৃষ্ঠে বজ্রমুষ্টির প্রহার)—ওমা গেলুম, গলা ধরে কীল মাচ্চে; গলা ছেড়ে দিয়ে কীল মার্।—চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, আপনার বাড়ীতে কুলীনের ছেলের অপমান হল।—

হর। তুমি বাপু কুলীনের ছেলে নও, তুমি কুলীনের কালপ্যাচা।—

ভোলা। শ্রীনাথ, কেন বাঁদরটারে নিয়ে তামাসা কচ্চ?

সিদ্ধে। ভোলানাথ বাবু, আপনার ভাগ্নে কেমন সৎ তা ত দেখ্লেন।

ভোলা। জানাই আছে।

সিদ্ধে। আপনি অনুমতি করুন, ওর জিব্‌টে আমরা কেটে নিই।

নদে। শ্রীনাথ মামা, একবার গলাটা ছাড়, আমি এক দৌড় দিয়ে শ্রীরামপুর যাই, তার পর যদি আর এমুখ হই, আমি শালার বেটার শালা।

[বেগে প্রস্থান।

যজ্ঞে। মহাশয়, আমি পারিতোষিক পেতে পারি কি না? পুলিস দারগা এক রকম দিয়েচেন।

অর। আপনি অবশ্য পুরস্কার পাবেন; আপনাকে আমি হাজার টাকা দেব। আপনি যে বল্লেন পিতার নাম-সম্বলিতপাড়-বিশিষ্ট একখান কাপড় যোগজীবনের ঝুলিতে ছিল, সে কাপড়খানি কোথায়?

যজ্ঞে। ঝুলিতেই আছে।

যোগ। (ঝুলি হইতে বস্ত্র বাহির করিয়া) এই সে বস্ত্র।

অর। এ ত একখানি ছোট শান্তিপুরে ধুতি;—পেড়ে লেখা দেখ্‌চি—"হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়-দুহিতা তারা সুন্দরী"—

হর। এ বস্ত্র আমার তারার পরণে ছিল।—চাঁপা, তুমি এ বস্ত্র কোথায় পেলে?

যোগ। তারার নিকটে পেলেম।

হর। আমার তারা কি জীবিতা আছেন? আমার তারা কি পবিত্রা আছেন?

যোগ। অযোধ্যার পরম ধার্ম্মিক মহীপৎ সিং তারাকে কন্যা রূপে প্রতিপালন করেছিলেন; আপনাকে দিবার জন্য তারাকে তিনি কাশীতে এনে

আসেন ; কিন্তু কাশীতে মহীপতের মৃত্যু হওয়াতে, আমি মধ্যবর্ত্তী থেকে ভোলানাথ বাবুর সহিত তারার পরিণয় হয়েচে ; ভোলানাথ বাবু আপনার পরমাত্মীয়, আপনার জামাতা।

হর। চাঁপা, তুমি আমার লক্ষ্মী ; তোমার কল্যাণে আমার পুত্র কন্যা জীবিত পেলেম। আমি এই দণ্ডে শ্রীরামপুর যাব, আমার প্রাণাধিকা তারাকে দেখে জীবন জুড়াব। আমি তারাকে দেখ্‌লেই চিন্‌তে পারব ; তারার বাম হস্তে একটী ক্ষুদ্র অঙ্গুলি অতিরিক্ত আছে ;—এখানে সকলেই আমার আপনার জন, কেউ কোন কথা প্রকাশ করো না।

যোগ। আপনার বাড়ীতে আপনার তারা এসেচেন, ভোলানাথ বাবু সমভিব্যাহারে লয়ে এসেচেন।—ভোলানাথ বাবু, আপনি বাড়ীর ভিতরে যান, আপনার ধর্ম্মপত্নীকে প্রেরণ করুণ।

[ভোলানাথের প্রস্থান।

অর। ভোলানাথ বাবু যার জন্যে শাঁতে বিপদে পড়েন সে আমার—

যোগ। অরবিন্দ বাবু, আপনি ললিতমোহনকে সুপাত্র বিবেচনা করেন কি না ?

অহল্যার প্রবেশ।

অহল্যা, তুমি অতি ভাগ্যবতী ; তোমার কাছে আমি স্বীকৃত ছিলেম তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়ে দেব ; হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তোমার পিতা, অরবিন্দ বাবু তোমার ভ্রাতা, তোমার নাম তারা।

হর। জগদীশ্বর ! তুমি মঙ্গলময়। আমরা তোমার হস্তে বালিকাদের খেলিবার পুতুল।—আহা ! আহা ! এমন সময় আমার ব্রাহ্মণী কোথায় ! ব্রাহ্মণি ! একবার একদিনের জন্যে ফিরে এস, আনন্দ-উৎসব দেখে যাও ; তোমার অরবিন্দ বাড়ী এসেচে, তোমার হারা তারা পাওয়া গিয়েচে। তারার শোকে ব্রাহ্মণী আমার প্রাণত্যাগ করেন ;—হা ব্রাহ্মণি ! হা ব্রাহ্মণি !—

[রোদন।

যোগ। পিতা, আপনি কাঁদেন কেন ? দেখুন তারা অবাক্ হয়ে রোদন কচ্চে।—পিতা, তারা আপনাকে প্রণাম কচ্চে—

[হরবিলাসের চরণে তারার প্রণাম।

হর। আমার তারা শিশুকালেও যেমনটী ছিলেন, এখনও তেমনটী আছেন।—দেখি মা তোমার বাম হস্ত দেখি। (অহল্যার বাম হস্তধারণ পূর্ব্বক) এই দেখ মায়ের বাম হস্তে সেই অতিরিক্ত অঙ্গুলিটী আছে।—আমার আনন্দের সীমা নাই, আমার মা লক্ষ্মী ঘরে এসেছেন; আমার আরো আনন্দের বিষয়, আমার মা লক্ষ্মী ভোলানাথ বাবুর অতুল ঐশ্বর্য্যের রাজ্যেশ্বরী হয়েচেন।

যোগ। অহল্যা, আমার কাছে এস,আমি সেই যোগজীবন ব্রহ্মচারী—

অহ। আমরা উপর হতে সব দেখিচি।

শ্রীনা। মহাশয়, যজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী বাকি থাকেন কেন; যদি অনুমতি করেন, আমি ওঁর দাড়ি উৎপাটন করি,—

যজ্ঞে। মরে যাব,—সাত দোহাই বাবা!—আমার গজানো দাড়ী; তোমাদের উড়ে চাকর এক দিন এক গোছা দাড়ী ছিঁড়ে দিয়েচে, তার জ্বালা সামলাতে পারি নি,—

হর। আপনি কি ছদ্ম-বেশ ধরে আছেন, না আপনি প্রকৃত ব্রহ্মচারী?

যজ্ঞে। বাবা, পরমেশ্বর তোমার ভাল করুন, তুমি পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে পরমসুখে ভোগ দখল করিতে রহ, আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করো না।

শ্রীনা। তুমি কে তা না বল্লে আমি কখন ছাড়ব না, তোমার দাড়ী নেড়ে দেখব—

[দাড়ী ধরিতে হস্তপ্রসারণ।

যজ্ঞে। মরে যাব, একেবারে মরে যাব,—সাত দোহাই বাবা,—দাড়ী ছুঁয়ো না; আমি কে তা প্রকাশ হলে আমি গরিব লোক মারা যাব।

অর। এখানে সকলি আমাদের লোক, আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন।

যজ্ঞে। বাবা, আমি বাখরগঞ্জ জেলার মনিবগড় কাছারির নায়েব; আমার নাম বাউলচাঁদ ঘোষ। মনিব মহাশয় এক ঘর বনিদি গৃহস্থের ঘর জ্বালিয়ে দেন, গুটিকত খুন করেন; আমি পেটের দায় সঙ্গে ছিলাম; পুলিস আস্বামাত্র আমি পটল তুল্লেম; তার পর গবর্ণমেণ্ট আমার গ্রেপ্তারের জন্য তিন হাজার টাকা পুরস্কার ছাপিয়ে দিলে; আমি ব্রহ্মচারী হয়ে কাশী গেলেম। আমার তহবিল খাঁকতি, যোগজীবন টাকা দেবে বলে এখানে নিয়ে এল,—

অর। আপনাকে আমরা হাজার টাকা দিচ্চি।

ভোলানাথের হস্ত ধরিয়া লীলাবতীর প্রবেশ।

ভোলা। অরবিন্দ বাবু, এই তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী লীলাবতী।

অর। ললিত এবং সিদ্ধেশ্বর বাবু লীলাবতীর সমুদয় কথা আমায় বলেচেন। ললিত প্রথমে জান্তে পারেন নি লীলাবতী আমার ভগিনী; আমার সাক্ষাতে পরমানন্দে লীলাবতীর অলৌকিক রূপলাবণ্য বর্ণন কত্তেন এবং বল্‌তেন তাঁর দেহ যদি দশ সহস্র খণ্ডে বিভক্ত করা যায়, প্রত্যেক খণ্ডে দেখ্‌তে পাবে এক একটী লীলাবতী মূর্ত্তিমতী। ললিত এবং সিদ্ধেশ্বরের সহিত আমার সহসা সৌহার্দ্দ হল; মনে মনে কল্পনা কল্লেম ভবনে গমন করিবামাত্র লীলাবতীর সহিত ললিতের বিবাহ দেব,—

হর। (ললিতকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক) বাবা ললিত, আমি তোমার মনে অনেক ক্লেশ দিইচি; কিন্তু আমি তোমাকে অরবিন্দ অপেক্ষা স্নেহ করি; তুমি আমার লীলাবতীকে অতিশয় ভালবাস, আমার লীলাবতী তোমার নাম করে জীবনধারণ কচ্চেন। আজ আমার মহানন্দের দিন, কিন্তু যতক্ষণ তোমার সহিত লীলাবতীর পরিণয় সম্পাদন না হচ্চে, ততক্ষণ আমার আনন্দ সম্পূর্ণ হচ্চে না,—(ললিতের হস্তের উপর লীলাবতীর হস্ত রাখিয়া)

আত্মীয়-স্বজন-গণ সুখে সম্ভাষিয়ে,
তনয়ার মনোভাব মনেতে বুঝিয়ে,
শুভ দিনে শুভক্ষণে সানন্দ-অন্তরে,
অর্পিলাম লীলাবতী ললিতের করে।

(নেপথ্যে হুলুধ্বনি)।

[সকলের প্রস্থান।

(যবনিকা পতন)

জামাই-বারিক।

প্রহসন।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর

প্রণীত।

"Of all the blessings on earth the best is a good wife ;
A bad one is the bitterest curse of human life."

সপ্তম সংস্করণ।

গ্রন্থকারের পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা
১১৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ক্রাইটিরিয়ন প্রেসে
শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।
সন ১৩০৪।

উৎসর্গ

সদ্‌গুণরাশি

শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী বসু

সদুদারচরিতেষু

ভ্রাতৃস্নেহভাজন রাসবিহারি,

তুমি যে যে প্রদেশে অবস্থান করিয়াছ, সকলেরি অল্প অল্প বৃত্তান্ত তোমার লিপিসমূহে প্রাপ্ত হইয়াছি। সেগুলিন এমনি মধুর, একবার পাঠ করিলেই কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। যদিও আমি অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, তোমাকে কিন্তু কখন কোন স্থানের ইতিবৃত্ত দিই নাই ;—ইতিবৃত্ত দূরে থাক্‌, তোমার সমুদায় লিপির উত্তর দিয়াছি কি না সন্দেহ। বহুকালের পর তোমাকে একটী অপূর্ব্ব স্থানের ইতিবৃত্ত দিতে সক্ষম হইলাম ; সে স্থানের নাম "জামাই বারিক" ইতি

আভন্নহৃদয়

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

বিজয়বল্লভ, জমিদার।

অভয়কুমার, বিজয়বল্লভের জামাতা।

পদ্মলোচন, অভয়কুমারের প্রতিবেশী।

মাধব বৈরাগী, আশ্রমধারী বৈষ্ণব।

পারিষদ্গণ, ঘটক, চোর, জামাইগণ।

নারীগণ।

কামিনী, বিজয়বল্লভের কন্যা এবং অভয়কুমারের স্ত্রী।

ভবী ময়রাণী, কামিনীর প্রতিবেশিনী।

হাবার মা,
পাঁচি } বিজয়বল্লভের পরিচারিকাদ্বয়।

বগলা,
বিন্দুবাসিনী } পদ্মলোচনের স্ত্রীদ্বয়।

দাসীগণ, বৈষ্ণবীগণ।

জামাই-বারিক।

প্রহসন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কেশবপুর—বিজয়বল্লভের বৈটকখানা।

বিজয়বল্লভ, ঘটক এবং পারিষদ-চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

বিজ। (গদিতে উপবেশনানন্তর) তবে ও সম্বন্ধ ছেড়ে দিতে হল।

ঘট। এমন পাত্র কিন্তু আর মিল্‌বে না; দেখ্‌তে কার্ত্তিকটী, লেখা-পড়ায় যত দূর ভাল হতে হয়, বয়স্ কম বলে এ বারে এনট্রান্স পাশ করতে ছায় নি।

প্র, পারি। প্রতিবন্ধকতা কি?

বিজ। আমি আঙ্গিরস কত্তে চাই,—একটী কুলীনের মেয়ের সঙ্গে ছেলেটির বিয়ে দিয়ে তার পরে পৌত্রীটী সম্প্রদান করি; তা ছেলেটা দুই বিয়ে কত্তে চায় না।

দ্বি, পারি। ছেলের বাপের মত্ কি?

বিজ। এ কালে ছেলে কি বাপ্‌কে মানে? বাপের নিতান্ত ইচ্ছা আমার সঙ্গে এ ক্রিয়া করেন; কিন্তু ছেলে বাপের নয়, কোন মতে দুই বিয়ে কর‍্তে স্বীকার হয় না।

ঘট। যে কাল দিন পড়েচে, আঙ্গিরস প্রায় উঠে গেল।—রামকানাই বাবু পুত্রের প্রথম স্ত্রী থাকা সত্বে ধনের লোভে বড় মানুষের মেয়ের সঙ্গে তার আবার বিয়ে দিয়েছেন; সে জন্তে কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না; ভদ্রসমাজে তাঁর হুঁকো বন্ধ।

দ্বি, পারি। তিনি না কালেজ-আউট।

ঘট। তা নইলে তাঁকে কে বিয়ে করত? তাঁর বন্ধুরা বলে "রামকানাই এক কামড়ে তিনটী মাথা খেলে।"

চ, পারি। কার কার?

ঘট। পুত্রের, পুত্রের প্রথম স্ত্রীর, আর বড় মানুষের মেয়ের।

বিজ। এ বংশে আদিরস ভিন্ন একটীও মেয়ের বিয়ে হয় নি। আমি সুপাত্রের অনুরোধে কুলাঙ্গার হব? ও সম্বন্ধ বিসর্জ্জন দাও।

ঘট। তবে জঙ্গলবেড়ের কুঁচিল বাবুর ছেলের সঙ্গেই সম্বন্ধ স্থির করা যাক্।

বিজ। সুতরাং।

প্র, পারি। ছেলেটী কেমন?

ঘট। কৃষ্ণবর্ণ কটা চুল; কৃপ বলে হয় ভুল

সুগোল গভীর আঁখিদ্বয়;

কিবা শোভা নাসিকার, যেন কূর্ম্ম অবতার:

কপোল-যুগল লৌহময়;

ঠোঁট হেরে সারে শোক, যেন দুটী মোটা জোঁক,

অবশ রুধির করে পান;

অতি লম্বা পদ দুটী, যেন গরানের খুঁটী,

কেটে মাটি করে খান খান;

বসনে বিষম আটা, কভু রজকের পাটা

আজন্ম করেনি পরশন;

রাখাল-রাজের ভাব, কাটেন গরুর জাব,

ধেনু লয়ে গোষ্ঠে গোচারণ;

গেঁটে কল্কে হাতে নিয়ে, ঘুঁটের আগুণ দিয়ে,

থর্সান তামাক সেজে খায়;

লেখা পড়া ছড়াপোড়া, কিন্তু কুলীনের গোড়া,

কুললক্ষ্মী অদ্ধ করুণায়।

বিজ। তুমি শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশেচ, তাই কুলীনের ছেলের এত নিন্দা কচ্চ; ছেলেদের ইচ্ছা ভাল পাত্রটীর সঙ্গে বিবাহ হয়, তুমি তাদের সঙ্গে একমত হয়েচ।

ঘট। আমার মতামত কি, আমাকে যেমন অনুমতি করবেন আমি তেমনি কর্‌ব; তবে স্বরূপ-বর্ণনা না কর্‌লে আমাকে পরিণামে দোষ দিতে পারেন।

ঘি, পারি। ছেলেটাকে জামাই-বারিকে এনে ফেল্‌তে পাল্লে পাঁচ দিনে সংশোধন হবে; আপনি জামাইদিগের উন্নতির অনেক উপায় করেচেন।

পদ্মলোচনের প্রবেশ।

বিজ। আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

পদ্ম। বস্‌তে আজ্ঞা হয়।

বিজ। অভয় কুমার রাগ করে বাড়ী গিয়েচে, আমি তিন চার বার লোক পাঠালেম, তা কোন মতেই এল না; শুন্‌চি সে মহাশয়ের বড় অনুগত; আপনি অনুগ্রহ করে অভয়কে বুঝিয়ে এখানে পাঠিয়ে দেবেন।

পদ্ম। সে জন্য আপনাকে অধিক বল্‌তে হবে না, আমি বাড়ী গিয়েই অভয়কে পাঠিয়ে দেব।

বিজ। আমি জামাইদের যেমন যত্ন করি তা এঁরা সকলি জানেন। অভয় কিছু অভিমানী, একটু ত্রুটি হলেই বাড়ী যায়। আমি প্রত্যেক মেয়েকে এক একটা জমিদারী লিখে দিইচি।

ঘট। আপনি জঙ্গলবেড়ের কুঁচিল বাবুকে জানেন?

পদ্ম। তিনি কুলীনচূড়ামণি।

ভূ, পারি। তাঁর ব্যবসা কি?

পদ্ম। ছেলে মেয়ে বিক্রি করা। তাঁর সন্তানগুলিন খুব দরে বিক্রি হয়; তাঁর পিলে-রোগা গলা কাটা কালপ্যাচা মেয়েটা দেড় হাজার টাকায় কাটাই বিড়ায়ে বিক্রয় হয়েচে।

চ, পারি। তাঁর ছেলেটী কেমন?

পদ্ম। ভগীর ভাই।

চ, পারি। লেখা পড়ায় কেমন?

পদ্ম। আমি তাকে এক দিন জিজ্ঞাসা করলেম "তোমরা কয় ভাই?" সে বল্লে "তিন ভাই"; আমি বল্লেম "কে কে?" সে বল্লে "আমি, কালা কাকা, আর ভগীপিসি।" লেখা পড়ায় কেটে জোড়া দেন।

বিজ। তোমরা আবার ও কথা তুল্লে কেন? পদ্মলোচন বাবু এসেচেন, ওঁর সঙ্গে সদালাপ কর্‌যাক।

পদ্ম। আপনার এখানে সদালাপেরি নিদমান্নি।

বিজ। কেন মহাশয় ?

পদ্ম। আপনি যুবরাজ অঙ্গদের ন্যায় লাঙ্গুল পাকিয়ে উচ্চ গদি প্রস্তুত করে উপরে বসে রইলেন, আর আমি নলডেঙ্গার নায়েবের মত নীচেয় বসে নিকেস দিচ্চি।

প্র, পারি। আপনি ক্রোরপতি ভূস্বামীকে এমন কথা বলেন ?

পদ্ম। আমি ত আপনার মত ভাঁড় হাতে করে আসি নি যে উচিত কথা বল্‌তে সঙ্কুচিত হব।

প্র, পারি। জমিদারদিগের উচ্চ আসন পরমেশ্বর-দত্ত।

পদ্ম। আজ্ঞা না আপনার ভুল হচ্চে ; কার দত্ত আপনি জানেন না।

প্র, পারি। কার দত্ত ?

পদ্ম। হনুমানের হৃদয়বিহারী-দাশরথি-দত্ত।

ঘট। মহাশয়, আপনার ভাব বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

পদ্ম। যুবরাজ অঙ্গদ রাবণের সভায় লেজ পাকিয়ে উচ্চ আসন করে বসে সভাস্থ লোকদিগের অপমান করিয়াছেন রামচন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে বল্লেন "যুবরাজ, বর চাও" ; যুবরাজ অঙ্গদ বল্লেন "প্রভু এই বর দেন, যেন আমার লাঙ্গুল পাকান উচ্চ আসনখানি পৃথিবীতে প্রচলিত থাকে।" রামচন্দ্র বল্লেন, "হে বীরশ্রেষ্ঠ বালিরাজাত্মজ, তোমার প্রার্থনা অবশ্য ফলবতী হইবে ; তোমার দেহ তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে কলিযুগে তিনটী অবতার হবে, সেই তিন মহাত্মা তোমার লেজ বিনির্ম্মিত আসন প্রচলিত রাখ্‌বেন।"

ঘট। কোন্ খণ্ডে কোন্ অবতার হল ?

পদ্ম। মুখে মূর্খ জমিদার ; পেটে সোয়ালচুরির সদরআলা ; লেজে সুকতলার ডেপুটি বাবু।

দ্বি, পারি। সুকতলাটী কি ?

পদ্ম। অনুরোধমিশ্রিত খোসামোদ।

ঘট। মূর্খ জমিদারে বানরের মুখের চিহ্ন কি ?

পদ্ম। মুখ খিচোন।

ঘট। সোয়ালচুরির সদরআলায় বানরের পেট কই ?

পদ্ম। এজলাসে উৎকোচ আহার করেন।

ঘট। সুকতলার ডেপুটি বাবুতে বানরের লেজের লক্ষণ কি ?

পদ্ম। শতযুজীতেও সোজা করা যায় না।

তু, পারি। ডেপুটি বাবু কোথায় কর্ম্ম করেন?

পদ্ম। কিষ্কিন্ধ্যাবাদে।

ঘট। বিচারে কেমন?

পদ্ম। ছয় কেটে দুই।

ঘট। সে কি মহাশয়?

পদ্ম। ডেপুটি বাবু এক দিন একজন আসামীকে ছয় মাস মেয়াদ দিলেন, বাসায় এসে সেরেস্তাদার মহাশয়ের কাছে জান্‌লেন এমন অপরাধে দুই মাসের অধিক মেয়াদ হয় না, পর দিন কাছারি এসে ছয় কেটে দুই কল্লেন।

ঘট। ডেপুটি বাবু কি সেরেস্তাদারের বশীভূত?

পদ্ম। সেরেস্তাদার ডেপুটি বাবুর ব্ল্যাকষ্টোন।

ঘট। কলমের জোর কেমন?

পদ্ম। প্রায় বকলমে কাজ চলে।

তু, পারি। রিপোর্ট লিখিতে হলে কি করেন?

পদ্ম। কাগজ বগলে করে বন্ধুগণের শরণ লন।

ঘট। ডেপুটি বাবু না কি বড় রসিক?

পদ্ম। রেপ্‌কেসগুলিন বাবুর একচেটে; মেয়ে সাক্ষীর জবানবন্দি বাসারবসে।

ঘট। ডেপুটি বাবু সভ্য কেমন?

পদ্ম। সভ্যতার মধ্যে দেখ্‌তে পাই যুবরাজ অঙ্গদের মত বৈটকখানায় ঠ্যাং উঁচু করে লাঙ্গুল-পাকান উচ্চ গদিতে বসে থাকেন, ভদ্রলোক এসে বিরক্ত হয়ে উঠে যান।

ঘট। বোধ হয়, বাবুজি মানের গৌরবে যুবরাজ অঙ্গদের মত ব্যবহার করেন।

পদ্ম। মান ত মানকচু, বন্য শূকরের দন্তে বিদারিত। বাবুর মান গুঁতোয় গুঁতোয় থেঁতো হয়ে গেচে।

চ, পারি। কিসের গুঁতো?

পদ্ম। একের নম্বর গুঁতো মেজেষ্টরের; দুয়ের নম্বর গুঁতো সেসান জজের; তিনের নম্বর গুঁতো হাইকোর্টের; চারের নম্বর গুঁতো গবর্ণমেণ্টের; পাঁচের নম্বর গুঁতো বেনামী দরখাস্তের। গুঁতাং পঞ্চ উপর্য্যুপরি।

ঘট। বোধ করি, সেই জন্যে বাসায় এসে উচ্চ গদিতে আড় হয়ে পড়েন, ভদ্রলোক এলে গাত্রবেদনায় উঠ্‌তে পারেন না।

করে জল পড়তে লাগ্‌ল; নাওয়া খাওয়া ত্যাগ করে সমস্ত দিন কাঁদ্‌লেন। —কেনই বা কাঁদ্‌লেন; একে ঘরজামায়ে, তাতে মাতাল, থাক্‌লেই বা কি আর গেলেই বা কি; আমরাও কি কাঁদি নে, কাঁদি, যদি ভাতারের মত ভাতার হয়,—

ভবী। তার পর?

কামি। মেজদিদি বাবার কাছে গিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লেন "বাবা, আমায় একখানি ছোট বাড়ী করে দেন, আমি ওকে নিয়ে সেখানে থাকি; চাকরে তারে অপমান করে আমার প্রাণে সহ্য হয় না।"

ভবী। বাবা কি বল্লেন?

কামি। বাবা বল্লেন "বিধবা হয়ে মেয়ে যেমন বাবের বাড়ী থাকে তুমি তেমনি থাক, ভাব সে মরে গিয়েছে।"—পোড়া কপাল আর কি, বাপের মুখে কথা দেখ। যখন মেজদিদি তার ভাতারকে ভালবাসে তখন সে মন্দ হক্ চন্দ হক্, মাতাল হক্ গুলিখোর হক্, তার কাছে তাকে দেওয়াই ভাল।

ভবী। আহা মেজদিদি মনে বড় ব্যথা পেলে, না?

কামি। ব্যথা পেলে, ব্যথা নিবারণও কল্লে,—রাত্তিরটী পোহাল; সকালে দোর খুলে দেখি মেজদিদি গলায় খুর দিয়ে মরে রয়েচে, রক্ত ঢেউ খেল্‌চে।—বেঁচেচে, ঘরজামায়ের হাত এড়িয়েচে।

ভবী। বড় ডামাডোল হল?

কামি। হল না? বাবার হাতে দড়ি পড়ে পড়ে; কত লোক কত কথা বল্‌তে লাগ্‌ল;—কেউ বলে, বেরিয়ে যাচ্ছিল, বাবা তাই কেটে ফেলেচেন, কেউ বলে চাকরের সঙ্গে, জামাই বাবু তাই খুন করেচেন। যে যা বলুক সে সব কথা মিছে, সতী লক্ষীর দোষ দেব না; আমি যা বল্‌চি তাই সত্যি, সে আপনার দুঃখে আপনি মল।

ভবী। জামাই বাবু আর অসেন নি?

কামি। ঘরজামায়ে আর থানার চাপরাসী সমান, চাপরাস যদ্দিন মান তদ্দিন, চাপরাস গেল মান ফুরাল।—চাপরাস হারিয়ে জামাই বাবু দেশে দেশে ভেসে বেড়াচ্চেন।

ভবী। তোর ভাতারকে যদি তাড়িয়ে দেয়,—

কামি। ওলাবিবির শুক দিই।

ভবী। তা আর দিতে হয় না,—

কামি। যে দোষে তাড়িয়ে দেয় এর সে দোষ নাই, মদ খায় না।—গুলি খাও গাঁজা খাও, বেড়াতে চেড়াতে যাও বাবা তাতে কথাটী কম না; মদ খেলে, যমের বাড়ী গেলে। তবু মেজদিদি মরে কড়াকড় অনেক কমেচে; এখন দাদারাও একটু একটু খান।

ভবী। ভাব যেন নাতজামাইকে চাকরবা তাড়িয়ে দিলে; তুই তা হলে কি করিস্?

কামি। কাঁদি, কিন্তু মরি নে।

ভবী। কাঁদিস্ কেন?

কামি। আমার জিনিস আমি মারি, কাটি, বকি ঝকি, তাতে এসে যায় না, কিন্তু পরে কিছু বল্লে আমার মনে হয়, হয় ত তাইতে কাঁদি।

ভবী। মরিস নে কেন?

কামি। শুধু শুধু মর্‌তে যাব কেন গো; এক দিন তাড়ালে বলে কি রোজ তাড়াবে। ঘরজামায়ের মান আর অপমান; ঘরজামায়ের গা, না গণ্ডারের গা, মারলে দাগ চড়ে না; তাদের মন লোহার গঠন, অপমানের হুল বেঁধে না, বরং ভোঁতা হয়ে যায়।

ভবী। আর বোধ হয়, একটু ভারিক্কি হলে তোর ভাতারকে তুই ভালবাস্‌বি।

কামি। চুলোর দোরে না গেলে ত নয়।

ভবী। নাতজামাই নাকি বড় রাগ করে গেচে, আর নাকি আসবে না?

কামি। ঘরজামায়ে পোড়ার মুখ,
　　মরা বাঁচা সমান সুখ।
আসে আসবে না আসে না আসবে, আমার তায় কি?

হাবার মার প্রবেশ।

ভবী। তোর না ত কি আমার, না এই হাবার মার?

কামি। হাবার মার, মাইরি মরবা দিদি, তোর মাতা খাই; এক রাতু এক বিছানায়ে বাস হয়ে গিয়েচে। হাবার মার ঐ ত রূপ;—দাঁতগুলি পড়ে গিয়েচে, চক্ষের কোণে পিঁচুটি, চুল শণের নুড়ি, নারিকেলের তেলে মার গায়ে বিটকেল গন্ধ; তবু যে তার নটকের ঢঙ্ আর মানুষটীর হাবু ডুবু।

হাবা। জামাই বাবুকে আনতে গেল,—

কামি। আবার নিয়ে চুলোয় চল।

হাবা। আ মরি কথার শ্রী দেখ!—কামিনী তোরে কেমন কেমন দেখ্‌চি,—

কামি। কার সঙ্গে লো? আমার আঁধার মাণিক তোর হয়েচে; হাবার বাবার সঙ্গে দেখ্‌লি না কি?

ভবী। তোর যে মুখ, হাবার বাবার বাবা হার্ মেনে যায়।

হাবা। এ বার এলে গ্যাদা করে হুতচ্ছেদ্দা করিস্ নে।—ছোট লোক হক্, গুলি খাক্, তোর ভাতারত বটে, ফুল ফেলে ত মেরেচে। স্বামী গুরুলোক, তারে কি বার করে দিয়ে দোর দিতে আছে, বলে

'স্বামী আমার গুরুজন,
এক রাজার নয় সাত রাজার ধন।'

কামি। হাবার মা, তুই আর জ্বালাস্‌নে ভাই, ময়রাদিদি এয়েচে, দুটো মনের কথা কই; তোমার কথকতা কত্তে ইচ্ছে হয়, বেদিতে গিয়ে বসো।

হাবা। হ্যাঁলা কামিনি, তুই আমারে বাঁদী বল্লি তোরে হতে দেখিচি, কোলে পিটে করে মানুষ করিচি, তুই বুড়ো ধাড়ী নেংটা হয়ে বেড়াতিস্, সাপের ভয় দেখিয়ে তোরে কাপড় পরতে শিখিয়েচি; তুই আজ এত বড় হলি, আমারে বাঁদী বল্লি; যাই দিকি গিন্নীর কাছে।

কামি। হাবার মা, তুই বড় হাবা, আমি বল্লেম "বেদি", বাঁদী নয়।

ভবী। সত্যি রে হাবার মা, কামিনী তোকে বাঁদী বলে নি,—

কামি। মাইরি হাবার মা, আমি তোরে মন্দ কথা বলি নি, রাগ করিস্‌নে আমার মাথা খাস,—

হাবা। বালাই, তোর মাথা কি আমি খেতে পারি। তোর ভাতার রাগ করে গেচে, আমি ধড়্ ফড়্ করে মরচি।

কামি। তোমার সঙ্গে কি না নূতন প্রেম!—আহা জামাইবাবু এখানে নাই, হাবার মার বিছানাটী খাঁ খাঁ কচ্চে।

ভবী। ও হাবার মা, নাভ্‌জামাই তোর বিছানায় গিয়েছিল কেমন করে?

হাবা। "দেখে যা পাড়ার লোক চোরের লাগালাগি,
যে ঘরেতে রাঙ্গা বউ, সেই ঘরেতে চুরি।
দেখে যা চোরের লাগালাগি।"

[প্রস্থান।

ভবী। আ মরণ, নাচেন যে!

হাবা। নাচ্‌ব না ত কি,
আমি কি ভেসে এসেচি ;
কাল সকালে কেলে সোণার কোলে বসিচি। [নৃত্য।

কামি। পোড়ারমুখ, যেমন ঝগড়া কত্তে, তেমনি আমোদ কত্তে। এত বুড়ি, তবু রসের ডোবা।

ভবী। হাবার মা, নাত্‌জামায়ের সঙ্গে কেমন নূতন পীরিত কল্লি বল্ না?

হাবা। আমার সঙ্গে পীরিত করা,
জামাই বাবুকে প্রাণে মারা।

কামি। সে যে তোমার নয়নতারা।

হাবা। তা ত তুমিই করে দিয়েচ। শুনিচি কুচবেহারে মাগ ভাড়া দেয় ; বড় মানসের মেয়েরা ভাতার ভাড়া দেয়।

কামি। তোর কাছে আমার এক রেতের ভাড়া পাওনা, জানলি।

হাবা। তোর রাত্ কত করে?

কামি। কুলীন বাবুদের কাটা পা।

ভবী। আমি কথাটী পাড়ি, আর কামিনী উড়িয়ে দেয়।—হাবার মা, নতুন পীরিতের কথা বল্।

কামি। কেমন করে আমার সতীন হলি তাই বল্।

হাবা। 'ময়না ময়না ময়না,
সতীন যেন হয় না।'

কামি। মাচি, মাচি, মাচি,
সতীন হলে বাঁচি।

হাবা। আমার মত সতীন হলে বটে ; ময়রাদিদির মত সতীন ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ, ভাতার শালা পাটা-ছেঁড়াছিঁড়ি হয়।

কামি। ময়রাদিদি ভাতের দিকে।

ভবী। তা হলে আমি গিচি। তুমি কামদেবের বয়ার-কাটা কামার ; মুড়ির সঙ্গে যা থাকে তা কামারের ; তুমি এমনি কোপ- কমবে, মুড়ির সঙ্গে সব ভাতারটুকু কেটে নেবে।

[illegible]। তোমার হাতে থাকত কি?

ভবী। ভাতারের [illegible]।

কামি। ময়রাদিদি, তুই ভয় করিস্ কেন; হাবার মারে জিজ্ঞাসা কর, ওকে আস্ত দিয়েছিলেম।

ভবী। ওকে দেবার আটক কি, ও ত কাটে না, কেবল পান্তা খাওয়ায়।

হাবা। মাইরি দিদি আমি কিছু খাওয়াই নি, কুকুর রেতে কোথায় কি খেলে; বাছা চুপটি করে শুয়েছিল।

ভবী। কামিনীর ঘরে কে ছিল?

কামি। ময়রা বুড়ো।

ভবী। ময়রা বুড়ো তোর বড় মনে ধরেচে।

কামি। অদন্তের হাসি, বড় ভালবাসি।—বুড়োর তুই বুক-পোরা ধন; এক খোলা সন্দেশ, টাটকাগড়া, গরম, গরম। বুড়োর মাতায় টাক পড়েচে বটে; কিন্তু বয়সে নয়, কেবল তোমার বয়ে বয়ে; তুমি জল বল্লে সরবোৎ দেয়, ভাত বল্লে পায়েস. মাচ বল্লে মাকাল ঠাকুর।

'দোজ্‌বরে ভাতারের মাগ
চতুর্দ্দশীর চন্দ্র ভাগ।'

ভবী। তুইও ত দোজ্‌বরের মাগ।

কামি। আদিরসের দোজ্‌বরে
চিরকাল্‌টা জ্বালিয়ে মারে।

ভবী। তাইতে দিলি হাবার মারে।

হাবা। আহা! রাত্ পর দুয়ের সময়, লোকজন সব শুয়েচে, মাজের দরজায় চাবি পড়েচে, বাছারে ঘর থেকে বার্ করে দিয়ে খিল দিলে, ও কি সামান্যি; ওর মত কল্লা মেয়ে বাপের কালে দেখি নি। দশটা পাঁচটা নয়, একটা ভাতার, তার এই ধর, ছিক্ লো ছি!

কামি। জ্যাদা ভেবে ভাতার ভেজেচি।

ভবী। তারপর?

হাবা। বাছা কত বল্লে "কামিনি, দোর খোল, কামিনি, দোর খোল, আমার মাতা খাও, দোর খোল"।—'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী';—কামিনী ধোঁৎ ধোঁৎ করে ঘুম—

কামি। ঘুমব কেন, আমি দোরের কাছে দাঁড়িয়ে।

হাবা। বাছা ডাকাডাকি করে হাল্লাক্, দোরের খিল দিতে বার। আর, পাছে বড়বাবু জেগে ওঠেন; কি করে কত দোর ধরে দাঁড়াতে লাগল,—

কামি। বুড় পোড়াকপালি মিথ্যাবাদি, সে কাঁদ্‌বের কন, আমাকে কত গাল্ দিতে লাগল; যদি কাঁদ্‌তে, আমি তখনি দোর খুলে দিতেম।—'বিষের সঙ্গে খোঁজ নাই কুলোপানা চক্কোর'; কথায় কথায় তেজ, ঘরজামায়ে তেজী হয় কে কোথায় দেখেচে।

হাবা। বাছা জোয়ারের এর মত দোরে দোরে ভেসে বেড়াতে লাগ্‌ল,

ভবী। তার পর বুঝি তোমার কোঠায় উঠ্‌লেন?

হাবা। আমার কি বিছানা আছে না শেষ আছে;—একখানি ভাঙ্গা তক্তাপোষ, তার ওপর ছেঁড়া কাঁথাখান পাতা, বালিশটে ময়লা, ওয়াড় দিতে পারি নি,—

কামি। তাতে আবার তোমার গোটানালে রাত্‌দিন রসবতী।

হাবা। সাঁজের বেলা পাঁচি ছোটবাবুর পেটরোগা ছেলেডারে সেই বিছানায় বসিয়েছিল; শোবার সময় গিয়ে দেখি আমার মুণ্ডপাত করে গিয়েচে; কি করি, বুড়ো হাবড়া মানুষ, রেত্তে চকে দেখ্‌তে পাইনে; পাঁচি আবাগী জামাই-বারিকে রামরাবণের যুদ্ধ কচ্চে; ভয়ে ভয়ে বিছানার একপাশে শুয়ে পড়্‌লেম।

কামি। ভাব্‌তে লাগ্‌লে কেলেসোণা কখন কুঞ্জে আগমন কর্‌বেন—

হাবা। চকের পাতা না বুজ্‌তে বুজ্‌তে কামিনীর ঘরে গোলমাল,—

কামি। ময়রা বুড়ো ধরা পড়েচে।

হাবা। বাছা আমার ঘরে দাঁড়িয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, ঘুমে ঢুলে পড়্‌চে, আমার বিছানায় শোবার উয্যুগ। আমি দেখ্‌লেম মুণ্ডুপাতে বাছার বুঝি মুণ্ডুপাত হয়; বল্লেম "জামাই বাবু, মুণ্ডুপাত বাঁচিয়ে পাশঘেঁসে শুয়ে থাক"; জামাই বাবু তাই কল্লেন।

কামি। এক পাশে হাবার মা, এক পাশে জামাই বাবু, মাজখানেতে কে?

হাবা। মাজখানেতে আমার মুণ্ডুপাত।

ভবী। ঘুমের ঘোরে তোর গায় নাকি হাত দিয়ে ছিল?

হাবা। মুণ্ডুপাত আড়াল ছিল।

ভবী। তার পর সকাল বেলা?

কামি। নিশি অবশানে দেখলেন কেলে সোণা কোল থেকে চুরি গিয়েচে।

হাবা। সকাল বেলা উঠে শুনি, জামাই বাবু রাগ করে বাড়ী গিয়েচে। [illegible] কল্লেম, ফিরল না।—আবার ঝাড় জোরে গিয়েচে।

প্রস্থান।

ভবী। এখানে আসবে ?

কামি। আগুণে টেনে আন্‌বে।

ভবী। কিসের আগুণ ?

কামি। জঠরের।

ভবী। ঘর থেকে বার করে দিছিলি কেন ?

কামি। একটা তুচ্ছ কথা নিয়ে ঝক্‌ড়া হয়েছিল,—

ভবী। পীরিতের ঝক্‌ড়া ?

কামি। প্রেতের ঝক্‌ড়া।

ভবী। কথাটা কি ?

কামি। আমি ভাই আঁধার ঘরে শুতে পারিনে ; প্রদীপটে নেবে নেবে ; বল্লেম প্রদীপটের তেল দাও, সে বল্লে তুমি দাও ; আবার বল্লেম আমি আরাম করে শুইচি তুমি গিয়ে তেল দিয়ে এস ; সে বল্লে আমি বুঝি দৌড়ে বেড়াচ্চি, তুমি গিয়ে তেল দাও। আমার বড় রাগ হল,—রাগ হবারি কথা,—বল্লেম আমার বিছানা থেকে তাড়িয়ে দেব। সেও রাগ্‌ল, গদিতে ধপ্ ধপ্ করে নাতি মারে, দোর খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল ; আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে খিল দিলেম। মাজের দরজায় চাবি, বাইরে যাবার পথ নাই ; নরম হয়ে কত ডাক্‌লে, তা আমি শুনেও শুন্‌লেম না।

ভবী। তার পর ?

কামি। মুণ্ডপাত।

ভবী। এটী নাত্‌জামায়ের অন্যায় ; কত হম্‌ড়ো চুম্‌ড়ো ভাতার মেগের কথায় প্রদীপে তেল দেয়, মাগকে উঠ্‌তে দেয় না, বিশেষ শীতকালে।

কামি। সেটী ভাই, সেজদিদির ভাতারের দেখিচি, সেজদিদি যত বার বাইরে যায়, সে তত বার সঙ্গের সাথী ; দোর খুলে দেয়, দোর দিয়ে আসে, জল খাব বল্লে গেলাসটী মুখে তুলে ধরে।

ভবী। যাই হক্ কামিনি, যাবার সময় একটা কথা বলে যাই, রাজ্‌-জামাইকে আর অপমান করিস্‌নে, হাড়াই ডোমাই ভাল দেখায় না, তোকে তোরি নিন্দে করে।

কামি। ঘরজামায়ে ভাতার যার,
কাণের সোণা নিন্দে তার।

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বেলডেঙ্গা—পদ্মলোচনের দরদালান।

পদ্মলোচন আসীন--অভয় কুমারের প্রবেশ।

অভ। কি দাদা, হরগৌরী হয়ে বসে রয়েচ যে,—অর্দ্ধেক অঙ্গে তেল দিয়েচ, অর্দ্ধেক অঙ্গ রুক্ষ রেখেচ।

পদ্ম। আমার পক্ষাঘাত হয়েচ;—দুই সতীনে শরীরটে ভাগ করে নিয়েচে;—ডান দিক্‌টে বড় আবাগীর, বাঁ দিক্‌টে ছোট আবাগীর। ছোট আবাগী এতক্ষণ তেল মাকাচ্ছিল; চুলচেরা ভাগ, বাঁ অঙ্গে মাখিয়েচে, ডান অঙ্গ পড়ে রয়েচে,—দেখ না, ডান দিকে তেলের দাগটী লাগে নি; বড় আবাগী আসে, ডান দিকে তেল পড়্‌বে, নইলে এইরূপেই বসে থাকতে হবে।

অভ। আপনি কেন ডান দিকে তেল দিয়ে নোয় ফেলুন না, বেলা ত অনেক হয়েচে।

পদ্ম। তা হলে কি আর আস্ত থাকব! বড় আবাগী দুদ্দাড় করে কীল মার্‌বে, কেঁদে বাড়ী মাথায় কর্‌বে, ঝাঁটা ফিরিয়ে ঘাড় ভাঙবে, বল্‌বে "আমাকে একটু ভালবাস না, আমার অঙ্গটা আমার জন্ম রাখ্‌লে না, আপনি তেল দিলে।"

অভ। তুমি তবে ত বড় সুখী; তুমি যে দেখি ঘরজামায়ের বাবা।

পদ্ম। ঘরজামায়ের এক বাঘিনী আমার দুটী।

অভ। কিন্তু দাদা, ঘরজামায়ের একটা এক সহস্র।

পদ্ম। তুমি নি, বল্‌তে পারি না।—এরা এখন মার্ ধয়েচে,—

অভ। বল কি?

পদ্ম। কথায় কথায়।

অভ। ওরে তোমার কি।

পদ্ম। আমার জিত অনেক রকমে; তুমি পেটে খেতে পাও, আমি হপ্তায় আট দিন উপবাস করি; দুই আবাগী দুটো রসুইঘর করেচে; এ বলে আমার এখানে খাও, ও বলে আমার এখানে খাও।

অভ। তাতে ত আরো খাবার সুখ।

পদ্ম। খাবার উদ্যোগ মাত্র, ভাত ব্যঞ্জন যেমন তেমনি থাকে।

অভ। তুমি তবে খাও কি?

পদ্ম। বড় আবাগীর কীল, ছোট আবাগীর চড়।

তেলের বাটি হস্তে বগলার প্রবেশ।

বগ। ঠাকুরপো কবে এলে? এ বারে না কি তাড়িয়ে দিয়েচে? তুমি কি মাগই পেয়েচ! আমাদের ইনি একবার তাদের হাতে পড়েন, মাগের সুখটা টের পান।

অভ: তুমি স্বামীর গায় হাত তোল, তারা তা তোলে না।

বগ। গুণের নিধি বলেচেন বুঝি; আমার নিন্দে না করে জল খান না;—আমি তোমার করিচি কি, তোমার বুকে ভাত রেঁদিচি, না তোমার পিণ্ডি চটকিচি, যে যার তার কাছে আমার নিন্দে কর,—

পদ্ম। তুমি মারতে পার, আর আমি বলতে পারি নে?

বগ। আমি তোমারে একা মারি? আঃ! ডাকরা ভারত-ছাড়া! ছোট রাণীর নাম করতে পার না, সে তোমায় মারে না, সে তোমার মুখে বাসি আকার ছাই তুলে দেয় না; ছোট রাণীর নাতিগুলি চামরব্যজন, ছোট রাণী হাসলে মাণিক পড়ে, কাঁদলে মুক্ত পড়ে, চলে গেলে পদ্মফুল ফোটে,

'ছোট মাগ পাটরাণী,
বড় মাগ ধানভানানী।'

কি বলব ঠাকুরপো এখানে, তা নইলে এই তেল শুদ্ধ তেলের বাটী মাতায় ভাঙ্গতেম।

পদ্ম। বড় রাণী মারেন কিনা বুঝতে পাচ্চ।

বগ। সাধে মারি, তোমার রীতের দোষে মারি; আমি খুব করি, ছোট রাণীকে আর কত্তে হবে নাকি।—এই মারেন।

[পদ্মলোচনের মস্তকে তেলের বাটী প্রহার।

অভ। সত্যি সত্যি মার্‌লে বউ।

বগ। আমি বাটী ফেলে মেরেচি, ছোট রাণী হলে ঘটী ফেলে মারত।—দেখ্‌লে ত ভাই, ওঁর বিচার ত দেখ্‌লে; আমি কথা কইলে ওঁর গায় পোড়া কাঠ পড়ে, ছোট রাণী কীল মারলে ওঁর গায় পুষ্পবৃষ্টি হয়।

পদ্ম। (দীর্ঘ নিশ্বাস) তোমার বাটীর ঘায় সচন্দন পুষ্পবৃষ্টি হচ্চে।

অভ। আহা! রক্ত পড়্‌চে যে।—বউ, একটু তেল দাও।

বগ। মরচি, ও দিক্‌টে বিন্দি পোড়াকপালীর; তার দিকে আমি তেল দিলে কথা জন্মাবে।

পদ্ম। তার দিক্‌টে ভেঙ্গে দিলে কথা জন্মায় না।

বগ। পোড়া কপাল পুড়েচে, তারি দিকে টান্‌চেন, আমার দিকে ভুলেও টানেন না।—(পদ্মলোচনের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় দর্শন করিয়া) দেখ ঠাকুরপো, তুমিই ভাই এর বিচার কর; এই আংটিটে বিন্দী পোড়াকপালীর বাপ দিয়েচে, ওটা আমার হাতে দেওয়া, ছল করে আমারে অপমান করা, আমার বাপকে গরিব বলা, আমার বাপকে ছোট লোক বলা, বিয়ের সময় একটা আংটি দিতে পারে নি,—

পদ্ম। কি আপদেই পড়িচি! সাদে কি তার আংটি তোমার হাতে দিইচি, বাঁ হাতটায় তেল দিতেছিল, তেল লাগে বলে বাঁ হাতের আংটি ডান হাতে দিইচি।

বগ। শুন্‌লি ঠাকুরপো, বিচার শুন্‌লি। যেমন হক্ একটা ভাগ বাঁটা হয়ে গেচে, ডান দিক্‌টে আমার দিকে পড়েচে; ভাগ বাঁটার পর আমার হাতে তার জিনিষ দেওয়া ওঁর কি উচিত।—ভালাই চাও ত আংটি খুলে ফেল, নইলে নোড়া দিয়ে আঙ্গুল শুদ্ধ থেঁতো করে ফেল্‌ব।

পদ্ম। এই নাও খুলে ফেল্লেম।

[অঙ্গুরীয় দূরে নিক্ষেপ।

বগ। তুমি এখন একরকম হয়েচ, আমার প্রতি তোমার আর ভালবাসা নাই, আমার তুমি আর দেখ্‌তে পার না। বিন্দী পোড়াকপালী তোমায় কি খাওয়ালে, খাইয়ে তোমারে পর করে দিলে।—আমার ঘরে আর বস্‌তে চান না; ঘরে না ঢুকতে বলেন, আমার হাতে অনেক কাজ; বিন্দীর ঘরে ঢুকলে বেরুতে চান না।—আমার বিছানায় ছুঁচ ফোটে, না? বিন্দীর গদি বড় নরম, রাত দিন তাতে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

[প্রস্থান।

অভ। ছোট বয়ের দিকে দাদার একটু পক্ষপাত আছে।

পদ্ম। 'খুঁটোর জোরে মেড়া নড়ে'।—আমার কাছে ইতর-বিশেষ নাই গহনা দুজনকেই সমান দিইচি, বরং বড় রাণীকে অধিক। তবে কি জান ভাই, ছোটরাণীর বয়েস কম, কাজেই এক ঘণ্টার জায়গায় দু ঘণ্টা বস্‌তে হয়।

অভ। তিনিও কি মারেন?

পদ্ম। জুতোর বাড়ী। তিনি বড় রাণীর বাবা।

অভ। ছোট বউ ত এমন ছিলেন না।

পদ্ম। বড় আবাগীর দেখে শিখেচে। এখন বড় হয়েচে, আপন গণ্ডা বুঝে নিয়েচে। সে দিন বড় রাণী পিটে করে খাওয়ালে; পিটে ত নয় পেটের পীড়ে; কতকগুলা কাঁচাতেলমাখা চেলের গুঁড়ি সুমুখে দিয়ে বল্লেন "পিটে খাও।" কি করি, ভয়েতে ভয়েতে খেলেম; জানি, না খেলে পিট থাক্‌বে না। কিন্তু ভাই, এক দিন পিটে খেয়ে তিন দিন পেট ছেড়ে দিয়ে বসেছিলেম। ছোট রাণী ভায়ের কলসী, ও ছাড়্‌বে কেন, কাল সমস্ত দিন ধরে পিটে কর্‌লে, রেত্তে আমায় খেতে বল্লে।—ছোট রাণী সকল বিষয়েই বড় রাণীর বাবা, পিটে করেচেন যেন কুকুরে উজড়ে রেখেচেন।—তাই কম করে খেলেম বলে কত আব্দার; কি করি, আবার খেলেম।—বল্লেম বড় রাণীর পিটের চাইতে অধিক খেইচি, তবে ছাড়্‌লে। ঝকড়া দোকর খরচ, মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা— আমার হয়েচে অঙ্গের ভূষণ।

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ।

বিন্দু। পোড়া কপাল পুড়েচে, সত্যি সত্যি ফেলেচে,—

পদ্ম। কি ছোট রাণী?

বিন্দু। আমার বিয়ের আংটি নাকি আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েচ?

পদ্ম। (স্বগত) সর্ব্বনাশ করিচি। (প্রকাশ্যে) না ছোট রাণী, আমি কি তোমার আংটি ফেল্‌তে পারি, হঠাৎ হাত থেকে এই উঠানে পড়ে গিয়েচে।

বিন্দু। আংটির পা হয়েচে, না আংটি বগী আবাগীর কাছে লাফাতে শিখেচে, তাই উঠানে লাফিয়ে গেল?—তোমার মরণদশা ধরেচে, তাই এই অলক্ষণ গুলো কর্‌তে আরম্ভ করেচ।—বগী আবাগী ঠিক বলেচে, আংটি আঁস্তাকুড়ে দিলে, এইবার ছোট রাণীর মাথায় ঘোল ঢেলে চাক বাজাতে বাজাতে বনবাস দেবে

পদ্ম। বালাই, অমন কথা বল্‌তে নাই।

বিন্দু। তুমি আর বাকি রেখেচ কি? তুমি মর, যমের বাড়ী যাও, আমি বাপের বাড়ী বসে একাদশী করি। রাত্ দিন ঝাঁটা খাচ্চেন, তবু লজ্জা হয় না। কি বল্‌ব ঠাকুরপো রয়েচে, নইলে নোড়া দিয়ে একটী একটী করে দাঁত ভাঙ্গুতেম।

অক্ষ। ছোট বউ, তুমি রাগ করো না, বড় বউ তোমাকে ক্ষেপিয়েচে।

বিন্দু। পোড়ারমুখোর আস্পর্দ্ধা; সে কিনা বলে আমাকে বনবাস দেবে। আমার বনবাস হলে উনিও বাঁচেন, তিনিও বাঁচেন। আমি আর এখানে থাক্‌তে চাই না, আমি কালই চলে যাব, তুমি বগীকে নিয়ে নন্দনস কর।

পদ্ম। ছোট রাণী, একটু চেপে যাও, অক্ষয় রয়েচে এখানে, মনে ভাববে কি।

বিন্দু। ওঁরে আমার লজ্জা নিবারণ কর্‌বের কর্ত্তা রে! বগী আবাগী যখন পাড়ার লোকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে, তখন ভাতারগিরি ফলাও না, সে যে শক্ত মাটী, দাঁত বসে না।

পদ্ম। তার তিন কাল গেচে, এক কাল আছে, তাই তারে কিছু বলি না, তুমি বউ মানুষ তাই বলি।

বিন্দু। তোমার আর খোসামুদে কথা বলতে হবে না,—তুমি যত ভালবাস তা আমি কাল টের পেইচি।

পদ্ম। কিসে?

বিন্দু। বড় রাণীর পিটে খেয়ে তুমি তিন দিন পেট ছেড়ে দিয়েছিলে, আর আমার পিটে খেয়ে একটীবার ঘটী ছুঁলে না। আমাকে ভালবাস না, তাই আমার পিটে খেলে না।

পদ্ম। মাইরি ছোট রাণী, তোমার পিটে আমি এক-পেট খেইচি, বড় রাণীর পিটের ভবোল খেইচি।

বিন্দু। তা হলে আজ তোমার গঙ্গাযাত্রা হত। তাঁর পালায় পিটে খেলেন, আমার পালার পেট ছেড়ে দিলেন; আমার পালায় পিটে খেলেন, তাঁর পালায় দিন খুঁটী হয়ে বসে রইলেন।

পদ্ম। তুমি কেন একটু পটলের সেঁদ খাওয়ালে না, তা হলে যে ওর পালায় দিন মরে থাক্‌তেন।

বিন্দু। তুমি এমনি নেমকহারামই বটে;—আমি ওঁর ভালর জন্যে বলি, উনি ভাবেন আমি ওঁর মরণের চেষ্টা করি।

অভ। দাদা স্নান কর, বেলা অনেক হয়েচে।

পদ্ম। শশুরবাড়ী কবে যাবে? লোক এয়েচে নাকি?

অভ। দেরি আছে, যাবার আগে দেখা হবে।

পদ্ম। তোমার শশুরের অন্তঃকরণটা স্বভাবত. মন্দ নয়, তবে খোসামুদেরা খারাপ করে তুলেচে।

অভ। তিনি যে সকয় মেয়ে প্রসব করেচেন, তাঁর গুণে বলিহারি যাই।

[প্রস্থান।

পদ্ম। রাগটা পড়েচে কি?

বিন্দু। আমি কার উপর রাগ করব, আমার আছে কে?

পদ্ম: আমি।

বিন্দু। তুমি কি আমার?

পদ্ম। তবে কার।

বিন্দু। বগী আবগীর।

পদ্ম। তুমি যদি বুঝে দেখ, আমি তোমা বই আর কারো নই।

বিন্দু। বোঝাবুঝি পিটেতেই জান্‌তে পেরেচি; মত্তে গিছিলেম পিটে কত্তে গিছিলেম।

বগলার প্রবেশ।

বগ। হ্যাঁরা, ও হাড়হাবাতে প্যাত্‌না, তুই নাকি আমাকে বুড়ো হাবড়া বলেচিস্? একেবারে অধঃপাতে গিয়েচ। বিন্দী পোড়াকপালীর আচ্ছা ওষুধ, বেশ্ ধরেচে।

পদ্ম। কে বল্লে?

বগ। অভয় ঠাকুরপো বলে গেল।—তোমার নাকি মৃত্যু ঘুনিয়ে এয়েচে, তাই এমনি করে অপমানের কথাগুলো মুখ দিয়ে বার কচ্চ; তুমি এখন আর মানুষ নও; তুমি এখন বিন্দীর বাঁদর।

বিন্দু। বগী, তুই বিন্দী বিন্দী করিস্‌নে, বলচি; ভাল তোর ভাতার তোরে বুড়ো বলে থাকে, তার সঙ্গে বোঝা পড়া করগে; আবার বাব করবি বেড়ী-পেটা হবি।

বগ। হ্যাঁরা কালামুখ, তুই আপনি বল্লি, না বিন্দী তোকে বলালে? কথা কস্‌নে যে—বিন্দীর দিকে দেখ্‌চিস্ কি?—তুই যেমন তারি মতন—

[মস্তকে প্রকাণ্ড মুষ্ট্যাঘাত।

পদ্ম। বাবারে! গিচ, মেরে ফেলেচে আবাগী।

বগ। বুড়ো বলবি আরো গাল্ দিবি? হ্যাঁরা হাবাতকুড়ে, হতচ্ছাড়া, একচকো, পথেপড়া, আঁটকুড়ির ছেলে, ভাইখাগির ভাই, মড়িপোড়ানীর জামাই।

বিন্দু। ওরে আমার কুলীনকুমারী, গাধায় মরি, তবু বেটীর বাপ ভিকারী।—খুব করেচে বুড়ো বলেচে, আরো বল্‌বে, আর দশ বার বল্‌বে; বুড়োরে বুড়ো বলবে না ত কি খুকী বল্‌বে না কি? তিন কাল গেচে এক কাল আছে, এখন এয়েচেন সতীনের ঝক্‌ড়া কত্তে। বৃন্দাবনে যাও, কালামুখি, বৃন্দাবনে যাও, দোরে দোরে ভিক্ষা করে বেড়াও—

ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,

আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, এইটি বৃন্দাবন।

বগ। ও সর্ব্বনাশি, বিন্দি রাঁড়ি, হতচ্ছাড়ি, শতেকখোয়ারি, নয়চুয়ারি, মড়িপোড়ানীর মেয়ে, তোর বড় বুদ্ধি হয়েচে, এত বুদ্ধি ভাল নয়, তোর মরণ-বাড় বেড়েচে, আর দেরি নাই, পড়্‌লি, পড়্‌লি, পড়্‌লি; ছোট মুখে বড় কথা জেয়দা দিন থাকে না। আমি বুড়ো হলে তোর ভাতার বুড়ো হত না? না তোর ভাতার দিদি বিয়ে করেছিল?

বিন্দু। তোকে আর জন্মে বিয়ে করেছিল।

বগ। দূর আবাগি ভালখাগি, মড়িপোড়ার ঝি; মড়িঘাটায় তোর বাপ কাঠ যোগায়; পোড়াকপালে অনামুখ টাকার লোভে মড়িপোড়ার মেয়ে বিয়ে কল্লে, মলে কাঠের দাম নেবে না।—বিন্দি রাঁড়ি, তোর মড়িপোড়া বাবাকে বলে দিস্, আমি মলে কাঠগুলো যেন শুক্‌নো দেয়।

বিন্দু। তুমি মলে গোর দেবে, কাঠ লাগ্‌বে না।

বগ। গোর দেবে তোর বাপকে আর তোর বাপবয়সি ভাতারকে। ভালখাগি, তুই যে ভাতার ভাতার করিস্, তোর ভাতারে আর আছে কি, ওতে কিছু বস্তু রেখেচি? তোর পাঁচ বৎসর আগে আমার বিয়ে হয়েচে, আমি পাঁচ বৎসর একা ভোগ করিচি, তার পর রগ্‌ড়ে মগ্‌ড়ে নিংড়ে চিংড়ে সারা ক্যাক্‌ ফ্যাক্‌ কেঁসোওঠা আঁবের আঁটিটে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিইচি, তুই হাড়িকুড়ানীর মেয়ে সেইটে কুড়িয়ে নিয়ে থাচ্চিস্।

বিন্দু। তবে ভাগ ভাগ করে মরিস কেন, ওলো পাড়াকুঁছুনি, পাটবেচার মেয়ে? তোর বাপ পুঁটি মাচের মত টাকা গুণে নিয়ে তবে তোকে বেচেছিল, যখন দেখ্‌লে তুই হিজ্‌ড়ে আমাকে বিয়ে কল্লে।

বগ। ওলো পোড়াকপালি, তোকে বিয়ে ক'রে নি, তোকে নিকেও কল্লে নি, তোকে রেখেচে;—বাবুরা মেগের বয়স হলে যেমন রাখে, তেমনি তোকে রেখেচে। তুই বারেণ্ডার চিক ঝুলিয়ে দে, মেজের সাদা বিছানা কর, তাকিয়ে বল্‌সা, বাঁধাহুকোগুলো মেজে ঘসে রাখ্, খাটে দুই হাত পুরু গদি পাত্, পায় বার গাছা মল দে, পাছাপেড়ে শাড়ী পর, ফিরিঙ্গি করে খোঁপা বাঁধ্, বেঁধে বাবুকে নিয়ে সন্ধ্যার পর একটু পোর্ট খেয়ে মত্ত হ, আর লুকিয়ে বাবুর মুখে চুণ কালী দে।

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, এইচি বৃন্দাবন।

বগ। ওরে আমার ছালকাটা ফুলের কলি রে, ওরে আমার ডাব্ নারকেলের ভাওয়াপাতি, ওরে আমার মড়িপোড়ানীর কম্‌লে বাছুর; বাছার বুঝি দাঁত ওঠে নি, বাছা বুঝি মাড়ি দিয়ে কাম্‌ড়াচ্চে।—ও আবাগি, সরে যা, ও পোড়াকপালি, বুড়ো ভাতারের কাছ থেকে সরে দাঁড়া, কেমন কেমন দেখায়, বাপ ঝি বলে ভুল হয়—

আমি কচ্‌কে ছুঁড়ী, ফুলের কুঁড়ি, মড়িপোড়ানীর ঝি,
বিয়ের পরে বুড়ো ভাতারকে বাবা বলিচি।

[পদ্মলোচনের দাড়ী ধরিয়া নৃত্য।

আমি কচ্‌কে ছুঁড়ী, ফুলের কুঁড়ি, মড়িপোড়ানীর ঝি,
বিয়ের পরে বুড়ো ভাতারকে বাবা বলিচি।

বিন্দু। (পদ্মলোচনের নাসিকায় কীল মারিয়া) তুই কেন আমাকে বিয়ে করেছিলি, তোর জন্যেই ত আমার এ ব্যাখ্যানা সইতে হয়। থাক্ তোর বুড়ীকে নিয়ে, আমি বাপের বাড়ী যাই।

[প্রস্থান।

পদ্ম। বড় খাণী প্রেয়সী জিত। তুমি হাজার হহ্ আমার সম্বন্ধের মাগ,—

বগ। তোমার আর গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না।

পদ্ম। আমি তোমাকে এক দিনও অমান্য করি না, তুমি যখন যা চাও তাই দিচ্চি, তোমার শ্রীচরণের চুটকি হয়ে পড়ে আছি।

বগ। তোমার আর ভাতারগিরি ফলাতে হবে না, তুমি ভাতারও না, ভাতারের 'ভা'ও না; ভাতার বলি ও বাড়ীর বটঠাকুরকে, যত দিদির আঁচল ধরে বেড়ায়—

পদ্ম। (গীত) আয় আমার অঞ্চলের নিধি,
　　　　আঁচল ধরে পিছে পিছে—

বগ। পোড়ারমুখ মরে যাও,—

পদ্ম। 　　যশোদার নীলমণি যেমন,
　　　　ননী খেত নেচে নেচে।

বগ। আমি পাগলও নই ছন্নও নই যে কথায় কথায় আমাকে ঠাট্টা করবে।

পদ্ম। সন্ধ্যা হল, এখনও স্নান হল না।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বেলডাঙ্গা—অভয়কুমারের ঘর।

পদ্মলোচন এবং অভয়কুমারের প্রবেশ।

অভ। লোকের উপর লোক, লোকের উপর লোক, আর না যাওয়া ভাল দেখায় না, বিশেষ তোমার অনুরোধ, কাল যাব।—যাওয়া মাত্র, অধিক দিন সেখানে থাকতে হবে না; মাগ গ্যাদায় গদ গদ, স্বামী চাকর বাকরের সামিল, বাইরে থাকবের স্থান নাই; কাজেই চলে আসতে হবে।

পদ্ম। জামাই-বারিক।

অভ। জামাই-বারিকে রাত্‌দিন প্রেতকীর্ত্তন হচ্চে,—কেউ পদাবলি গাচ্চেন, কেউ পাঁচালীর ছড়া বলচেন, কেউ গাঁজা টিপচেন, কেউ গুলি খাচ্চেন।

পদ্ম। তুমিও ত গুলি খাও।

অভ। জামাই-বারিকে বাস কত্তে গেলে গুলি খেতে হয় আর দাড়ী রাখ্‌তে হয়।

পদ্ম। জামাই-বারিকটে আমার দেখা হয় নি।

অভ। একটা বড় ঘর। জামাইবাবুরা শালা বাবুদের বৈটকখানায় বস্‌লে শালা বাবুদের লজ্জা বোধ হয়, তাই কর্ত্তাবাবু বাড়ীর পাশে একটা বড় ঘর তৈয়ের করে দিয়েচেন, সব জামাইরা সেই খানে থাকে; জামাই, ভাইঝি-জামাই, ভাগ্নী-জামাই, নাত্‌জামাই, জামায়ের জামাই, সব সেই ঘরে থাকে।

পদ্ম। এখন কতগুলি আছে?

অভ সাড়ে বারায় জন।

পদ্ম। আবার আধ্ পেলে কোথায়?

অভ। চাপরাস-চারাণে জামাইগুলকে আধ্ বলে গুণ্‌তি করে।

পদ্ম। রাত্রিতে শোবার সরঞ্জাম আছে?

অভ। আছে বই কি, তিন কুড়ি খাট্ আছে—দড়ী দিয়ে ছাওয়া; তিন কুড়ি বালিশ আছে, তিন কুড়ি পাশ-বালিশ আছে; সব জামাইদের এক একটা ডাবা হুঁকো আছে, কলিকেও একটা করে; তামাক, টিকে, আগুন এক কোণে থাকে, একজন চাকরের জিম্মা, তার হুকুম আছে তামাক দেবে; গাঁজা, গুলি, চরস নিজে নিজে সেজে খাও।

পদ্ম। ক দিন অন্তর বাড়ীর ভিতর যেতে পায়?

অভ। তিন দিন, চার্ দিন, কেউ কেউ হপ্তা, কেউ কেউ মাস, কেউ কেউ বৎসর।

পদ্ম। কষ্ট বড়।

অভ। কষ্টের চূড়ান্ত। যদি খাবার সংস্থান থাকে, তা হলে কি আর সেখানে যাই। বিশেষ, গুলিটে অভ্যাস করে পরাধীন হয়ে পড়িচি; জামাই-বারিকে অক্লেশে গুলির উপযুক্ত আহার মেলে।

পদ্ম। তবে দাঙ্গাহেসাত আর করো না, মানিয়ে জুনিয়ে [illegible] থাক।

অভ। আমার ত তাই ইচ্ছে, তা আমারে যে রাঁখে না।

পদ্ম। কে?

অভ। মাগ মনিব। এ বারে যদি কিছু অহঙ্কারের চিহ্ন দেখি, তা হলে তার মুখে নাতি মেরে বৃন্দাবনে চলে যাব।

পদ্ম। ভায়া, আমাকে সঙ্গে নিও, আমি ডবোল মার আর খেতে পারি নে। আবাগীরে পালা উঠিয়ে দিয়েচে; এখন জোর যার মুলুক তার, টানাটানি করে যে নিতে পারে। আমি সন্ধ্যার পর এ বাড়ী ও বাড়ী বসে গল্প করি, তার পর রাত্ দুই প্রহর হলে বাড়ী যাই, দুই আবাগী ঘুমিয়ে থাকে, যার ঘরে ইচ্ছে তার ঘরে ঢুকি। জেগে থাক্‌লে শম্ভু নিশম্ভুর যুদ্ধ হয়।

অভ। দাদা, এখন রাত্ হয় নি, এখন বাড়ী গেলে তোমাকে কুকুরমারা কর্‌বে; এস দুই ভাইতে গিয়ে আহার করি, তার পর রাত্ অধিক হলে বাড়ী যেও।

পদ্ম। আচ্ছা ভাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বেলডাঙ্গা—পদ্মলোচনের দরদালান।

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ।

বিন্দু। (স্বগত) আজ্ ভোর পর্য্যন্ত জেগে থাক্‌ব। অনেক রেতে বাড়ী আসেন, আর চুপ্ করে বগীর ঘরে যান। আজ্ যেমন আস্‌বে, অমনি গলায় গামছা দিয়ে ঘরে নিয়ে যাব।—বগী আবাগী ঘুমিয়েচে, শাড়াশেড়ি আর পাচ্চি নে। আমি দোর ভেজিয়ে দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকি।

[প্রস্থান।

বগলার প্রবেশ।

বগ। বিন্দী পোড়াকপালী ঘুমিয়েচে। আজ্ যেমন আসবে, অমনি ঘরে নিয়ে যাব। একটু ফাঁক পায় আর বিন্দী আবাগীর ঘরে ঢোকে। আবাগী কি চালপড়া খাওয়ালে, আমার বুক থেকে মিন্‌সেরে যেন ছিঁড়ে নিলে। এখন ইচ্ছেয় ত আমার ঘরে যায় না, ধরে বেঁধে যত নে যেতে পারি। আমি ঘরে গিয়ে বসি; যাই আস্‌বে আর গলায় আঁচল দিয়ে টেনে নিয়ে যাব।

[প্রস্থান।

চোরের প্রবেশ।

চোর। এরা সব ঘুমিয়েচে, এই বেলা মাল সরাবার সময়।—বড় ঘরে ঢুকি।

বিন্দুবাসীর প্রবেশ।

বিন্দু। (চোরের গলায় গামছা দিয়া ঝাঁটা মারতে মারতে) তবে রে পোড়ারমুখো ড্যাকরা, এই তোমার ভালবাসা, ভুলেও কি এক দিন আমার ঘরে যেতে নাই; আমি ঘুমিয়ে পড়ি, আর উনি টিপি টিপি বড় রাণীর ঘরে যান; বড় রাণীর দুদ বড় মিষ্টি, ছোট রাণীর গুদে গোবরের গন্ধ :—মুখ ঢাকিস্ কেন?—(নাসিকার উপরে কীল)—তোর আজ্ হয়েচে কি, তোকে আমার বিছানায় শুইয়ে ঝাঁটার বাড়ী মাতা ভেঙ্গে দেব।

বগলার প্রবেশ।

বগ। (চোরের গলায় অঞ্চল দিয়া ঝাঁটা মারিতে মারিতে) বলি ও পোড়ারবাঁদর, বেদে চোর, যাচ্চ কোথায়, এ দিকে এস, আমিও তোর মাগ, আমাকেও বিয়ে করিচিস্; ওকেও যেমন দেখিস্, আমাকেও তেম্নি দেখতে হয়। আমি ত তোর মার পেটের বোন না যে আমার বিছানায় শুলে তোমার সমপর করতে হবে? আয় ড্যাকরা ঘরে আয়,—(পৃষ্ঠে কীল)—আয় ড্যাকরা ঘরে আয়।—

[কীল।

বিন্দু। আরে পোড়ারমুখ, কোথায় যাও; আজ্ তোমারে যমে ধরেচে, যমের হাত ছাড়াতে পারবে না।—তবু যে যাস্, হ্যা রা বেহায়া, বেইমান—(ঝাঁটা প্রহার)। পোড়ারমুখে বাক্যি হরে গিয়েচে মৌনব্রতী হয়েচেন।

[নাসিকার উপর কীল।

বগ। ছোট রাণীর কীলগুলো বড় মিষ্টি, আর আমার কীলগুলো তেত, তাই ছোট রাণীর দিকে ঢসকে পড়্চ।—পড়াচ্চি তোমাকে, বঁটী এনে তোমার নাক কেটে নিই।

পদ্মলোচনের প্রবেশ।

পদ্ম। বাড়ীর ভিতর এত গোলমাল কেন রে; দু আবাগী কাটাকাটি করে মর্‌চিস্ নাকি? মর আপদ্ যাক্। আমি বলি ঘুমিয়েচে, ঘুম কোথা, বুনো মহিষের যুদ্ধ বাদিয়েচে।

বগ, বিন্দু। (চোরকে ছাড়িয়া) তবে এ কে?

পদ্ম। তোরা ভাতার গড়িয়ে ঝকড়া কচ্চিস্ না কি?

বগ। এতক্ষণ কোথায় ছিলে, এমন ঝাঁটাগুলো বৃথা গেল, এমন জোরের কীলগুলো বাজেখরচ হয়ে গেল।

পদ্ম। তুই ব্যাটা কে রে?

বিন্দু। চোর চুরি কর্‌তে এয়েচে, টিপি টিপি বগীর ঘরে যাচ্ছিল, আমি বলি তুমি যাচ্চ, গলায় গাম্‌ছা দিয়ে তাই মার্‌তে লাগ্‌লেম, তার পর বগী এসে যোগ দিলে।

পদ্ম। ওরে ব্যাটা সিঁদেল চোর, আমার ঘরে এয়েচ চুরি কত্তে; বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা রা হারামজাদা।—চল্ ব্যাটা চল্, তোকে পুলিসে দেব,—

চোর। মশাই গো পুলিসে দেবেন না, এক দিনের মার বাঁচিয়ে দিলেম।

পদ্ম। তুই ব্যাটা চোর ত?

চোর। আমি চোর না তুমি চোর।

পদ্ম। আমি চোর হলেম কিসে?

চোর। তা নইলে রোজ রোজ সাত চোরের মার্ হজম হয় কেমন করে?

পদ্ম। এ কথা তুমি বল্‌তে পার।

চোর। আমি বিশ বছর চুরি কচ্চি, এমন বিপদে কখন পড়িনি; বাপ! যেন চর্‌কি ঘুরিয়ে দিলে। জান্‌তেম, ভাল মানুষের মেয়েদের হাত নাকি ফুলের মত নরম; ওমা! কোথায় যাব, এদাদের হাত যেন কালপেটা হাতুড়ি।

পদ্ম। আচ্ছা বাপু, আমি নেমকহারামি কত্তে চাই নে, তোমাকে ছেড়ে দিলেম, তুমি বাড়ী যাও।

চোর। এঁরা আর এক চোট লেবেন।

[প্রস্থান।

পদ্ম। তোদের আক্কেল আমি কি কেশত্যাগী হব, তোরা চোরের সঙ্গে লড়াই দিস্, তোদের সাহস কি; এই রাত খাঁ খাঁ কচ্চে, গ্রামের লোক নিষুতি,

পাড়া শব্দটী নাই, তোরা কিনা এই রাত্রে চোর নিয়ে রণ বাদিয়েচিস।—আমি আজ্ কারো ঘরে যাব না, এই দরদালানে পড়ে থাকব।

বিন্দু। বুঝিচি, তোমার ফিকির আমি বুঝিচি; আমি ঘরে যাব, আর তুমি বগী আবাগীর ঘরে ঢুক্‌বে।

পদ্ম। তুমি কেন আমার কাছে বসে থাক না।

বগ। বগী আবাগী ভেসে যাক্।

পদ্ম। তুমি না হয় চৌকী দাও।

[উপবেশন।

বগ। আমার বেঁলা চৌকী দাও, বিন্দীর বেঁলা কাঁছে বঁস।—আ পোড়া-কপালে একচকো, তোমার মুণ্ডুটো আজ্ ঝাঁটার গোড়া দিয়ে গুঁড়ো কত্তেম, তা চোর ব্যাটা এসে সতীন হল।—ছোঁট রাণি, আমার কাছে বস, ছোঁট রাণি, আমার গায় হাত বুলাও, ছোঁট রাণি, আমার অন্তর্জ্জল কর।—পোড়ারমুখ, মরে যাও, ছোট রাণীর, কোল খালি হক্। বলে

'সুয়ো মেগের বোল আনা, দুয়োর নামে নাই,
একচকো ভাতারের মুখে বাসি আকার ছাই।'

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, এইচি বৃন্দাবন।

বগ। বিন্দি পোড়াকপালি, তুই আর কথা কস্ নে, পোড়ারমুখো যদি বুদ্ধে পেয়ে থাকে, তোকে ত্যাগ করবে;—ও ত চোর না, তোর নাগর, তুই পোড়াকপালি বড় খেলয়াড়, নাগর বলে আন্‌লি, চোর বলে তাড়ালি,—

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, এইচি বৃন্দাবন।

বগ। কালামুখী কচিখুকী হুল তুল্‌চেন; এতক্ষণ মন-চোরার গায় হুল তুল্‌লেন, এখন ভাতারের গায় হুল তুল্‌চেন,—

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, এইচি বৃন্দাবন।

বগ। আজ থেকে তুই আর ভাতার পাবি নে, আমি এই ভাতারের কাছে বসলেম—(পদ্মলোচনের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া উপবেশন)। ওকে বিষ খাইয়ে মারব, তবু তোকে দেব না।—ভাতার মরকে দিতে পারি, শতু সতীনকে দিতে পারি নে।

বিন্দু। তোর ভাগের দিকে তুই বস্‌লি, তাতে কি আমি কথা কই; আমার ভাগ ছুঁবি ত ঝাঁটার বাড়ী খাবি,—

বগ। ছোঁব না ত কি তোকে ভয় করব; এই ছুঁলেম—

[পদ্মলোচনের বাঁ পায় এক কীল।

বিন্দু। আমার পায় তুই এক কীল মার্‌লি, আমি তোর পায় দুই কীল মারি—

[পদ্মলোচনের ডান পায় দুই কীল।

বগ। তবে তোর পায় তিন কীল—

[বাঁ পায় তিন কীল।

বিন্দু। তোর পায় এই চার্ কীল—

[ডান পায় চার্ কীল।

বগ। বটে রা সর্ব্বনাশি, তবে দেখ্‌বি নাকি কেমন করে তোকে রাঁড় করি—

[বটী লইয়া পদ্মলোচনের বাঁ পায় এক কোপ—প্রস্থান।

পদ্ম। পাটা একেবারে গিয়েচে, দু আঙ্গুল কোপ বসেচে, উত্থানশক্তি-রহিত।

বিন্দু। আহা! পোড়াকপালী মাচ্-কোটা করে ফেলেচে।—এস, তোমায় আমি টেনে ঘরের ভিতর নিয়ে যাই।

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কেশবপুর—জামাই-বারিক।

চারিজন জামাই আসীন।

প্রথম জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) আমি ভাই, আজ্ এক মাস বাড়ীর ভিতর যাই নি, প্রেয়সী আমাকে ডাইভোর্স কল্লেন নাকি।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) হয়েছিল কি?

প্রথম জা। বাল্‌সেছিলেন, তা আড়াই দিনে সেরে গিয়েচে; আজ্ এক মাস কুঁড়েপাত লুস চেন, বরমা-পনির মত ছুটে বেড়াচ্চেন; আমি বাড়ীর ভিতর যেতে চাইলেই গিন্নী বলেন কাহিল।

তৃতীয় জা। তোমার তবু একটা অছিলা আছে, আমি আজ্ দশ দিন জামাই-বারিকের বরেগা গুণ্‌চি, আর তিনি সুস্থশরীরে খোসমেজাজে একা খাটে পড়ে আছেন। আমি পাঁচিকে রোজ বলি "পাচি, আমার নামের পাশখানা নিয়ে আয়, আমি আজ বাড়ীর ভিতর যাব"; তা বলে "তোমার নামের পাশ দিতে চান না।"

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) ক দিন এখানে ছিলাম না, এর মধ্যে অনেক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে দেখ্‌চি যে;—পাশগুলিন থাকে কোথা?

চতুর্থ জা। গিন্নীর ঘরে। যারে যারে তিনি বোঝেন বাড়ীর ভিতর যাবার যোগ্য, তার তার নামের পাশ পাঁচির কাছে দেন, পাঁচি জল খাবার সময় দিয়ে যায়।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) বিনা পাশে যাবার যো নাই?

তৃতীয় জা। না।

দ্বিতীয় জা। কোন দিন চেষ্টা করেছিলে

তৃতীয় জা। আমি এক দিন বিনা পাশে যাবার চেষ্টা করেছিলেম; মাজের দরজার দরওয়ান ব্যাটা পাশ দেখ্‌তে চাইলে, দেখাতে পাল্লেম না, অর্দ্ধচন্দ্র আহার করে ফিরে এলেম।

প্রথম জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) সময় না হলে আর আমাদের দরকার হয় না; আমরা যেন ভাই, কুক্ সাহেবের আড়গড়ার মেলগ্যাণ্ডার, ফিমেল্ গুস্,—

দ্বিতীয় জা। সাবাস্ দাদা বেশ্ বলেচ; কি বল্‌ব গাঁজা টিপ্‌চি, তা নইলে সেকৃহ্যাণ্ড কত্তেম;—নেভার মাইন, কেনি দাও। (কনুইতে কনুইতে ঘর্ষণ)। শালাবাবুদের পাশ নাই?

চতুর্থ জা: তাদের হল বাড়ী, তারা যখন মনে করে তখন বাড়ীর ভিতর যায়।—বউমাদের পাশ আছে বটে, তাঁদের কত্তকটা আমাদের দশা।

তৃতীয় জা। সে ক দিন? যে ক দিন খাঁড়া ধর্‌তে না শেখে, তার পর জোর করে কেল্লা দখল করে।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টানিয়া গীত—বাউলে সুর, তাল একতালা)

মার দম্ কসে দম্ গাঁজার কল্‌কে তুলে,
না খেয়ে রয়েচে আমার পেটটা ফুলে;
গাঁজা সেজে খাই, কত মজা পাই,
কেহ নাই মোর বাপের কুলে।
অভাগা কপাল, কাস্তা যেন কাল,
প্রহারে পয়জার ধরিয়ে চুলে।

প্রথম জা। (গাঁজা টানিয়া গীত—রাগ সিন্ধু জঙ্গলা, তাল খেমটা)

বল কি হবে মিছে ভাবিলে এখন,
ভাবিতে উচিত ছিল বিবাহ যখন।
অষ্টরম্ভা বাপের বাড়ী, দুবেলা চড়ে না হাঁড়ী,
তাইতে আমি শ্বশুর-বাড়ী, কাল যাপন।

দ্বিতীয় জা। নিদ্বারণকে ডাক্ না ভাই, সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনা যাক্।

তৃতীয় জা। তারা খোলা ছাতে গুলি খাচ্চে;—ঐ এয়েচে।

পাঁচজন জামায়ের প্রবেশ।

দ্বিতীয় জা। নিধারণ, একবার সাতকাণ্ড রামায়ণটা শুনিয়ে দাও।

পঞ্চম জা। কেতি কি বাবা, বেদি করে দাও।

প্রথম জা। এই তোমার বেদি—

[একখানি খাটে গুটিকৃত লেপ পাতন।

দ্বিতীয় জা। তবে বেদিতে আরোহণ কর।

পঞ্চম জা। কিছু ভাল লাগচে না বাবা, মাগ মহাশয় রাগ করেচেন, পাঁচ দিন পাশ পাই নি।

দ্বিতীয় জা। নেভার মাইন, রামায়ণ আরম্ভ করে দাও, আজ পাশ পাবে।

পঞ্চম জা। (বেদিতে উপবেশনানন্তর) এক নিশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ বলা সাধারণ বিদ্যার কর্ম্ম নয়, বাবা। তবে শোন। ঐ যে রোজ সকাল বেলা, অর্থাৎ যামিনী বিগতা হলে, পূর্ব্বদিকে, পদ্মরাগমণির পঙক্তি দৃশ্যং, ভারি লাল, রক্তবর্ণ, হিঙ্গুলের মত, কাঁচা সোণার ন্যায়, একখান চকমকে থাল উদয় হয়, ওটা সূর্য্য। তোমরা ভাব, ও ব্যাটা কেবল সকালে উদয় হয়ে সমস্ত দিন আপিসের কাজ চালিয়ে সন্ধ্যার সময় বাসা যায়, এমন নয়; ওর একটা বংশ আছে, তার নাম সূর্য্য-বংশ। বংশটা ভারি বংশ, এখন নির্ব্বংশ। এই সূর্য্য-বংশে দশরথ নামে এক রাজা ছিল,—মহাবলপরাক্রম ভূধর মহীধর ধরাধর সাগর নাগর আগর রাজা। অন্দরমহলে রাণীর পাল; পালখাড়া রাণী, অর্থাৎ সকলেই বন্ধ্যা, একটীরও গর্ভ হয় না; বাড়ীতে ছেলের ভাঁজ নাই।

রাজা যাগ যজ্ঞ হোম নৈবিদ্য স্বস্ত্যয়ন কুশাসন সাগরমন্থন গন্ধমাদন কত কল্লেন, কিছুতেই রাণীদের গর্ভের সঞ্চার হল না। রাজা ভেবে ভেবে 'চিন্তাজরো মনুষ্যাণাং';—তখন কুক সাহেবের আডগড়া হয় নি, কি উপায়ে বংশ রক্ষা করেন।

তৃতীয় জা। জামাই-বারিক ছিল না?

পঞ্চম জা। রাণীদের সঙ্গে জামাই-বারিকের শাশুড়ী সম্পর্ক, থাক্লেই বা কি হত?—রাজা কিংকর্ত্তব্য অনুচা হয়ে খুব গাঁটাগোঁটা অকালকুষ্মাণ্ড গোচ একজন ঋষিকে আনালেন, তার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ। ঋষিবর যোগ আরম্ভ করলেন।— বাবা, কার দ্বারা কি হয়, কে বল্তে পারে;—ঋষ্যশৃঙ্গ তপোবনে ফিরে না যেতে যেতে মহারাজের চার কুমার উত্তমাশা অন্তরীপের ন্যায় বিরাজ কত্তে লাগ্‌ল। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। ছেলে চারটেকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে লিখ্‌তে দিলে। অল্প দিনের মধ্যে ছেলেগুলো আমাদের লালা বাবুদের মত পদ্মপলাশলোচনবৎ মুখে উঠ্‌ল। পরীক্ষায় বিন উপস্থিত; রাজা রাজ্যময়

আপামর সাধারণ পারিষদ্দী, তাই নিজে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন। রাম উপস্থিত; রাজা জিজ্ঞাসা কল্লেন "পঞ্চাশ কড়া"? রাম বল্লে "বার গণ্ডা দু কড়া"। রাজা রামের গালে একটা প্রচণ্ড চড় মারিয়া বল্লেন "তোর কিছু বিদ্যা হয় নি, তুই বনে যা"। লক্ষ্মণ উপস্থিত;—"পঞ্চাশ কড়া?" "সাড়ে বার গণ্ডা"। প্রচণ্ড চড় মারিয়া রাজা বল্লেন, "যা ব্যাটা, তুইও বনে যা"। ভরত শত্রুঘ্ন উপস্থিত;—"পঞ্চাশ কড়া"; দুইজনে একবারে বল্লে "পাঁচ গণ্ডা সাত কড়া" রাজা একটু মুচ্‌কে হেসে বল্লেন "যা তোরা রাজা হ'গে"।

রামলক্ষ্মণ পিতৃ-আজ্ঞা-প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত মূঢ়মতি বিবেচনায় পঞ্চবটীর বনে উপসংহার করিয়া ডেরাডাণ্ডা ফেল্লেন। সাঁওতাল-নন্দনদিগের সহিত হেঁড়েডুডু, নবীন তুড়কি, কপাটি কপাটি, ডাণ্ডাগুলি খেল্‌তে লাগ্‌লেন; অল্প দিনের মধ্যে সুমেরু-শিখর-নিকর-পরাজিত দিগ্বিজয়ী বীর হয়ে উঠ্‌লেন। ইতিমধ্যে কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপতি বালী রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরিণয়-উপলক্ষে তাঁহার বৈটকখানায় নৃত্য করিবার জন্য এক জোড়া খ্যামটাওয়ালী উপস্থিত হয়। নাচ আরম্ভ হয়েচে; বালী রাজা সিংহাসনে বক্রভাবে দীর্ঘ লাঙ্গুল উচ্চ করিয়া উপবিষ্ট; দুই পার্শ্বে হনুমান্, জাম্বুবান্, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ প্রভৃতি লোমাচ্ছাদিত-উচ্চ-পুচ্ছধারী মহোদয়গণ চেয়ারে কেকে কোচে বিরাজ কচ্চেন; জরির টুপি, মরেসা, শামলা, কিংখাপের চাপকান, সাটিনের চায়না-কোটে বানরকুল ঝলমল। রাম লক্ষ্মণ টিকিট পেয়েছিল; তারাও সভায় উপস্থিত।—বুনোদের সঙ্গে থেকে ছোঁড়া দুটোর স্বভাব বিকড়ে গিয়েছিল। বালী রাজাকে বল্লে "খ্যামটাওয়ালী দুটোকে আমাদের দাও"; বালী বল্লে "দেব না";—ঘোর যুদ্ধ;—বালী রাজা বধ। খ্যামটাওয়ালী দুটোকে দু ভাইতে ভাগ করে নিলে; যেটার নাম সীতা, সেটা নিলে রাম; যেটার নাম সূর্পণখা, সেটা নিলে লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ সভার্থ্যাভ্রান্তরে শুচি হইয়া পঞ্চবটীর বনে আগমন করে দেখেন সূর্পণখা মায়াবিনী রাক্ষসী, রাবণের ভগিনী। তৎক্ষণাৎ গজরাজবিনিন্দিত বারিদবৃন্দপরাজিত প্রলয়জন গর্জনবৎ চিৎকার শব্দ কর্‌লেন; নয়ন দিয়া ক্রোধানল, রোষানল, দাবানল, বাড়বানল, বিরহানল, কামানল, বাহির হইতে লাগ্‌ল; বল্লেন পাপীয়সি, কালামুখি, কলঙ্কিনি, কুলকলঙ্কিনি, কাঙ্গালিনি, তুমি দূর হও; এই বলে তার নাক কাণ কেটে নিয়ে তাকে বিদায় করে দিলেন। এখবর রাবণ রাজা শুনে তেলে-বেগুণে জ্বলে উঠ্‌লে, ছল করে রামের সীতা

হরণ করে নিয়ে গেল; রাম বাতাহতকদলীবৎ মাতায় হাত দিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লেন।

রামটা ত্যাবা গঙ্গারাম; লক্ষ্মণের বুদ্ধিটে খর্জ্জুর-কণ্টকবৎ তীক্ষ; ছল বল দুর্ব্বল কল কৌশল তার সকলি হস্তগত; বল্লে দাদা, তুই কাঁদিস্ কেন? পাঁচ পয়সার টিকে কিনে আন্, আর পাঁচ বুড়ি পাকা কলা সংগ্রহ কর, আমি তোর সীতা উদ্ধার করে দিচ্চি। রাম তাই কল্লেন। লক্ষ্মণ হনুমান্‌দিগকে এক একটা কলা দিয়ে বশীভূত করে তাদের লেজে এক-এক খান টিকে ধরিয়ে বেঁধে দিলে। তার পর বল্লে যাও সব লঙ্কায় চালে গিয়ে বস। হনুমানেরা কলা খেয়েচেন, কলার কাজ না কল্লে কৃতঘ্নতা হয়,—হুপ্ হুপ করে লঙ্কার চালে বস্‌ল, আর লঙ্কা দগ্ধ হয়ে গেল। রাবণ সবংশে নিপাত; বেড়া আগুন, পালাবার যো নাই; লঙ্কা ছার খার; সীতা উদ্ধার। ইতি সাতকাণ্ড রামায়ণং সমাপ্তমিদং।—এই হচ্চে রামায়ণ, তা বেদিতে বসেই বল আর চামর হাতে করেই বল।

তৃতীয় জা। বাল্মীকির সঙ্গে মেলে না।

পঞ্চম জা। বেল্লিকের রামায়ণ বাল্মীকির সঙ্গে মিল্‌বে কেন? কিন্তু মূল এই।

পাঁচজন জামায়ের প্রবেশ।

চতুর্থ জা। বনমালী এয়েচে, এবারে পীরের গান হক্।

ষষ্ঠ জা। চারজন দোয়ার চাই।

চতুর্থ জা। জামাই-বারিকে দোয়ারের ভাবনা নাই।

ষষ্ঠ জা। (চামর মন্দিরা লইয়া চারজন জামায়ের সহিত গীত)

মাণিকপীর, ভবপারে যাবার না,
অয়নাল ফকিরি নেলে কেনি থালে মাঁ,

চারজন জা। মাণিকপীর—

ষষ্ঠ জা। আল্লা আল্লা বলরে ভাই, নবি কর সার,
মাজা দুলিয়ে চলে যাবা ভবনদী পার।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। শুন রে ভাই বিবরণ, জব যারে আছে জীবন,
কখন যে আল্লাবে বন্দুক নাহি বাদ;

কোরাণেতে বয়েদ আছে, ছুনিয়েটা ক্যাবল মিছে,
খোদার নাম বিনে জান্‌বা সকলি ককমারি।
ব্যানে বিকেলে ছুপহরে, জরু ছাবাল সাতে করে,
নামাজ পড়্‌বা মন্‌ডা করে স্থির;
মানিলোকের রাখ্‌বা মান, গরিব লোককে করবা দান,
দরগায় গিয়ে ফয়তা দেবা ক্ষীর।
আপন গোণ্ডা বুঝে লেবা, পরের গোণ্ডা পরকে দেবা,
বড়গোনা কেজিয়ে করা কাজিকো চায়রাণি।
পীর প্যাগম্বর মাতায় ধরা, অন্ধকারে দেখে তারা,
হুসিয়ার্‌হে কাম্ কর্‌না ছোড়্‌কে সয়তানি।
ঝট্‌বাৎমে না দেবা দেল, সত্যছে বানাবা একেল,
ভক্তিভাবে কর্‌বা পূজো বাপ্ মার চরণ।
গোনা বরাবর নাইকো বিষ, ভনে দ্বিজ গোলামনবিস্‌,
এই তো ধরম শাস্ত্রের লেখন।
চারজন জা। মানিকপীর—(ইত্যাদি।)
ষষ্ঠ জা। সুবুদ্ধি গোয়ালার মেয়ের কুবুদ্ধি ঘটিল,
বেসালির ভিতর দুগ্ধ রেখে পীরকে ফাকি দিল।
চারজন জা। মাণিকপীর— (ইত্যাদি।)
ষষ্ঠ জা। কত কীর্ত্তি আছে রে ভাই, কওয়া নাইকো যায়।
দেখ সাদির সমে দোলায় বিবি ডুলি চেপে যায়।
চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি)
ষষ্ঠ জা। ওরে, কছকুমড়ো রাকলে ফেলে, তুম্‌চ নেরেলব্যাল,
আজগবি ছুনিয়ার খেলা, সর্ষের মধ্যি ত্যাল।
চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)
ষষ্ঠ জা। মুসলমানের মোল্লা রে ভাই, হাঁদুর মধ্যি সাধু,
কছকুমড়ো ছেড়ে দিয়ে আকির মধ্যি মধু।
চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)
ষষ্ঠ জা। আসমানেতে ম্যাগের খেলা করে সিংহনাদ,
আর দিনের বেলায় সুর্য্যু ওঠে রাত্তির বেলায় চাঁদ।
চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। পাহাড়ের প্রকাণ্ড হাতী, পিঁপ্ড়ে বাঁধা পায়,
আর ঘরজামায়ে শ্বশুরবাড়ী মেগের নাতি খায়।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। কত কেরামৎ জান রে বন্দা, কত কেরামৎ জান,
মাজদরিয়ায় কেলে জাল ডেঙ্গায় বসে টান।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। দুর্গির ছাওয়াল কার্ত্তিক রে ভাই, মোরগ চেপে যায়,
আর পুজো পালি বাঁজাবিবির ছাওয়াল করে দেয়।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। রাত্তির বেলায় ভুতির ডরে ডরিয়ে ওঠে ছেলে,
আর হুড়কো মেয়ে খমকে ওঠে খসম কাছে এলে।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

তৃতীয় জা। বিরহ হবে না?

দ্বিতীয় জা। হবে না তোমায় কে বল্লে?

ষষ্ঠ জা। এই বার হবে।—গেয়ে নাও তো ভাই।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। বিরহিণী বিবি আমার গো, বাঁদে নাকো চুল।
কল্‌জেতে ফুটেচে কাঁটা পঞ্চবাণের হুল।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। সায়েরে গিয়েচে খসমী, হাবুলি আঁধার করে,
পরাণ জলে গেল বিবির কুকিলের ঠোকরে।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। মুখ ঘামেচে বুক ঘামেচে বিবির ভাসেযাচ্চে হিয়ে,
খসম যদি থাকত কাছে রে পুঁচ্‌ত রুমাল দিয়ে।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। পিঁড়ের বসে কাঁদ্‌চে বিবি, ভুবি আঁখির জলে,
মোল্লারে ধরেচে ঠাসে, খসম খসম বলে।

চারজন জা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। ষাঁড়ের পাতায় শিং দিয়েচে, বাঁদুবির খাতার কোন
আল্লা আল্লা বল রে ভাই, পাল্লা করার শেষ।

চারজন দা। মাণিকপীর—(ইত্যাদি।)

তৃতীয় দা। এ বারে পাঁচালী হক্।

পাঁচি এবং চারিজন দাসীর প্রবেশ।

দ্বিতীয় দা। পাঁচালীতে আর কাজ নাই, এখন পাঁচির পাঁচালী শোনা যাক্।

পাঁচি। আর সব কোথায়?

প্রথম দা। খোলা ছাতে গুলি খাচ্চে।

পাঁচি। তোমাদের জল খাওয়াতে পাল্লে আমি আপনার কাজে হাত দিতে পারি। (দাসীদের প্রতি) ওগুনো ঐ খানে রাখ্।—তোর হাতে কি?

প্রথম দা। সন্দেশের হাঁড়া।

পাঁচি। তোর হাতে?

দ্বিতীয় দা। চিনির পানার গামলা।

পাঁচি। তোর হাতে?

তৃতীয় দা। দুদের গামলা।

পাঁচি। তুই কি এনিচিস্?

চতুর্থ দা। সসা, কলা, পেয়ারা।

পাঁচি। দুদের উড়্কি এনিচিস্?

তৃতীয় দা। এই যে।

পাঁচি: তুই এনিচিস্?

দ্বিতীয় দা। এই যে।

দ্বিতীয় জা। পাঁচি, তোর নাম পাঁচি হল কেন রে?

তৃতীয় জা। পাঁচির পাঁচ জন ছিল বলে।

পাঁচি। এখন আর আমার পাঁচ জন নয়।

তৃতীয় জা। ক জন?

পাঁচি। এখন যামায়ের পাল।

পঞ্চম জা। পাঁচি, তুমি দ্রোপদী।

পাঁচি। না, আমি কুন্তী, বিয়ে না হতে বাবুদের বাড়ী—

তরুণ-তপন-রূপে বিমোহিত-মন,
বিবাহ না হতে, কুন্তী খাইল যৌবন।

পঞ্চম জা। পাঁচি, তোর পতন হয়েচে।

পাঁচি। কোথায়?

প্রথম জা। কুয়োর ভিতর।

পঞ্চম জা। ঠাট্টা করো না বাবা, আমার দাদা রিফিউ লেখেন।

প্রথম জা। তাঁর নাম কি?

পঞ্চম জা। ভোঁতারাম ভাট্।

প্রথম জা। যিনি বৈষ্ণব ছিলেন, তার পর কল্মা কেটে কাজি হয়েচেন?

পঞ্চম জা। ভোঁতারাম ভাট্‌কে বড় সাধারণ লোক জ্ঞান করো না; তাঁর রিফিউয়ের ভারি ধার,—

প্রথম জা। খানা কাটা যায়?

পঞ্চম জা। তুমি মূর্খ, রিফিউয়ের "ধার" বুঝ্‌বে কি, পাঁচি বুঝেচে।

পাঁচি। আঁশ বঁটী।

পঞ্চম জা। পাঁচি তোর পতন হয় নি?

পাঁচি। ভোঁতারাম ভাটের চক্ষু থাকে ত হয় নি।

তৃতীয় জা। আমার চকে ত নয়।

পঞ্চম জা। ভোঁতারাম ভাট বলেন, কবিতা লেখার প্রণালী হচ্চে "তিন তিন দুই তিন তিন," তোমার তিন তিন দুই চার হয়ে গিয়েচে।

প্রথম জা। ওর যে বয়েস তিন তিন দুই সাত হতে পারে।

পাঁচি। ভোতারাম ভাট বুঝি জামাই-বারিকে লেখা পড়া শিখেছিলেন?

পঞ্চম জা। তোকে লেখা পড়া শেখালে কে?

পাঁচি। কেন, আমার স্বামী।

পঞ্চম জা। তোর স্বামী লেখা পড়া জানে?

পাঁচি। তোমাদের চাইতে ভাল।

পঞ্চম জা। পাঁচি. তুমি ষোড়শী, রূপসী, সরসী, বায়সী,—

পাঁচি। পোড়া কপাল আর কি, বায়সী যে কাক।

পঞ্চম জা। কাকী; "সী"র মিল কত্তে তোকে কাকী বলে ফেলিচি।

দ্বিতীয় জা। পাঁচি. তুই এত গহনা পেলি কোথা?

পাঁচি। জামাই-বারিকে।

পঞ্চম জা। পাঁচি, তুমি আমাদের কমিসারি জেনারেল; তুমি যে প্রমদা-পরিমল-পিঙ্গল প্রণালীতে এমন রসবরা কচ্চ, তুমি একটু গা-ঢাকা হয়ে থেকো।

পাঁচি। কেন গো?

পঞ্চম জা। লুশাই একস্‌পিডিসানে ধরে নিয়ে যাবে।

পাঁচি। তাতে তোমাদের অধিক ভয়।

পঞ্চম জা। কেন লো?

পাঁচি। তারা বাঁধা-খেগো বয়েল ধচ্চে।

পঞ্চম জা। ভাল বলেচ পাঁচি ঠাকুরঝি; আমি মরে যাই, তুমি আমার সঙ্গে সহমরণে চল।

পাঁচি। সহমরণে যে যাবার সেই যাবে।—এখন তোমরা এক জায়গায় খাবে, না আমায় টানা-পড়েন কত্তে হবে?

ষষ্ঠ জা। আমরা সব খোলা ছাতে খাব।

[দশজন জামায়ের প্রবেশ।

প্রথম জা। পাঁচি, আমার পেট জ্বলে উঠেচে, আমাকে এই খানে দে।

[একখানি রেকাব আর দুটী বাটী লইয়া উপবেশন।

পাঁচি। (দাসীদের প্রতি) তোরা এ দিকে আয়। (দুটী গোল্লা, চারখানি সসা কাটা, একটী খোসাফেলা পেয়ারা, এক উড়কি চিনির পানা, এক উড়কি দুদ প্রদান।)

প্রথম জা। আর একটু দুদ দে, আর বড় গুলি তৈরিচি।

[আহার।

তৃতীয় জা। পাঁচি, আমার নামে পাশ বেরিয়েচে?

পাঁচি। বলতে পারি নে, পাশগুলিন আমার আঁচলে বাঁধা আছে।

দ্বিতীয় জা। আজ যে দেখি আঁচল-ভরা পাশ; বাবুদের বাড়ী শ্রাদ্ধ না কি, নইলে এত নাগা সন্ন্যাসীর আহ্বান কেন?

তৃতীয় জা। পাঁচি, পাশগুলো পড়ে পড়ে আমার হাতে দে না ভাই।

পাঁচি। (অঞ্চল হইতে পাশগুলিন খুলিয়া পঠনান্তর প্রদান) যতীন্দ্রমোহন, দিগম্বর, রাজেন্দ্রলাল, কিশোরীচাঁদ, কৃষ্ণদাস, দ্বারিকানাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, অন্নদাপ্রসাদ, মনোমোহন, উমেশচন্দ্র, মুরলীধর, আশুতোষ, কালীমোহন, মোহিনীমোহন, কেবচন্দ্র, জুনিয়ার, জগবন্ধু, মহেন্দ্রলাল, প্যারিচরণ, ভূদেব, জগদীশ, গুরুচরণ, গৌরদাস, হেমচন্দ্র দীনিনাথ, অক্ষয়, বঙ্কিম,—

তৃতীয় জা। আমার নাম এখনও বেরুল না; কি সর্ব্বনাশ!—আর কথায়

পাঁচি। একখান।

তৃতীয় জা। পড় দেখি।

পাঁচি। মৌলভি আবদুল লতিফ।

দ্বিতীয় জা। ও কার?

তৃতীয় জা। ও ত ছোট জামায়ের, সে রাতদিন চস্‌মা চকে দেয় বলে তাকে আমরা আবদুল লতিফ বলি।—পাঁচি, আমি আজ গলায় দড়ী দিয়ে মর্‌ব।

অভয়কুমারের প্রবেশ।

অভ। পাঁচি, আমার পাশ বেরিয়েচে?

পাঁচি। তোমার পাশ হারিয়ে গিয়েচে।

অভ। আমি তবে বাড়ীর ভিতর যেতে পাবনা?

পাঁচি। বিবেচনার স্থল।

অভ। তবে আমাকে পায়ে ধরে বাড়ী থেকে আন্‌লি কেন?

দ্বিতীয় জা। সেখানে গর্ভযন্ত্রণা হয় বলে।—আজ্ পাশ পেয়েচি বাবা, আজ এক লাফে লঙ্কা ডিঙ্গাতে পারি,—

হাবার মার প্রবেশ।

হাবা। অভয় কোথায়? তার জন্যে এই লেখন এনিচি।

[অভয়ের গ্রহণ।

পাঁচি। হাতে লেখা পাশ।

দ্বিতীয় জা। কাঠের বেরাল হলে কি হয়, ইঁদুর ধত্তে পার্‌লিই হল।

হাবা। বলে

'নৌকা ভিজে চাই নে আমি, আজ্ঞে যদি পাই,
গঙ্গাজলে সাঁতার দিয়ে শ্বশুর বাড়ী যাই।'

দ্বিতীয় জা। হাবার মা, একটা গান কর্।

হাবা। (গীত, রাগ সিন্ধু কাপি, তাল খেমটা।)

মনের মত নাগর যদি পাই,
প্রেমডোরেতে তারে আমার যৌবনে জড়াই,
সেঁতি আয়না দিয়ে চুলে, সাজিয়ে খোঁপা বকুলফুলে,
মুচকে হেসে, কাছে বসে, ভুবো তার মন ভোলাই,

[প্রস্থান।

পাঁচি। তোমরা জলটল খাবে, না কেবল নাচ দেখবে?

দ্বিতীয় স্ত্রী। তুমি অগ্রসর হও, আমরা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৎসবৎ ধাবমান হই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কেশবপুর—কামিনীর শয়নঘর।

কামিনী এবং হাবার মার প্রবেশ।

কামি। হাবার মা তোর গায় ত গন্ধ কচ্চে না? ও যখন বাড়ী থেকে আসে, তখন ওর গায় বোট্‌কা বোট্‌কা গন্ধ হয়।—বাড়ীতে খেতে পায় না, তেল মাখে না, নায় না, কামায় না।

হাবা। তোর আর কথা শুনে বাঁচি নে; আমি দেখিচি, কেমন তেল মেখেচে, চুলগুলো যেন তেলে সাঁতার দিচ্চে।

কামি। তবেই আমার মাতা খেয়েচে; বালিশের ওয়াড়গুলিন মল্লিকে ফুলের মত ধপ্ ধপ্ কচ্চে, এক দিন শুলেই ক্ষিতি মেথরাণীকে ডাক্‌তে হবে।

হাবা। তুই যে ঠ্যাকারের কথা কস্, তাইতে তোর ভাতার রাগ করে যায়।

কামি। রাগ করে গেল, থাক্‌তে ত পাল্লে না, তু করে ডাক্‌তেই ত আবার এয়েচে।

হাবা। রাত অনেক হয়েচে, তুই শো, আমি তারে ডেকে আনি।

[প্রস্থান।

কামি। (মুকুরের নিকট দাঁড়াইয়া আপন অঙ্গ দর্শন করিতে করিতে)

এ কি বাবার বিবেচনা,
দেশে কি বর মেলেনা;
তাওড়া গাছের কেলে সোণা,
গাঁজার খবর ষোল আনা,
তারি হাতে এই ললনা!

(মুকুরের সমীপস্থ চেয়ারে উপবেশনানন্তর দীর্ঘ নিশ্বাস)

কেন বা বাঁধিনু চুল, কেন মল্লিকার ফুল
ঘিরে দিনু কবরীর গায় ;
মুক্তপুঞ্জ অলকায়, কেন দোলাইনু, হায় !
কেন আলতা দিনু রাঙ্গা পায় ;
কটিতটে চন্দ্রহার, মরি, মরি, কি বাহার !
কিবা হার পয়োধরোপরে ;
ছাঁচি পানে দিয়ে খর, রঞ্জিয়াছি ওষ্ঠাধর ;
মেদিপাতা দিচি পদ্ম করে ;
নীল নেত্র মনোহর, যেন দুটী ইন্দীবর,
যোগ-ভঙ্গ অপাঙ্গের নাম ;
নবীন যৌবন-ধন কারে করি বিতরণ,
পরিণেতা পোড়া বাঞ্ছারাম ;
ঘরজামায়ে অন্নদাস, পড়ে গুলি খাচ্চে ঘাস,
বার মাস করে জ্বালাতন ;
এখনি নিকটে বসে, মাতা খাবে দাদ্ ঘসে,
ফাটা পায় ছিঁড়িবে বসন ;
থাকে যবে নিজ ঘরে, স্বহস্তে লাঙ্গল ধরে,
মাতায় বিচালি বাঁধি আনে ;
এমন চাসার কাছে, আমার কি সুখ আছে,
কি আছে কপালে কেবা জানে।

অভয় কুমারের প্রবেশ।

অভ। কামিনি, এখন যে জেগে রয়েচ ?

কামি। টেবেলের উপর এক বোতল গোলাপজল আছে, ওটা সব তোমার গায় ঢেলে দাও ; আতর ল্যাভেণ্ডার মুখে রগড়ে রগড়ে মাখ, তার পর আমার কাছে এস।

অভ। আমি তা কর্‌ব না।

কামি। অঙ্গ অঙ্গ জ্বালাইয়া ত করে।

অভ। তারা আরাই-বারিকের জাম্বুবান্, তাই করে।—ও কথাগুলিন আমি ভাল বাসি না; ওতে আমার অপমান বোধ হয়। কামিনি, তুমি এমন নির্দ্দয় কেন?

[কামিনীর চেয়ার ধারণ।

কামি। (নাক টিপিয়া) ওঁরে মাঁ গঁন্ধে মলুঁম, গঁন্ধে মলুঁম, গঁন্ধে মলুঁম, গঁন্ধে মলুঁম; কোঁথাঁয় যাঁব, কি কঁর্‌ব, কেমন কঁরে রাঁত্‌ কাঁটাব।—গঁন্ধে মলুঁম, গঁন্ধে মলুঁম, ওঁরে মা গঁন্ধে মলুঁম,—

অভয়। (চিৎ হইয়া পড়িয়া চীৎকার শব্দে) বাবা রে, মা রে, মলেম রে, মেরে ফেল্লে রে, কোথায় যাব রে!—

পাঁচি, হাবার মা, এবং পুরমহিলা-চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

হাবা। ওমা! আমি কোথায় যাব, কি হল, অভয় আমার অমন করে পড়ে কেন? গোঁ গোঁ কচ্চে যে।

পাঁচি। ফুলদিদি, কি হয়েছে?

কামি। হবে আবার কি?

বউ। অভয়কুমার, তুমি চেঁচাচ্ছিলে কেন?

অভ। কামিনী আমায় দেখে নাক টিপে নাকি স্বরে "ওঁরে মাঁ, গঁন্ধে মলুঁম, কোঁথায় যাঁব" বলতে লাগ্‌ল, আমি ভাবলেম পেত্নী।

বউ। (কামিনীর প্রতি) পোড়ারমুখি, সব বোন গুলিন এক, গন্ধ গন্ধ করে মরেন; ওঁদের গায় পদ্মের গন্ধ, আর ওঁদের ভাতারদের গায় পচা নর্দ্দমার গন্ধ। পোড়ারমুখীরে গন্ধ গন্ধ করে রোজ মিছেমিছি আদ মন গোলাপজল নষ্ট করে।—পাঁচি, দৌড়ে যা, ঠাকুরুণকে বলগে, কোন ভয় নাই, অভয়কুমার ঘুমের ঘোরে ডরিয়ে উঠেছিল।

[পাঁচির প্রস্থান।

হাবা। ভুল বা কখন, ঢুমুল বা কখন, এই ত এল।—ভূতের ওঝা ডেকে বাছারে একবার ঝাড়িয়ে দাও, বোধ হয় পেত্নীর দৃষ্টি হয়েচে,—

অভ। শুভদৃষ্টির সময় থেকে।

হাবা। ইষ্টদেবতার নাম কর।

বউ। তুমি শাঁপ্‌নির মর।

[কামিনী এবং অভয়কুমার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অভ। হাবাদের মার কথা শুনি, ইষ্টদেবতার নাম করি।

কামি। পোড়ারমুখ, ছোট লোকের রীতির দোষ, অকারণ বউমার কাছে আমাকে লাঞ্ছনা খাওয়ালেন; বউমাকে আমরা মায়ের মত মান্য কর্‍রি, তার কাছে আমার এই চলাচলি; কাল্ সকালে কত ব্যাখ্‌খানা সইতে হবে, কারো কাছে মুখ দেখাতে পার্‌ব না; দাদা শুনে কি বল্‌বেন, মাই বা কি ভাব্‌বেন।

অভ। তুমিইত এর কারণ।

কামি। আজ তোমারি এক দিন আর আমারি এক দিন, খাটে উঠ্‌বে আর ন-দিদির মত কর্‌ব,—নাত্তি মেরে নাবিয়ে দেব।

অভ। (দীর্ঘ নিশ্বাস) বটে এত দূর।

কামি। চক রাঙ্গাচ্চ, মার্‌বে নাকি?

অভ। গোঁয়ার হলে মাত্তেম;—(দীর্ঘ নিশ্বাস)—কামিনী, আমি তোমার স্বামী; কামিনী, আমি জন্মের মত যাই, তোমাকে একটা কথা বলে যাই; তোমার কথায় আমার চক্ষু দিয়ে কখন জল পড়ে নি আজ পড়্‌ল,—

কামি। আমার মাতা খাও, রাগ করো না, খাটে এস।

অভ। এ শরীরে আর না।

[প্রস্থান।

কামি। কত বার অমন রাগ দেখিচি। (খট্টাঙ্গ উপরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন এবং ক্ষণকাল পরে খট্টাঙ্গে উপবেশন—দীর্ঘ নিশ্বাস) ঘুম ত হয় না। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমি ত বিষম জ্বালায় পড়্‌লেম,—"আজ পড়্‌ল"—আমিও ত আর রাখ্‌তে পারি নে, আমারও "আজ পড়্‌ল"—(রোদন)। "তারা জামাই-বারিকের জাম্বুবান"—"গোঁয়ার হলে মাত্তেম"—"আজ পড়্‌ল"।—ওমা কি করি বুক যে ফেটে যায়।

পাঁচির প্রবেশ।

পাঁচি। কুলদিদি, তুমি এমন সর্ব্বনাশ করেচ, জামাই বাবুকে নাত্তি মেরেচ; কর্ত্তার কাছে জামাই বাবু কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লেন।

কামি। নাত্তি মেরেচি বলেচে?

পাঁচি। নাত্তি মাত্তে চেয়েচ।

কামি। বাবা কি বল্লেন?

পাঁচি। কর্ত্তামহাশয় গালে মুখে চড়াতে লাগ্‌লেন, আর বল্লেন অমন মেয়ের আর মুখ দর্শন কর্‌ব না,—

কামি। অভয় কোথায়?

পাঁচি। কর্ত্তামহাশয় কত বল্লেন, তা তিনি শুনলেন না, রাগ করে চলে গিয়েচেন।

কামি। তবে আমাকে একখান খুর এনে দাও, আমি মেজদিদির মত করি,—

পাঁচি। তুমি যাও কোথা?

কামি। মেজদিদির কাছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন—পদ্মলোচনের মঠ।

অভয়কুমার এবং পদ্মলোচনের প্রবেশ।

অভ। দাদা, আর ত হাতপুড়িয়ে খেতে পারি নে। তুমি যদি অনুমতি দাও, আমি কণ্ঠীবদল করি; আর কিছু করুক না করুক দু বেলা দুটো রেঁধে ত দেবে।

পদ্ম। হাত পোড়ান ছলনা, স্ত্রীলোক নইলে থাক্‌তে পার না তাই বল। তুমি এমনি মাগ মুকো, আবার পদাঘাত ভোজন কত্তে দেশে যেতে চাও।

অভ। পদাঘাত করে নি, কত্তে চেয়ে ছিল।

পদ্ম। এইবার গেলে হবে।

অভ। আমি ভাবছিলেম আর একটা পরীক্ষা করে দেখি; শ্বশুর বাড়ী যাই, যদি স্নেহ মমতা করে, তবে সংসারধর্ম্ম করি; কখন কখন তার স্বভাবটা বড় মিষ্টি হয়; কিন্তু দাদা, গ্যাদা মনে হলে সেখানে আর যেতে ইচ্ছা করে না, চিরকাল এইরূপ বাবাজী হয়ে থাক্‌তে ইচ্ছে করে।

পদ্ম। আমি ত তাই, বেশ্ আছি, এক বৎসর বৈষ্ণব হইচি, হাড় গোড়-গুলো যোড়া লেগেচে।

অভ। না দাদা, যেতে আর মন সরে না; আবার যদি পদাঘাতের পালা পড়ে তা হলে হাতেরও যাবে পাতেরও যাবে, আবার কষ্ট করে বৃন্দাবনে

আসতে হবে।—আমার যদি প্রথম স্ত্রী থাকৃত, তা হলে আমি জামাই-বারিকে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিয়ে নিজ বাটীতে সংসারধর্ম্ম কত্তেম।

পদ্ম। সোজা কথাটা, একটা মেয়ে মানুষ চাই।

অভ। ব্রজবাসিনীদের সন্ধান নিচ্ছিলে।

পদ্ম। যাদের কেলিকদম্বের তলায় দেখেছিলে।

অভ। এমন মনোহর মাধুরী কখন দেখি নাই, যেমন রূপ তেমনি পরিচ্ছদ; স্বভাব যতদূর নরম হতে হয়;—নরম স্বভাব স্ত্রীলোকের প্রধান ভূষণ।

পদ্ম। মাধব বৈরাগী বহুকাল বৃন্দাবনে আশ্রয় করে আছেন; তিনি নিতান্ত দৈন্য নন, তাঁর আশ্রমের চারিদিকে ফুলের বাগান, বাগানের প্রান্ত-ভাগে অতিথিশালা, সেখানে নিত্য সদাব্রত। তাঁর পূর্ব্ববাস কলিকাতার দক্ষিণ বারিপুর গ্রাম। তারা তাঁরি মেয়ে।

অভ। চারিটীই?

পদ্ম। বড়টী তাঁর বৈষ্ণবী, ছোট তিনটী তাঁর কন্যা।

অভ। বড় মেয়েটীকে যদি আমায় দেয়, আমি কণ্ঠীবদল করি।

পদ্ম। আমার ইচ্ছা ছোট দুটিকে যোড়া বিয়ে করি, বিয়ে করে বৃন্দাবনে একবার শম্ভুনিশম্ভুর যুদ্ধ দেখি।

অভ। ওদের যে নরম প্রকৃতি, ওরা বোধ করি সতীনের সঙ্গেও ঝকড়া কত্তে পারে না;—এমন নিটোল গোল গঠন কখন দেখি নাই; ওদের গায় গহনা দিলে কি শোভাই হয়।

পদ্ম। মৃণালে সোণার তাগা পরালে যা হয়।

অভ। দাদা, তুমি ওদের বাড়ী গিছিলে?

পদ্ম। গিছিলেম। মাধব বৈরাগী পরম ধার্ম্মিক, অতি মিষ্টস্বভাব; আমার অতিশয় আদর করেন, আর বল্লেন "বাবাজী, তুমি নূতন বৈষ্ণব, তোমার যখন যে আহার আবশ্যক হয় আমাকে বলো"।

অভ। অমন বাপ না হলে অমন মেয়ে জন্মায়;—মেয়েরা তোমার কাছে এল?

পদ্ম। আমি ত আর এখানে পল্লীঘরের পদাঘাতাহারী পদ্মলোচন বাবু নই যে তারা ভয় করবে; আমি এখানে বৈষ্ণবচূড়ামণি পদ্ম বাবাজী; তারা নির্ভয়ে আমার কাছে বসে কথা কইতে লাগল।

অভ। দাদা, আমি এক দিন যাব ?

পদ্ম। যে দিন ইচ্ছা।

অভ। বড় মেয়েটী কথা কইলে ?

পদ্ম। ছুটী একটী। বড় মেয়েটী বড় লজ্জাশীলা, ছোট ছুটী তত নয়, মাধবের বৈষ্ণবী ত রস-সরোবর, নাক দে মুখ দে চক্ষে দে কথা কয়।

অভ। তিনি কি এদের মা ?

পদ্ম। এদের মা নাই, বৈষ্ণবীর সঙ্গে মাধব সম্প্রতি কণ্ঠীবদল করেছেন।

অভ। দাদা, তুমি বৃন্দাবনে আছ তা কেউ জানে ?

পদ্ম। জনপ্রাণী না। আমি দেখলেম ত সকলে আমাকে ছেড়ে পরস্পর কাটাকাটি আরম্ভ করলে, তাই কারো কিছু না বলে চলে এলেম। তবে বৃন্দাবনে এসে আমার ভাইপোকে একখানি চিঠি লিখেছি, কিন্তু তাকে বারণ করে দিইচি আমার বৈষ্ণবাশ্রম কেহ না জানতে পারে। —তোমার কথা কেউ জানে ?

অভ। আমার আছে কে তা জানবে ?—দাদা, বৈষ্ণবীদের সঙ্গে কণ্ঠীবদলের কথা হল ?

পদ্ম। তারা স্বয়ম্বরা হবে।

অভ। তবে ত আমার আশা নাই।

পদ্ম। তুমি এখন সাধু পুরুষ, এক দোষ ছিল গুলি, তা তুমি বৈষ্ণব হয়ে ছেড়ে দিয়েচ ; তোমায় পেলে আর কারো নেবে না।

অভ। তবে দেশের আশা ছেড়ে দিই ?

পদ্ম। ভাল করে বিবেচনা করা যাক্।

অভ। আর একবার দেখলে হত, কিন্তু অনেক কাঠ খড়,—না দাদা, তোমায় পাচিকা এনে দিচ্চি, এই খানেই ভরাভর।

পদ্ম। আমি আহারের যোগাড় দেখি।

অভ। আমি মাধবের আশ্রমে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন—মাধব বৈরাগীর আশ্রম।

এক দিকে মাধব অপর দিকে পদ্মলোচনের প্রবেশ।

পদ্ম। দণ্ডবৎ বাবাজি।

মাধ। দণ্ডবৎ বাবাজি।

পদ্ম। বাবাজীর মঙ্গল?

মাধ। রাধাকৃষ্ণের প্রসাদাৎ সকলি মঙ্গল।—বাবাজী বসুন।

পদ্ম। যে আজ্ঞা বাবাজী।

মাধ। ছোট বাবাজীর স্বভাব অতিমিষ্ট, আমার বৈষ্ণবী এবং কন্যা তিনটী তাঁকে অতিশয় ভালবাসে। কণ্ঠিবদলে সকলেরি মত হয়েচে, এখন আপনারা অনুগ্রহ করলেই হয়।

বৈষ্ণবী-চতুষ্টয়ের প্রবেশ

পদ্ম। বাবাজি, আপনি বৈষ্ণব-কুলতিলক, বৃন্দাবন-ভূষণ; আপনার সরলস্বভাবা সুশীলা তনয়ার পাণিগ্রহণ করা সাধারণ শ্লাঘা নয়; তবে একটা প্রতিবন্ধকতা ছিল।

প্রথম বৈষ্ণ। কি বাবাজি।

পদ্ম। অভয়কুমারের একটি স্ত্রী ছিল।

প্রথম বৈষ্ণ। তা ত ছোট বাবাজী বলেচেন; তার পায়ের এমনি জোর, ছোট বাবাজীকে এক পদাঘাতে বৃন্দাবনে ছুড়ে ফেলে দিয়েচে—

"দেহি পদ-পল্লবমুদারম্"।

পদ্ম। আপনাদের ছোট বাবাজী অতিশয় স্ত্রৈণ, সেই পদাঘাত-প্রহারিণী প্রমদার কাছে পুনরায় গমন করবার মনস্থ করেছিলেন; বলেন প্রমদার উগ্রস্বভাব হক কিন্তু তার হৃদয় স্নেহশূন্য ছিল না।

প্রথম বৈষ্ণ। বাবাজি, তার স্নেহটা পায়ের দিকে অধিক নেবে পা দুটো রসেছিল।

মাধ। তবে তিনি আমার কন্যার সঙ্গে কণ্ঠীবদলে মত দিলেন কেমন করে?

পদ্ম। সম্পূর্ণ মত্ দেন নাই; তাঁর মনটা পারাণি নৌকার মত একবার কেশবপুর একবার বৃন্দাবন যাতায়াত কচ্ছিল।

প্রথম বৈষ্ণ। কুঞ্জবনে বাজ্‌লে বাঁশী, ঘরে রয় না মন,
শ্যাম রাখি কি কুল রাখি, রাধা ভেবে উচাটন।

দ্বিতীয় বৈষ্ণ। সে স্ত্রীর কাছে যাওয়াই স্থির করেচেন, বাবাজি?

পদ্ম। থাক্‌লে যেতেন।

দ্বিতীয় বৈষ্ণ। সে স্ত্রীর কি হয়েচে?

পদ্ম। এই লিপি পাঠ কর; আমার ভ্রাতৃপুত্রের লিপি।

প্রথম বৈষ্ণ। বাবাজি, অনুমতি করেন ত সমুদায় লিপিখানি পাঠ করি।

পদ্ম। স্বচ্ছন্দে।

প্রথম বৈষ্ণ। (লিপি পাঠ)

শ্রীচরণাম্বুজেষু

আপনার লিপি প্রাপ্ত হইলাম। জীবন থাকিতে আর গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন না, মনস্থ করিয়াছেন। আপনি ভবনমধ্যে যে ভীষণ দর্শন দর্শন করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যাগমন কখনই মনোমধ্যে উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু খুল্লতাত মহাশয়, অবস্থার পরিবর্ত্তনে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়; আপনি যদি খুড়ীমাদিগের দুরবস্থা এক্ষণে একবার দর্শন করেন, আপনি দয়ার্দ্রচিত্তে আবাসে আসিয়া বাস করিবেন সন্দেহ নাই। যে ভবনে অহরহ কলহ-কোলাহলে বায়স বসিতে পাইত না, সেই ভবন এক্ষণে শূন্যময়, নীরব,—সূচিকাপতন শব্দ শ্রবণগোচর হয়। সর্ব্বাচ্ছাদক-স্বামি-শোকে স্বপত্নীযুগল বিগ্রহের চিরসন্ধি করিয়া অবিরল-বিগলিত-জলধারাকুললোচনে গলাগলি হইয়া রোদন করিতেছেন;—শীর্ণ কলেবর, মলিন বসন, দীন নেত্র, আলুলায়িত কেশ। ছোট খুড়ী রন্ধন করিয়া বড় খুড়ীকে খাওয়াইতেছেন, বড় খুড়ী রন্ধন করিয়া ছোট খুড়ীকে খাওয়াইতেছেন;—একত্রে উপবেশন, একত্রে শয়ন, একত্রে রোদন; দেখিলে বোধ হয় যেন দুটী স্নেহভরা বিধবা সহোদরা; কেবল "হা নাথ! তুমি কোথায় গেলে!" বলিয়া বিষাদ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, আর বলিতেছেন "পাপীয়সীর সম্পূর্ণ শাস্তি হইয়াছে, এক্ষণে তুমি বাড়ী এস, আর কলহ শুনিতে পাইবে না"। আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে

যতদূর বুঝিতে পারি, বোধ হয় আপনি যদি ভবনে পুনরাগমন করেন, এক্ষণে আপনি সুখী হইবেন।

অভয় কাকার স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়াছেন। ইতি সেবক

শ্রীনলিনিনাথ রায়।”

বাবাজি ছোট বাবাজী স্ত্রৈণ, না আপনি স্ত্রৈণ, লিপি শুনে আপনার চক্ষে জল কেন?

পদ্ম। লিপি শুনে তোমার ছোট বাবাজী গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেচেন, দু দিন বিছানা থেকে উঠেন নি। বলেন “আমি তার সেই রাগ রাগ মুখখানি আর দেখ্‌তে পাব না।”—এমনি স্ত্রৈণ, দু দিন খেলে না।

প্রথম বৈষ্ণ। ভাব্‌লেন, পদাঘাতের উপসংহার হল।

দ্বিতীয় বৈষ্ণ। আপনি দেশে যাবেন?

পদ্ম। চিটি পড়ে মনটা কেমন হয়েচে, আর না গিয়ে থাক্‌তে পারি নে। অভয়কুমারকে তোমাদের এখানে রেখে, আমি দেশে যাই।

প্রথম বৈষ্ণ। ছোট বাবাজী ঘরজামায়ে হবেন না কি?

পদ্ম। ‘ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।’

মাধ। এক্ষণে আর প্রতিবন্ধকতা নাই?

পদ্ম। কিছুমাত্র না।

মাধ। তবে দিন স্থির করুন।

পদ্ম। কথাবার্ত্তা স্থির হক্।

মাধ। বৈষ্ণব ভিখারীর বিয়েতে কথা আর বার্ত্তা।

প্রথম বৈষ্ণ। দেওয়া থোওয়ার বিষয় বল্‌চেন?

পদ্ম। সেও ত একটা কথা বটে।

প্রথম বৈষ্ণ। প্রভু।

মাধ। কি বল্‌চ বৈষ্ণবি?

প্রথম বৈষ্ণ। একটী হীরার আংটী দেব।

মাধ। অবশ্য।

প্রথম বৈষ্ণ। আর মেয়েকে আটগাছি সোণার দমদম।

পদ্ম। তোমার মেয়ে, তুমি যা ইচ্ছে তাই দিতে পার।

প্রথম বৈষ্ণ। আপনি কেবল বরাভরণের বিষয়টী শুন্‌তে চান। কলিকাতার মত করবেন না; ছেলে যদি একটু ভাল হয়, রম্ভাগর্ভা জননী মাকোট

পাত পেতে বস্‌লেন, ঘড়ী দাও, ছড়ী দাও, সাল দাও, ছেলেকে একটা সোণার লেজ গড়িয়ে দাও। এটা অতি নীচ প্রবৃত্তি; মেয়ে যদি চকে লাগ্‌ল, মেয়ের বাপের যেমন সঙ্গতি তেমনি নিয়ে বিয়ে কর।

মাধ। আমি দীন দুঃখী, বরাভরণ কোথায় পাব।

প্রথম বৈষ্ণ। প্রভু।

মাধ। কি বল্‌চ বৈষ্ণবি?

প্রথম বৈষ্ণ। আপনি ত তামাক খান না, আপনি যদি অনুমতি করেন, মল্লিক বাবুরা আপনাকে যে ফর্‌সিটে দিয়ে গেছেন, সেটা বরাভরণ বলে দিই।

মাধ। বৈষ্ণবীর ইচ্ছে আর কৃষ্ণের ইচ্ছে, আমার তাতে সম্পূর্ণ ইচ্ছে।

প্রথম বৈষ্ণ। বাবাজি, আপনারা কিছু দেবেন না?

পদ্ম। ছোট বাবাজী অনেক বরাভরণ পেয়েছিলেন, কিন্তু সঙ্গে কিছুই নাই।

প্রথম বৈষ্ণ। থাক্‌বের মধ্যে ভৃগুপদ-চিহ্ন।

পদ্ম। একছড়া সোণার গোট আছে তাই দেবেন।

মাধ। অদ্য রাত্রিতে শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন করা যাক্।

পদ্ম। আচ্ছা বাবাজি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন—পদ্মলোচনের মঠ—অভয়কুমারের শয়নঘর।

পদ্মলোচন এবং অভয়কুমারের প্রবেশ।

পদ্ম। ভায়া, তোমার বৈষ্ণবী রান্নাঘর আলোময় করে ফেলেচেন, আহার কি মধুর স্বভাব! যখন আমাদের পরিবেশন কত্তে লাগ্‌লেন, হাতখানি অন্নপূর্ণার হাতের মত দেখাতে লাগ্‌ল।—'বক্তার মাগ মরে, কমবক্তার ঘোড়া মরে,' তা তোমাতেই কল।

অভ। আহারটা হল কেমন?

পদ্ম। পরিপাটী।

অভ। বৈষ্ণবীর সেট্‌হাণ্ড।

পদ্ম। মাধব বৈরাগীর অত বড় আশ্রমের সমুদায় রান্না তোমার বৈষ্ণবীর জিম্মা ছিল।

অভ। দাদা, বৈষ্ণবীকে দিয়ে একদিন পাঁটা রাঁধা যাক্।

পদ্ম। তুমি কোন্ দিন মজাবে। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ মাধব বাবাজীর কন্যা; ওঁয়াকে অমন কথা কখন বলো না; কণ্ঠীবদলের ডাইভোর্স আছে।

অভ। মন জেনে তবে বল্‌ব; আমি এখনো বৈষ্ণবীর সঙ্গে কথা কই নি, তার মুখ দেখি নি।

পদ্ম। তোমার বিছানার যে বড় বাহার, গদির উপর সুচুনি পাতা, বালি-আড়ং;—দানে পেলে না কি?

অভ। তা নইলে আর কোথায় পাব, দাদা।

পদ্ম। আমি প্রস্থান করি, বৈষ্ণবী এখনি তামাক দিতে আস্‌বেন।

[প্রস্থান।

অভ। (স্বগত) লালাবাবুদের মন্দিরের মুহুরিগিরিটে গ্রহণ কত্তে হল; তা নইলে বৈষ্ণবীকে সুখে রাখ্‌তে পারব না।—বৈষ্ণবী আমার নম্রতার নব-নলিনী; ইচ্ছা প্রকাশ না কত্তে সম্পাদন করেন; সার্থক বৃন্দাবনে এসেছিলাম।

[শয়ন।

সটকায় ফুঁ দিতে দিতে বৈষ্ণবীর প্রবেশ এবং সট্‌কার নল ধীরে ধীরে অভয়কুমারের মুখে দিয়া বিছানায় বসিয়া অভয়কুমারের পদসেবন।

বৈষ্ণবি, তুমি আহার কর গে, আমি নিদ্রা যাই।

[ধূমপান।

বৈষ্ণ। যতক্ষণ আপনার নিদ্রা না আসে, আমি ততক্ষণ আপনার পদসেবা করব, আপনার নিদ্রা এলে আমি রান্নাঘরে যাব, হাঁড়ী তুলে এসিচি, হেন্‌শেল পেড়ে এসিচি।

অভ। বৈষ্ণবি, তুমি আহার কর গে, পদসেবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় নি।

বৈষ্ণ। আমাদের আশ্রমের পুস্তকে পড়িচি, নারায়ণ ভোজন করে শয়ন করলে লক্ষ্মী পদসেবা কত্তেন।

অভ। বৈষ্ণবি, আমি তোমার মধুর বচনে মোহিত হলেম, তুমি মুখ তুলে আমার সঙ্গে কথা কও।

বৈষ্ণ। (দীর্ঘ নিশ্বাস) মা! (অভয়কুমারের চরণযুগল বক্ষে ধারণপূর্ব্বক চুম্বন—বৈষ্ণবীর চক্ষের জল চরণে পতন।)

অভ। বৈষ্ণবি, তুমি কাঁদ্চ?

বৈষ্ণ। (মুখ তুলিয়া) আমার দুটী বাসনা ছিল।

অভ। বল, আমি প্রাণ দিয়ে সম্পাদন করব।

বৈষ্ণ। এক বাসনা—তোমার পা দুখানি বুকে করে চুম্বন করব, আর এক বাসনা—স্বহস্তে তামাক সেজে এই কবসিতে তোমাকে খাওয়াব।

অভ। (এক দৃষ্টে বৈষ্ণবীর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া) কেন?

বৈষ্ণ। নাথ, আমি তোমার পাতকিনী কামিনী!

[মূর্চ্ছিতা হইয়া পতন।

অভ। আমার কামিনী,—কামিনীর এই দুরবস্থা—(কামিনীর মস্তক উরুতে ধারণ করিয়া জলপ্রদান) কামিনী, কামিনী।—আমার সেই কামিনী এমন হয়েচে, চেনা যায় না।—কামিনী, কামিনী কথা কও।

বৈষ্ণ। নাথ, আমাকে পাপীয়সী বলে যদি গ্রহণ না কর, আমার আর আক্ষেপ নাই; আমার যা বাসনা ছিল, তা আজ সফল করিচি। আমি আজ্ দু মাস তোমার অন্বেষণে বেড়াচ্চি;—বাপ মুখ দেখেন না, মা মুখ দেখেন না, দাদা কথা কন না, ভেয়েরা গঞ্জনা দেন।—আমি কোথায় যাই, আমার কে আছে।—দেখ্‌লেম, সকল আবদার স্বামীর কাছে।—আমি তোমার অন্বেষণে বেরুলেম।

অভ। কামিনী, তুমি আর কেঁদ না; আমি তোমারি; আমি অতি নিষ্ঠুরের ন্যায় ব্যবহার করিচি।

বৈষ্ণ। নাথ, আমিই তার মূল—

অভ। কামিনী, তুমি আমার জন্যে এত কষ্ট কর্‌লে জান্‌লে আমি কখন বৃন্দাবনে আস্‌তেম না।

বৈষ্ণ। তোমার জন্যে কষ্ট করব না ত কার জন্যে কষ্ট কর্‌ব।—সেই পাপ রাত্রিতে তোমার চক্ষে জল দেখ্‌লেম; তুমি বল্লে "আজ্ পড়্‌ল," আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল। সেই রেতে আত্মঘাতিনী হচ্ছিলেম, তা পাঁচি হতে দিলে না। যদি সে রেতে তোমাকে পেতেম, আমি তোমার পা দুখানি জড়িয়ে ধরে রাগ নিবারণ কত্তেম।

অভ। কামিনী, সে রেতের কথা তুমি আজও মনে করে রেখেচ ?

বৈষ্ণ। সে রাত্রি আমার কালরাত্রি; স্বামী-হারা হলেম।—সে রাত্রি আমার শুভরাত্রি; স্বামীর মর্ম্ম জানলেম্। (উপবেশনানন্তর অভয়কুমারের হস্ত ধরিয়া) নাথ, আমি কাঙ্গালিনীর বেশে ভিখারিণী বৈষ্ণবী সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখখানি দেখ্‌ব বলে কত দেশে গেলেম। আজ আমার পরিশ্রম সফল হল; এখন তুমি পাতকিনীকে ক্ষমা কর, আমি তোমাকে একবার "অভয়" বলে ডাকি।

অভ। কামিনী, তুমি পাপের অধিক প্রায়শ্চিত্ত করেচ। তোমার ক্লেশ দেখে আমি যারপরনাই প্রাণে ব্যথা পাচ্চি; তুমি শান্ত হও, আমি আর তোমার কাছ ছাড়া হব না।

[মুখচুম্বন।

বৈষ্ণ। অভয়, তুমি এই ফরসিটীতে তামাক খেতে ভালবাস্‌তে, আমি তাই উটী বড় যত্ন করে রেখিচি।

অভ। কামিনী, তোমার স্নেহের সীমা নাই।

বৈষ্ণ। অভয়, তুমি ঘরে এসে আপনি তামাক সেজে খেতে, আর আমি খাসগ্যাদারি কোচে বসে থাক্‌তেম। এখন ভাবি, কেন আমি দৌড়ে গিয়ে তোমার হাত থেকে কল্‌কে কেড়ে নিয়ে তামাক সেজে দিতাম না, আর আঁচল দিয়ে তোমার হাতটী মুছিয়ে দিতাম না।—এখন আমি রোজ তোমাকে তামাক সেজে দেব।

অভ। আমি কল্‌কে কেড়ে নেব। কামিনী, তুমি আমার আদরমাখা কামিনী, তোমাকে কি আমি আর কিছু কষ্ট কত্তে দেব।

বৈষ্ণ। অভয়, তোমাকে আমি দেশে নিয়ে যাব, আর এখানে থাক্‌তে দেব না।

অভ। দেশে যাব, কিন্তু জামাই-বারিকে আর যাব না।

বৈষ্ণ। সেখানে যাবে কেন, আমি যে বিষয় পেয়েচি তাই নিয়ে তোমার বাড়ীতে বাস করব; আর যদি তোমার ইচ্ছা হয়, এখানেই তোমার পদসেবা করব, বৈষ্ণবীর বেশ আর ত্যাগ কর্‌ব না।

অভ। বড় বৈষ্ণবীটী কে ?

বৈষ্ণ। ময়রা দিদি।

অভ। মাইরি ?

বৈষ্ণ। ময়রা দিদিই ত আমায় নিয়ে এল, ওর কল্যাণেই ত তোমাকে পেলেম।

অভ। তোমরা বুঝি মাধব বৈরাগীর আশ্রমে এসে উঠেছিলে?

বৈষ্ণ। মাধব বৈরাগী কে বুঝ্‌তে পাচ্চ না?

অভ। না।

বৈষ্ণ। ও যে আমাদের ময়রা বুড়ো।

অভ। বল কি? শালা এমন বৈরাগী সেজেচে কিছুমাত্র চেনা যাচ্চে না।—ছোট বৈষ্ণবী ছুটী?

বৈষ্ণ। ব্রজবালা।

ভবী ময়রাণীর প্রবেশ।

ভবী। ছোট বাবাজি, দণ্ডবৎ।

বৈষ্ণ। পোড়ারমুখী রঙ্গ নিয়েই আছেন।

ভবী। ছোট বাবাজি দণ্ডবৎ।

অভ। রসে যে খসে পড়্‌চ; শালীকে বৈষ্ণবীর বেশে এমন সুন্দর দেখাচ্চিল।

ভবী। তবু ত আমার কণ্ঠী কণ্ঠে দিলে না।

অভ। তুমি যে শাশুড়ী।

ভবী। বৃন্দাবনের নাড়ী ভুঁড়ি,
দিদি শাশুড়ী শাশুড়ী,
দেড় কুড়িতে এক কুড়ি,
বড়াই বুড়ী নবীন ছুঁড়ী,
চেনা যায় না বামন শুঁড়ি,
বৈষ্ণব ঠাকুরুণ সাগ্‌রী খুড়ী,
খেয়ে বেড়াচ্চেন তপ্ত মুড়ী,
মাগ্‌গি বেলোয়ারির চুড়ী,
কণ্ঠীবদল খুড়ি খুড়ি।

অভ। ময়রা দিদি, মাধব বৈরাগী তোমার কে?

ভবী। ভেকের ভাতার।

অভ। ভেকের ভাতার কেমন ?

ভবী। হৃদয়-কঠোর কৃষ্ণধন।

অভ। কামিনীর আমি কি ?

ভবী। দাদার মতন ভাতারটী।

[হাস্য।

বৈকু। পোড়ার মুখ, হেসে গেলেন একেবারে।

অভ। ময়রা দিদি, তোমরা এলে কেমন করে ?

ভবী। নাত্‌জামাই,—খুড়ি,—ছোট বাবাজি দণ্ডবৎ!

বৈকু। আবার রঙ্গ।

ভবী। নাত্‌জামাই, তুমি ত ভাই, সেই রেতে চলে এলে।—সকালে বাবুদের বাড়ী লোক ধরে না; আমি তাড়াতাড়ি কামিনীর ঘরে গেলেম, দেখি কামিনীর এক চক্ষে শত ধারা, কামিনীর সেই অহঙ্কার-প্রফুল্ল মুখখানি এতটুকু হয়ে গেচে। কামিনীর স্নেহের স্রোত অহঙ্কার-পাহাড়ে আটকে ছিল, ক্রমে স্রোত প্রবল হয়ে পাহাড় ভেদ করে বহিতে লাগ্‌ল; কামিনী কারো সঙ্গে কথা কয় না, কেবল আমার গলা ধরে বল্লে "ময়রা দিদি, আমি কলঙ্কিনী হইচি, সতীর সর্ব্বস্বধন স্বামীর অবমাননা করিচি।"—ঐ দেখ, কামিনীর ডাগর চক্ষু সাগর হয়ে উঠ্‌ল।—কেন দিদি, আর কাঁদ কেন, যার জন্যে কান্না, তাকে ত পেয়েচ।

বৈকু। ময়রা দিদি, তুমিও যে কাঁদচ ভাই।

অভ। তার পর ?

ভবী। কামিনী নায় না, খায় না, পরে না, চুল বাঁধে না, কেবল কাঁদে আর বলে আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করলেম। পূজার সময় পাঁচ মেয়েতে নতুন কাপড় পরে আমোদ কত্তে লাগ্‌ল, কামিনী একাকিনী একখানি ময়লা কাপড় পরে ঘরের মেজেয় বসে কাঁদ্‌চেন; আমি কাছে গেলেম, বল্লে "ময়রা দিদি, আমার খাওয়া পরা ঘুচে গেচে, আমার স্বামীর উদ্দেশ নাই।"—ঐ দেখ, কামিনী আবার কাঁদ্‌ল, আমি ভাই, ইতি করি।

বৈকু। বল্‌ না, অভয় শুন্‌তে চাচ্চে।

অভ। তোমরা বেরুলে কবে ?

ভবী। তোমার অনুসন্ধানে দেশ দেশান্তরে লোক গেল, সকলেই নিরাশ হয়ে ফিরে এল; দাওয়ানজী তোমাকে জামালপুরের ষ্টেশনে ধরে ছিলেন, তা

তুমি বল্লে "যে বাড়ীতে স্ত্রী স্বামীকে নাতি মারে, সে বাড়ীতে আমি আর যাব না।" ক্রমশঃ তোমার আশা সকলেই ছেড়ে দিলে, কেবল একজন ছাড়্লে না ; তোমার নাম আর কিছুতেই রইল না, কেবল কামিনীর হৃদয়ে। কামিনী এক দিন আমাকে বল্লে "অন্য কেউ তাকে আন্তে পারবে না, আমি গেলে আন্তে পারি, আমি পতির অন্বেষণে যাব স্থির করিচি, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।" আমি ময়রা বুড়োর কাছে উপস্থিত হলেম, বল্লেম "ময়রা বুড়ো, তুমি কার ?" সে বল্লে "আগে ছিলেম কামিনীর, এখন তোমার।"

বৈষ্ণ। পোড়ার মুখ, মরে যাও।

ভবী। আমি বল্লেম তবে পাত্ দত্ তোল, আমার সঙ্গে তীর্থে যেতে হবে। সে অমনি কাপড় চোপড় পরে, মাতায় পাগ্ড়ি 'ভ'টী হয়ে আমাদের সেত হয়ে চল্ল। দেশে সোরৎ হল, কামিনী ময়রা বুড়োর সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েচে।

অভ। শালার মাতার টাক্ দেখ্লে আমাদেরি বেরুতে ইচ্ছে করে।

ভবী। তোমার বাড়ীতে গেলেম, ভোঁ ভাঁ, কেউ কোথাও নাই। সেখানে এক নূতন বিপদ উপস্থিত ;—তোমার সেই ভাঙ্গা ঘরের মেজেয় পড়ে কামিনীর আছ্ড়াপিছ্ড়ি করে কান্না ; বলে "এতদিন সোণার খাঁচায় ছিলেম আজ আমি নিজ বাড়ীতে এলেম, এই ভাঙ্গা ঘর আমার সোণার অট্টালিকা ; ময়রা দিদি, তুই যা, আমি এই ভিটের পড়ে থাকি, অভয় শুন্লে আমাকে গ্রহণ করবে।"

অভ। ময়রা দিদি, এ বারে আমি কাঁদ্লেম ; কামিনী আমার জন্যে এত কষ্ট করেচেন।

ভবী। তার পর ভাই আমি কল কৌশলে পদ্ম বাবাজীর ভাইপোর কাছে জান্লেম তুমি বৃন্দাবনে পদ্মবাবাজীর মঠে আছ। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পাতন' মনচোরার অনুসন্ধানে বিনোদিনীকে সঙ্গে লয়ে বাহু দোলাতে দোলাতে বৃন্দাবনে এলেম। তার পরে কেলিকদম্বলতায় বনমালীর প্রথম দর্শন ; পূর্ব্বরাগ অর্থাৎ পদাঘাত-স্মরণ ; বিনোদিনীর বৈষ্ণবীর বেশ ; মাধব বৈরাগীর আশ্রম ; স্বস্তি সকলমঙ্গলালয় ; লগ্নপত্র ; কণ্ঠী বদল ; মিলন। ইতি পতি উদ্ধার পালা শেষ।

অভ। রাম করেন সীতা উদ্ধার, কামিনী করেন পতি উদ্ধার।

বৈষ্ণ। ময়রা দিদি আমার প্রধান সহায়, ওরে এক ছড়া মুক্তার মালা দেব।

ভবী। তোর ভাতারের গলায় দে, সাজ্‌বে ভাল।—কামিনী, তোর মুখে আজ্ হাসি দেখে আমার প্রাণ জুড়াল।

[বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

অভ। পদ্মবাবু আস্‌চেন।

পদ্মলোচনের প্রবেশ।

পদ্ম। তোমার শ্বশুর এসেচেন।

অভ। মাধব বৈরাগী ?

পদ্ম। বিজয়বল্লভ।

অভ। কোথায় আছেন ?

পদ্ম। মাধব বৈরাগীর সঙ্গে এখানে আস্‌চেন।—মিন্‌ষে "কামিনী কামিনী" বলে মাধবের গলা ধরে কাঁদ্‌চে; কামিনী পতি উদ্ধার করেচে শুনে আনন্দের সীমা নাই, মাধবকে থোল ভরির সোণার হার পারিতোষিক দিয়েচেন।

ভবী। রক্তের টান, রাগ করে কি থাক্‌তে পারেন, ছুটে বেরিয়েচেন।

পদ্ম। উনি কে, আমাদের বৈষ্ণব ঠাকুরুণ না ?

ভবী। দণ্ডবৎ বাবাজি।

অভ। উনি আমার দাদা হন।

ভবী। নাত্‌জামায়ের ভাই,
শালা বল্লে ক্ষতি নাই।

পদ্ম। ময়রা দিদি, সব কল্লে ঘটক বিদায় কল্লে না।

ভবী। ঘটক বিদায় দেব ;

পদ্ম। কি ?

ভবী। ছোট মেগের হাতে রূপ-বাঁধান শতমুখী।

পদ্ম। তাদের আর সে ভাব নাই।—এঁরা আসচেন।

ভবী। আমি যাই।

[প্রস্থান।

পদ্ম। ভায়া, আমি তোমাদের সঙ্গে দেশে যাব।

অভ। তোমাকে কি আমি রেখে যাই।

বিজয় বল্লভ, মাধব বৈরাগী এবং কামিনীর প্রবেশ।

বিজ। (কামিনীর হস্ত ধরিয়া) বাবা অভয়, তুমি আমার কামিনীকে ক্ষমা কল্লে ত?

অভ। মহাশয়, কামিনী সাবিত্রী অপেক্ষাও সাধ্বী, কামিনীকে আমি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিচি।

বিজ। তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, দেশে চল।

মাধ। এখন আমার আশ্রমে চলুন।

বিজ। তোমার আশ্রমে আজ্ মোচ্ছব।

সকলের প্রস্থান।

(যবনিকা পতন)

স্বদেশানুরাগী শ্রীযুক্ত বাবু শারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

প্রণয়পারাবারেষু।

প্রিয়বন্ধু শারদাপ্রসন্ন!

মদীয় দীনধাম ভবদীয় কণক নিকেতনের নিকট নিবন্ধন বাল্যকালাবধি তোমার সহিত আমার অকৃত্রিম বন্ধুতা; তুমি সহস্র কর্ম্ম পরিহার পুরঃসর আমার পরিতোষ সাধন করিতে পরাঙ্মুখ নও। প্রথম দর্শনাবধি তুমি আমায় এতই ভালবাস, তোমার নিতান্ত বাসনা আমি সতত তোমার নিকটে থাকি কিন্তু কার্য্য গতিকে সে স্নেহগর্ভ বাসনার সম্পাদন অসম্ভব। যাহাকে ভালবাসা যায় তৎসম্বন্ধীয় কোন বস্তু নিকটে থাকিলে কিয়দংশে মনের তৃপ্ততা জন্মে—এই প্রত্যয়ে নির্ভর করিয়া নির্দ্দোষ-আমোদপ্রদ মৎপ্রণীত এতৎ প্রহসনটি তোমার হস্তে ন্যস্ত করিলাম। ইতি।

দর্শনোৎসুকমনাঃ

দীনবন্ধু মিত্র।

বিয়েপাগ্লা বুড়ো।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নসিরাম এবং রতা নাপ্তের প্রবেশ।

নসি। বুড়ো ব্যাটা বিশ্বনিন্দুক।

রতা। কেশব বাবুকে সকলেই ভাল বলে, কেবল বুড়ো ব্যাটা গালাগালি দেয়। বলে কালেজে পড়ে যখন জলপানি পেয়েচে তখন ওর আর জাত কি?

নসি। মাথার উপর শকুনি উড়্চে, তবু দলাদলি কর্ত্তে ছাড়ে না। আর বৎসর বাগান বেচে দলাদলি করেছিল; স্কুলে একটী পয়সা দিতে হলে বলে আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কোথা হতে টাকা দেব?

রতা। চক্রবর্ত্তীরে ওর জামাইয়ের বাড়ীতে বগ্নো দেইনি বলে তাদের বাড়ী খেতে গেল না, ওদের পাড়ার কাকেও যেতে দিলে না, দুশ লোকের ভাত্ পচালে।

নসি। ওর জামাইয়ের বাড়ী হলো ভিন্ গাঁয়, তাকে বগ্নো দেবে কেন? তাকে দিতে গেলে আর একশ লোককে দিতে হয়।

রতা। কেশব বাবুর বাপ যদি ঘোষদের রক্ষা না কর্ত্তেন তবে ব্যাটা তাদের জাত মেরেছিলো।

নসি। যথার্থ কথা বল্তে কি রাজীব মুখুয্যে না মলে দেশের নিস্তার নাই। ভুবনের মামাদের একবৎসর একঘরে করে রেখেচে। তাদের অপরাধ

তো ভারি—কালীঘোষের ছেলে ক্রিস্চান হতে গিয়ে ফিরে এসেছিল, তা কালীঘোষের জাত না মেরে তারে সমাজভুক্ত করে রেখেচে।

রত্না। কাল ব্যাটার ভারি আক্কেল করিচি—দশগণ্ডা কাগের ডিমের শাঁস ওর মাথায় ঢেলে দিইছি।

নসি। কখন?

রত্না। কাল প্রাতঃস্নান করে নামাবলিখানি গায় দিয়ে যেমন বাড়ী ঢুক্‌বে, আমি ওদের পাঁচিলের উপর থেকে এক হাঁড়ি শাঁস ঢেলে দিয়ে পালিয়েছিলেম; ব্যাটা আবার নেয়ে মরে। কত গালাগালি দিলে কিন্তু আমায় দেখ্‌তে পাইনি।

নসি। ভুবন বড় মজা করেচে—বুড়ো ধুতি নামাবলি রেখে স্নান কচ্চেছিল, এই সময়ে পাঁটার নাড়ীভুঁড়ি নামাবলিতে বেঁধে রেখে পালিয়েছিল। বুড়ো নামাবলি গায় দিতে গিয়ে কেঁদে মরে, বলে এ রত্না নাপ্‌তে করে গিয়েচে।

রত্না। ব্যাটার আমার উপর ভারি রাগ। যে কিছু করুক আমারে দোষে, বলে নাপ্‌তের ছেলেকে লেখাপড়া শেখালে বিপরীত ফল ঘটে।

ভুবনমোহনের প্রবেশ।

ভুব। ওহে ইনিস্পেক্টার বাবু এসেচেন, কাল আমাদের পরীক্ষা হবে।

নসি। আমাদের পুরাণো পড়া সব দেখা আছে।

ভুব। আমি বিশেষ মনোনিবেশ করে পড়াগুলিন দেখ্‌বো।

রত্না। দেখ ভাই, পণ্ডিত মহাশয় আমাদের জন্যে এত পরিশ্রম করেন, আমরা যদি ভাল পরীক্ষা না দিতে পারি তবে তিনি বড় দুঃখিত হবেন।

ভুব। রাজীব মুখুয্যে ইনিস্পেক্টার বাবুকে দেখে বড় রাগ করেচে, বলে এই ক্রিস্চান ব্যাটা এয়েচে।

নসি। ব্যাটা ইনিস্পেক্‌টার বাবুর উপর এত চট্‌লো কেন?

রত্না। ইনিস্পেক্‌টার বাবুর সহিত একদিন বিধবাবিবাহ উপলক্ষে তর্ক হয়েছিল, তাতে অনেক বিচারের পর ইনিস্পেক্‌টার বাবু বলেছিলেন "আপনার বাট বৎসর বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হওয়াতে অধীর হয়ে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহের জন্য উন্মত্ত হয়েচেন, অতএব আপনার গোনের বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক কি না বিবেচনা করে দেখুন।" ব্যাটার বিচার করিবার ক্ষমতা নাই; গলাবাজীতে যা কত্তে পারে; [illegible] ইনিস্পেক্‌টার বাবুকে যা না বল্‌বের তাই বল্লে।

নসি। আমি সেখানে থাক্‌লে বুড়োর গলায় জয়ট্যাম্‌টেমি বেঁধে দিতেম।

রতা। যদি পরমেশ্বরের কৃপায় কাল পরীক্ষা ভাল দিতে পারি, তবে বুড়োরি একদিন আর আমারি একদিন।

ভুব। ইনিস্পেক্‌টার বাবুকে সন্তুষ্ট কত্তে না পারলে কোন তামাসা ভাল লাগ্‌বে না।

নসি। কলিকাতায় ছাত্রেরা পরীক্ষার পর গিল্‌বটের বাজি দেয়, আমরা পরীক্ষার পর রাজীব মুখুয্যের বাজি দেব।

ভুব। সে সাপটা আছে তো?

রতা। সব আছে, পরীক্ষাটি শেষ হোক না।

নসি। কি সাপ?

রতা। সোলার সাপ।

নসি। তাতে কি হবে।

রতা। দুটি বাবলার কাটা আর একটি সোলার সাপে বুড়োর সর্ব্বনাশ করবো—যে রতার কথা সইতে পারে না, সেই রতার চড় খাবে আলো বল্‌বে লাগে না। লোকে জানে বাবা যে সর্পের মন্ত্র জান্‌তেন তা মরবের সময় আমায় দিয়ে গিয়েছেন, বুড়োরে সাপে কাম্‌ড়ালে কাজেই আমায় ডাক্‌বে—আমি চপেটাঘাতে নির্ব্বিষ করবো।

গোপালের প্রবেশ।

গোপা। বড় মজা হয়েচে, রাজীব মুখুয্যের খ্যাপান উঠেচে—

রতা। কি খ্যাপান?

গোপা। "পেঁচোর মা" বল্লেই ব্যাটা তাড়িয়ে কাম্‌ড়াতে আসে।

নসি। কেন?

গোপা। পেঁচোর মা বুড়োর মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে ছিল, বুড়ো ঘরে ভাত খাচ্চিল, কথায় কথায় পেঁচোর মা রামমণিকে বল্লো, তোমার বাপের চেয়ে আমার বয়স কম. বুড়ো ওমনি তেলে বেগুনে জলে উঠলো, ভাত গুলিন পেঁচোর মার গায় ফেলে দিলে, আর এঁটো হাতে মাগীর পিটে চাপড় মাত্তে লাগলো, মায়েশের রপের লোক জমে গেল। বুড়ো বল্‌তে লাগ্‌লো "দেখ দেখি আমার বিবা[illegible] এখন কি না বলে আমি ওর অপেক্ষা বড় আমি যখন পাঠশালে লিখি তখন বেটিকে ঐরূপ দেখিচি।"

...াস। কোন্ পেঁচোর মা ?

গোপা। রামজি ডোমের মাগ—রামজি মরে গিয়েছে, মাগী একা আছে, কেউ নাই, কেবল একটি ধাড়ী শূকর নিয়ে থাকে।

রত্না। দুজনেরি বয়স এক হবে।

গোপা। যদি কেহ বলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় পেঁচোর মার বয়স কম, বুড়ো ওমনি গালে মুখে চড়ায় আর তাড়িয়ে কামড়াতে আসে ; এখন অধিক বল্‌তে হয় না ; শুধু পেঁচোর মা বল্যেই হয়।

নেপথ্যে। বুড়ো বামনা বোকা বর।
পেঁচোর মারে বিয়ে কর॥

রাজীব মুখোপাধ্যায় এবং দশজন বালকের প্রবেশ।

রাজী। যম নিদ্রাগত আছেন, এত বালক মরচে তোমাদের মরণ হয় না—কি বল্‌বো দৌড়াতে পারিনে, তা নইলে একটি একটি ধরি আর খাই।

বালকগণ। বুড়ো বামনা বোকা বর।
পেঁচোর মারে বিয়ে কর॥
বুড়ো বামনা বোকা বর।
পেঁচোব মারে বিয়ে কর॥

নসি। যা সব স্কুলে যা, বেলা হয়েচে, ইনিস্পেক্টার বাবু এয়েচেন, সকালে সকালে স্কুলে যা।

(বালকদের প্রস্থান।)

মহাশয়ের অন্ন স্নানে অধিক বেলা হয়েচে, নানান্ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন।

রাজী। আমাকে পাগল করেচে।

নসি। অতি অন্যায়, আপনি বিজ্ঞ, গ্রামের মস্তক, আপনার সহিত তামাসা করা অতি অনুচিত। মহাশয়ের গৃহশূন্য হওয়াতে সকলেই দুঃখিত।

রাজী। তুমি বাবু আমার বাগানে যেও, তোমাকে পাকা আতা আর পেয়ারা পাড়্‌তে দেব।

রত্না। যে মেয়েটি স্থির হয়েচে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাঁদ পর্য্যন্ত হবে।

রাজী। কোন্ মেয়েটি ?

রত্না। আজ্ঞা—ঐ পেঁচোর মা।

রাজী। দূর ব্যাটা পাজি গর্ব্ভস্রাব, যমের ভ্রম—কাঁদু হাতে কম্বলে, তোর লেখা পড়া কাজ কি :- দেখি তোর বাবা যমি আর্সো কেমন করে খায়,

রাজীব এমন ঠক্ নয় এখনি নায়েবকে বলে তোর ভিটেয় ঘুঘু চরাবে।
পাজি—আঁস্তাকুড়ের পাত কখন স্বর্গে যায়।

(সরোষে রাজীবের প্রস্থান।)

নসি। বেশ জব্দের হয়েচে।

গোপা। বিয়ের নামে নেচে ওঠে—কনক বাবুর বাগানের কাছে ও চার বিঘা ব্রহ্মত্তর জমি ছিল ; রায় মহাশয় সেই জমি কয়েক খানার দ্বিগুণ মূল্য দিতে চাইলেন তবু দিলে না, রামমণি কত উপরোধ করলে কিছুতেই শুনলে না ; তারপর রতা শিখায়ে দিলে, বিয়ের সম্বন্ধ করে দেব স্বীকার করুন জমি অমনি দেবে। রায় মহাশয় তাই করে জমি হস্তগত করেচেন কিন্তু তার উচিত মূল্যের অধিক দিয়াছেন।

রতা। এখন বড় মজা যাচ্চে—ব্যাটা দুবেলা লোক পাঠিয়ে খবর নিচ্চে বিয়ের কি হলে। কনক বাবু আমায় বলেচেন একটা গোলমাল করে ব্রাহ্মণের ভ্রম ভঙ্গ করে দাওগে। আমি কি করবো কোন উদ্দেশ পাচ্চিনে।

ভুব। বাবা যে দুঃখিত হন, তা নইলে ওর পানের ডিবের ভিতর আমি কেঁচো পূরে রাখতে পারি।

রতা। তোমাদের কারো কিছু কত্তে হবে না, একা রতা ওর মাথা খাবে।

(সকলের প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

—◦—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দরজার ঘর।

রাজীব আসীন।

রাজী। পেঁচোর মা বেটিই আমাকে বুড়ো করে তুলেচে, গ্রাম ময় রাষ্ট্র করে দিয়েচে ওর যখন বিয়ে হয় আমি তখন মল্লিকদের বাড়ী গোমস্তাগিরি কর্ম্ম করি—কি ভয়ানক কথা ব্যক্ত করেছে, আমার কলোপ, কালাপেড়ে ধুতি, কৌশল সব বৃথা হলো—একথা মনের ভিতর আন্দোলন করিলেও হানি হতে পারে। মন! প্রকৃত অবস্থা বিস্মৃত হও, বিবেচনা কর আমি বিশ বৎসরের নবীন পুরুষ, আমি ছোলা ভাজা কড়্‌মড়্‌ করে চিবিয়ে খেতে পারি, আমি দৌড়ে বেড়াতে পারি, আমি সাঁতার দিয়ে নদী পার হতে পারি, আমি ষোড়শী প্রেয়সীকে অনায়াসে কোলে তুলে লতে পারি। বেটিকে দেখ্‌লে আমার অঙ্গ জলে যায়, তা নইলে কিছু টাকা দিয়ে বেটিকে বল্‌তে বলি পেঁচো যেবার মরে সেই বার আমি হই—আবার ভারত ছাড়া বেটির নাম কচ্চি, বেটির মুখ ভঙ্গিমা মনেহলে হৃৎকম্প হয়। (দরোজায় আঘাত) কে—ও, ঠক্ ঠক্ করে ঘা মারে কে—ও।

নেপথ্যে। আমরা দুটি অতিথি।

রাজী। এখানে না, এখানে না, মেয়েমানুষের বাড়ী।

নেপথ্যে। আজ্ঞা, সন্ধ্যা হয়েচে, আমরা কোথা যাই, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের স্থান দেন।

রাজী। কি আমার সন্ধ্যা হয়েচে গো—বা বাবু স্থানান্তরে যা, আমার বাড়ী লোক নাই, জন নাই, করে কর্ম্মে কে। আমি বুড়োহাব্‌ড়া—(জিবকেটে

স্বগত) এই জন্যে ও সকল কথা আন্দোলন কত্তে চাইনে, দেখ দেখি আপনিই "বুড়ো হাবড়া" বলে ফেল্যেম।

নেপথ্যে। আমাদের কিছু চাল ডাল দেন, আমরা স্থানান্তরে পাক করে খাইগে, আমরা নিঃসম্বল, চাল ডাল দিয়ে আমাদের রক্ষা করুন, আমরা দিবসে চিঁড়ে খেয়ে রইচি।

রাজী। দূর হ ব্যাটারা, দূর হ এখান থেকে—অতিথি বলে আসেন তারপর চুরি করে সর্ব্বস্ব লয়ে যান।

নেপথ্যে। আপনার বোধ করি কখন কিছু চুরি হয়নি।

রাজী। হোক্ না হোক্ তোর বাবার কি, পাজি ব্যাটারা, গোচোর ব্যাটারা।

নেপথ্যে। নরপ্রেত, এই সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্মণ দুটোকে কিঞ্চিৎ অন্নদান কত্তে পাল্যে না। চল অপর কোন বাড়ী যাওয়া যাক্।

রাজী। রামমণি বড় সন্তুষ্ট হয়েচে, কণক বাবুকে জমি চারখান ছেড়ে দেওয়াতে সকলেই সন্তুষ্ট হয়েচে, এখন কণক বাবু আমাকে সন্তুষ্ট করেন তবেই সকলের সন্তোষ, নইলে ঘর দরোজায় আগুন লাগাবো। কণক রায় তেমন লোক নয়, একটি মেয়ে স্থির কর্‌বেই, ক্ষমতা কত, মান কেমন, কণকের প্রতাপে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। (দরোজায় আঘাত) ঠক্, ঠক্, ঠক্, রাত্রিদিনই ঠক্, ঠক্,—(দরোজায় আঘাত) আবার ঠক্, ঠক্, কচ্চিই ঠক্, ঠক্, (দরোজায় আঘাত) কে—ও, কথা কয়না কেবল ঠক্, ঠক্, (দরোজায় আঘাত) দরোজা টা ভেঙ্গে ফেল্যে, কেও, রামমণিকে ডাকবো না কি? গিয়েচে ব্যাটারা; রতা ব্যাটা আমার পরমশত্রু, ব্যাটারে কি করে শাসিত করি তার কিছু উপায় দেখি নে।

নেপথ্যে। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আলয়ে আছেন? ওহে বাপু তাকিয়ে ঠেসান দিয়ে, আমরাও এককালে ওরূপ অধ্যয়ন করিচি, পড়ায় এত মন দিয়েচ, আমার কথা শুন্‌তে পাচ্চো না?

রাজী। (স্বগত) এ ঘটক, আমাকে বালক বিবেচনা করেচে, আমায় কিছু দেখ্‌তে পাইনি, কেবল কাপড়ের পাড় দেখতে পেয়েচে। (প্রকাশ্যে) আপনি কার অনুসন্ধান কচ্চোন মহাশয়?

নেপথ্যে। আমি রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুসন্ধান কচ্চি।

রাজী। কিজন্যে?

নেপথ্যে। দ্বার মোচন করুন, তারপর বলচি।

রাজী। কিজন্য এসেচেন, আর কার নিকট হতে এসেচেন, না বলো আমি কখনই গড়া ছেড়ে উঠ্‌তে পারিনে—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥"

নেপথ্যে। বাবুজী, রাজীব বাবুর সম্বন্ধের জন্যে আমাকে কনক বাবু দিয়েচেন,—আমি ঘটক।

রাজী। "কিবা রূপ, কিবা গুণ, কহিলেক ভাট।
খুলিল মনের দ্বার, না লাগে কপাট॥"

নেপথ্যে। নবীন পুরুষেরা স্বভাবতঃ কবিতাপ্রিয়—আমি প্রেমাম্বুদ, রাজীবের বিচ্ছেদ সন্তপ্ত চিত্তে প্রেমবারি বর্ষণ কত্তে আমার আগমন।

রাজী। (স্বগত) এই সময় আমার স্বকৃত নবীন কবিতাটা কেন শুনিয়ে দিই না। (প্রকাশ্যে)

পীরিতি তুলা কাঁটাল কোষ।
বিচ্ছেদ আটা লেগেচে দোষ॥
পঙ্কজ মৃল ভাল কি লাগে।
কণ্টক নাগ না যদি রাগে॥
চাকের মধু মিষ্টি কি হৈত।
মৌমাচি খোঁচা না যদি রৈত॥
আইস বিষ পীযূষ সঙ্গে।
অঙ্কিত মৃগ সোমের অঙ্গে॥

নেপথ্যে। আপনার অতি সুশ্রাব্য স্বর—আপনি কপাট উদ্ঘাটন করুন, আমি ভিতরে গিয়ে আপনার নবীন মুখচন্দ্রের অমৃত পান করে পরিতৃপ্ত হই।

রাজী। যেআজ্ঞা। (কপাট উদ্ঘাটন, ঘটকের প্রবেশ, পুনর্ব্বার দ্বার রোধ)

ঘট। আমি অধিকক্ষণ বস্‌তে পারবো না, আপনার দেশ বড় মন্দ, বালকেরা আমাকে বিদেশী দেখে গায় ধূলা দিয়েচে, আমি ওপাড়ায় আর যাব না।

রাজী। মহাশয়, আপনার বাড়ী আপনার ঘর, এখানে থাকবেন, আপনার অপর স্থানে যেতে হবে না।

ঘট। রাজীব বাবুকে একবার সংবাদ দেন।

রাজী। আজ্ঞা আমারই নাম রাজীবলোচন—ও রামমণি, রামমণি, ওরে কলকেডায় একটু আগুন দিয়ে যা—(তামাক সাজন) পিতা, ভ্রাতার পরলোক

হওয়াতে সকল ভার আমার কোমল স্কন্ধে পড়েচে। আপনার মধ্যাহ্নে আহার হয়েছিল কোথায়?

ঘট। কণক বাবুর বাড়ী—আমি আপনাকে মূলকাটিতে একটা কথা বলি, আপনি কাহারো তামাসা ঠাট্টায় ভুলবেন না—এ সম্বন্ধে আপনাকে অনেকে ভাংচি দেবে, আপনার আত্মীয় বন্ধু সকলেই এ সম্বন্ধে অসম্মত হবে, আর বলবে পাঁচব্যাটা গাঁজাখোরে পিতৃহীন বালকটিকে নষ্ট কচ্চে।

রাজী। আপনি আমার পরম বন্ধু, আমি কারো কথা শুনবো না, লোকে সহস্রবার নিষেধ কল্যেও ফিরবো না, আপনি যে পথে যেরূপে লয়ে যাবেন সেই পথে সেইরূপে যাবো; আমি মুরুব্বিহীন, আপনাকে আমি মুরুব্বি কল্যেম।

ঘট। আপনার কথায় আমি বড় সন্তুষ্ট হলেম—বয়স আপনার এমন অধিক কি, আপনার পিতার ধীশক্ত নাম, অতুল্য ঐশ্বর্য্য, কুলীনের চূড়ামণি, অতি শিশুকালে বিয়ে দিয়েছিলেন তাই আপনাকে দোজবরে বলতে হচ্চে, নচেৎ এমন বয়সে কত আইবুড়ো ছেলে রয়েচে—এই যে কণক বাবুর পুত্রের বয়স ষোল বৎসর, এক্ষণে তাঁর পুত্রবধূর—পরমেশ্বর করেন না হয়—মৃত্যু হলে কি তাঁর পুত্রকে দোজবরে বলে ঘৃণা করবো? কন্যাকর্ত্তারা সকল ভার আমাকে দিয়েচেন, এক্ষণে, এপক্ষের মতের স্থিরতা জানতে পারলে লগ্ন নির্ণয় করে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করা যায়।

রাজী। এপক্ষের মতামত কি? মহাশয় সেপক্ষের ভার লয়েচেন, এপক্ষের ভারও মহাশয়ের উপর—ভাষা কথায় বলে "বরের ঘরের পিসী, কনের ঘরের মাসী" আপনিও তাই।

ঘট। আমি আপনার কবিতা শক্তিতে আরো সন্তুষ্ট হইচি; আপনার শাশুড়ীর ইচ্ছে একটি সুরসিক জামাই হয়, যেমন মেয়েটি চটপটে, হেঁয়ালির হারে কথা কয়, তেমনি একটি রসিকের হাতে পড়ে।

রাজী। মেয়েটীর বয়স কত?

ঘট। একথা কারো কাছে প্রকাশ করবেন না, মেয়েটি তের উৎরে চোদ্দয় পড়েচে—ভদ্রলোকের অভিভাবক না থাকা বড় ক্লেশ, তোমার শ্বশুর, টাকা, গহনা সব রেখে গিয়েচেন, তবু যোটাযোট করে এমন লোক নাই বলে এতদিন অবিবাহিতা রয়েচে—বাপু তুমি এখন আপনার জন, তোমার কাছে ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ কি, মেয়ের স্ত্রীসংস্কার হয়েচে।

রাজী। ভালইত, তাতে দোষ কি, তাতে দোষ কি?

ঘট। তাওষে বয়স শুণে হয়েচে তা বোধ হয় না—চম্পক আমাদের স্বভাবতঃ হৃষ্টপুষ্ট, বিশেষ আদুরে মেয়ে, পাঁচ রকম খেতে পায় তাইতে তের বৎসরে ওষঢনা ঘটেচে।

রাজী। মহাশয় লজ্জিত হচ্চেন কেন, আমি এরূপই ত চাই। আমি ত আর পঞ্চম বৎসরের বালকটি নই! বিশেষ আমার সংসারে গিন্নি নাই, মেয়ে বয়স্থা হলে আমার নানারূপে মঙ্গল।

ঘট। আপনার যেমন মন তেমনি ধন মিলেচে।

রামমণির আগুন লইয়া প্রবেশ।

রামি। (কলিকায় আগুন দিয়া) বাবা দুধ গরম করে আনবো?

রাজী। (মুখ খিঁচিয়ে) বাবা দুধ গরম করে আনবো, পাজিবেটী, আঁটকুড়ীর মেয়ে (মুখ খিঁচয়া) ওঁস্বার বাবা কেলে বাবা।

রাম। বুড়ো হলে বাহাত্তুরে হয়, শূলের ব্যাথায় মচ্চেন, দুধ—

রাজী। তোর সাতগোষ্টির শূল হোক—পাজি বেটী, দূর হ এখান থেকে, কড়েরাঁড়ী, আমার বাড়ী তোর আর জায়গা হবে না, তোর ভাতারের বাবা রাখে ভাল, নাহয় নতুন আইন ধরে বিয়ে কর গে।

রাম। তোমার মতিচ্ছন্ন ধরেচে, (রোদন) হা পরমেশ্বর! বিধবার কপালেও এত যন্ত্রণা লিখেছিলে, দাসীর মত খেটেও ভাল মুখে দুটো অন্ন পাইনে—বাবা আমি তোমার—

রাজী। আ মলো আবার বলতে নাগলো—ওরে বাছা তুই বাড়ীর ভিতর যা, একজন ভিন্নদেশী লোক রয়েচে একটু লজ্জা কত্তে হয়।

রাম। আমার তিন কাল গেচে, আমার আবার লজ্জা কি, আমার যদি গণেশ বেঁচে থাকতো ওঁর চেয়ে বড় হতো।

রাজী। বেটী পাগলের মত কি আবোল তাবোল বকতে লাগলো, তোর কি ঘরে কাজ নেই।

রাম। ব্যাথা আজ ধরিনি?

রাজী। আজো ধরিনি, কালো ধরিনি, কোন দিনও ধরিনি—তোর পায় পড়ি বাছা, তুই বাড়ীর ভিতর যা।

রাম। মাগো, খেতে বলো মাত্তে ধায়।

(প্রস্থান।)

রাজী। যেমন মা তেমনি মেয়ে।

ঘট। মেয়েটি অতি ব্যাপিকা—আপনাকে পিতা সম্বোধন কল্যো না?

রাজী। (স্বগত) এই বুঝি কপালে আগুন লাগে।

ঘট। কামিনীটি কে মহাশয়?

রাজী। আমার সতীন ঝি—না, আমার সাবেক স্ত্রীর মেয়ে

ঘট। মহাশয় আমার পরিশ্রম বিফল হলো।

রাজী। কেন বাবা, অমঙ্গল কথা বল্যো কেন?

ঘট। উটিতো আপনার মেয়ে?

রাজী। ঘটক রাজ—

ডুবিয়ে সলিল যদি সীমন্তিনী খায়,
শিবের অসাধ্য, স্বামী দেখিতে না পায়,
ছেলে হয়, গুপ্ত কথা কিন্তু চাপা থাকে;
কার ছেলে, কার বাপে, বাপ্ বলে ডাকে।
কামিনী কুমার বটে নিশ্চয় বিচার,
স্বামীর সন্তান বলা লোকে লোকাচার।—
মেয়েটি আমার আমি বলিব কেমনে?

ঘট। মেয়েটির জন্মতো আপনার বিবাহের পর।

রাজী। তারই বা নিশ্চয় কি—ব্রাহ্মণের ঘরে, মহাশয় তো জ্ঞাত আছেন, মেয়ের বয়স দশ বৎসর তখনও গর্ভধারিণীর বিবাহ হয় নি।

ঘট। তবে ব্রাহ্মণী কি এই মেয়ে কোলে করে পাক্ ফিরে ছিলেন?

রাজী। কোলে করে ফিরেচেন, কি হাত ধরে ফিরেচেন তা কি আমার মনে আছে? সে কি আজ্‌কের কথা তা আমি তোমায় ঠিক করে বল্‌বো, আমার বিবাহের দিন পলাসির যুদ্ধ হয়—ঘটক বাবা, বলে ফেলিচি তার আর কি হবে, বাবা তুমি জানলে জানলে, শাশুড়ী ঠাকুরুণকে এ কথা বল না, তোমারে খুসি করবো, তোমাকে বিদেয় কত্তে আমি দশ বিঘা ব্রহ্মত্তর জমি বেচ্‌বো—সাত দোহাই বাবা মনে কিছু কর না, আমি পিতৃ মাতৃ হীন অজ্ঞান বালক সকল ভার তোমার উপর, তুমি ওঠ্ বল্‌লে উঠ্‌বো বস্ বল্‌লে বস্‌বো।

ঘট। আপনি স্থির হন, আমি এমন ঘটক নই যে ঐ মাগী আপনার মেয়ে বলে আমি বিয়ে দিতে পারবোনা? ওর মা যদি আপনার মেয়ে হয় তা হলেও পিচ্ পা নই।

রাজী। আচ্ছা, আচ্ছা,—বাবা বাঁচালে, আমি বলি তুমি বুঝি রাগ কল্যে।

ঘট। তোমার মেয়েকে আমার এক ভয় আছে।

রাজী। কি ভয়? ওরে আবার ভয় কি?

ঘট। উনি পাছে আপনার নববিবাহিতা প্রণয়িনীকে তাচ্ছিল্য করে মা না বলেন।

রাজী। অবশ্য বল্‌বে। আমার মেয়ে আমার স্ত্রীকে মা বল্‌বে না!

ঘট। সেটী যাচাই না করে আমি কথা স্থির কত্তে পারি না। কারণ আমাদের মেয়েটী অতিশয় অভিমানিনী, উনি যদি মা না বলেন তা হলে সে অভিমানে গলায় দড়ি দিয়ে মত্তে পারে।

রাজী। আমি এখনি যাচাই করে দিচ্চি ও—রামমণি! ও রামমণি—ওরে বাছা আর একবার বাহিরে এস।

রামমণির প্রবেশ।

রাম। আমায় আবার ডাক্‌চো কেন? যে গাল দিয়েছ, তাতে কি মন ওটে নি?

রাজী। না মা তোমাকে কি আমি গাল দিতে পারি! তোমার জন্যে সংসারে মাথা দিয়ে রইচি——তবে একটা কথা বল্‌ছিলাম কি আমি যদি আবার বিয়ে করি তোমার যে নূতন মা হবে, তাকে তুমি মা বলে ডাক্‌বে কি না?

রাম। তোমার বিয়েও যেমন হবে, আমিও তেমনি মা বলে ডাক্‌বো। বুড়ো হয়ে বাহাত্তুরে হয়েছেন—রাতদিন বিয়ে বিয়ে করে মর্চ্চেন।

রাজী। কি কথায় কি জবাব। ভাল মুখে একটা কথা বল্লেম, উনি আমার গায় এক হাতা আগুন ফেলে দিলেন। এখন স্পষ্ট করে বল, আমি যারে বিয়ে কর্‌বো তুমি তাকে মা বল্‌বে কি না?

রাম। আমি আঁশবটী দিয়ে তার নাক কেটে দিব, আর তারে পেত্নী বলে ডাক্‌বো।

রাজী। তোর ভাল চিহ্ন নয়, আমাকে রাগাচ্চিস, আপনার মরবার পথ কচ্চিস্। আমার স্ত্রীকে মা বল্‌বি কি না বল্?

রাম। বল্‌বো না। কখনো বল্‌বো না! তোমার যা খুসি তাই করো।

রাজী। বল্‌বি নে—

রাম। না।

রাজী। বল্‌বি নে—

রাম। না।

রাজী। তোর বাপ যে সে বল্‌বে! বেরো বেটী এখান থেকে—মাকে মা বলবেন না। হাজার বার বল্‌বি। তুইতো তুই তোর বাপ যে সে বল্‌বে।

(রামমণির বেগে প্রস্থান।)

ঘট। এতো ভারি সর্ব্বনাশ দেখচি।

রাজী। না বাবা—এতে ভয় পেয়ো না। ব্রাহ্মণী বাড়ী আসুক আমি যেমন করে পারি মা বলিয়ে দেব।

ঘট। তোমার মেয়েকে আমার আর এক ভয় আছে।

রাজী। আর কি ভয়?

ঘট। উনি যে ব্যাপিকা উনি অনেক ভাংচি দেবেন; উনি বলবেন মিছে সম্বন্ধ, মিছে বিয়ে, বাজারের বেশ্যা ধরে কন্যে সাজিয়ে দেবে।

রাজী। আমি কোন কথা শুনবো না।

ঘট। বৃদ্ধ লোককে লয়ে লোকে এমন কৌতুকবিয়ে দিয়ে থাকে এবং পাঁচ টা দৃষ্টান্তও দেওয়া যেতে পারে—আমার ভাবনা হচ্চে পাছে আপনি আপনার তনয়ার বাক্‌পটুতায় আমাকে সেইরূপ বিবাহের ঘটক বিবেচনা করেন—কেবল কণক বাবুর অনুরোধে আমার এককর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া।

রাজী। ঘটক মহাশয়, আমি কচি খোকা নই যে কারো পরামর্শে ভুল্‌বো. বিশেষ স্ত্রীলোকের কথায় আমি কখন কান দিই না আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি যদি রতা বেটাকে কন্যা বলে সম্প্রদান করেন আমি তাও গ্রহণ কর্‌বো—পাজিব্যাটা, নচ্ছার ব্যাটা, ছোট লোকের ছেলের কখন লেখা পড়া হয়?

ঘট। বিয়ে না করেন নাই করবেন, গালাগালি দেন কেন? (গাত্রোত্থান)

রাজী। ঘটক মহাশয় তোমারে না, তোমারে না, আমার মাথা খাও ঘটক বাবা (পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক) তুমি রাগ কর না, আমি রতা নাপ্‌তেকে বলিচি।

ঘট। তবু ভাল (উপবেশন) নাম ধরে গাল দিলে এ ভ্রম হতে পাত্তো না।

রাজী। রতা নাপ্‌তে পাজি, রতা নাপ্‌তে ছোট লোক; ঘটকরাজ অতি ভদ্র, ঘটক মহাশয় অতি সজ্জন, ঘটক বাবা বড় লোক।

ঘট। রতা বড় নষ্ট বটে?

রাজী। ব্যাটার নাম করো আমার গা জলে, আমি যদি ব্যাটাকে দৌড়ে ধত্তে পাত্তেম তবে এতদিন কীচক বধ কত্তেম, ব্যাটা আমার পরম শত্রু।

ঘট। গ্রামের ভিতর আর কেউ আপনার মন্দ কচ্চে?

রাজী। আর এক মাগী—ঘটকরাজ আমারে মাপ কত্তে হবে, আমি তার নাম কত্তে পারবো না।

ঘট। আমাকে আপনার অবিশ্বাস কি?

রাজী। বাবা আমাকে এইটি মাপ কত্তে হবে।

ঘট। ভদ্রলোকের মেয়ে?

রাজী। মহাভারত, মহাভারত—ডোম, বুড়ো, কালো, পেত্নী।

ঘট। আপনি সম্বন্ধের কথা কারো কাছে ব্যক্ত করবেন না, বউ ঘরে এনে তবে সম্বন্ধের কথা প্রকাশ; আপনি একশত টাকা স্থির করে রাখ্‌বেন।

রাজী। আমার দুই শত টাকা মজুত আছে।

ঘট। আপনার বাড়ীতে কোন উদ্যোগ কত্তে হবে না, আপনি শনিবারে সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে যাবেন, রবিবারে প্রাতে গৃহিণী লয়ে গৃহে প্রবেশ করবেন। কন্যাকর্ত্তারা মেয়ে নিয়ে দক্ষিণ পাড়ায় রতন মজুমদারের বাগানে থাক্‌বেন, কণক বাবু ঐ বাগান তাঁদের জন্য ভাড়া করেচেন।

রাজী। গোলমালের প্রয়োজন কি, সকল কাজ চুপি চুপি ভাল, আমার পায় পায় শত্রু।

ঘট। আমি আজ যাই।

রাজী। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

ঘট। বলুন না? সকল বিষয়ের মীমাংসা করে যাওয়া উচিত।

রাজী। এমন কিছু নয়—মেয়েটির বর্ণটি কেমন?

ঘট। তরুণ তপন আভা বরণের ভাতি,
কাঁচাসোনা চাঁপা ফুল খেয়েচেন লাথি।
হেরে আভা, মনোলোভা, যোগীর মন টলে,
গোঁসারির ডাল যেন বাঁধা মলমলে।
নাসিকার শোভা হেরে চঞ্চল নয়ন,
ঈষৎ অরুণ লাজে হয়েছে বরণ,
সরমে হেলিয়ে দোঁহে করিতে বিহিত
কানাকানি কানে কানে কানের সহিত।

অধরে ধরে না সুধা সতত সরস,
ভিজেছে শিশিরে যেন নব তামরস।
গোলাপি বরণ পীন পয়োধর দ্বয়—
বিকচ কদম্ব শোভা যাতে পরাজয়—
বিরাজে বক্ষের মাঝে নিজ গরিমায়,
স্থানাভাবে ঠেকাঠেকি সদা গায়গায় ;
তাতে কিন্তু উরজের অঙ্গ না বিদরে,
কমলে কমলে লেগে কবে দাগ ধরে ?
গঠিত বিমল কুচ কোমলতা সারে,
নরম নিরেট তাই দেখ একেবারে।
চিকণ বসনে কুচ রেখেচে ঢাকিয়ে,
কাম যেন তাঁবু গেড়ে আছে বার দিয়ে।

রাজী। "কুচ হতে উচ্চ কেশরী মধ্য খান"—না হয়নি—
"কুচ হতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে,
কাঁদেরে কলঙ্কিচাঁদ মৃগ লয়ে কোলে"—
না মহাশয়, ভুলে গিয়েচি—তা এরূপ হয়ে থাকে, কালেজের জলপানি ওয়ালারাও ঘটকের কাছে চম্‌কে যায়।

ঘট। "কুচ হতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে।
শিহরে কদম্ব ডরে দাড়িম্ব বিদরে॥"

রাজী। আপনি শাশুড়ীর কাছে সেরেসুরে নেবেন, বল্‌বেন এ কবিতাটি আমি বলিচি।

ঘট। শিকারি বিড়ালের গোঁপ দেখ্‌লে চেনা যায়—আপনি যে রসিক তা আমি এক "মৌমাচি খোঁচাতেই" জান্‌তে পেরেচি।

রাজী। "চাকের মধু মিষ্টি কি হইত,
মৌমাচি খোঁচা না যদি রইত।"
ঘটক মহাশয় ইটি আমার আপনার রচন।

ঘট। বলেন কি ?

রাজী। আজ্ঞা হাঁ।

ঘট। আপনি চম্পকলতার যোগ্য তরু, রাজযোটক হয়েচে।

রাজী। আপনি রাত্রে অন্ন আহার করে থাকেন ?

ঘট। আচ্ছা, আমার দক্ষিণ পাড়ার বাগুনের প্রয়োজন আছে, আমি কণক বাবুর ওখানে আহার করবো—কোন কথা প্রকাশ না হয়, কণক বাবু এর ভিতরে আছেন কেউ না জানতে পারে।

(প্রস্থান।)

রাজী। আমার পরম সৌভাগ্য—আমার রাবণের পুরী ধু ধু কচ্চে, কামিনীর আগমনে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, (তাকিয়ার উপর চিত হইয়া চক্ষু মুদিত করিয়া) আহা! কি অপরূপ রূপ,—সোনার বর্ণ,—মোটাসোটা—দ্বিতীয়ে বিয়ে হয়েচে—(নিদ্রা।)

নেপথ্যে। এই বেলা ফুটয়ে দে, আমি সাপ ফেলবো এখন। (রাজীবের অঙ্গুলির গলিতে জানলা হইতে কাঁটা ফুটাইয়া দেওন।)

রাজী। বাবারে গিচি—(অঙ্গে সোনার সাপ পতন) খেয়ে ফেলেচে—(নেপথ্যে সাপ টানিয়া লওন) এত বড় সাপ কখন দেখিনি (চিত হইয়া ভূমিতে পতন) একেবারে খেয়ে ফেলেচে, করিয়েচে বিয়ে, ও রামমণি ও রামমণি ও রামমণি, ওরে আবাগের বেটি, ঝট্‌ করে আয়, জলে মলাম মারে—কেউটে সাপে কামড়েচে, একেবারে মরিচি, শিগ্‌গির আয়, আমার গা অবশ হয়েচে, আমার কপালে সুখ নাই, আমি একদিন তার মুখ দেখে মরতেম সেও যে ছিল ভাল—

রামমণির প্রবেশ।

অঙ্গুলের গলিতে কেউটে সাপে কামড়েচে।

রাম। ওমা তাই তো, রক্ত পড়চে যে, ওমা আমি কোথায় যাবো, ওমা বাবা বই আর যে আমার কেউ নাই—

রাজী। লোক ডাক্ জলে মলেম; আহা! সর্পাঘাতে মরণ হলো। (দরজায় আঘাত)

রাম। ওগো তোমরা এস গো—(দ্বার উন্মোচন) আমার বাবার কাটি ঘা হয়েচে।

দুই জন প্রতিবাসীর প্রবেশ।

প্রথম। ভাইজে, খুব দাঁত বসেচে—

দ্বিতীয়। সাপ দেখেছিলেন?

রাজী। অজাগর কেউটে—আমার হাতে কামড়ালে আমি দেখ্‌তে পেলেম, তারপর হা করে গলা কামড়াতে এল, লাপিয়ে এসে নিচের পড়লেম।

প্রথম। রামমণি, দৌড়ে তোদের কুয়ার দড়া গাছটা আন্‌।

(রামমণির প্রস্থান।)

(দ্বিতীয়ের প্রতি) তুমি দৌড়ে রতানাপ্‌তেকে ডেকে আন, তার বাপ মরণ কালে তার সাপের মন্ত্র রতাকে দিয়ে গিয়েচে, সে মন্ত্র অব্যর্থসন্ধান।

(দ্বিতীয়ের প্রস্থান।)

রামমণির দড়া লয়ে পুনঃ প্রবেশ।

রাম। ওগো নাপ্‌তেদের ছেলেকে ডাকগো, সে বড় মন্ত্র জানে গো—

প্রথম। দড়া গাছটা দাও (দড়া দিয়া হস্ত বন্ধন।)

রাম। (রাজীবের হস্তে চিমটি কেটে) লাগে ?

রাজী। আবার কাটো দেখি, (পুনর্ব্বার চিমটি কাটন) কৈ কিছুইলাগেনা।

রাম। তবেই সর্ব্বনাশ হয়েচে, আমার পোড়া কপাল পুড়েচে।

রাজী। আর কেউ মন্ত্র জানে না ?

প্রথম। রতার বাপের মন্ত্র সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী, সে মন্ত্র মরবের সময় আর কারো জানিনি, কেবল রতাকে দিয়ে গিয়েচে।

রাজী। এমন সাপ আমি কখন দেখিনি—আমার দৌহিত্রকে আন্তে পাঠাও, আমার গা ঢুল্‌চে, আমার বোধ হচ্চে বিষ মাথায় উঠেছে—আহা ! কেবল প্রেমের অঙ্কুর হয়েছিল ; রামমণি তোরে বলবো না ভেবেছিলাম, আমার সম্বন্ধের স্থিরতা হয়েছিল, রবিবারে বউ ঘরে আসে ; আহা ! মরি কি আক্ষেপ, লক্ষ্মী এমন ঘরে আসবেন কেন ?

রাম। আবার কে বুঝি টাকাগুলো ফাঁকি দিয়ে নেবে—

রাজী। মা! যে নিতো তা আমি জানি—অন্তিমকালে তোমার সঙ্গে কলহ করবো না, তুমি একটু গঙ্গাজল এনে আমার মুখে দাও, আমার চোকবুজে আস্‌চে—

রাম। বাবা ! তোমারে যে কত মন্দ বলিচি, বাবা ! তোমারে ছেড়ে থাকবো কেমন করে—

রতানাপ্‌তে, নসীরাম, ভুবনমোহন এবং প্রতিবাসীর প্রবেশ।

রাজী। বাবা রতন, তুমি শাপ ভ্রষ্টে নাপিতের ঘরে জন্ম লয়েচ, তোমার গুণ শুনে সকলেই সুখ্যাতি করে, তোমার কল্যাণে আমার বৃদ্ধ শরীর অপমৃত্যু হইতে রক্ষা কর।

রতা। (দংশন অবলোকন করিয়া) জাত সাপের দাঁত—

মেতে কাটে জাত সাপ
রাখ্‌তে নারে ওঝার বাপ॥

তবে বড়মটা গমর মত হয়েছে ইতে কিছু ভরসা হচ্চে—একগাছ মুড়ো খাঁওরা আছুন। (রামমণির প্রস্থান।)
আপনার গা কি ঝিম্ ঝিম্ করে আসচে?

রাজী। খুব ঝিম্ ঝিম্ কচ্চে, আমি যেন মদ খেয়েচি।

রতা। মন বুঝি ছাড়্চেন না।

মুড়ো ঝাঁটা হস্তে রামমণির পুনঃ প্রবেশ।

ও এখন রাখ, দেখি চপেটাঘাতে কি কত্তে পারি। (আপনার হস্তে ফুঁ দিয়া রাজীবের পৃষ্ঠে তিন চপেটাঘাত) কেমন মহাশয় লাগে?

রাজী। রতন লাগে বুঝি—বড় লাগে না।

রতা। তবে সংখ্যা বৃদ্ধি কত্তে হলো (সাত চপেটাঘাত।)

রাজী। লাগে যেন।

রতা। ঠিক্ করে বলো—যেন বিষ থাক্‌তে লাগে বলে সর্ব্বনাশ কর না।

রাজী। আমার ঠিক্ মনে হয় না, আবার মারো।

রতা। আমার হাত যে জলে গেল—(প্রতিবাসীর প্রতি) মহাশয় মাত্তে পারেন, আমি আপনার হস্ত মন্ত্রপূত করে দিচ্চি।

প্রথম। না বাপু আমি পারবো না—এই ভুবনকে বলো।

রতা। ভুবন তোমার হাত দাও তো। (ভুবনের হস্তে ফুঁ দেওন) মার

ভুবন। (স্বগত) আমাদের জাত মজিয়েচ, আমাদের একঘরে করেচ—(প্রকাশ্যে) ক চড় মাত্তে হবে?

রতা। তিন চড়।

ভুবন। (গণনা করে চপেটাঘাত) এক—দুই—তিন—চার—পাঁ—

প্রথম। আর কেন।

রতা। হোক্, তবে সাতটা হোক্।

ভুবন। এই পাঁচ—এই ছয়—এই সাত।

রতা। কেমন মহাশয় লাগ্‌চে?

রাজী। চপেটাঘাতে পিঠ ফুলে উঠেছে ও তার উপরে মারচ, আমি কিছুই বোধ কত্তে পাচ্চিনে।

রতা। ফুল নয় বিষ ফিং দাও মা—(প্রস্থান)

(তিন ঘা ঝাঁটা প্রহার) গা কি জুলচে ?

রাজী। বাবা রতন, তুমি ওবেটার নামটা বলনা।

রাম। মন্ত্র আছে তা কি করবে—তুমি আবার মন্ত্র পড়ো।

রাজী। এবার ও নামটা মনে মনে বলো।

রাম। রোগীতে মন্ত্র না শুনলে কি মন্ত্র ফলে ?

রতা। চুপ কর গো—(রাজীবের মুখের কাছে ঝাঁটা নাড়িয়া পুনর্ব্বার মন্ত্র পাঠানন্তর তিন ঘা ঝাঁটা প্রহার করিয়া) কিরূপ বোধ হয় ?

রাজী। আমার বাপু গা ঘুরচে, বিষে ঘুরচে কি ঝাঁটার ঘুরচে তা আমি বলতে পারিনে—শেষের ঝাঁটা গুলো বড় লেগেচে।

রতা। আর ভয় নাই—(একটি ঝাঁটার কাটি ভাঙ্গিয়া আঙ্গুলের ঘা মুখে ফুটাইয়া দেওন)

রাজী। বাবারে মরিচি, জ্বালাটা একটু থেমেছিল, আবার জ্বালিয়ে দিলে, বড় জ্বালা কচ্চে, মলেম।

রত। বাঁচলেম—এখন দশ কলসী কুয়ার জল দিয়ে নাইয়ে আনো।

(রাজীব, রামমণি ও প্রতিবাসীদিগের প্রস্থান।)

ভুবন। আমি ভাই ব্যাটাকে খুব মেরেচি।

রতা। সে বোতলটা কোই ?

নসী। এই যে।

রতা। (বোতল গ্রহণ করিয়া) ব্যাটাকে এই আরোকটি খাইয়ে যাব।

ভুবন। কিসের আরোক ?

রতা। এতে ভাঁট পাতার রস আছে, সিউলি পাতার রস আছে, ঘুঁটে গোবর চোনা আছে, ভ্যারেণ্ডার তেল আছে, প্যাঁজ রসুনের রস আছে, কুইনাইন আছে, লবণ আছে ; এর নাম "নরামৃত"।

নরামৃত কল্যে পান।

সশরীরে স্বর্গে যান॥

নরামৃতের সহস্র গুণ—

বাসি পেটে বাজা বউ নরামৃত খায়,

সাতছেলে, পায় কোলে, পতি পড়ে পায়॥

ভুবন। হরে শুঁড়ির দোকান থেকে একটু মদ দিলে হত।

রতা। আমি যে মত করেছিলেম, নসী বল্লে [illegible]

নসী। চুপ কর, আসচে।

রাজীব এবং প্রতিবাসীদ্বয়ের প্রবেশ।

রতা। হস্তের বন্ধন খুলে দেন, আমি নরামৃত খাওয়াই।

দ্বিতীয়। (হস্তের বন্ধন খুলিয়া) তোমার বাপের সেই আরোক বটে?

রতা। আজ্ঞা হাঁ—(রাজীবের গালে আরোক ঢালিয়া দেওন।)

রাজী। ও রামমণি—ওয়াঃ কি খাওয়ালে—ও রামমণি, ওরে জল নিয়ে আয়, গন্ধ দেখ, ওয়াঃ ওয়াঃ মলেম; ও রামমণি ওরে নেবুর পাতা নিয়ে আয়—ওয়াঃ।

প্রথম। ও বড় মাতব্বর ঔষধি, উটি উদরে ধারণ করে রাখুন।

রাজী। ওমা গেলেম, আমার সাপের কামড় যে ভাল ছিল—ওয়াঃ—আমার মরা সে ভাল ছিল—গন্ধে মরে গেলেম, নাড়ি উঠলো—ওয়াঃ ওয়াঃ।

রতা। নির্ব্ব্যাধি হয়েচেন, ঔষধ বেশ ধরেচে।

রামমণির প্রবেশ।

বাড়ীর ভিতর লয়ে যাও—রাত্রিতে কিছু আহার দেবে না, দুই তিন বার দাস্ত হলেই মঙ্গল, বিষ একেবারে অন্তর্ধান করবে।

(রামমণি, রাজীবের একদিকে, অপর সকলের অপর দিকে প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক।

—•⁂•—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজীব মুখোপাধ্যায়ের রসুই ঘরের রোয়াক।

রামমণি ও গৌরমণির প্রবেশ।

রাম। টাকায় না হয় কি? টাকা নিয়ে মেয়ে মেছোবাজারে বেচ্‌তে পারে, বুড়ো বরকে দিতে পারে না?

গৌর। আমার বোধ হয়, ও পাড়ার ছোঁড়ারা মিছে মিছে সম্বন্ধ করেছে; মেয়ে টেয়ে সব মিথ্যে।

রাম। আমি গয়লা বউকে কণক বাবুর কাছে পাঠিয়েছিলেম, তিনি বল্লেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যুক্তি করবে, তাইতে একটি মেয়ে স্থির করে দিইচি, আমার এই জন্যে বিশ্বাস হচ্চে, তা নইলে কি আমি বিশ্বাস করি।

গৌর। মেয়েটির না কি বয়েস হয়েছে?

রাম। যত বয়েস হক, বাবার সঙ্গে কখনই সাজ্‌বে না—তার বুঝি মা নেই, তা থাক্‌লে কি এমন বুড়ো বরকে বিয়ে দেয়। একাদশীর জলন্ত আগুনে কাঁচা মেয়ে ফেলে।

গৌর। আহা! দিদি! মা বাপ্ যদি একাদশীর জ্বালা বুঝতেন তাহলে এত দিন বিধবা বিয়ে চল্‌তো।

রাম। গৌর, বিধবা বিয়ে চলিত হলে তুই বিয়ে করিস্?

গৌর। আমার এই নবীন বয়স, পূর্ণ যৌবন, কত আশা কত বাসনা মনের ভিতর উদয় হচ্চে, তা গুণে সংখ্যা করা যায় না—কখন ইচ্ছা হয় জীবনাধিক প্রাণপতির সঙ্গে উপবেশন করে প্রণয়গর্ভ কথোপকথনে কাল যাপন করি; কখন ইচ্ছা হয়, পতির প্রীতিজনক বসন ভূষণে বিভূষিত হয়ে স্বামীর কাছে বসে তাঁকে ভাত খাওয়াই; কখন ইচ্ছা হয় এক পড়শী প্রতি-

কামিনীদের সঙ্গে ঘাটে গিয়ে নিজ নিজ প্রাণকান্তের কৌতুক কথা বলতে বলতে স্নান করি; কখন ইচ্ছা হয় আনন্দময় কচি খোকা কোলে করে স্তনপান করাই, আর ছেলের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ঘুম পাড়াই; কখন ইচ্ছা হয় পুত্রকে পালকিতে বসায়ে জিজ্ঞাসা করি "বাবা তুমি কোথা যাচ্চো," আর পুত্র বলেন "মা আমি তোমার দাসী আনতে যাচ্চ," কখন ইচ্ছা হয় মায়াময়ী যেয়ের সাধে পাড়ার মেয়েদের নিমন্ত্রণ করে কোমরে আঁচল জড়ায়ে পরমানন্দে পরমান্ন পরিবেশন করি। দিদি! ভাল খেতে, ভাল পত্তে, ভাল করে সংসার ধর্ম্ম কত্তে কার না সাধ যায়?

রাম। আহা! পরমেশ্বর অনাথিনী করেচেন কি করবে দিদি বলো।

গৌর। দিদি! বালিকা বিধবাদের কত যাতনা—একাদশীর উপবাসে আমাদের অঙ্গ জ্বলে যায়, পেটের ভিতর পাঁজার আগুন জ্বলতে থাকে, জ্বর বিকারে এমন পিপাসা হয় না এক খান পান নিয়ে পেটে দিই, তাতে কি জ্বালা নিবারণ হয়! দ্বাদশীর দিন সকালে গলা কাটের মত শুকিয়ে থাকে, যেমন জল ঢেলে দিই তেমনি গলা চিরে যায়, তার জন্যে আবার কদিন ক্লেশ পেতে হয়। আমি যখন সধবা ছিলেম, তখন তিনবার ভাত খেতেম, এখন একবার বই খেতে নাই; রেতে খিদেয় যদি মরি তবু আর খেতে পাব না। দেখ দিদি এসব পরমেশ্বর করেন নি, মানুষে করেচে, তিনি যদি কত্তেন তবে আমাদের ক্ষুধা, পিপাসা, আশা, বাসনা স্বামীর সঙ্গে ভস্ম হয়ে যেতো।

রাম। গৌর! তুই প্রথম প্রথম কোন কথা বলতিস্‌নে, এখন তোর এত ক্লেশ বোধ হচো কেন বল দেখি?

গৌর। দিদি, প্রথম প্রথম প্রাণপতির শোকে এমনি ব্যাকুল হয়েছিলেম আর কোন ক্লেশ ক্লেশ বোধ হত না; দিদি বিধবা হওয়ার মত সর্ব্বনাশতো আর নাই, তাতেইতো আগে সহমরণে যাওয়া পদ্ধতি ছিল, প্রত্যহ একটু একটু করে মরার চাইতে একেবারে মরা ভাল।

রাম। আহা! যিনি সহমরণের পদ্ধতি উঠিয়ে দিলেন, তিনি যদি বিধবা বিয়ে চালিয়ে যেতেন তাহলে বিধবাদের এত যন্ত্রণা হতো না।

গৌর। যে দিন পতি মলেন সে দিন মনে করেছিলেম, আমি প্রাণকান্ত বিরহে এক দিনও বাঁচবো না, আর প্রতিজ্ঞা কল্লেম অনাহারেই মরবো—কিন্তু সময়ে শোকে মাটি পড়ে, এখন আর আমার সে ভাব নাই—আমি কি নিষ্ঠুর, যে পতি আমাকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসতেন, আমি সেই পতিকে একেবারে

বিস্মৃত হইচি ; দিদি, আমার প্রাণপতি আমাকে অতিশয় ভাল বাস্তেন, আমিও তাঁর মুখ এক দণ্ড না দেখ্লে বাঁচ্তেম না—দিদি, বিধবা বিয়ে চলিত হলেও আমি আর বুঝি বিয়ে কত্তে পারতেম না।

রাম। অনেক মেয়ে দিতীয়ে বিয়ে না হতে বিধবা হয়েচে, তারা স্বামী কখন দেখিনি, তাদের বিয়ে দিলে দোষ কি?

গৌর। ছোট মেয়েটিই কি, আর বড় মেয়েটিই কি, বিধবা বিয়েতে দোষ নাই। বিধবা বিয়ে চলে গেল কেউ বিয়ে করবে কেউ করবে না, এখন পুরুষদের মধ্যেও তো অমনি আছে, মাগ্ মলে কেউ বিয়ে করে, কেউ বিয়ে করে না, কিন্তু তা বলেতো এমন কিছু নিয়ম নাই যে এত বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে হবে, এত বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে হবে না। সকল দেশে বিধবা বিয়ের রীতি আছে, আমাদের শাস্ত্রে বিধবার বিয়ে দেওয়ার মত আছে, সেকালে কত বিধবা বিয়ে হয়েচে, রামায়ণে শোনোনি বালি রাজা মলে তারার বিয়ে হয়েছিল, রাবণের রাণী মন্দোদরী বিধবা হয়ে বিয়ে করেছিল—সবলোক মূর্খ, কেবল আমার বাবা আর কলকাতার বনমালী পঞ্চানন পণ্ডিত।

রাম। বাবা বাহাত্তুরে হয়েচেন, ওঁর কিছু জ্ঞান আছে, উনি সেদিন স্কুলের পণ্ডিতের সঙ্গে বিচার কত্তে কত্তে বল্যেন বিধবারা বরঞ্চ উপপতি কত্তে পারে তবু আবার বিয়ে কত্তে পারে না—আমার তিন কাল গেচে এক কাল আছে আমার ভাবনা ভাবিনে—বাবা যদি আপনার বিয়ের উয্যুগ না করে তোর বিয়ের উয্যুগ কত্তেন তা হলে লোকেও নিন্দে করতো না। আর তোর পাঁচটা ছেলে পিলে হতো সুখে সংসার ধর্ম্ম কত্তে পাত্তিস্, হাড়িনীর হালে থাকতে হতো না।

গৌর। সতীত্বের মহিমা যে জানে, সে সধবাই হক্ আর বিধবাই হক্ প্রাণপণে সতীত্ব রক্ষা করে, আর যে সতীত্বের মহিমা জানে না সে পতি থাক্লেও কুপথে যায়, পতি না থাক্লেও কুপথে যায়। বাবা ভাবেন কেবল উপপতি নিবারণের জন্যে বিধবা বিয়ের আন্দোলন হচ্যে।

সুশীলের প্রবেশ।

সুশী। ছোট মাসি! এই পুস্তক খানি আপনার জন্যে এনিচি।

গৌরমণির হস্তে পুস্তক দান।

রাম। সুশীল আজ কি যাবে?

সুশী। আমি কি থাক্তে পারি, কাল আমাদের কালেজ খুল্বে।

গৌর। তোমাদের ইংরাজি পড়া হয় না।

সুশী। হয় বই কি—এখন সংস্কৃত কালেজে ইংরাজিও পড়া হয়, সংস্কৃতও পড়া হয়।

গৌর। মেজদিদিকে বলো, বাবা কারো কথা শুন্‌বেন না, বিয়ে করবেন।

সুশী। তোমরা যেমন পাগল তাই বিয়ের কথা বিশ্বাস কচ্চো—আমি আর একদিন থাক্‌লে কোন্ ছোড়া ঘটক সেজেচে ধরে দিতে পারেম।

রাম। না বাবা মিছে নয়, আমি দেখিচি ঘটক ভিন্‌দেশি; এগাঁর কেউ না।

সুশী। বেশ তো বিয়ে করেন তোমাদেরই ভাল, তোমরা তিন বৎসর মাতৃহীন হয়েচ আবার মা পাবে।

গৌর। তুমি যাকে বিয়ে করে আন্‌বে সেই আমাদের মা হবে, বাবা যাকে বিয়ে করে আন্‌বেন সে ছোট লোকের মেয়ে, সে কি আমাদের ছল দেবে, না আমাদের স্নেহ করবে!

সুশী। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, ঠাকুরদাদার কখনই বিয়ে হবে না—

পেঁচোর মার প্রবেশ।

এই তোমাদের মা এয়েচে—কেমন পেঁচোর মা তুই মাসিমাদের মা হতে এইচিস্ না?

পেঁচো। মোর তো ইচ্ছে; বুড়ো যে মোরে নেক্‌সি কেমড়ে খাতি আসে।

গৌর। ওমা-পোড়ার মুখো মাগী বলে কি!

রাম। পাগলের কথায় তুই আবার কথা কচ্চিস্।

সুশী। ও পেঁচোর মা, তুই বুড়ো বামুনকে বিয়ে করবি?

পেঁচো। মুই তো আজি আচি, বুড়ো যে আজি হয় না।

গৌর। মাগী বুঝি পাগল হয়েচে—হ্যাঁলো পেঁচোর মা তুই যে ডুলনি, বামনের ছেলেরে বিয়ে কর্‌বি কেমন করে?

পেঁচো। তুমুনি মনুষ্যি কি জানোত তা কি? তোমরাও প্যাট্ ভরে ভাত খাতি চাও, মোরাও প্যাট্ ভরে ভাত খাতি চাই; তোমরাও ভালবাসালি দিলি ভাল্ বাস, মোরাও ভালবাসালি দিলি ভাল্ বাসি; তোমার

বাবা বলিও বুঝি বাঁস, মুই বলিও বুঝি বাঁস, তাঁনারও দাঁত পড়েচে, মোরও দাঁত পড়েচে, তবে মুই কোম্ হলাম কিসি ?

রাম। আ বিটি পাগ্‌লি, বামুনের মর্য্যাদা জান না—বাবার গলায় একগাছ দড়ি আছে দেখনি ?

পেঁচো। দড়ি থাক্‌লি কি মোরে বিয়ে কত্তি পারে না ? তিতে ডোমের এঁড়ে শোর্‌ডার্ গলায় যে দড়ি আছে, মোর ধাড়ী শোর্‌ডার্ গলায় যে দড়ি নেই, মোর ধাড়ীডের তো ছানা হত্তি লেগেচে।

গৌর। চুপ্ কর্ আবাগের বেটি—সুশীলকে ভাত দাও দিদি।

সুশী। ঠাকুর দাদা আসুন, একত্রে খাব।

রাম। বাবাকে বিয়ে কত্তে তোর যে বড় ইচ্ছে হলো ?

পেঁচো। ঠাকুরবয়ের বরে বুড়োবামন যদি মোর বর হয়, মুই নকড়ার সিন্নি দেব।

রাম। বাবা তোরে কিছু বলেচে না কি ?

পেঁচো। বুড়ো কি মোরে ষেকৃতি পারে ?—মুই স্বপোন দেখিচি, আর নাপিৎগার ছেলে মোরে বলেচে।

গৌর। কি স্বপোন দেখিচিস্ ?

পেঁচো। ভাল সাক্কি—মোরে য্যান বুড়ো বামন যে কচ্চে, মুই য্যান ওনার কোলে ছেলে দিচ্চি।

রাম। এ মাগী বাবার চেয়ে ক্ষেপে উঠেচে।

পেঁচো। স্বপনের কথা অ্যাট্‌টা দুটো সত্যি হয়, মুই ভাব্‌তি ভাব্‌তি যাত্তি নেগিচি, মোরে কতা নাপ্‌তে ডাক্‌লে।

সুশী। কতা কি ?

পেঁচো। মুই ও নামডা থত্তি পারিনে, মোর মিন্‌সের নামে নামে।

গৌর। মর মাগী হাবি—তার নাম হলো রামজি, এর নাম হলো রতা।

পেঁচো। মা ঠাক্‌রোণ ভেবে ভাকো, অতা বল্‌তে গেলি তাঁনার নাম আসে।

সুশী। আচ্ছা আসে আসে, কতা কি বলেচে বল।

পেঁচো। কতা বল্যে, পেঁচোর মা তোর কপাল ফিরেচে, অমাবস্যির আচ্চার্য্যি কতা দিয়েচে, তোর সাতে বামনের বিয়ে হবে

রাম। নবদ্বীপের পণ্ডিতরা যার খায়, এমনি ব্যবস্থা দিতে গিয়েচে।

পেঁচো। ট্যাকা পালি তানারা গোরু খাতি বত্তা দিতি পারে, মোর বের বত্তাতো তুশ্চু কথা।

গৌর। আচ্ছা বাছা তুই এখন যা, বাবার আস্‌বের সময় হয়েচে আবার তোরে দেখে গালে মুখে চড়িয়ে মরবেন।

পেঁচো। স্বপোন যদি ফলে।
খোলবো তানার গলে॥
হাতে দেব রুলি।
মোম দেব চুলি॥
ভাত খাব থালা থালা।
তেল মাক্‌বো জালা জালা॥
নটের মুকি দিয়ে ছাই।
আতি দিনি শুয়োর খাই॥

রাম। মাগী একেবারে উন্মাদ হয়েচে।

সুশী। হ্যাঁরে পেঁচোর মা শূকরের মাংস কেমন লাগে?

পেঁচো। খুনো নের্‌কাল খ্যায়েচো?

সুশী। খেইচি।

পেঁচো। তবিই খ্যায়েচো।

গৌর। দুর আবাগের বেটি।

পেঁচো। মাঠাকুরোণ আগ কর ক্যানো, শুয়োরের মাংসো কলি না পেত্যয় বাবা ঠিক্ নেরকোলের মতো খাতি।

রাম। পেঁচোর মা তুই যা, তা নইলে আবার বাবার কাছে মার খাবি।

পেঁচো। মুই অ্যাট্‌টা শুয়োরের ট্যাং ঝলসা পোড়া করিচি, তেল নূন আবানে খাতি পাচ্চি নে, মোরে এট্‌টু তেল নূন দাও মুই যাই।

[তৈল লবণ গ্রহণানন্তর পেঁচোর মার প্রস্থান।

রাম। আমার ব্রতটা পচে গেল তবু বাবা দুটি টাকা দিতে পারিলেন না, তবুচি ঘটক বিনুসেকে নাকে বারোগণ্ডা টাকা দিয়েচেন।

সুশী। বিয়ে যত হবে তা ভাবান্ জানেন, টাকা গুলিন কেবল অনর্থক অপব্যয় হচ্চে।

রাজীবের প্রবেশ।

রাজী। (আসনে উপবেশন করিয়া) তুমি কি এখানে ছ দিন থাকতে পার না ; আজোতো নাতবউ হয়নি যে কান মলে দেবে :

রাম। গৌর, তুই পান তৈয়ের করগে আমি ভাত আনি।

[রামমণি ও গৌরমণির প্রস্থান।

রাজী। তোমার জলপানি কোন্ মাস হতে পাবে ?

সুশী। গত মাস হতে পাবো।

রাজী। কটাকা করে দেবে ?

সুশী। আট টাকা।

রাজী। উপ্রি কি আছে ?

সুশী। যারা সত্যের মাহাত্ম্য জানে, তারা উপ্রি কাকে বলে জানে না।

রাজী। অপর লোকের কাছে এইরূপ বল্তে হয়, কিন্তু আমার কাছে গোপন করার আবশ্যক কি ?

সুশী। আপনি বিবেচনা করেন আমি মিথ্যা কথা বলে থাকি।

রাজী। দোষ কি, তোমাদের একালে কেমন এক রকম হয়েচে, মিথ্যা কথা কবে না, ভালতেও না, মন্দতেও না—যখন ফঁ.ও প্যাচের দ্বারা অর্থ লাভ হয় তখন মিথ্যা বল্তে দোষ নাই। আমি তো আর সিঁদ কাটি গড়িয়ে চুরি কত্তে বল্চিনে। কলমের জোরে কিম্বা মোড় দিয়ে যে টাকা নিত্তে পারে সেতো বাহাদুর।

সুশী। আপনি যেরূপ বিবেচনা করুন, আমার কোনরূপ প্রতারণা অথবা মিথ্যায় মন যায় না। যবনের অন্ন খেতে আপনার যেরূপ ঘৃণা হয়, আমার মিথ্যা প্রবঞ্চনায় সেইরূপ ঘৃণা হয়।

রাজী। তোমার বাপ অতি মূর্খ তাই তোমারে কালেজে পড়তে দিয়েচে— কালেজে পড়ে কেবল কথার কাপ্তেন হয়, টাকার মুখ দেখে না—সৎপরামর্শ দিত্তে গেলেম একটা কদুত্তর করে বস্লে।

সুশী। আপনি অন্যায় বলেন তা আমি কি করবো—জলপানি আট টাকা পাই তাতে আবার উপ্রি পাবো কি ?

রাজী। আরে আমি মল্লিকদের বাড়ী পাঁচ টাকা মাইনেতে পঞ্চাশ টাকা উপার্জন করিচি। যদি কেবল পাঁচ টাকার নির্ভর কত্তেম তা হলে বাড়ীও কত্তে পাত্তেম না, বাগানও কত্তে পাত্তেম না, পুকুরও কত্তে পাত্তেম না—

একবার আমারে চুন কিন্‌তে পাঠিয়েছিল আমি দরের উপর কিছু রাখ্‌লেম আর বালি মিস্‌রে কিছু পেলেম—এরূপ সকলেই করে থাকে, তুমিও উপ্‌রি পেয়ে থাকো, পাছে বুড়ো কিছু চায় তাই বল্‌চো না, বটে ?

সুশী। হ্যাঁ উপ্‌রি পেয়ে থাকি।

রাজী। কত ?

সুশী। রবিবার আর গ্রীষ্মের অবসর।

রাজী। সে আবার কি ?

সুশী। এসময় কালেজে যেতে হয় না কিন্তু জলপানি পাই।

রামমণির ভাত লইয়া প্রবেশ।

রাজী। দাও ভাত দাও—ওদের সঙ্গে আমাদের আলাপ করাই অনুচিত।

রাম। (ভাত দিয়া) বেদনা টা সেরেচে ?

রাজী। না আজো টন্‌ টন্‌ কচ্চে।

সুশী। পায় কি হয়েচে।

রাম। পাড়ার ছোঁড়ারা খেপিয়ে ছিল, তাদের তাড়া করে গিয়েছিলেম, খানায় পড়ে পাটা ভেঙ্গে গিয়েচে।

রাজী। বিকাল বেলা একটু চুন হলুদ করে রাখিস্।

রাম। রাখ্‌বো। আহা বুড়ো শরীর বড় লাগন লেগেচে—হা বাবা তুমি রাগ কর কেন, পেঁচোর মা হলো ডোম, পেঁচোর মারে তুমি বিয়ে কত্তে গেলে কেন ?

রাজী। তুইও গোল্লাই গিইচিস্, তুইও লাগ্‌লি, তুইও খ্যাপাতে আরম্ভ কর্‌লি—খা বিটি ভাত খা। (দুই হস্ত দ্বারা রামমণির অঙ্গে অন্ন ছড়াইয়া দেওন) খা আবাগের বিটি, ভাতও খা, আমারেও খা—

[বেগে প্রস্থান।

সুশী। এমন পাগল হয়েচেন।

রাম। এমন পোড়া কপাল করেছিলেম—ঘর দোর সব সগ্‌ড়ি হয়ে গেল।

সুশী। যাই আমি তাঁকে শান্ত করে আনি।

রাম। যাও—আমি না নাইলে হেঁসেলে যেতে পারবো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—•❈•—

বাগানের আটচালা।

ভুবন, নসীরাম এবং কেশবের প্রবেশ।

কেশব। ঘটকটা গেলে কোথায়?

ভুব। ও ইনস্পেক্টার বাবুর কাছে এসেচে; উমেদার, স্কুলের পণ্ডিতি প্রার্থনা করে।

কেশ। ও যেরূপ বুদ্ধিমান্ সর্ব্বাগ্রে ওকে কর্ম্ম দেওয়া উচিত।

রতা নাপ্‌তে এবং লোক চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

রতা। বর আস্‌বের সময় হয়েচে আমরা সাজিগে।

ভুব। এঁদের বাড়ী কোথায়?

রতা। সে কথা কাল বলবো—ইনি হবেন কনের কাকা, ইনি হবেন কনের মেসো, ইনি হবেন কনের দাদা, ইনি হবেন পুরোহিত।

কেশ। আমি ভাই ঠাকুর্ঝি সাজ্‌বো, তা নইলে ব্যাটার সঙ্গে কথা কওয়া যাবে না।

রতা। আচ্ছা তুমি হবে বড় ঠাকুর্ঝি, ভুবন হবে কনের বিয়ান, নসীরাম হবেন সালাজ। আমিত ছাইক্যাল্‌তে ভাঙ্গা কুলো আছি, বুড়ো ব্যাটার বাপ সাজ্‌বো।

কেশ। আমাদের অধিক খরচ হবে না, ?.কু জোর দশ টাকা, আমরা একটা চাঁদা করে দেব। বুড়ো যে টাকা দিয়েচে তা ওর মেয়ে ছুটিকে দেব, তাদের ভাল করে খেতেও দেয় না।

রতা। গিল্‌টিকরা গহনায় যা খরচ হয়েচে আর খরচ কি। এস আমরা যাই (লোক চতুষ্টয়ের প্রতি) আপনাদিগের যেরূপ বলে দিইচি সেইরূপ করবেন।

[লোক চতুষ্টয় ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কাকা। রতাবাপ্‌তে ভারি নকুলে।

মেসো। বুড়ব্যাটা যেমন নষ্ট তেমনি বিয়ের জোগাড় হয়েচে।

দাদা। বেশ বাসরঘর সাজিয়েছে।

ঘটক এবং বরবেশে রাজীবের প্রবেশ।

গদির উপর রাজীবের উপবেশন।

কাকা। এই কি বর, কি সর্ব্বনাশ, ঘটক মহাশয় সব কত্তে পারেন—সোনার চম্পক এই মড়ার হাতে অর্পণ করবো, আমিত পারবো না।

ঘট। মহাশয় পাঁচ দিক্‌ বিবেচনা করুন—

কাকা। রাখো তোমার পাঁচ দিক্‌, দশ দিক্‌ হলেও মড়িপোড়ার ছেঁড়া মাজুরে মেয়ে দিতে পারবো না—দাদারি যেন পরলোক হয়েচে, আমিত জীবিত আছি, চম্পক আমার দাদার কত সাধের মেয়ে, শ্মশান ঘাটের শুকনা বাঁসে সেই মেয়ে সম্প্রদান করবো? বলেন কি? এমন সর্ব্বনাশ করেচেন, এই জন্তে দাদা আপনাকে বন্ধু বলতেন—আরে টাকা! টাকা খেয়ে আমাদের এই সর্ব্বনাশ কল্যেন।

দাদা। খুড়া মহাশয় এখন উতলা হওনের সময় নয়।

রাজী। বাবা তুমিই এর বিচার কর।

ঘট। ইনি তোমার শালা তোমার শ্বশুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

রাজী। তবেত আমার পরম বন্ধু—দাদা তুমি আমার মেগের ভাই মাতার মাদুলি, কপালের টিপক, আমি তোমার খড়মের বোলো, তোমার ইংরাজী জুতার ফিতে, দাদা আমার হয়ে তুমি দুটো বলো তা নইলে আমি ঘাটে এসে দেউলে হই, আমার গোয়ালপাড়ার সরষের নৌকা হাটখোলার নিচের ডোবে।

কাকা। আহা মেয়েত না যেন সিংহবাহিনী—দুঃসময় পেয়ে ঘটক মহাশয় কালসর্প হলেন।

দাদা। যখন কথা দেওয়া হয়েছে বিবাহ দিতে হবে।

রাজী। ময়দ্‌ কি বাৎ
হাত্তিকি দাঁৎ

কাকা। তা হলো ভাল তোমরা যেমন বিধবা বিবাহের সহায়তা করে থাক তেমনি অন্যায় বিধবা বিবাহ দিতে পারবে।

দাদা। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এমন কি বৃদ্ধ হয়েছেন যে সহসা মৃত্যুর গ্রাসে প্রবেশ করবেন। যদি নরেন চম্পকের পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়া যাবে, তাতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় অসম্মত নন।

রাজী। তাতো বটেই, বিধবা বিবাহ দেওয়া অতি কর্ত্তব্য, সকল ভদ্র-লোকের মত আছে, কেবল কতক গুলো খোসামুদে বুড়, বকেয়া, বার্ষিকখেগো বিদ্যাভূষণ বিপক্ষতা কচ্চে।

কাকা। বাবাজির দেকৃচি যে বিধবা বিবাহে বিলক্ষণ মত। শালা ভগিনীপতিতে মিলবে ভাল!

রাজী। নব্য ভদ্রের সকলেরি মত আছে।

কাকা। তোমাদের যেরূপ মত হয় কর, আমি আর বাড়ী ফিরে যাব না, আমি তীর্থ পর্য্যটন করবো।

দাদা। যখন সম্বন্ধের স্থিরতা হয় তখন আপনি অমত করেন নি, এখন এরূপ করা কেবল ধাষ্টর্য্যে প্রকাশ।

রাজী। "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন"।

ঘট। ছোটবাবু কিঞ্চিৎ বয়স অধিক হয়েচে বলে এমন উতলা হচ্চেন কেন, বরের আর আর অনেক গুণ আছে। বিষয় দেখুন, বিদ্যা দেখুন, রূপ দেখুন, রসিকতা দেখুন। বন্ধুর মেয়ে বলে আমারো স্নেহ আছে আমি অপাত্রে অর্পণ কচ্চিনে।

পুরো। ছোট বাবুর সকলি অন্যায়। বাক্‌দান হয়েচে, গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া হয়েচে, নন্দীমুখ হয়েচে, বরপাত্র সভায় উপস্থিত, এখন উনি অমঙ্গল-জনক বিপদ উপস্থিত করে শুভ কর্ম্মের বিলম্ব কচ্চেন—কন্যা দান কথা ব্যতীত বিবাহ হয় না।

মেসো। পুরোহিত মহাশয়ের অনুমতি হয়েছে, ছোট বাবু আর বিলম্বের আবশ্যকতা নাই, ত্বরায় কন্যা সম্প্রদান কর।

কাকা। আচ্ছা, কখান দাঁত হয়েচে দেখা আবশ্যক, বাবাজি দাঁত দেখাও দেখি।

রাজী। আমি বড় বাঁসি বাজাতেম তাই অল্প বয়সে ওটিকত দাঁত পড়ে গিয়েচে। (দাঁত বাহির করিয়া দর্শায়ন)।

কাকা। সকলের মত হচ্চে আমার অমত করা উচিত নয়, আমি বাবাজিকে অন্যায় বুড় বলে ঘৃণা করেচি।

রাজী। আপনি খুড়শ্বশুর, পিতৃতুল্য, ছেলে পলেকে এইরূপ তাড়না কত্তে হয়। মা ছেলেকে কত মন্দ বলে তখনি আবার সেই ছেলে কোলে করে স্তন পান করায়।

কাকা। জামাই বাবুর কথাতে অঙ্গ শীতল হ'য়ে যায়।

রাজী। আপনি শ্বশুর নচেৎ আদিরসের কবিতা শুনায়ে দিতেম।

ঘট। এখন কোন কথা বল্‌বেন না, লোকে বল্‌বে বরটা ঠোঁটকাটা। বাসর ঘরে আমার মান রক্ষা করেন তবে আপনাকে বাসরবিজয়ী বর বল্‌বো। মাগিগুলো বড় ঠ্যাটা, কান মোড়া দেয়, কিল মারে, নাক কামড়ায়, কোলেবসে।

রাজী। এ ত সুখের বিষয়।

দাদা। এখন রহস্তের সময় নয়, লগ্ন ভ্রষ্ট হয়, বৈকুণ্ঠ নাপীতকে ডাকুন পাত্র লয়ে যাক্।

বৈকুণ্ঠের প্রবেশ।

ঘট। বৈকুণ্ঠ আর বিলম্ব কর না, পাত্র কোলে করে লও।

বৈকু। আপনি যে বুড়বর এনেচেন একি কোলে করা যায়।

কাকা। আমাদিগের বংশের রীতি আছে সভা হতে বর নাপীতের কোলে যায়, হেঁটে যাওয়া পদ্ধতি নাই।

রাজী। পরামাণিকের পো, আমি আল্‌গা দিয়ে কোলে উট্‌বো, দেখ নিতে পার্‌বে এখন, কিছু পাওয়ার পিন্ডেশ রাখত?

বৈকু। পাওয়ার পিন্ডেশ রাখি, কোমরিকেও ভয় করি।

দাদা। একটা সামান্য কর্ম্মের জন্যে শুভকর্ম্ম বন্ধ থাক্‌বে? বৈকুণ্ঠ চেষ্টা করে দেখ বুড়মানুষ অধিক ভারি নয়।

বৈকু। মহাশয় পুরাণো চাল দমে ভারি। এক এক খানি হাড় এক এক খানি লোহার গরাদে। এবোঝা নিয়ে কি মাজা ভেঙ্গে ফেল্‌বো?

কাকা। উপায়?

রাজী। আমি নাক দিয়ে নাক দিয়ে যাই।

পুরো। প্রচলিত আচারানুসারে মৃত্তিকায় পদস্পর্শ হওয়া অবৈধ, উল্লম্ফ দ্বারা গমন করিলে মৃত্তিকা স্পর্শ হবে।

রাজী। ঘটকরাজ, এক্ষণকার উপায়? আগে বলো নাই, আমি একজন মজবুত নাপীত আন্‌তেম, ন[illegible] এক শিষ্য ব্রাহ্মণ [illegible]।

ঘট। সামান্য বিষয় নিয়ে আপনারা গোল কচ্চোন কেন। নাপিত মুখের দিকে ধরুক, আমরা দুই জন পায়ের দিকে ধরি, বিবাহের স্থানে লয়ে যাই।

রাজী। একথা ভাল, একথা ভাল—(চিত হইয়া শয়ন করিয়া) ধর, ধর।

বৈকু। আজ্ঞা হাঁ একরূপ হতে পারে (বৈকুণ্ঠ মস্তকের দিকে, ঘটক এবং দাদা পায়ের দিকে ধরিয়া উঠাইলেন) গুরু মহাশয়, গুরু মহাশয়, তোমার পড়ো উড়ে যায়, বাঁস বাগানে বিয়ে বাড়ী কেগুণ পোকা খায়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—•❁•—

বাগানের আটচালার অপর এক কাম্‌রা।

বাসর ঘর।

রতা নাপ্‌তে কনের বেশে আসীন, কেশব এবং ভুবনের নারীবেশে প্রবেশ।

ভুব। রতন এই বেলা ভাল করে বস্, ব্যাটা আসচে।

কেশ। যে ছোঁড়া জুটিয়েচিস্ গোলকরে ফেলবে এখন।

রতা। মাহে ওয়া সব খুব চতুর, এতক্ষণ দেখ্‌লেত কেমন উলু দিলে শাঁক বাজালে।

কেশ। ও ছোঁড়া কে, যে বুড়োর মাথায় এক কল্‌সি গোবর গোলা ঢেলে দিলে?

রতা। ও ছোঁড়া আমাদের স্কুলে পড়ে, ওকে একদিন বুড়োব্যাটা মার খাইয়েছিল তাইতে ওর রাগ ছিল, গোবর গোলা মাথায় ঢেলে দিয়েচে।

ভুব। আমি ব্যাটার পা ধুয়ে দিইচি—ব্যাটা রাগ করিনি, বলে বিয়ের দিন এমন আমোদ করে থাকে।

নেপথ্যে। এই ঘরে বাসর হয়েচে।

কেশ। রতন! ঘোমটা দাও হে।

(রাজীবের বরবেশে এবং নসীরাম আর পাঁচ জন বালকের নারীবেশে প্রবেশ।)

নসী। বসো ভাই কনের কাছে বসো।

রাজী। (উপবেশনান্তর) আমার মনে বড় ক্লেশ হয়েচে—শাশুড়ী ঠাকুরুণ, উনি যদি মা, আমারো মা, আমাকে দেখে মরা কান্না কাঁদ্চেন

কেশ। মার ভাই এইটি কোলের মেয়ে, তাইতে একটু কাদ্‌চেন। তা ভাই তুমিওত বুঝ্‌তে পার, সকলেরি ইচ্ছে মেয়ে অক্ষয়ী হয়ে থাকে। সে কথায় আর কায কি, তুমি এখন মার পেটের সন্তানের চাইতেও আপন। তিনি বল্‌চেন উনি বেঁচে থাকুন। আমার চম্পক পাঁচ দিন মাচ ভাত থাক্‌।

নসী। একবার দাঁড়াওত ভাই ঝোঁকা দিই তোমার কতদূর পর্য্যন্ত হয়। (রতা এবং রাজীবের একত্রে দণ্ডায়ন)

কেশ। দিব্বি মানিয়েচে, বসো। (উভয়ের উপবেশন)

রাজী। আমার শরীর পবিত্র হলো, চিত্ত প্রফুল্ল হলো, আমার সার্থক জন্ম, এমন নারীরত্ন লাভ কল্যেম। আমি পাজি দেখেছিলেম, এই মাসে মেষের স্ত্রীলাভ, তা ফল্লো।

ভুব। ওমা সেকি গো, তুমি কি ভ্যাড়া, বিয়ান ভ্যাড়া থিয়ে কল্যে নাকি?

রাজী। আমি ভ্যাড়া ছিলেম না তোমরা বানালে।

কেশ। ঘটক যা বলেছিল সত্যিরে, খুব রসিক।

ভুব। বাসর ঘর রসের বৃন্দাবন, যার মনে যা লাগে তিনি তা কর।

নসী। ষোলো শ গোপিনী একা মাধব।

রাজী। "কাল বলে কাল মাধব গ্যাছে।
সে কালের আর কদিন আছে।"

প্রথম বালি। বা রসিক, কাণমলা খাও দেখি। (সজোরে কাণ মলন)

রাজী। উঃ বাবা। (সজোরে কাণ মলন) লাগে মা—(সজোরে কাণ মলন) মলেম গিচি—(সজোরে কাণ মলন) মেয়ে ফেল্‌লে—(নাক মলন) দম আট্‌কালো, হাঁপিয়েচি মা, ও রামমণি।

সকলে। ও মা একি।

ভুব। রামমণি কেগো? কাণমলা খেয়ে এত চেঁচানি, ছি, ছি, ছি, এমন বর, এই তোমার রসিকতা।

রাজী। কাণ দিয়ে যে রস গড়িয়ে পড়ে, না চেঁচিয়ে করি কি।
কামিনী কোমল কর কিবা কাণমলা,
নলিনীর মূল কিবা নবনীর দলা।

রাজী। আমি কৌতুক করে চেঁচিয়েচি।

ভুব। বটে, তবে তোমাকে নবনী খাওয়াই (কাণ মলন)

রাজী। উঃ উঃ বেশ রূপসি। (কাণমলন) মলুম, বেস, সুন্দরীর হাত কি কোমল!

ভুব। না, রসিক বটে।

কেশ। একটি গান কর দেখি।

রাজী। তোমরা মেয়েমানুষ, যাই নাচ্ কর আমি শুনি।

দ্বিতীয় বালক। নাচ্ শোনে না দেখে?

রাজী। নাচ্ শোনাও যায়, দেখাও যায়। তুমি নাচো আমি চক্ষু বুজে তোমার মলের ঠুন ঠুন শব্দ শুনি।

ভুব। আগে তুমি একটি গাও তারপর আমি নাচ্‌বো।

কেশ। সে কি ভাই, আমোদ আহ্লাদ না কল্যে মা কি ভাববেন; তুমিই যেন দোজবরে, তাঁর চাঁপা ত দোজবরে নয়; গান কর, নাচো, তামাসা ঠাট্টা কর, রসের কথা কও।

রাজী। শাশুড়ী ঠাকুরুণ গান বুঝি বড় ভাল বাসেন? আচ্ছা বেশ, গাচ্চি। (চিন্তা করিয়া) আমি ভাই গান ভাল জানি না, কবিতা বলি।

ভুব। কবিতা বিয়ানের সঙ্গে বলো, আমরা তোমায় একদিন পেইচি, একটি গান শুনে মজে থাকি।

রাজী। আমার ব্রাহ্মণী কি তোমার বিয়ান?

ভুব। ওগো হ্যাগো, বিয়ানের বিয়ে না হতে জামাই হয়েচে। তোমায় ক্লেশ পেতে হবে না, তৈরি ঘর।

রাজী। বিয়ানের কথা গুলিন বড় মিষ্টি, যেন নলেন গুড়। বিয়ানের নামটি কি?

কেশ। তোমার বিয়ানের নাম চন্দ্রমুখী।

রাজী। হ্যাঁ বিয়ান, তোমার নাম চন্দ্রমুখী?

ভুব। আমার কি চন্দ্রমুখ আছে, তা আমার নাম চন্দ্রমুখী হবে?

রাজী। বিয়ান, ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আমার বাড়ী চলো, তিন জনে বউ বউ খেলা করবো।

ভুব। খোকা আমার বুড়ো হ্যাই,
কোন দিকে মুখ নাই।

রাজী। ছেলের কথা বলচো কি, ওর মা তাকে খুব ভালবাসে, যেমন [illegible] খোকা।

রাজী। তবে হুজুরের বিয়ানের একটি পুত্র ডাক্তার হবে। আমার পা নেবেন, ব্যায়ের বয়স নেবেন, তা হলেই পাছের খাঁক্ তি।

কেশ। তোরা বাজে কথায় রাত কাটালি—গান না ভাই, ঠাকুরের কথা ভুলে গেছে।

রাজী। আমি একটা ন্যাড়া নেড়ীর গান গাই—

মন মজরে হরি পদে,
মিছে মায়া, কেবল ছায়া, ভুলনা মন আমোদ মদে।
দারা সুত পরিজনে, ও মন, ভেবে দেখ মনে মনে,
কেউ কারো নয় এই ভুবনে, হরিচরণ ভরি বিপদে।

নসী। আহা! কি মধুর গান, আমার ইচ্ছে করে এখনি কুঞ্জবনে গিয়ে রাধিকা রাজা হই।

রাজী। অনেক রাত্রি হয়েচে আমার ঘুম আসচে।

তৃতীয় বাবক। বাসর ঘরে ঘুমুলে মাগ ভাতারে বনে না।

নসী। না ভাই, তোমায় আমরা ঘুমুতে দেব না। আমরা কি তোমার যুগ্যি নই? আমি কত বলে কয়ে মিন্‌সেরে ঘুমপাড়িয়ে রেখে এলেম, আমি আজ্ সমস্ত রাত জাগ্‌বো।

রাজী। আমার রাত জাগ্‌লে পেটে ব্যাথা ধরে।

ভুব। ওলো না লো, ব্যাই একবার বিয়ানের সঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ করবেন তাই আমাদের ছলে বিদায় দিচ্চেন।

কেশ। ভালই ত, চল আমরা যাই, চাঁপা ত আর ছেলে মানুষটি নয়।

ভুব। বিয়ান নবীন যুবতী, বাট বছরে একটি ভাতার না হয়ে কুড়ি বছরের তিনটি হলে বিয়ানের মনের মত হতো।

কেশ। (রাজীবের নিকটে গিয়া) তা ভাই তুমি এখন চাঁপাকে নিয়ে আমোদ কর, আমরা যাই, দেখ ভাই যেন মানুষ পাছু করে দেখ—

নসী। ঠাকুর্ঝি যে বুকের কাছে মুখ নিয়ে যাচ্চিস্, দেখিস্ যেন কামড়ে ন্যায় না।

ভুব। কামড়ালে ক্ষেতি কি? জামাই ভাতারী ত গাল বই গাদী গোনের জালা যাগ।

কেশ। তুই যেমন জামাইভাতারী তাই ও কথা বল্‌চিস্ আর লো আরজামাই।

(রাজীব এবং রতা নাপ্‌তে ব্যতীত সকলের প্রস্থান; বাদ্যবাদ্য।)

রাজী। সুন্দরি, সুন্দরি, তুমি আমার অন্ধের নড়ী, আমার আঁধারের চাঁদের আলো, আমার ভাঙ্গা তরুর কচি পাতা; তুমি আমার এক ঘড়া টাকা, তুমি আমার কণ্ঠমণ্ডন। তোমার গোলামকে একবার মুখ খান দেখাও, আমার স্বর্গ লাভ হক্।

রতা। (অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া)

ক্ষণকাল কর নাথ অধিনী তোমার,

গাঁটা দিয়ে দেখে সবে দম্পতি বিহার।

এখনি যাইবে ওরা নিজ নিজ ঘরে,

রাসলীলা কর পরে বিয়ের বাসরে।

রাজী। আমি দেখে আসি কেহ আছে কি না, (চারি দিকে অবলোকন) প্রাণকান্তা! জনপ্রাণী এখানে নাই।

রতা। ভাল ভাল প্রাণনাথ আসি একবার,

দেখি উঁকি মারে কি না পাশে জানালায়।

(চারিদিকে অবলোকন এবং উভয়ের উপবেশন)

রাজী। কাছে এস, আমি একবার তোমার হাত খানি ধরি।

রতা। কাছে কিবা দূরে থাকি উভয় সমান,

যত দিন নাহি পাই অন্তরেতে স্থান।

রাজী। প্রেয়সি! আমি বিচ্ছেদ আগুনে দগ্ধ হতে ছিলেম, তুমি আমার দগ্ধ অঙ্গ মুখের অমৃত দিয়ে শীতল করলে। আমি যে জ্বালা পেয়েছি তা আমিই জানি, রামমণিও জানে না, গৌরমণিও জানে না—এরা তোমার সতীন নি, তোমাকে খুব যত্ন করবে, তা নইলে তোমার ঘর তোমার দোর তুমি তাদের তাড়িয়ে দেবে।

রতা। শুনিয়াছি তারা নাকি কাঙ্কী অতিশয়,

পরম পবিত্র বাপে কটু কথা কয়।

যোড় হাতে তব দাসী এই ভিক্ষা চায়,

পরবশ তারা যেন না করে আমায়।

রাজী। তুমি যে আমার বুকপোরা ধন, আমি কারো ছুঁতে দেব? কাল পাকি হতে আপনি তুলে নিয়ে যাব, রামমণিকে আপনি মুখ দেখাব, তার পর ঘরে গিয়েই যে জোর। আমার যা আছে সব তোমার (কোমর হইতে চাবি খুলিয়া) এই নাও চাবি তোমার কাছে থাক্। (চাবি দান)

রতা। পিতা পরলোক গেলে জননীর সনে,
হা বাবা হা বাবা বলে কাঁদি দুই জনে।
বাবার বিয়োগ শোক ভুলিলাম আজ,
মিলেচে গুণের পতি নব যুবরাজ।

রাজী। বিধুমুখি! তুমি আমায় আনন্দসাগরে সাঁতার শেখাবে—আহা আহা কি মধুর বচন! প্রেয়সি! আমার বুড়ো বলে ঘৃণা করো না।

রতা। প্রবীণ কি দীন হয় কি বা কদাকার,
ভকতি ভাজন ভর্ত্তা অবশ্য ভার্য্যার।

রাজী। সুন্দরি, আমাকে তোমার ভক্তি হয়?

রতা। দেবতা সমান পতি সাধনের ধন,
হৃদয় মন্দিরে রাখি করিয়ে যতন।
নানা আরাধনা করি মন করি এক,
সরল বচন জলে করি অভিষেক।
বিলেপন করি অঙ্গে আদর চন্দন,
হেম উপবীত দিই সুখ আলিঙ্গন।
রসের হেয়ালি ছলে বলি শিব ধ্যান,
কপোল কমল করি দেব অঙ্গে দান।
অবলা সরলা বালা আমি অভাজন,
দিবানিশি থাকে যেন পতি পদে মন।

(রাজীবের চরণ ধারণ)

রাজী। সোনার চাঁদ তুমি আমার ঘরে তুল্যে, আমি আর বাড়ী যাব না, এই খানে পড়ে থাকবো। বিধুবদনি একটা ছড়া বলো।

রতা। মাথার উপর ধরি পণ্ডিত বচন,
বলিব ললিত ছড়া শুনহে রতন।
কণক কিশোরী, পিরিতের পরী,
রসের লহরী, রসে আদরি,
নিঠুর ঘন,
মন উচাটন, ঘুরিত নয়ন,
ভাবে মনে মন, কোথায় সে ধন,
[illegible]।

কুলের অবলায়, অবলা সরলা,
দিয়েছে বিফলা, অতন্ত চপলা,
বাঁচিতে নারি,
দিলে প্রাণ হরি, হায় হলো হরি,
কুসুম কেশরী, আহা মরি মরি,
মরে গো নারী।
রমণীর মন, কি জানি কেমন,
এত অযতন, তবু তো রতন,
পুরুষে ভাবে,
কি করি উপায়, অরি পায় পায়,
পথে বহু দায়, পড়ে প্রেম দায়,
মজেচে ভাবে।
বৃন্দে বলে রাই, লাজে মরে যাই,
এসেচে কানাই, দোহাই দোহাই,
কথা কস্‌নে,
রাই বলে সখি, সে মানে হবে কি
পিপাসী চাতকি, নীরদ নিরখি,
বাধা দিস্‌নে।
কামিনীর মান, সকরির প্রাণ,
মানে অপমান, বিধাতা বিধান,
আর গোবিন্দে,
করি আলিঙ্গন, মদনমোহন,
মর হুতাশন, করি নিবারণ,
যাও গো বৃন্দে।
নূপুরের ধ্বনি, শুনি উঠে ধনী,
দীনে গায় মণি, পদে ফিরকণি,
ধরিল করে,
সহজ মিলন, সুখ সন্তরণ,
অবোধ সুজন, সজনা কখন,
মান না করে।

রাজী। আহা মরি এমন মধুর বচন কখন শুনিনি, সুন্দরীর মুখ যেন অমৃতের ছড়া দিচ্চে। আহা! প্রেয়সি বিচ্ছেদ যাতনা এমনি বটে, পুরুষেরা বিচ্ছেদ বাতুল খেয়ে ঘুরে মাটিতে পড়ে, হনুমান যেমন ভরতের বাঁটুল খেয়ে গন্ধমাদন মাথায় করে ঘুরে পড়েছিল। মেয়ে পুরুষের সমান জ্বালা, পুরুষে চেঁচা মেচি করে, মেয়েরা গুমরে গুমরে মরে।

রত্না। অনঙ্গ অঙ্গনা অঙ্গ বিনা পরশনে,
প্রহারে প্রসূন বাণ বিরহিণী মনে;
কামিনী বিরহ বাণী আনে না অধরে,
বিরলে বিকল মন মনসিজ শরে,
লাবণ্য বিবর্ণ নয় বিদরে অন্তর,
কীটক কুন্দর যথা রসাল ভিতর।

রাজী। আহা আহা এমন মেয়েত কখন দেখিনি, আমার কপালে এত সুখ ছিল, এত দিন পরে জানলেম, বুড়ো বিটি আমার মঙ্গলের জন্যে মরেচে, "বক্তার মাগ মরে, কমবক্তার ঘোড়া মরে"। প্রেয়সি! তুমি আমার গালে একবার হাত দাও।

রত্না। বয়সে বালিকা বটে কাজে খাট নই,
প্রাণপতি গাল ছুটি করে করি লই।

(রাজীবের কপোল ধারণ।)

রাজী। আহা, আহা, মরি, মরি, কার মুখ দেখেছিলেম—আজ সকালে রত্না শালার মুখ দেখেছিলাম—পাজি ব্যাটার মুখ দেখে এমন রত্নলাভ কল্যেম—সুন্দরি আমি একবার তোমার গা দেখবো।

রত্না। আমি তব কেনা দাসী পদ আশ্রয়,
মম কলেবর নাথ তব নিজ ধন,
যাহা ইচ্ছা কর কান্ত বাধা নাহি তায়,
দেখ কিন্তু দাসী যেন লাজ নাহি পায়,
স্বামীর সোহাগে যদি হইবে অবলা,
দেখাই বিরহ জেনে ঠাকুর কমলা,
কৌতুক-রঙ্গিণী যত রমণী ললনাগণ,
বেহায়া বলিবে মোরে ঠারিয়ে নয়ন,
সবে না সরম মনে কৌতুক করব,
আজি কাজ নাই তবে কাল যাব বন্ধ,

(সাজ বস্ত্র অর্পণ।)

রাজী। আহা কি দেখ্‌লেম্‌, মরে যাই, রূপের বালাই লয়ে—

তড়িত তাড়িত বর্ণে তড়াগজ মুখ,
উল্‌টা কড়া সরষোড়া কুচ যোড়ে বুক,
সুশ্রাব্য অমৃত বাক্যে জুড়াইল কর্ণ,
অদ্যাবধি ঋণগ্রস্ত আমি অধমর্ণ।
তোমার প্রথিত ছড়া রসের কুয়া,
আমি বুড় মূঢ় কবি করি ছয়া ভুয়া,
ভৃত্যের বার্দ্ধক্যে যদি না কর ধিক্কার,
স্বকৃত মস্থণ পদ্য করিব রুকার।

রতা। কবিতা কানাই তুমি রসের গামলা,
ছলনা কর না মোরে দেখিয়ে অবলা
বলো বলো নিজ পদ্য এক তার তান,
শুনিয়ে মোহিত হোক্‌ মহিলার প্রাণ।

রাজী। পীরিতি তুল্য কাটাল কোষ।
বিচ্ছেদ আটা লেগেচে দোষ॥
পঙ্কজ মুল ভাল কি লাগে।
কণ্টক নাল না যদি রাগে॥'
চাকের মধু মিষ্টি কি হৈত।
মৌমাছি খোঁচা না যদি রৈত॥
আইল বিষ পীযুষ সঙ্গে।
অঙ্কিত মৃগ সোমের অঙ্গে॥

রতা। কবিতার কোমলতা ভাবের ভঙ্গিমা,
কি বলিব কত ভাল নাহি পরিসীমা।
শাস্ত্রিক ঘটক বাণী ভাগ্যে অধিনীর,
বুড় বর বটে কিন্তু খুব মনে ধীর।

রাজী। সুন্দরি, আমার ঘুম গিয়েছে, রাত আমার দিন বোধ হচ্যে-;প্রেয়সি! তুমি একবার আমার কাছে এস, তোমারে গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা করি।

রতা। কথার সময় নয় রসময় আর,
এখনি আসিবে তব রাজকী আহার।

রাণী। কারো আসতে দেব না, তুমি [illegible] হও গোলাম, এস, এস, এসনা—এই এস (অঞ্চল ধরিয়া টানন।)

রতা। যমরাজ কি কাজ লোকাজ মরি!
মম অঞ্চল ছাড় তু পায় ধরি।
ক্ষম জীবন যৌবন হীন বলে,
ভ্রমরা কি বসে কলিকা কমলে;
নব পীন পয়োধর পাব যবে,
রস সাগর নাগর শান্ত হবে।
বহ মানস রঞ্জন ধৈর্য্য ধরে,
সুখ নূতন নূতন লাভ পরে।

(যাইতে অগ্রসর)

রাজী। সুন্দরি এখন রাত অধিক হয়নি—তুমি ঘর হতে গেলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো, আমি তোমায় ছেড়ে দেব না, যদি যাও আমি তোমার বেলের হাঁড়ি হয়ে সঙ্গে যাব, বস যেও না (হস্ত ধরিয়া টানন।)

রতা। হাতেতে বেদনা বড় ছাড়না ছাড়না,
বিবাহ বাসরে নহে বিহিত তাড়না।
নিশি অবসান প্রাণ গেল শশধর;
সম্প্রতি অরাতি রবি গগন উপর।
যাই যাই বেলা হলো হাত ছাড় বঁধু,
দিনে কি কামিনী কান্তে দিতে পারে মধু?

রাজী। প্রেয়সি! বুড় বামুণের কথা র.খ, যেও না, প্রেয়সি তোমার পরকালে ভাল হবে—তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, আমারে আর পাগল করনা। আমি রত্নবেদি হই, তুমি জয় জগন্নাথ হয়ে চড়ে বস।

(রতানাথ‌্জের পদদ্বয় ধরিয়া শয়ন)

রতা। অকল্যাণ অকস্মাৎ হেরে হাঁসি পায়,
বাপের বয়সি পতি পড়িলেন পায়।

(জানালার নিকটে মনীরামের আগমন)

মনী। একি ভাই ঠাকুরজামাই, ক্ষিদে পেলে কি দুই হাতে খেতে হয়? কিলিয়ে কাঁঠাল পাকালে মিষ্টি লাগে না।

(মনীরামের প্রস্থান)

[illegible] ছি ছি করি, কি বালাই, লাজে মরে যাই,
বিয়ের কনের কাজ দেখিল সবাই।

([illegible] গমন)

রাণী। লাগ্‌লন আমার চল্যো! আমারে মেরে চল্যো, ব্রহ্মহত্যা হলো— যেও না সুন্দরি, যেও না।

রতা। রাত পুইয়েচে, কাক কোকিল ডাকচে।

(রতালাপ্‌তের প্রস্থান)

রাণী। বিটী আলাদা দিয়ে কথা কয়ে আমার মাথায় বজ্রাঘাত কল্যো, বিটী বাতব্যাড়ানী। বিটী আকৃতা ভাতারের মাগ, তা নইলে সে ব্যাটা রেতে বেরুতে দেয়? আহা কণক বাবুর প্রসাদাৎ কি বরই লাভ করিচি, বউ ঘরে তুলে কণকবাবুকে ভাল পেয়ারা, ভাল আতা পাঠিয়ে দেব। কণক বাবু অনুগ্রহ না কল্যো কি এ বুড় বয়সে অমন মেয়ে জুটতো? যদি মা দুর্গা থাকেন তবে তুই বুড়রে যেমন সুখী কল্যি, এমনি সুখী তুই চির দিন থাক্‌বি।

নসীরাম এবং ভুবনের প্রবেশ।

ভুব। কি ব্যাই, বিয়ানের সঙ্গে আমোদ হলো কেমন?

নসী। ঠাকুরজামাই ভাব্‌চো কি? আজ তো সুখের সূত্রপাত, স্বর্গের সিঁড়ির প্রথম ধাপ, এতেই এই, না জানি চাঁপার বয়সকালে কি হবে।

রাজী। আমারে কিছু বল না; আমি মরিচি, কি বেঁচে আছি, তা আমি বল্‌তে পারিনে—আমার স্বর্ণলতাকে এইখানে নিয়ে এস, আমি [illegible] কেবল দেখ্‌বো, আমার কাছে বসে থাক্‌লে আমার প্রাণ বড় ঠাণ্ডা থাকে— তোমার পায় পড়ি একবার নিয়ে এস।

নসী। সে এখন ঠাকুরুণের কাছে বসে রয়েচে, তাকে আন্‌বার যো নাই—আমরা এইটি এতে কি তোমার মন ওটে না?

ভুব। বড় সুখের বিষয় বিয়ানের সঙ্গে তোমার এমন মন মজেচে।

নসী। ঠাকুরজামাই, ভাই, ছেলেমানুষ, কত লোকে কত কথা বল্‌বে, তুমি ভাই খুব যত্ন কর—চাঁপা বড় অভিমানী, বড় কথা সইতে পারে না, তোমার মেয়েদের বলে দিও যেন কথা না বলে।

রাজী। আর মেয়ে! আর কি আছে, মনে মনে তাদের গা ছাড়া করিচি। দেখ্‌বো যদি [illegible] আমার উপর রাগী হন তবেই তাদের মঙ্গল, নইলে আমার হাতে [illegible] [illegible]।

ভুব। বিয়ান সতীনের বাস সইতে পারে না, তোমার মেয়েরা বিয়ানের সতীন ঝি, তারা কেন বিয়াইকে ছোঁবে না, তা হলে বিয়াই জলে ডুবে মরবে—

সতীনের ঘা সওয়া যায়,
সতীন কাঁটা চিবিয়ে খায়।

রাজী। তোমরা কিছু ভেবনা, আমি কাহাকেও ছুঁতে দেব না, চুপি চুপি নিয়ে যাব, দশ দিন পরে গাঁয় প্রকাশ করবো।

নসী। এস, বাসি বিয়ে করবে, ঘোর থাকতে থাকতে বরকনে বিদেয় কত্তে হবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজীব মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর উঠান।

রামমণি ও গৌরমণির প্রবেশ।

রাম। ভগবতী এমন দয়া করবেন, বাবার বিয়ে মিছে বিয়ে হবে।

গৌর। যথার্থ বিয়ে হয় চায়া ঝি, তিনি আমাদের মা হবেন না আমরাই তাঁর মা হবো, মেয়ের মত যত্ন করবো, খাওয়াব, মাখাব, তাতে কি হবে, যুবতীর যে পরমসুখ তাতো দিতে পারবো না, স্বামীর সুখ কখনই হবে না, বাবাতো বেঁচে মরা।

রাজীবের প্রবেশ।

রাজী। ও মা রামমণি, ও মা তোমার মা এনিচি বরণ করে নাও।

রাম। সত্যি সত্যি আমাদের কপালে আগুন লেগেচে, পোড়া কপাল পুড়েছে, বুড়ো বাপের বিয়ে হয়েচে!

রাজী। আবাগের বেটী আমাকে চিরদিন জ্বালালে, আমি ভাল মুখে ডাকলেম উনি কান্না আরম্ভ করলেন, ওঁর ভাতার এখনি মলো।

রাম। কোই আনো দেখি—আর বাপ হয়ে অমন কথা গুলো বলোনা—কনে কোথায়?

রাজী। বন্ধু বাবার কাছে।

গৌর। বন্ধু বাবা কে?

রাজী। ঘটককে তোমাদের মা বন্ধু বাবা বলেন, আমিও বন্ধু বাবা বলি, তিনি আমার শ্বশুরের বন্ধু—বন্ধু বাবা! বন্ধু বাবা! নিয়ে এস।

কনের হাতধরে ঘটকের প্রবেশ।

গৌর। দেখি মেয়েটির মুখ খোল।

ঘটক। জামাই বাবু ইঁতে দিবেন না।

গৌর। দেখি মেজেটির মুখ কেমন?

ঘটক। জামাই বাবু ছুঁতে দিবেন না।

রাম। (ঘটকের প্রতি) আঁটকুড়ির বাছা, সর্ব্বনেশে, আমার মত তোর মেগের হাত হক্—কোথা থেকে এনে বুড়ো বয়সে আমার বিয়ে দিলে—তুই যেমন সর্ব্বনাশ কল্লি এমনি সর্ব্বনাশ তোর হবে—

ঘট। বাছা মিছে মিছি গাল দাও কেন, বউয়ের মুখ দেখ, সব দুঃখ যাবে, পুত্রশোক নিবারণ হবে।

[হাস্যবদনে ঘটকের প্রস্থান।

রাজী। তুই বিটী ধর্ম্মের ষাঁড়, এত বক্ড়া কত্তে পারিস, তোর বাবার বন্ধু বাবা, গুরুলোক, প্রণাম না করে গাল দিলি, আ পাড়া কুঁদুলি—ঘরের দোর খুলে দে, আমি ব্রাহ্মণীকে ঘরে তুলি।

গৌর। আচ্ছা আমরা ছুঁতে চাইনে তুমিই একবার মুখটো দেখাও।

পাঁচজন শিশু এবং গ্রামস্থ কতিপয় লোকের প্রবেশ।

শিশুগণ। বুড়ো বামুনা বোকা বর,
পেঁচোর মারে বিয়ে কর।
বুড়ো বামুনা বোকা বর,
পেঁচোর মারে বিয়ে কর।

রাজী। দূর ব্যাটারা পাপিষ্ঠ গর্ভস্রাব, কেমন পেঁচোর মা এই দ্যাখ, (কনের অবগুণ্ঠন মোচন।)

গৌর। ও মা এ যে সত্যি পেঁচোর মা, ও মা কি ঘৃণা, কোথায় যাব—আগীর গায় গহনা দেখ, যেন সোণার বেনেদের বউ—

রাজী। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হাঁ, আমার স্বর্ণলতা বাড়ী এসে পেঁচোর মা হলো—আমি যখন দেখ্লেম, আমায় ছলনা কল্যে—আহা! আলা! কেন এমন স্বর্ণ মিথ্যা হলো—ও লক্ষীছাড়া বিটি পেঁচোর মা তুই কেন কনে হলি—সে যে আমার জোড়ের কলাগাছে ঝলকা মেরে—মরে যাই, মরে যাই, মরে যাই, (ভূমিতে পতন) যশক যার নির্ব্বংশ হক, যশক যাদের সর্ব্বনাশ হক—

পেঁচোর মা। বাবুজি মেল্লে ক্যান, তোমার গ্যালে কোলে কর। (কাঁকালের ভিতর হইতে অলক্ষ্যে মৃত্তিকা পূরকের মালা-রাজীবের গায়ে ফেলন।)

রাজী। আটকুড়ীর মেয়ে, পেতনি, শূয়োর খাগি, শূয়োরের বাচ্চা বাবার গায় দিলি ক্যান? শূয়োরের বাচ্চা ঐ রামী রাঁড়ীর গায় দে।

[শূকরের ছানা রামমণির গাত্রে ফেলিয়া রাজীবের প্রস্থান।

রাম। কি পোড়া কপাল, কি ঘৃণা, শূয়োরের ছানা গায় দিলে—অমন বাপের মুখে আগুন, চিলুক্কে গিয়ে পোড়—খুব হয়েচে, আমি তো তাই বলি, কণক বাবু বুদ্ধিমান, তিনি কি বুড়ো বরের বিয়ে দেন।

পেঁচোর মা। (শূয়োরের বাচ্চা কোলে লয়ে) বাবার কোলে গিইলে বাবা, বাবার কোলে গিইলে বাবা—কোলে নিলে না, আগ করে ফেলে দিয়েচে, দিদির গায় উটেলে।

গৌর। পেঁচোর মা তোর বিয়ে হলো কোথায়।

পেঁচোর। মোর স্বপোন কি মিত্যে! তোমার বাবা মোর হাতধরে আনলে।

রাম। তোকে নিয়ে গিয়েছিল কে?

পেঁচোর। নরলোকে পরির মেয়েদের চিন্তি পারে?

গৌর। পরির মেয়ে কোথা পেলি?

পেঁচোর। মুজ্কো ব্যালাডার আজ আছে কি নেই, মুই শোরের ছানাডা নিয়ে শুয়ে অইচি, দুটো পরির মেয়ে বল্যো পেঁচোর মা তোর স্বপোন ফলেচে, আজ তোর বিয়ে হবে, মুই এই ছানাডারে বড় ভালবাসি, এডারে সাতে করে গ্যালাম, কত মেয়ে কত্তি পারিনে, মোরে গয়না পরালে, এডারে গয়না পরালে, পালকিতে তুলে দেলে, বলেদেলে কতা কস্‌নে, মুখ দেখানো হলি কতা কস্।

রাম। বাবার গায় শূয়োরের বাচ্চা দিলি ক্যান?

পেঁচোর। ভানায়া বলে দিয়েলো, শোরের ছানা কোলে দিলি তোরে খুব ভাল বাস্‌বে, ভাতার বশ করা কত ওষুদ জানি, শোরের ছানা গায় দেওয়া নতুন শেকলাম।

রত্নাপতের প্রবেশ।

ইকিতি মোরে পরতম বলেলো মোর কপাল ফিরেচে।

রত্না। (রামমণির প্রতি) ওগো বাছা তোমাকে তোমার বাপ একটি পয়সা দেয় না যে রত্ন নিয়ম কর, এই পঞ্চাশটি টাকা তোমরা দুই বনে নাও, আর চাবিটি তোমার বাবাকে দিও, তিনি কাল রেতে আফালে চাবি দিয়ে গেয়েছিলেন।

রাম। গৌর টাকা রাখ আমি দৌড়ে একটা ডুব দিয়ে আসি, মুচোরের ছানা ছুঁইচি।

[প্রস্থান।

পেঁচোর। ভাই ছুঁয়ে নাড্ডি চায়! ও মা মুই কনে যাব।

গৌর। দাও আমার কাছে টাকা ভাবি দাও—আহা, বুড়ো মানুষকে কেউতো মারি ধরিনি।

রতা। মারবে কে?

গৌর। বেশ হয়েচে, মিছে বিয়ে হলো আমরা টাকা পেলুম।

[প্রস্থান।

পেঁচোর। বড়মেয়ে গেল, ছোটমেয়ে গেল, মোয়ে যমে তোমে ক্ষেডা; মোর বামুন আভার কনে গেল?

প্রথম শিশু। দূর বিটী ভুম্‌নি।

পেঁচোর। বুড়োর খেতে বামনি হইচি, মুই অ্যাকন ভুম্‌নি বাম্‌নি।

রতা। ওলো ভুম্‌নি বাম্‌নি, আমার সঙ্গে আয়, তোর হারাধন খুঁজে দিইগে।

[সকলের প্রস্থান।

সমাপ্ত।

সধবার একাদশী।

প্রহসন।

৺ রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর প্রণীত।

চারুচন্দ্র মিত্র এবং শরৎচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি গ্রন্থকারের পুত্রগণ
কর্ত্তৃক ৩নং মদন মিত্রের লেন হইতে
প্রকাশিত।

"O thou invisible spirit of wine, if thou hast no name to be known by, let us call thee—Devil!"—*Shakespeare.*

"Touch not, taste not, smell not, drink not any thing that intoxicates."—*Elihu Burret.*

"Ah! why was ruin so attractive made,
Or why fond man so easily betray'd?"—*Collins.*

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু এণ্ড কোং কর্ত্তৃক বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট
৩৩ নং ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত।

ডিসেম্বর, ১৮৮৩।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

জীবন চন্দ্র, ... ধনবান ব্যক্তি।
অটল বিহারী,... ... জীবন চন্দ্রের পুত্র।
গোকুল চন্দ্র, ... অটলের খুড়শ্বশুর।
নকুলেশ্বর, ... উকিল।
নিমচাঁদ, ভোলা, }... ... অটলের ইয়ার।
রাম মাণিক্য, ... বাঙ্গাল।
দামা,... ... ... অটলের ভৃত্য।
কেনারাম, ... ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট।
বৈদিক, ... ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
রামধন রায়, ... অটলের পিতৃব্য।

স্ত্রীগণ।

গিন্নি,... ... ... জীবনচন্দ্রের স্ত্রী ও অটলের মাতা।
সৌদামিনী. ... ... অটলের ভগিনী।
কুমুদিনি, ... অটলের স্ত্রী।
কাঞ্চন. ... ... বেশ্যা।

সধবার একাদশী।

প্রহসন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক। কাঁকুড়গাছা—নকুলেশ্বরের উদ্যানের বৈটকখানা।

নকুলেশ্বর এবং নিমে দত্তের প্রবেশ।

নকু। ওহে, অটল নাকি মদ ধরেচে?

নিম। শানায়, খায় না।

নকু। সুরাপান-নিবারিণী সভা কচ্চে কি?

নিম। Creating a concourse of hypocrites.

নকু। নাহে এ সভায় দেশের অনেক মঙ্গল হয়েচে—মদ খাওয়া অনেক কমেচে।

নিম। প্রকাশ্যরূপে খাওয়া কম্‌চে, গোপনে খাওয়া বাড়্‌চে।

নকু। তুমি মাতাল, এ সভায় কি উপকার হচ্চে তুমি বুঝ্‌বে কি? অনেক ভদ্র সন্তান মাতালদের অনুরোধে পড়ে মদ খেতে আরম্ভ কর্‌তো—এখন অনুরোধ করিবা মাত্র তারা বলে সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিচি, মাতাল তাঁবারা অমনি পেচুয়ে যায়।

নিম। *Vice versa.*

নকু। সে আবার কি ?

নিম। অনেকে অনুরোধে পড়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন, কিন্তু মদ দেখ্‌লেই এগ্‌য়ে আসেন।

নকু। সে দুই একটি।

নিম। ঠক্ বাচ্‌তে গাঁ উজোড়।

নকু। আমার সংস্কার হয়ে পড়েছে, এখন আর ছাড়া দুষ্কর, তা নইলে আমি সভায় নাম লিখ্‌য়ে মদ ছাড়্‌তেম।

নিম। তোমার স্ত্রীরও কি সংস্কার হয়েছে ?

নকু। কিছুমাত্র না।

নিম। প্রথমও না, দ্বিতীয়ও না ?

নকু। সে মদ ছোঁয় না।

নিম। তবে তাঁকে নাম লেখাতে বলো।

নকু। সে যে তোর বোন্ হয়।

নিম। আর গৌতম মুনি আমার বোনাই হয়।

নকু। নিমচাঁদ তুই কেন সুরাপান-নিবারিণী সভার সভ্য হ না।

নিম। আগে লিবারের উপক্রম হক্—কতকগুলিন নামকাটা সেপাই ঢুকেছেন।

নকু। তারা কারা ?

নিম। শূল, পীলে, পাণ্ডু, অগ্রমাস, কাঁপর, বন্টার যাঁদের পেটে জায়গা নাই—তাঁরা চিরকাল মদ খেয়ে নেচে বেড়ালেন, এখন উদরে স্থান সংকীর্ণ বিধায়, অতএব হেন্‌রির ক্যাথারাইন পরিত্যাগের ন্যায় মদ ছেড়ে দিলেন। নেমোক্ হারাম ব্যাটাদের মুখ দেখ্‌তে নাই—

নকু। নিমচাঁদ, আপনার কথায় আপনি ঠক্‌লে—ও সকল রোগ মদেতেই জন্মে সুতরাং মদ অতি ভয়ঙ্কর পক্ষ।

নিম। রস বাবা একটু খেয়ে নিই, বুদ্ধিকে সজীব করি, তার পর তোমার কথার উত্তর দিচ্চি। (মদ্য পান)

নকু। অধীনকে কিঞ্চিৎ দিতে আজ্ঞা হক্।

নিম। এস বাপ্ এস। (মদ্য দান)

নকু। (মদ্য পানানন্তর) এত ভাবি, কম করে খাব, কিন্তু কেমন আকর্ষণ দেখিবামাত্র প্রাণটা লাপ্‌য়ে ওঠে।

নিম। (মদ্য পান করিয়া) মদ খেলেই যে রোগ জন্মিবে এমন কিছু নিদান শাস্ত্রে লেখা নাই—যদিই জন্মায় তা বলে কি, যে মহাত্মাকে একবার সহায় কল্যেম, যে মহাত্মার অনুকূলতায় আত্তিজে উঠ্যে দিলেম, তাঁতি সোণার বেনে কামার কুমারকে নিয়ে একাসনে আহার কল্যেম, যে মহাত্মার গুণপ্রভাবে বন্ধুগণকে একত্রিত হয়ে বিমলানন্দ অনুভব কল্যেম, সেই মহাত্মাকে বিনশ্বর শরীরের অসুস্থতা হেতু পরিত্যাগ করবো? পীলের অনুরোধে মদ ছাড়া কাপুরুষের কাজ—কৃতঘ্নতার পরাকাষ্ঠা—শরীর অসুস্থ হন গোল্লাই যান—মনকে রোগ স্পর্শ কত্তে পারে না, মদের বিচ্ছেদে মনকে কেন ক্ষোভিত করবো?

"——The mind and spirit remains
Invincible, and vigour soon returns."

নকু। রোগে জর্জ্জরীভূত হয়ে মদ ছাড়া না ছাড়া সমান—কারণ তাঁরা কাজের বার, তাঁদের সুরাপান-নিবারিণী সভায় নাম না লিখয়ে নিমতলার দিকে সাড়ে তিন হাত ভূমির মৌরসি পাট্টা লওয়া কর্ত্তব্য—আমার প্রস্তাব এই, যারা মদ কখন খায়নি অথবা যারা কেবল খেতে আরম্ভ করেছে, এই সকল ভয়ানক রোগের আশঙ্কায় তাদের মদ হতে তফাৎ থাকা উচিত।

নিম। তুমি আর এক গেলাস না খেলে কোন্ শালা তোমার কথার উত্তর দেয়—মনঃক্ষেত্র মদ্যরসে আর্দ্র কর, তার পরে আমার উপদেশ বীজ বপন করবো, অচিরাৎ অঙ্কুরিত হবে।

নকু। (মদ, পান করিয়া) আমিত কাজের বার হইচি—আমার জন্যে আমি বলিনে—দেশের মঙ্গলের জন্যে বলি—

নিম। Charity begins at home—আমি আমার জন্যে

বলি, সুরাপান-নিবারিণী সভা যদি হরায় নিপাত না হয় আমার তারি অমঙ্গল—বড় মানুষের ছেলে ব্যাটারা এক একটি করে সভ্য হবে, আর আমি খেলো খেয়ে মরবো—এক ব্যাটা বড় মানুষের ছেলে মদ ধল্লে বাহশটি বাতাস প্রতিপালন হয়।

নকু। তুমি যা বলো তা বলো আমার বিবেচনায় সুরাপান-নিবারিণী সভাটি অতি উপযুক্ত সময় সংস্থাপিত হয়েছে—এ সভাটি না হলে অসংখ্য যুবক সুরাপানে প্রবৃত্ত হয়ে অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হতো।

নিম। রোগের ভয়ে মদ না খাওয়া অথবা ধরে ছেড়ে দেওয়া অতি ভীরুতার কর্ম্ম—

"——To be weak is miserable
Doing or suffering."

তোমার সঙ্গে সভাপতি খুড়োর পরিচয় আছে?

নকু। আছে।

নিম। তাঁকে বলে পাঠাও, পরিণয়-নিবারিণী নামে একটি শাখা সভা স্থাপন করুন।

নকু। পরিণয়ের অপরাধ?

নিম। ইতিবৃত্ত খুঁজে খুঁজে দেখা যাচ্চে কতিপয় বিবাহিতা কামিনী পতিকে প্রান্‌টিন দেখ্যে উপপতি করেছে এবং দুই একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যাতে পত্নী কর্ত্তৃক পতি বিনাশিত হয়েছে—সুতরাং বিবাহটা অতি ভয়ঙ্কর, বিবাহ প্রচলিত থাকাতে অস্মদ্দেশে কত বিদ্যাবিশারদ দেশহিতৈষী যুবক কামাতুরা কামধুরার হতে অকালে মানবলীলা সংবরণ করিতেছেন; কত যুবক, যাঁহাদের বিদ্যা, বদান্যতা, দেশানুরাগিতা, সাহস, বঙ্গভূমির মুখোজ্জ্বল করিতেছিল, যাঁহাদিগকে বঙ্গদেশের সভ্যতার সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করণের আয়োজন হয়েছিল, যাঁহারা বঙ্গসমাজের কুসংস্কারকলাপ নিরাকরণের সদুপায় অবলম্বন করিতেছিলেন, সেই সকল যুবক স্বীয় বিবাহিতা বনিতার ব্যভিচার দুষ্টে

অধোবদন হয়ে একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছেন; কত যুবক রমণীর কুচরিত্রজাত দুঃসহ ক্রোধানল মনে রাখিয়া যেমন চেয়ারে উপবেশন করিতেছিলেন, অমনি হস্‌ করে অনলশিখা হয়ে পুড়ে মরেছেন। যখন দেখা যাইতেছে বিবাহ দ্বারা এবংবিধ বিবিধ অনিষ্ট ঘটিতেছে তখন বিবাহ হইতে আবষ্টেন্‌ হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

নকু। তুমি ঠাট্টা কর আর যা কর, আমি এ সভার কখন নিন্দা করবো না।

নিম। দেখ দেখি বাবা, আস্পর্দ্ধার কথা দেখ দেখি, মদ খেয়ে পীড়া হয় বলে মদ ত্যাগ কত্তে হবে!—পীড়া হয়, প্রতীকার কর, মেডিকল সারজন হয়েচে কি জন্যে? পীড়া আরাম করে আবার খা, বিচ্ছেদ-মিলনের সুখ পাবি—

" Rich the treasure,
Sweet the pleasure,
Sweet is pleasure after pain."

নকু। তুই দেখিস্‌ আমি সুরার সভায় নাম লেখাব।

নিম। বাবা ব্রাণ্ডির ভাঁটিতে না চোঁয়ালে তোমার ক্ষুধা হয় না; তুমি নাম লেখালে, সাড়ে তিন হাত ভূমির পৌরসি পাট্টা নিতে হবে।

নকু। কেন রামসুন্দর বাবু বিশ বৎসর একাদিক্রমে মদ খেয়েছেন, এখন মদ ছেড়ে দিয়ে সুরাপান-নিবারিণী সভার সভ্য হয়েছেন, সভ্য হয়ে তিনি ত বেশ আছেন।

নিম। তাঁর ত সভ্য হওয়া নয়, জাবরকাটা—তিনি বিশ বৎসরে যে কারগো বোঝাই নিয়েচেন, বিশ বৎসর যাবে হজম্‌ কত্তে—তিনি সভায় বসে মদের জাবর কাটচেন। (ভঙ্গির সহিত জাবর কাটন।)

অটলবিহারীর প্রবেশ।

অটল। আরে বাঃ কাঞ্চনলাল, মদের গোপাল, এস।

অট। এ ব্যাটা খুব খেয়েছে বুঝি ?

নকু। কেবল গৌরচন্দ্রিকা ভেঁজেছে।

নিম। পালা আরম্ভ করি। (মদ্য পান) অটল্ বাবা এক সিপ্ নাও—

অট। আমি মদ খাব না, সকলেই বলে একবার ধল্লে আর ছাড়া যায় না—আমি সে দিন তোমাদের অনুরোধে একটু খেচ্লেম, তাতে আমার হেডেক্ হয়েছিল।

নিম। তোমার হেড্‌টিতে আইরিশ্ ট্রু হয়।

নকু। কেন ?

নিম। অনেক গোট্যাটো আছে।

নকু। অটলকে একটু শ্যাম্পেন্ দাও:

অট। আমি তাও খেতে পারবো না।

নিম। তুমি কি প্রতিজ্ঞাপত্রে বাঁদরে আঁচড়েচ ? খুড়ি, সই করেচ ?

অট। সই করি আর না করি, আমি মদ খাব না।

নিম। তোর বাবা খাবে।

অট। আমার বাবা পরম ধার্ম্মিক, প্রত্যহ শিবপূজা করেন।

নিম। তাই এমন গণেশের জন্ম করেছে। (অটলের হস্তে শ্যাম-পেন দিয়া) ঢক্ করে গিলে ফেল, লক্ষ্মী বাপ্ আমার।

অট। নকুল বাবু খাব ?

নকু। খাও, একটু খেতে দোষ কি ? তুমিত আর মাতাল হচ্চো না। মডরেট্‌লি খাওয়ায় কোন অপকার করে না—আমোদ করা বইত নয়—

নিম। জুড়িয়ে গেল।

অট। (মদ্য পান করিয়া) আমি কিন্তু আর খাব না।

নিম। কাঞ্চনকে তুমি কি রেখেছ ?

অট। বেটি তিনশ টাকা মাসহারা চায়।

নিম। তুচ্ছ কথা—তোমার বাবা যে বিষয় করেছেন,

এমন বিষয় আমার থাক্‌লে আমি কাঞ্চনের গর্ভধারিণীকে রাখ্‌তেম।

নকু। কাঞ্চন আজ্‌ আস্‌বে কথা আছে।

নিম। তবে মঙ্গলাচরণ করি। (মদ্য পান) অটল শক্তির সম্ভাষণ উপযোগী আয়োজন কর, আর একটু শ্যাম্‌পেন্‌ খাও।

অট। নকুলবাবু চুপ করে রইলেন যে—উনি কি মদ ত্যাগ করেছেন না কি ?

নকু। বাপু আমাদের উদর সমুদ্র বিশেষ—এক ঘড়া তুল্‌লেও কমে না, এক ঘড়া ঢাল্‌লেও বাড়ে না। (মদ্য পান)

নিম। এখন তুমি একটু খাও।

অট। নিমচাঁদ তোর পায়ে পড়ি আমায় আর দিস নে—বাবা যদি জান্‌তে পারেন আমি মদ খেয়েচি তিনি গলায় দড়ী দেবেন।

নিম। তুমি নকুল বাবুর অনুরোধে খেতে পালো, আমার অনুরোধে খেতে পার না ? আমি তোমার সতাত বাপ ? তুই যদি এক গেলাস না খাস্‌ আমি গলায় দড়ী দেব, তোর পিতৃহত্যার পাতক হবে।

অট। মাইরি ভাই মদে আমার বড় ভয়—আমি আর খাব না।

নকু। পেড়াপিড়ি কাজ কি।

নিম। খাবে না ?

অট। না।

নিম। বা ব্যাটা তুই প্যারিসাইড, তোর মুখ দেখ্‌লে প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হয়।

কাঞ্চনের প্রবেশ।

নকু। একাকিনী নাকি ?

নিম। (করযোড় পূর্ব্বক কাঞ্চনের প্রতি)

পুণ্য পুঞ্জ পণ্ড দেবি সৈরিণি।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বৈরিণি।
নব্য বঙ্গ বৃন্দ ধ্বংস ডায়িনি!
সাধিপুঞ্জ চিত্ত দুঃখ দায়িনি!
নাস্তি ধর্ম্ম নাস্তি কর্ম্ম পাপিনি!
কৃষ্ণ জিহ্ব দুষ্ট ব্যাল সাপিনি।
দণ্ডধার কীট কুণ্ড বাসিনি!
বার বার লক্ষ জার নাশিনি!
নৃত্য গীত হাব ভাব শালিনি!
পাপ তাপ পুষ্প মাল মালিনি!
কেটনাখ্য গাড়ি যোড়ি হাঁকিনি।
উল্‌সনের ভোগ রাগ চাকিনি!
ফ্রান্স দেশ জাত মদ্য লোভিনি।
পেশয়াজ সাজ অঙ্গ শোভিনি।
পাপ দত্ত বিত্ত মত্ত রঙ্গিণি।
লালমুণ্ড হাড়্‌ড়িসার অঙ্গিনি!

কাঞ্চন, চাঁদবদনে একটু মদ দেবে?

কাঞ্চ। ও নতুন বাবু দেখদেখি নিমে দত্ত আমায় বিরক্ত করে—দাইহি আমি ঐ জন্যে আসি নে—

নিম। খাও না একটু—(মদের গেলাস, মুখে দেওন।

কাঞ্চ। তুই তারি পাজি—যাদের কাছে এইটি তারা কিছু বল্‌চে না, তোর বাবু অত ন্যাকরার কাজ কি।

নিম। দুঃ বেটি কমবক্তি—

কাঞ্চ। তুই আমায় বেটি বেটি করিস্‌নে বল্‌চি।

নিম। সম্পর্ক-বিরুদ্ধ হয়েছে ?

নকু। কাঞ্চন, অটলবাবুকে দেখ্‌তে পাচ্চো ?

কাঞ্চ। অটলবাবু আমার প্রতি বড় নির্দ্দয়—উনি সাত দিন ঘাঁড়য়ে এক দিন যান। উনি বড়মানুষ, আমরা গরিব, আমাদের বাড়ীতে উনি গেলে ওঁর মানের খর্ব্ব হয়—আমরা নাচ্‌তে জানিনে, গাইতে জানিনে, কথা কইতে জানিনে, কিসে ওঁর মনোরঞ্জন করবো ?

অট। আমি যে কাল গিচ্‌লেম।

কাঞ্চ। চকিতের ন্যায়।

নিম। শালী আমার সঙ্গে কথা কইলে যেন ছুঁড়িটাচা ডাক্‌তে লাগ্‌লো, এখন কথা কচ্চে যেন সেতার বাজ্‌চে।

নকু। অটল, কাঞ্চনের সঙ্গে একটু সম্ভাষণ কর।

অট। কাঞ্চন, তুমি ভাল আছ ?

নিম। দূর ব্যাটা বক্কেশ্বর—তোকে একটু মদ দিতে বল্‌চে—

অট। তা আমি বুঝ্‌তে পারিনি—(এক গেলাস শ্যাম্পেন কাঞ্চনের হস্তে দান)।

কাঞ্চ। তুমি আগে খাও।

অট। তুমি প্রসাদ করে দাও।

কাঞ্চ। (কিঞ্চিৎ পান করিয়া) এই নাও।

অট। কেমন নকুল বাবু এই টুক খাই তা নইলে কাঞ্চনের অপমান হয়। (মদ্যপান)।

নিম। তুই ব্যাটা পাজির ধাড়ী, তখন পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন কল্লি, এখন অনায়াসে বেশ্যার উচ্ছিষ্ট খেলি—তোর সঙ্গে যদি আর কথা কই কাঞ্চন যেন আমার মাগ হয়।

নকু। আমরা তবে সরে দাঁড়াই।

নিম। অকর্ কল্যে না খেলে যে কত অপমান বাকৎ কিছু বোঝে না, পাজি, চাসা, ক্যাডোভরাস্।

অট। নিমচাঁদ তুই রাগ করিস্ নে ভাই, তোর অনুরোধে একটু খাচ্চি।

নিম। Amende Honorable—এই গেলাসটি খাও দেখি। (মদ্য দান)

অট। (মদ্য পান করিয়া) দেখ ভাই, সব খেইচি।

নিম। উত্তম বালক।

অট। আমার মাতাটা ঝুপু ঝুপু কচ্চে।

কাঞ্চ। রস আমি তোমার মাতায় একটু গোলাপজল দিয়ে দিই (অটলের মস্তকে গোলাপজল দান)।

নিম। দেখ বাবা যেন গঙ্গা যমুনা একত্র হয়ে এলাহাবাদ হয়ে পড়ে না।

নকু। কাঞ্চন একটী গাও না ভাই।

কাঞ্চ। (গীত, রাগ মুলতান, তাল আড়া ঠেকা)

চলোলো সজনি সবে সরোজ কাননে যাই
সুশীতল সমীরণে জীবন জুড়াই ;
বিনে নটবর, জ্বলে কলেবর, তাপিত অন্তর,
পুড়ে হলো ছাই।

অট। আমার মনটা ভারি প্রফুল্ল হয়েছে—বেশ্ গেয়েছ বিবিজান।

নিম। একটু ব্রাণ্ডি খা।

অট। না আমি স্পীরিট খাব না।

নিম। শ্যাম্পেন খেয়েচ অ্যাসিডিটি হবে—একটু ব্রাণ্ডি খাও অ্যাসিডিটির নিরাকৃত হয়ে যাবে।

অট। এখন আমার প্রাণ সুখসাগরে সাঁতার দিচ্চে, এখন আমায় যা দেবে তাই খাব। (ব্রাণ্ডি পান)

নিম। That's like a good boy—

অট। A good boy will mind his book, but a bad boy will only mind his play—

নিম। And will be a dunce, like you, all the days of his life.

অট। আমার ইচ্ছে কচ্চে কাঞ্চনের সঙ্গে এক বার নাচি।

নিম। পল্কা।

কাঞ। আমি একটু বাগানে বেড়াইগে।

[কাঞ্চনের প্রস্থান।

মকু। কাঞ্চনের গলাটি বেশ মিষ্টি।

অট। গেল কোথায়?

নিম। To do a thing which no one can do for her.

অট। আমি তাকে ধরে নিয়ে আসি।

[অটলের প্রস্থান।

মকু। এ ছোঁড়াটা শীঘ্র খারাপ্ হবে।

নিম। কিছু বল না বাবা, ওর বাপ অনেকের সর্ব্বনাশ করে বিষয় করেছে, টাকা গুলো সৎকর্ম্মে ব্যয় হক্—তুমি দেখবে এক বছরের মধ্যে অটল টল্ টল্ কচ্চেন।

"If consequence do but approve my dream
"My boat sails freely, both with wind and stream.

মকু। চলো একটু বাতাসে যাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিতপুররোড। গোকুল বাবুর বৈটকখানা।

গোকুল চন্দ্র এবং জীবন চন্দ্রের প্রবেশ।

জীব। আমি ভাই আশ্চর্য্য হইচি, মাস দুইতিনের মধ্যে ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে ফেলেচে।

গোকু। আপনার শাসন নাই।

জীব। কি করে শাসন করি—একটী বই ছেলে নাই—টাকা না দিলে জলে ঝাঁপ দিতে যায়, চিলের ছাদ থেকে হাত পা ছেড়ে দেয়।

গোকু। আমার অমন ছেলে হলে আমি সানে আচ্‌ড়ে মাত্তেম—সেই বেশ্যামাগীকে বগিতে করে গড়ের মাটে বেড়্‌য়ে বেড়ায়।

জীব। তোমার ব্যানের দৌরাত্ম্যে আমি আরো ভেকো হইচি—ছেলেকে শাসিত কল্যে তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করেন—তাঁরি বা অপরাধ দেব কি, যে সুবোধ ছেলে সম্বন্ধে আত্মহত্যা কত্তে পারে, কাজেই ছেলেরে কিছু বলতে দেয় না।

গোকু। আমার মতে ওর হাতে এক পয়সা দেওয়া নয়, তবে বাড়ীর বার হতে দেওয়া নয়।

জীব। আমি কি টাকা দিই, গিন্নি দেয়—সে দিন গিন্নির বাক্সটা জোর করে খুলে দশ হাজার টাকার একখান কোম্পানির কাগজ নিয়ে গেল।

গোকু। ব্যানকে জিজ্ঞাসা করে দেখলেম দেখি, ছেলেটীর অন্যের ত কোন দোষ নাই।

জীব। তোমার সেকেলে ব্যান, তার ছেলেতে সম্ব হয় না—একেলে ব্যানেরা লেখাপড়া শিখেছেন, গাউন পরেচেন, ম্যাগানে যাচ্চেন, এঁদের ছেলেতে সম্ব হবে।—ব্যানরে যা খুসি তাই করুন, আমার একটী কথা তোমার ভাই রাখতে হবে।

গোকু। আজ্ঞা করুন।

জীব। ওকে তোমার হৌসে নিয়ে হৌসের কাজ শেখাতে হবে, আর রোজ রাত্রে তোমার কাছে এসে পড়া শুনা করবে—আমি তোমার নিন্দা কত্তেম—তুমি জাত মাননা, ব্রহ্মসভায় যাও, আপনিও দীক্ষা হলে না, ব্যানকেও দীক্ষা হতে দিলে না—কিন্তু এখন আমি দেখ্‌চি তোমরা মাতার মণি, তোমাদের মধ্যে মদও চলে না, বেশ্যাও চলে না, আর তোমরা একত্র হয়ে পরোপকার, স্কুল, ডিস্‌পেন্সারি করবের সুযোগ কর—কিন্তু আমার কুলাঙ্গারের সব বিপরীত—বলবো কি মদ খায়, বেশ্যা বাড়ীতে অন্ন আহার করে, আর যত মাতালের সঙ্গে মিল—গুওটা এসব ছেড়ে যদি তোমার সঙ্গে মিসে গোরু খায় তাতেও আমি ক্ষুব্ধ হইনে—তুমি যা ভাল বোঝ তাই তাই কর—আমার ছেলে, তোমার দাদার জামাই—অধঃপাতে গেলে শুধু আমার যাবে না।

গোকু। আমায় বলচেন আমি নিয়ে যাব, কাজকর্ম্ম শেখবার চেষ্টা করবো—কিন্তু কল দর্শে এমন বোধ হয় না—কারণ ও গোড়ায় বিগ্‌ড়েছে, তাতে বড় মানুষের ছেলে।

জীব। তোমার কাছে যাওয়া আসা কল্যেই ও শুধরে যাবে। অটলকে আমি আসতে বলিছি।

গোকু। আমি তাকে শোধরাব কি সে আমায় বেগ্‌ড়াবে তা নিশ্চয় বলা যায় না।

জীব। লেখা পড়া ভাল করে শিখ্‌লে না, কিন্তু তবু ইংরিজি কইতে পারে মন্দ নয়—অনেক বই কিনেচে।

অটলের প্রবেশ।

অট। গুড্ মর্নিং— আপনি আমায় নাকি ডেকেছেন?—আমি শীঘ্র যাব।

গোকু। দেখ অটল তুমি সদ্বংশজাত ভদ্র সন্তান, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, তোমার উচিত নয়, তুমি কতকগুলো সদাচার-ভ্রষ্ট মাতালের সঙ্গে সহবাস কর।

অট। বাবা বুঝি লাগ্য়েচেন?

গোকু। তোমার বাবার লাগাতে হবে কেন, দেশশুদ্ধ লোক তোমার নিন্দা কচ্চে—তুমি ধর্ম্মকর্ম্ম করবে, এডুকেশান কমিটির মেম্বর হবে, অনরেরি মাজিষ্ট্রেট হবে, লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের কাউন্সেলের মেম্বর হবে, দেশোন্নতির চেষ্টা করবে, দুঃখীদের প্রতিপালন কর্‌বে, তোমার কি উচিত বেশ্যালয়ে পড়ে মদ খাওয়া।

অট। বাবা যদি এখানে না থাক্‌তেন আমি আচ্ছা জবাব দিতেম।

জীন। জবাব দিয়ে কাজ নাই, গোকুল যে উপদেশ দেন তাই গ্রহণ কর। তুমি ত বাবা অবুঝ নও, লেখা পড়া শিখেছ, জ্ঞান জন্মেছে, তোমার কি ও গুলো ভাল দেখায়।

অট। কোনগুলো তাই ভেঙ্গে বলো না, তার পর আমি জবাব দিতে পারি ভাল না হয় হার মেনে উঠে যাব।

গোকু। তুমি অসৎসঙ্গ ছেড়ে দাও।

অট। আমি কার সঙ্গে অসৎসঙ্গ কর্‌চি একটা দেখয়ে দাও আমি এখনি তাকে ত্যাগ কর্‌চি।

গোকু। তোমার সকলি অসৎসঙ্গ।

অট। নকুলেশ্বর হাইকোর্টের উকীল, সে বড় মন্দ লোক!— নিমচাঁদ যে ইংরিজি জানে তোমাকে জলে গুলে খেয়ে ফেল্‌তে পারে।

গোকু। তারা অত্যন্ত মদ খায়—

অট। তুমি মদ খাও না?—বিশ্বনাথ সাহের দোকানে তোমার খাতা ধরে দিতে পারি। কেন বাবার সুমুখে বল্‌তে বুঝি লজ্জা হয়।

গোকু। আমি যখন মদ খেতেম কারো ভয় করে খেতেম না, সুরাপান-নিবারিণী সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে আমি মদ একেবারে ছেড়ে দিইচি। মদ্য অস্মদাদির পক্ষে অতি অনিষ্টকর, সেই বিবেচনায় ত্যাগ করিচি।

অট। অনেক খরচ পড়ে বলে ত্যাগ করেচেন।

গোকু। সে কারণ হলেই বা দূষ্য কি—টাকা অকারণ মদে অপব্যয় না করে সৎকর্ম্মে ব্যয় কল্যে ইহ কালেরও ভাল পর-কালেরও ভাল।

অট। আমার আর কি দোষ?—"গুলো" বল্যেন যে—চট্ চট্ করে বলুন আমি বিদায় হই।

গোকু। তোমাকে সুরাপান-নিবারিণী সভার সভ্য হতে হবে।

অট। নিমচাঁদ বলেচে পরিণয়-নিবারিণী সভা না স্থাপন কল্যে কোন ভদ্র সন্তান সুরাপান-নিবারিণী সভায় সভ্য হবে না।

গোকু। সে পাজি ব্যাটার কথা ছেড়ে দাও—তোমার উচিত এ সভায় নাম লেখান।

অট। আমার উচিত নয়।

গোকু। কেন?

অট। কারণ আমার টাকার কমি নেই—আমার শ্যাম্পেন কিনবের ক্ষমতা আছে—যাদের টাকা নাই, যারা ধেনো খেয়ে মরে, তারা গিয়ে নাম লেখাক্।

জীবন। তোমার অবশ্য নাম লেখাতে হবে।

অট। তা হলে আমি বেশ্যাসভায়ও নাম লেখাব।

জীব। তা লেখাস্।

অট। গোকুল বাবু, ধরে বেঁধে পীরিত আর মন্ত্রেমেড়ে রূপ কখনই হয় না।

গোকু। উনি তোমার পিতা গুরু মুখে এরূপ কথা বলচো।

অট। তিল টি পড়লে তাল টি পড়ে, ঘাঁটালেই বলতে হয়।

জীব। গোকুল বাবুর হৌসে তোমাকে যেতে হবে।

অট। আমিত রোজই সে দিকে যাই।

গোকু। তোমাকে প্রত্যহ দশটার সময় আমার হৌসে যেতে হবে আমি তোমাকে হৌসের কাজ শেখাব।

অট। আমি রোজ রোজ যেতে পারবো না, যেদিন অবসর পাব সেই দিন যাব।

জীব। তোর আবার অবসর কি? তোর জালায় আমি কি আত্মহত্যা হবো।

অট। এই উনি নাকে কাঁদেন।

জীব। দেখ্ অটল তুই যদি গোকুল বাবু যা বলে তা না শুনিস, আমি নিশ্চয় গলায় দড়ী দেব।

অট। দ্যাও তেরাত্রে শ্রাদ্ধ করবো।

জীব। দেখলে গোকুল বাবু শুওটার কথা দেখলে। গোকুল বাবু, তুমি ওকে কখন ছাড়বে না—ওকে তোমায় দিলেম, তুমি মারো, কাটো, ফাঁশী দাও, তোমার যা খুসি তাই কর।

অট। কাঞ্চন যে বলে—(জিব কেটে) লোকে যে বলে তা বড় মিথ্যা নয়—

বেরুয়ে এলেম বেশ্যা হলেম কুল কল্যেম ক্ষয়,
এখন কিনা ভাতার শালা ধমকে কথা কয়।

জীব। হয় তুই মর না হয় আমি মরি।

অট। মর মর, কচ্চো মার কাছে বলে দেব, তখন ঝকানি টের প্যাবেন।

জীব। আমি তোর পিতা, পিতা পরম গুরু; পিতার প্রতি এমনি উত্তর—পরশুরাম পিতার আজ্ঞায় মাতার মস্তকচ্ছেদন করে ছিলেন।

অট। বড় কাজ করেছেন!

গোকু। তোমার কথাগুলিন অতি কর্কশ, আর তোমার কিছু মাত্র সহৃদয়তা নাই—এসকল কুৎসিৎ দলে থাকার ফল।

অট। কুৎসিৎ দল ত ত্যাগ কর্‌য়েচেন, আর কি কত্তে হবে বলুন।

গোকু। সে বেশ্যাবেটিকে তোমার ত্যাগ কত্তে হবে।

অট। আহা! কি রসের কথাই বল্লেন, অঙ্গ শীতল হয়েগেল—কাল আমি দশ হাজার টাকা ভেঙ্গে তার গহনা কিনে দিলেম, ঘর সাজ্‌য়ে দিলেম, আজ আমি তাকে ছেড়ে দিই, আর উনি গিয়ে ভরতি হন—

জীব। ও আঁটকুড়ীর ব্যাটা কারে কি বলিস্, উনি যে তোর শ্বশুর হন—আমি কোথায় যাব তোর জালায়, তোর কি লেখা পড়া শিখে এই ভব্যতা হয়েছে!

অট। আমি ভব্যতাও জানি, সভ্যতাও জানি—আমার রাগালে আমি সব ভুলে যাই—

জীব। উনি মন্দ বল্‌চেন কি? বেশ্যারাখ্‌লে লোকে নিন্দা করে তাই ছেড়ে দিতে বল্‌চেন।

গোকু। বেশ্যারাখা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বিরুদ্ধ—বিশেষ যাদের স্ত্রী আছে তারা যদি বেশ্যা রাখে, তারা নিতান্ত নরাধম, পাষাণ-হৃদয়, স্ত্রীহত্যাপাতকী।

জীব। ব্যাই তোমায় বোল্‌বো কি, মাসে মাসে মাগীকে তিন শত টাকা মাসয়ারা দিতে হয়।

অট। সে টাকা তুমি দাও না আমার বা দ্যায়?

জীব। তোমার বা উপপতি করে এনে দেন—যা ভূতটা আজ হতে তোকে আমি ত্যাজ্য পুত্র কল্যেম।

[জীবনচন্দ্রের সরোষে প্রস্থান।

গোকু। তোমাকে ত্যাজ্য পুত্র হতে হবে।

অট। ও রাগ কিছু নয়—যার কাছে গেলেই জল হয়ে যাবেন, আবার আমায় কত আদর কর্‌বেন।

গোকু। তবে তোমার যাই তোমার মাতা থাকেন।

অট। আমি যাই মহাশয়—আমি কাঞ্চনকে নিয়ে রামলীলে দেখতে যাব।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক। কাঁশারি পাড়া। কুমুদিনীর
শয়ন ঘর।

কুমুদিনী এবং সৌদামিনীর প্রবেশ।

কুমু। এর চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল—আমি ভাই আর সইতে পারিনে, আমি গলায় দড়ী দে মর্‌বো।

সৌদা। আস্তে বলিস্, মা শুন্‌লে রাগ কর্‌বেন।

কুমু। করুন্ গে—সাধে বলি, মনের দুঃখে বলি—দেখ দেখি ভাই রক্ত মাংসের শরীরত বটে, ঠাকুর জামাই এক শনিবার না এলে তোমার মনটি কেমন হয়, চক্ যে ছল্ ছল্ কত্তে থাকে।

সৌদা। তা ভাই দুদের সাধ তো ঘোলে মেটেনা, তা নইলে আমি না হয় তোকে দুদিন দিই।

কুমু। তুই আর কাটাঘায় নুনের ছিটে দিস্‌নে—তুই যে ভাতার কাব্‌ড়া তুই আবার অন্য লোককে দিবি, বরং এসে একটা ঠাকুর জামাই দুটো হয় তাতেও তোর মন ওঠে কিনা বল্।

সৌদা। আমার বড় সাধ, আমার ভাতার এক দিন মদ খেয়ে ঘরে আসে আর এক বাগীকে রাখে।

কুমু। মর মড়া, তোর আবদারি সাধ দেখে আর বাঁচিনে।

সৌদা। তোকে দেখাই কেমন করে বশ কত্তে হয়।

কুমু। তোর বশের যদি এত জোর তোর ভাইকে দিয়ে কেন দেখানা?

সৌদা। তোদের বুঝি হয়ে থাকে তাই বল্‌চিস্।

কুমু। তুই নাকি বশের বড়াই কচ্চিস তাই বল্‌চি—পোড়া কপালের দশা দেখ্‌দেখি ভাই, আজ দশ দিন বাপের বাড়ী থেকে এইচি এক দিন তাকে ঘরে দেখ্‌তে পেলেম না, এক ঘরে যার জান্‌তুম আপদ গেল, চকের উপর এ পোড়ানি সহ্য হয় না—রাত দিন মদ খেয়ে নেচে বেড়াবে।

সৌদা। ও ভাই কালেজে পড়ার দোষ।

কুমু। তোর ভাই আবার কোন ক[illegible] কালেজে পড়্‌লে? আদরের ঢেঁকি কালেজে নিলে না [illegible] গৌরমো[illegible] আড্‌ডির স্কুলে দিন দুই এক খান বয়ের পাত উল্‌টিয়েলো [illegible]র হেয়ার সাহেবের স্কুলে মাস কত পড়েছ্‌লো।

সৌদা। তবে ইংরিজি পড়ার দোষ?

কুমু। কেন গোকুল কাকা কি ইংরিজি পড়েন নি? চন্দ্রবাবু যে কালেজে পাঁচ বচ্ছোর চাল্লিস টাকা করে জলপানি পেয়েছেন, বিরাজের ভাতার যে ইংরিজিটোলের জট্‌চাবিা হয়ে বেরুয়েছে, এরা কি মাগকে ঘরে একা রেখে বাগানে কাঞ্চনকে নিয়ে আমোদ করে না মদ খেয়ে শিয়ালের মত হাক্কো হাক্কো করে ডাক্‌তে থাকে?

সৌদা। সকলে যে বলে কালেজে পড়্‌লে রীত বিগড়ে যায়।

কুমু। যারা তোমার দাদাকে দেখেছে আর তোমার দাদার খাস্ ইয়ার নিমে দত্তকে দেখেচে তারাই বলে। গোকুল কাকার মত লোকদের দেখ্‌লে এমন কথা কখন বল্‌তো না—ছোটখুড়ীর বেআরাম হলে গোকুল কাকা সাত দিন হোমে যাননি, কেমন চরিত্তির কারো দিকে উঁচু নজরে চান না।

সৌদা। তা জানি ভাই।

কুমু। কেন তোর ভাতার তো ইংরিজি পড়েচে, সে কদিন কাঞ্চনকে এনেচে লো?

সৌদা। দাদার ভাই কেমন পিরবিত্তি—তোর এই ভরা যৌবন, এমন সোমত্তো মাগ রেখে সেই ছুঁট্‌কো মাগীকে নিয়ে থাকে—দেখিচিস্ তার হাত পা গুলো যেন বাকারি।

কুমু। সে কি আমার ঠাকুরঝি তাই আমি তাকে দেখ্‌তে যাব?

সৌদা। তুই ভাই ঠাট্টা বই আর জানিস্ নে।

কুমু। তোর যে অন্যায়, সে থাকে বাজারে বেশ্যা, বাগানে থাকে, সে বাকারি কি শাঁকারি তা আমি কেমন করে দেখ্‌বো আর তুই বা কেমন করে দেখ্‌লি সোনাগাছী গেচ্‌লি না কি?

সৌদা। তোকে ভাই কথায় কেউ পার্‌বে না।

কুমু। এর আর পারাপারি কি, তুই যে খবর বল্‌চিস্ হয় তুই সোনাগাছী গেচ্‌লি, নয় তোর ভাই তোকে বলেচে—
"সৌদামিনী, তুমি বেস গোলগাল, কাঞ্চন হাড়গোড়ভাঙ্গা দ"।

সৌদা। তুই ভাই নিজে খুব টান্‌তে পারিস্।

কুমু। কিন্তু তোমার ভেয়ের কিছুই কত্তে পালোম না—তুমি যে নবীন ছুক্‌রি রূপের ডালি ঘরে রয়েচ, তাই বুঝি হেরে যাচ্চি।

সৌদা। তোর যা খুসি তাই বল্ আমি কথা কব না।

কুমু। মনের মত হলে কে কথা কয়ে থাকে ভাই?—খুলি ধরে বল্‌চ্চি নাকি? মুখে যে আর কথা নাই—ভেয়ের কোল না পেলে বোল ফুট্‌বে না। বুঝিচি—ডাক্‌বো নাকি—হ্যাঁগা? (সৌদামিনীর চিবুক ধরিয়া) বলো দ্যাওরা রে এর ব্যাওরা কি? নোলকপরা কোলে কেন শোয় না ঠাকুর পো। হা, হা, হা।

সৌদা। তুই ভাই এর রূপও জানিস্।

কুমু। ঠাকুরের ও কথা কোথা শুন্‌লি?

গোদা। দুই বছর বাড়ী থেকে দাদা এক দিন বিকেল বেলা কাঞ্চনকে বৈটকখানায় এনেছিলেন—

কুমু। ঠাকুর বাড়ী ছিলেন না?

গোদা। দাদা ত আর কারো লজ্জা করেন না—তিনি এখন এক এক দিন কাঞ্চনকে গাড়ীতে করে বৈটকখানায় নিয়ে আসেন—বাবা কতদিন দেখেছেন।

কুমু। তার পর?

গোদা। তার পর ভাই, দাদা মদ খেয়ে বড় বাড়াবাড়ি কত্তে লাগ্‌লেন, কাঞ্চনের গলা ধরে বারেণ্ডায় এসে নাচ্‌তে লাগলেন, পাড়ার সব লোক জড় হলো—ওবাড়ীর বড় কাকা এসে দাদাকে বক্‌তে লাগ্‌লেন আর কাঞ্চনকে কত গালাগালি দিলেন—যে বেটি কস্‌বি, বড় কাকাকে মান্‌বে কেন, সেও ফিরিয়ে গাল দিলে, বড় কাকা রাগ করে বেটিকে বাড়ী থেকে বার করে দিলেন। বেটি দাদাকে কত গাল দিয়ে গেল, আর বলে গেল "তোর বাপ যদি আমায় আস্‌তে বলে, তবেই তোর সঙ্গে আর দেখা তা নইলে এই পর্য্যন্ত।"

কুমু। বেস হয়েচে লো, তবে বেটি আবার এলো কেমন করে?

গোদা। আগে বরং ছিল ভাল এখন আরো সর্ব্বনাশ হয়েছে।

কুমু। কেন? কেন?

গোদা। কাঞ্চন বেরিয়ে গেলে দাদা পাগের মত গজ্‌রাতে লাগলেন আর বড় কাকাকে শালা বাঞ্চৎ বলে গাল দিলেন, বড় কাকা বাবার কাছে বল্‌তে গেলেন।

কুমু। [illegible] হয়েছে ঢেঁকি।

গোদা। বড় কাকা বেরিয়ে গেলে দাদা একটা বন্দুক বার করে বল্যেন এখনি গুলি খেয়ে মর্‌বো—

কুমু। বা, গো [illegible] জ্বালে।

গোদা। দাদা ভাই একটি ছেলে, তিনি তখনি বাইরে গিয়ে

হাত ধরে বাড়ীর ভিতর আন্‌লেন—দাদা কি তা শোনেন, মা কত বল্যেন এমন শরীর কত কষ্ট করে রয়েচে, দাদা বল্যে "আমার কাঞ্চনকে এনে দাও তা নইলে গুলি খেয়ে মর্‌বো, নয় গঙ্গায় ডুবে মর্‌বো, নয় কাশী চলে যাব —"

কুমু। তাই কেন কত্তে দিলেন না।

সৌদা বাবা এসে কত বুঝুলেন, তাকি তিনি শোনেন—বেটি তাই দাদারে কি করেচে, বেটি হয়তো যাদু জানে—

কুমু। তোমার মা যে যাদুমণি যাদুমণি করেন তাই লোকে এত যাদু করে।

সৌদা। বাবা তো আর যাদুমণি যাদুমণি করেন না, তা দাদা বাবাকেও ত ভয় করেন না—বাবা কত রাগ কত্তে লাগ্‌লেন, বল্যেন এমন সোনার সীতে ঘরে রয়েছে তবু এ দিকে না কুড়ুলে ঘর চলে না, তা দাদা বল্যেন "সীতে নিয়ে তুমি থাক, আমি কাঞ্চনকে না পেলে গলায় দড়ী দিয়ে মর্‌বো।"

কুমু। এমন পোড়া কপালের হাতেও পড়িচি?

সৌদা। বাবা রাগ করে দাদাকে একটা লাতি মেরে বাইরে গেলেন, মা কাঁদে লাগ্‌লেন আঁর বাবারে কত গালাগালি দিলেন। তার পর মায়ের কান্না দেখে আর দাদার চিক্‌রুনি দেখে বাবা কাঞ্চনকে ডাক্‌য়ে এনে বাড়ীর ভিতর পাঠ্‌য়ে দিলেন।

কুমু। তবে আর ঠাকুরুন আমায় আন্‌লেন কেন?

সৌদা। মা তার পর কাঞ্চনের হাত দুটি ধরে বল্যেন, "মা তোমার হাতে ছেলে সুঁপে দিলাম, দেখ বাছা যেন আমি গোপাল হারা হইনে"।

কুমু। অমন গোপালকে দুন খাইয়ে মাত্তে হয়।

সৌদা। মার তাই সাত নাই পাঁচ নাই এক সৌনৎ একটি ছেলে, সে আবদার ন্যায় তাই শুনতে হয়।

কুমু। তুই তবে একটি উপপতির আবদার নে, তোর মার তুই একটি মেয়ে তোর আবদারও শুন্‌বেন।

সৌদা। তুই এত রসিকতা জানিস্, দাদার ত কিছু কত্তে পাল্লি নে।

কুমু। তোর দাদা যে হওামাক, সে রসিকতার কি ধার ধারে—শুনেচে কাঞ্চনকে অনেক বড়মানুষের ছেলে রেখেচ্লো ওমিনি তার জন্যে পাগল হয়েছে। রূপ, গুণ, বয়েস তোমার দাদা ত চায় না, কিসে লোকে বাবু বলবে কেবল তাই দেখে—বাবা বড়মানুষ দেখে বিয়ে দিলেন, টাকা নিয়ে আমি ধুয়ে খাব, মরণ্টা হয় ত বাঁচি।

সৌদা। কাঞ্চনকে দেখ্বি? যখন সে গাড়িতে ওঠে ছাদ্থেকে দেখা যায়—দাদা আবার কোঁচা দিয়ে পা পুঁচয়ে দেন, মাইরি।

কুমু। তুই বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখিস্ আর ভাবিস্ কি ছাঁ—ই বেরালে মেরেচে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাঁশারি পাড়া। অটল বিহারীর বৈটকখানা

অটল বিহারী ও কাঞ্চনের প্রবেশ।

কাঞ্চ। তুমি যদি নিমে দত্তকে আমার বাড়ী আর নিয়ে যাও তা হলে আমি কিন্তু বাড়ীর ভিতর গিয়ে মায়ের কাছে বলে দেব।

অট। জানি! জানি! তার উপর এত রাগ কচ্চো কেন জানি।

কাঞ্চ। ব্যাটা, ভাই বড় বিরক্ত করে—ব্যাটা মাতাল হলে, আমার বড় ভয় করে।

অট। কেন জানি, জানি তোমায় যে দিন দেখে রেখিছি সেই দিন থেকে নিরচাপ তোমায় কাঞ্চনী বলে ডাকে জানি।

কাঞ্চ। মাতাল হলে নিমের মাসী যত জ্ঞান থাকে তা আবার মাতালে মাসী।

অট। না, জানি, সে আমার বুজম ফ্রেণ্ড, জানি সে আমায় বলচে ক্রেণ্ডের মেয়ে মানুষ মাসীর মত দেখ্‌তে হয়।

কাঞ্চ। আমার কপালে বন্‌গো উপপতিই বটে—প্রিয় শঙ্কর যখন আমায় রাখ্‌লে তখন রমানাথ আমায় মাসী বল্‌তো, তার পর সেই রমানাথ আমায় সেবাদাসী কল্লেন, পাছে রমানাথ মনে কিছু ভাবে তুমি আমায় যা বল্‌তে তা মনে আছে? এখন আমি তোমার জানী হইচি।

অট। (গীত) "হায় কি কল্যে মাসী বলে, হায় কি কল্যে মাসী বলে"—তুমি যে মালিনী মাসী—হিরে মালিনী হিরে চাও—জানি (কাঞ্চনের হস্ত ধরিয়া) তুমি আমার মেয়ে ফ্রেণ্ড জানি, তোমার মুখ দেখে আমি মরে যাই, জানি।

কাঞ্চ। এই সে অটল রসিকতা শিখিচিস্।

অট। না শিখ্‌বো কেন বাবা—সহরের প্রধান চিজ্, কাঞ্চন মণি মাথায় ধরিচি।

দামার প্রবেশ।

দামা। গাড়ি তোয়ের হয়েছে।

অট। এস জানি তোমায় তুলে দিয়ে আসি—আমার আঁচল দিয়ে তোমার পা পুঁচ্‌য়ে দেবো—

জানি! জানি!
আমি কি জানি?

সাবাস্ সাবাস্ বেশ পয়ার হয়েছে।

জানি! জানি!
আমি কি জানি?

দামা। ক্রেন্টা সাফ কর।

[অটল এবং কাঞ্চনের প্রস্থান।

দাদা। (মেজ ঝাড়িতে ঝাড়িতে) খোকা বাবুর কাছে নইলে চাকরি পোষায়? কত জিনিস ভাংচি, কত জিনিস চুরি কচ্চি, বাবুর হিসেবও নেই কিতেবও নেই। এক এক বেটা বাবু আছে এম্‌নি কঞ্জুস বাজারের পরতাল দেয়—যেমন কাপ্‌টে বাবু তেম্‌নি কসাই চাকরও আছে। নবীন বাবু দুদিন অন্তর একটি করে পয়সা দেন সুপারি আন্‌তে, বাবুর খানসামা সেটি মাল করে কলো পেঁয়ারা শুকুয়ে কেটে সুপারি কুরে দেয়, বাবুর মন বল্‌বের যো নাই, তা হলে খানসামা ওম্‌নি বল্‌বে এক পয়সার ভাল সুপারি এক দিন বই হয় না। আমার ভাবনা কি, বাবু যে মদ ধ'রেছেন কোটা বালাখানা করে ফেল্‌বো।

অটল এবং নিমেদত্তের প্রবেশ।

নিম। তোমাকে আজ্ থেকে ইণ্ডিয়ান্ বাইরন্ বল্‌বো— (চেয়ারে উপবেশন)।

অট। (উপবেশন করিয়া) বড় মজাদার্ রাইম হয়েছে—

জানি। জানি।
আমি কি জানি?

নিম। আর এক লাইন্ বাড়য়ে দেওয়া যাক্—

জানি। জানি।
আমি কি জানি?
দাও পানি।

অট। ব্রেভো, ব্রাভো—

জানি! জানি!
আমি কি জানি?
দাও পানি।

আমি কেন বলি না দাও ব্রাণ্ডি পানী—

নিম। তা হলে ও আইনের বিউটি রইলো কোথা? পাণি অর্থে হাত, দাও পাণি, দাও হাত, কিনা বিয়ে কর—

অট। শাবাস্, শাবাস্, লেগে যারে ভয়ো—জানি আমাকে বিয়ে কর, কামিনী মাসী আমাকে বিয়ে কর—ব্রাণ্ডিপানীতে মানে হয় না—

নিম। ব্রাণ্ডিপানীতে মানে হয় না কিন্তু মজা হয়—

অট। বেস্ বেস্ ভবোল্ বেস্—দামা ব্রাণ্ডি আন—

[দামার প্রস্থান।

ব্রাণ্ডিপানীতে মানে হয় না কিন্তু মজা হয়।

ভোলাচাঁদের প্রবেশ।

ভোলা। (নিমচাঁদের মুখের নিকটে হস্ত উত্তোলন করিয়া) আনার্ভ সার্, স্মেল্ সার্, আই স্মেল্ সার্, ইউ স্মেল্ সার্, আনার্ভ সার্, স্মেল্ সার্, ওল্‌ডো টম্ স্মেল্ সার্—

নিম। তিনি হন কে?

অট। মুক্তেশ্বর বাবুর জামাই।

ভোলা। সান্ ইন্‌ল্য সার—স্মেল্ সার্, কান্‌ট স্মেল্ সার—বাড়ী থেকে কান্‌ট খেয়ে বেরুয়েছিলেম, রেলওয়ের ষ্টেসনে টেলিগ্রাফ বাবুরো, ফ্রেণ্ডস্ সার্, ওল্‌ডো টম খাইয়ে দিলে—মিক্‌সেড্ সার্, এক্সকিউজ্ সার্, আনার্ভ সার।

নিম। মুক্তেশ্বর বাবু অমন বিজ্ঞ লোক হয়ে এই কুর্ম অবতারের হস্তে কন্যাটি প্রদান করেছেন?

ভোলা। ইউ নো মাই ফাদার ইন্‌লা সার্—ইউ মাই ফাদার ইন্‌লা সার্—(নিমচাঁদের পদধূলি গ্রহণ) ইউ মাই ফাদর্ ইন্‌ল্য সার্—আই সান্ ইন্‌লা সার্।

অট। তুমি কি এখন এলে?

ভোলা। ইয়েস্ সার্ ।

অট। শ্বশুরবাড়ী এখন যাওনি ?

ভোলা। ইউ মাই ফাদার্ ইন্‌লা সার্—(অটলের পদধূলি গ্রহণ)। এক্সকিউজ সার্, সান্‌ইন্‌লা সার্ ।

নিম। তুমি বাপু এত অল্প বয়সে মদ ধল্যে কেন ?

ভোলা। গুলিতে শরীর খারাপ হয়ে যায় বলে—গুলি ইজ ভেরি ব্যাড্ সার্ ।

অট। তুমি এখন শ্বশুরবাড়ী যাও, আবার তাঁরা ভাবাম্বিত হবেন।

ভোলা। নট্ সার্, ইউ মাই ফাদার্ ইন্‌লা সার, হিয়ার লিভ সার্ ।

অট। গোকুল বাবুর বাড়ী আমার নিমন্ত্রণ আছে, আমি এখনি সেখানে যাব—

ভোলা। আই জাইন ইউ সার্, আই জাইন ইউ সার্, হোয়ের্ ইউ গো আই গো, সান্‌ইন্‌লা জাইন ফাদার্ ইন্‌লা, আই জাইন ইউ সার্—

নিম। তুমি বাবু যে বাহার দিয়ে এসেচ—মাতার মাজখানে সিঁতে, গায় নিমুর হাফ্‌চাপ্‌কান, গলায় বিলাতি ঢাকাই চাদর, বিদ্যাসাগর পেড়ে ধুতি পরা, গরমিকালে হোলমোজা পায়, তাতে আবার ফুলকাটা গার্টার্, জুতাজোড়াটি বোধ হয় পথে আসতে কিনেচো, ফিতের বদলে রূপার বগ্‌লস, হাতে হাড়ের হ্যাণ্ডেল বেতের ছড়ি, আঙ্গুলে দুটি আংটি—

ভোলা। ফাদার্ ইন্‌লা লিভ সার—ইউ মাই ফাদার্ ইন্‌লা সার্—

নিম। জামাই বাবু তুমি শ্বশুরবাড়ী যাও, তুমি যে বাহার দিয়ে এসেচো, তোমার বিয়েতে আমাদের মেয়ে এত জন্য কত কাঁদচে—

ভোলা। ইয়োর ডাটার্ ইজ্ মাইন্ ব্রেস্, ইয়োর ডাটার্ ইজ্ মাইন্ ব্রেস্ সার—

অট। বয়াস কিরে, পোনের ষোলো বৎসরের হবে।

নিম। হুরব্যাটা গর্ভস্রাব ও বল্চে বয়াস গর্ভবতী—

ভোলা। বেল্মিয়েন্ট সার, প্রেগনান্ট সার—ইয়েস্ সার্।

দাসীর প্রবেশ এবং মেজের উপর মদ্যাদি রক্ষা।

নিম। " Man being reasonable must get drunk

" The best of life is but intoxication.

মাসীর হেল্‌থো পান করি। (মদ্য পান)

অট। মালিনী মাসীর হেল্‌থো খাই। (মদ্য পান)

নিম। জামাই বাবু একটু খাও।

ভোলা। আই ইট্ ইন্ প্রেজেন্ট ফাদার্ ইনলা?

[এক গেলাস মদ্য লইয়া প্রস্থান।

অট। ছেলে্টি বেত্তরিবৎ নয়।

নিম। পুরির রাজা চলিত বিষ্ণু, এবং তাঁর রাণী চলিত লক্ষ্মী, রাণী এক এক দিন জগন্নাথের কাছে রাত্রে কেলি কত্তে যান, জগন্নাথ, দাদা বলভদ্রের সাক্ষাতে স্ত্রীর সহিত বিহার কত্তে পারেন না, রাণীও ভাস্তরের কাছে মুখ খুল্তে পারেন না, পাণ্ডারা রাণীর আস্‌বের আগে বলরামের মুখে একখান কাপড় দিয়ে রাখে—জগন্নাথ বেত্তরিবৎ নয়, দাদার মুখে কাপড় দিয়ে রস-কেলী করেন—জামাই বাবুর সেইরূপ তরিবৎ।

ভোলাচাঁদের পুনঃপ্রবেশ।

ভোলা। কম্ সার্, সান্ ইন্‌লা কম্ সার্।

নিম। তুমি ওয়ান্টা হে এক গেলাস মদ খেয়েছ তুমি আবুহোসেন্দ কোন্দ করে, তুমি বৈবাহিক। দাদা মদ চাল—(মদ্য পান) আজ্ঞাকর

চাল—পামী এও বং—ওটা পাত্তাতাড় করে ফেলেছে—তোর বাবুর বাড়ী কি আমি আরামো খেতে এইচি? (মদ্য পান) হুঁ, হুঁ, আবার চাল—

অট। তুই ভাই গেলাসটা কেলে দে, বোতলের কানায় খা।

নিম। "A Daniel come to Judgment! yea, a Daniel!--

"O wise young Judge, how do I honor thee!

(আচড়াইয়া গেলাস ভাঙ্গিয়া বোতলের কানায় মদ্যপান) I drink till the bottom of the bottle is parallel to the roof. শত্রুর শেষ রাখ্‌তে নাই, দেখ বাবা সব খেইচি।

ভোলা। আই ডু ক্যান্ সার্, বটাল সার্—

নিম। চুপ্‌রাও You wicked urchin, ওটা সার্ সার্ করে মাতা ধর্‌রে দেছে—ফের যদি সার্ সার্ করবি এক বোতলের বাড়ি তোকে কাশীমিত্রের ঘাটে পাঠাব—

ভোলা। নো সার্, সান্‌ডে্‌ন্‌না সার্, ডেড্ সার্, ইয়োর ডাটার্ সার্, উইডো সার্, ইলেভেন্ ডেজ্ ডু সার্, হাঙ্গ্‌রী সার্, দিস্ সাইড সার্, দ্যাট্ সাইড সার্, ওয়াটার ওয়াটার নো মার্ছি সার্।

অট। আমায় কেউ একটু মদ দেয় না, যখন খেতেম না তখন সব শালারা আগে আমায় দিত—

ভোলা। আই গিভ্ সার্—(মদ্য দান)।

অট। চিরজীবী হয়ে থাক্। (মদ্য পান)।

রামমাণিক্যের প্রবেশ।

এস এস রামমাণিক্য বাবু এস—(মুখের আঘ্রাণ গ্রহণ) ব্যাটা বেনো খেয়ে মরেছে, ব্যাটা বিক্রমপুরে বাঙ্গাল—

রাম। আপনারা ত কলকাতাই—বাঙ্গালের বেনো [illegible] [illegible]।

নিম। (অমৃতবাণিজ্যের হস্তে এক গেলাস ব্রাণ্ডি দিয়া) খা ব্যাটা একটু বিলাতি মদ খা, তোর দেহ পবিত্র হক্, তোর শ্রীপাট বিক্রমপুর তরে যাক্।

রাম। খোরয় তো—এত পান করবার পারমু ক্যান্?

অট। ব্যাটা ছুটো ভাঁটি খেয়ে হজম করেন, আবার বলচেন পারবুঁ ক্যান—দেখ দেখ ব্যাটা গেলাসের উপর কি মন্ত্র পড়চে।

রাম। হোজন্ করে লইচি—

নিম। ব্যাটা খাবেন ব্রাণ্ডি মন্ত্রের ধুম দেখ, ভাত্রবয়ের কাছে শোবেন মাঝে একটা বালিস দিয়ে—এ ব্যাটা গেলাস দে—(গেলাস গ্রহণ)।

অট। নাহে দাও। (গেলাস দান)।

রাম। বাণ্ডিল খাইমু তো বভোল চিবায়ে খাইমু। (বোতলের কানায় মদ্যপান) দ্যাহো দ্যাহো বভোলে কি কিছু রাক্চি—হকমা?

অট। দেখ ভাই, ব্যাটা এতক্ষণ চালাকি কচোলো—বাঙ্গালকে চেনা ভার—

রাম। বাঙ্গাল বাঙ্গাল কয় ক্যান? বাঙ্গাল সায়োরে ভাসে আল্চে নাহি? বিক্রমপুর কলকত্তা আট দিনের ব্যবধান, ক্যাবোল নিকট, ব্যাল্কোম্ কি?

ভোলা। বাঙ্গাল, পুঁটি মাচের কাঙ্গাল—
বাঙ্গাল, গঙ্গাজলের কাঙ্গাল,
বাঙ্গাল, ভেজা পথের কাঙ্গাল,
বাঙ্গাল, ভাল কথার কাঙ্গাল—

রাম। পুথির মুখ কেডা! [illegible] কাইজেন্ আব গোপীমোহ নাশচেন—প্যাতে হইতো প্যাটে পারা দিয়া দিহ্যাতা উঠে রাইক

কর্‌তাম, আর অব্যাবশ্য দেক্‌তেম—হালা গর্বজাব, [illegible] [illegible] বুক।

অট। রাম মাণিক্য আর এক গেলাস খা।

রাম। (মদ্যপান করিয়া) প্যাট পোরে—ভাল্‌তো। কর্‌বো তো জি আছে।

নিম। করে নিতে পার যদি।

রাম। বাজা মেটোর?

অট। দূর ব্যাটা বাঙ্গাল একি জুতোর দোকান?

রাম। হালা দুইটা বোটেন্স দিবার পারেন না ক্যাবোল বাজাণ ক'র্‌বার পারেন।

নিম। রামমাণিক্য তোদের দেশে মেয়ে মানুষ আছে?

রাম। [illegible]।

নিম। পটে?

রাম। কলকত্তাই স্ত্রীরা লোক না।

নিম। আমরা তোদের দেশে যাব—ওর দেশের নাম কি?

অট। ভাগ্যধরী।

নিম। আমরা তোর বিক্রমপুর যাব—

রাম। নদীতো প্রবীণ।

নিম। ষ্টীমারে যাব তোর ভাগ্যধরীকে আনবো—

রাম। হালা বাই হালা, ইকি তোর কলকত্তাই মাগ উনি লোকের লগে খরাপ কাম্‌ কর্‌বে—বাগ্যোদরী বাইবাতার কর্‌বে ন্যাও বালো পরের লগে দেহ দেবে না—কোন দিন না।

অট। তোর বাগ্যদরীতো সতী বড়—আ বাঙ্গাল।

রাম। পুঁথির বাই বাঙ্গাল বাঙ্গাল কর্‌য়া মস্তক ঘুরাইদিছে—বাঙ্গাল কইব ক্যান্‌—এতো অকাদ্য কাইচি তবু কলকাত্তার মত হবার পার্‌লাম না? কলকত্তার মত না কর্‌চি কি? মাগীবারি গেচি, [illegible] চিক্‌কোন, চুঙ্গি পরাইচি, বোতাম বাঁদির বিস্কাট মকোল

করচি, বান্ডিল খাইচি—এতো কর্ম্মাও জলকষায় তত কষায় পাচ্ছে না, তবে এ পাপ দেহকে আর কাজ কি, আমি জলে ডাপ্‌ দিই আমারে হাঙোরে কুমিরে বজোন করুক—

(মাতাল হইয়া পশ্চাত ধরণীতলে)

অট। ব্যাটা পাক্কি মাতাল, খুব মাতাল হয়েছে—ব্রাণ্ডিপান পাক। লোকের কাজ।

নিম। কবির উক্তি—

"Little Learning is a dangerous thing
"Drink deep or taste not the Pierian spring.

এখানে প্যায়ারিয়ান অর্থে পিপে।

ভোলা। ইয়েস সার্, ভু য়র্ক সার, লানইনসা সার্—

অট। এমন কোন বিষয় নাই যে সেক্সপিয়ার থেকে কোটেসান দেওয়া যায় না—

নিম। তোমার কাকন যেমন গণ্ডী, এও তেমনি সেক্সপিয়ার।

অট। কেন, ন্যাপ্সোয়ার আবো দেকি—

নিম। "A fool might once himself alone expose
"Now one in verse makes many more in prose.

এর আবার ন্যাপ্সোয়ার কি দেখবি, ও কাকৎ, বেয়াদব, মাতাল, মূর্খ—

জানি। জানি।
আমি কি জানি—

তার পর কি?

অট। তুইও মাতাল হইচিস—

নিম। তোমার [illegible] বয়স [illegible] পার না [illegible]।

অট। (ক্রন্দন করিয়া) আমি হাজার [illegible] মাতাল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

নিম। (রামা কর্তৃক রামমাণিক্যের অচেতনা দেহ টানিয়ে দেখিয়া) "নলিনীদলগতজলবৎ তরলং"—

"যেই শিরে বান্ধো সোনার পাকড়ি
"শ্মশানেতে যাবে গড়াগড়ি।

আহা! কি পরিতাপ—"নয়ন মুদিলে সব শবরে"—Gone to
"The undiscovered country, from whose bourne
No traveller returns—"

অট। তুই দেক্‌চি বাঙ্গালের [illegible] বাবা হলি—

নিম। (ভোলাচাঁদের মস্তকে চটাঘাত [illegible]) "This is my ancient;—this is my right-hand, this is my left-hand.

অট। এবার তুই সেক্সপেয়ার বল্‌চিস্, আর আর কোন সন্দ নাই—আমরা ও প্লেটা হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়েছিলেম—Merchant of Venerials আমরা অনেক বার পড়িচি—

নিম। Thats blasphemy, I tell you, thats blasphemy—তুই ব্যাটা আর বিদ্যে খরচ করিস নে—তোর বাপ্ ব্যাটা বিষয় করেছে, বসে বসে খা—পাঁচ ইয়ারকে খাওয়া—মজা মার। হেয়ার সাহেবের স্কুলে তোর কোন্ বাবা সেক্সপিয়ার পড়িয়েছিল? তুই কোন ক্লাসে পড়িচিস্?

অট। In the Baboo's class.

নিম। Rather in the King's hell. হেয়ার সাহেবের স্কুলের হেড্‌মাষ্টার জানো বড়মানুষের ছেলে ব্যাটারা রমানাথের এঁড়ে, আপনারাও পড়বে না কারো পড়তে দেবেও না—তাইতে একটা বাবুর কেলাস করে সব কেলাস থেকে রমানাথের এঁড়ে বেচে সেই কেলাসে দিয়েছিল—

ভোলা। আই থিঙ্ক্ সার—হ্রীজ সার, রাইট্ সার—আঁজো সার, থিঙ্কিং সার, থ্যাল সার,—

অট। আমি এখন ঘরে বসে পড়ি।

নিম। মদের দোকানের ক্যাটালগ্?

অট। মরে পড়্‌লে বুঝি বিদ্যে হয় না?

নিম। তুমি যে কেতাব ধরেচ, বিদ্যেও হবে স্বর্গেও হবে—

অট। পেটও হবে—

ভোলা। বেলিমেণ্ট সার্? প্রেগ্‌নাণ্ট সার্? হজ্‌সার?

অট। তোমার শাশুড়ীর।

ভোলা। মাদার ইন্‌লা সার্, গুড্ সার্।

নিম। দামা ব্যাটা গেল কোথা? আর একবার পানযাত্রা কত্তে হবে।

অট। আবার খাবি, তোর পেটে কি হয়েছে আজ্?

নিম। "The thirsty earth soaks up the rain,
"And drinks, and gapes for drink again.

(বারম্বার মুখব্যাদান করিয়া ভঙ্গি দর্শায়ন।)

অট। এ ব্যাটাকেও শোয়াতে হলো—নিমচাঁদ শুবি?—ও নিমচাঁদ! ঘুমো ব্যাটাচ্ছেলে চেয়ারে বসেই ঘুমো।

কেনারাম এবং আরদালির প্রবেশ।

ভাল্‌লো, ভাল্‌লো কেনারাম বাবু যে।

কেনা। তোমার সঙ্গে ভাই সাক্ষাৎ কত্তে এলেম।

নিম। তিনি হন কে?

আর। (হাতযোড় করিয়া) ডেপুটি মেজিষ্টর রায় বাহাদুর—হাকিম্।

নিম। চিকিৎসা কত্তে জানে?
"Canst thou not minister to a mind diseas'd"
"pluck from the memcry a rooted sorrow;
"Raze out the written troubles of the brain
"And, with some কি বলে দেখ না।

কেনা। আমি ডাক্তার নই।

নিম। হাকিম হলো যে—তুমি ডক্‌টর অনুসনের চিকিৎসা কর নাই?

কেনা। না।

নিম। সেই জন্যে—তা হলে বলচে।

" Therein the patient

" Must Minister to himself.

ইনি কি তোমার মোসাহেব?

কেনা। ও আমার আরদালি।

নিম। তবে ওরে সেজে গেঁথে এনেচেন কেন?

কেনা। তুই বাইরে যা।

[আরদালির প্রস্থান।

ভোলা। (কেনারামের প্রতি) অনার্ড সার, ঘটিরাম ডেপুটি স্যার—

অট। ঘটিরাম কি রে?

ভোলা। ওঁর নাম ঘটিরাম ডেপুটি।

নিম। সরকার বাহাদুর তোমাকে ঘটিরাম খেতাব দিয়েছে?

কেনা। এই জন্যে কলিকাতায় আসতে ইচ্ছে করে না—হাকিম দেখে তোমরা একটু ভয় কর না, আমার আরদালিকে গলাটিপে তাড়য়ে দিলে—আমার সাক্ষাতে আমায় ঘটিরাম বলচো। মফঃস্বলে আমরা কারো বাড়ী গেলে উচুঁ আসনে বসি—

নিম। যুবরাজ অঙ্গদের ন্যায়।

কেনা। আমার আরদালিকে কত মান্য করে—

নিম। ঘটিরাম ডেপুটি জেলায়!

অট। ঘটিরাম নামটি পেলে কোথা?

কেনা। আইন, বাঙ্গালা হাতের লেখা পড়া বড় কঠিন—আমি একদিন রুচিরাম ফরিয়াদীর নাম পড়তে ঘটিরাম বলেছিলুম, আমার আরদালি, রুচিরাম ফরিয়াদী হাজির? ঘটিরাম ফরিয়াদী

হাজির ? বলে ফুক্‌রাতে লাগ্‌লো, কিন্তু কেউ হাজির হলোনা, আমি তার কড়া হাকিম্ তখনি ঘটিরাম ফরিয়াদীর মোকদ্দমা খারিজ করে দিলুম, তার পর মুচিরাম ফরিয়াদী, সে ব্যাটা সেই খানেই ছিল, বল্যে ধর্ম্ম অবতার এ মোকদ্দমা আমার, আমি বল্যেম তুমি বড় বজ্জাৎ, যখন ঘটিরামের ডাক হলো তখন কেন তুমি হাজির হলে না, সে বল্যে তার নাম মুচিরাম, ঘটিরাম নয়—

অট। তুমি মুচিরামে ঘটিরাম পড়লে কেন ?

কেনা। আমরা বাঙ্গালা খবরের কাগজ জলের মত পড়তে পারি, কিন্তু ভাই মপোস্বালে গিয়ে দেখলেম হাতের লেখা সেরূপ নয়, ব্যাটারা মু লেখে ঘয়ের মত, চ লেখে টয়ের মত, তাইতে ভুল হল্যো।

নিম। তবে চল্‌য়ে এসেছ ?

কেনা। চলাবো কেন ? আমি খুব সপ্রতিভ, হাকিমও খুব কড়া—পেস্কার বল্যে ধর্ম্ম অবতার ঘটিরাম নাম নয়, মুচিরামই ওর নাম—আমি মুখভারি করে বল্যেম্, তোম্ চুপ্‌রও, আর বল্যেম মুচিরাম কখন নাম হতে পারে না, মুচিরাম যদি নাম হয়, তবে কেন বামনরাম নাম হক্ না ? কায়েতরাম নাম হক্ না ? তার মোকদ্দমাটা গ্রহণ কল্যেম কিন্তু যে লিখেছিল তার চসম্‌নামাই হলো।

অট। আর সেই দিন হতে তোমার নাম হলো ঘটিরাম।

কেনা। আমার সাক্ষাতে কেউ বল্‌তে পারে না—পাগল ব্যাটারা আমার নাম রেখেছে ঘটিরাম ডেপুটি, আমার কাছারি আস্‌তে হলে বলে ঘটিরামের কাছারি যাচ্ছি। আমি কাছারিতে ইস্তেহার লটকে দিলেম, যে ঘটিরাম বল্‌বে তার জেয়াদ দেব—

নিম। কোন ধারা অনুসারে ?

কেনা। আমরা হাকিম্ যে ধারা খাটাতে ইচ্ছে করি সেই ধারা খাটাতে পারি। একদিন এক জন মোক্তার মোকদ্দমার হেরে আঁক্‌লাতে আমায় বল্যে "কেবলা হাকিম্ যা খুসি তাই করে

পারেন”—আমার ভারি রাগ হলো, ভাব্লেম কাছারির মাঝখানে আমাকে কেবলা হাকিম বলো, তৎক্ষণাৎ কন্‌টেম্‌ট্‌ অফ্‌ কোর্ট বলে তার জরিমানা কল্যেম—সে বল্যে ধর্ম্ম অবতার অপরাধ কি? আমি বল্যেম তুমি আমাকে কেব্‌লা হাকিম বলেছ—

অট। কেব্‌লা বুঝি বোকাটে?

কেনা। নাহে না, কেব্‌লা মানে মহাশয়, পেকার আমায় বলে দিলে, তা কিন্তু আমি তখন বিশ্বাস কল্যেম না, আমি ভারি কড়া হাকিম্, আমলার কোন কথা শুনি না—

নিম। “You are one of those that will not serve God, if the devil bid you.” তোমার মত ঘটিরাম ডেপুটি কটি আছে?

কেনা। ঘটিরাম আর কারো কপালে ঘটে নি—ঘটিরামে আমার মান বেড়ে গেল, সকলে বল্যে ইংরাজিতে যারা খুব লায়েক তারা বাঙ্গালা ভাল জানে না।

নিম। কেব্‌লা হাকিম চুপকর, তোমার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে—

ভোলা। ঘটিরাম ডেপুটি সার্, কেবলা হাকিম সার্, ইংলিস সার্, রীড্ সার্, গুড সার্—

অট। ডেপুটি বাবু ইংরাজিতে খুব লায়েক।

নিম। কেটে জোড়া দেন। বুদ্ধির দৌড় ঘটিরামেই প্রকাশ হয়েছে।

কেনা। আপনি কোথায় পড়েছেন?

নিম। গৌরমোহন আড্‌ডির স্কুলে।

কেনা। আমি পড়িছি কালেজে। গৌরমোহন আড্‌ডির স্কুলে পড়লে খুব বিদ্যা হয় না, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হতে পারে না।

নিম। আর কলেজে পড়লে ঘটিরাম ডেপুটিও হতে পারে কেব্‌লা হাকিমও হতে পারে—বাবা মুরুব্বির জোরে ঘটিরাম ডেপুটি হয়েছ বিদ্যার জোরে হও নি—তোমার কালেজের একটাকে

কেননা এক দিন দু দিন খাই।

নিম। তাতে মিথ্যা বলা হয় না ?

কেনা। আমার ত প্রেজুডিস নাই, আমাকে পেঁড়া পিড়ি ঠ্যাং হিঁদুরা আমার নিন্দে কর্‌বে সেই ভয়তে আমি কিছু করি নে।

নিম। তুমি বিদ্বান্‌ ব্যক্তি, মস্ত একটা হাকিম, কালেজে অনেক কাল পড়েছ, ব্রাহ্ম হয়েছ, তোমার কিছুমাত্র প্রেজুডিস্‌ নাই, আচ্ছা আমাদের অনুরোধে একটু মদ গালে দাও, অধর্ম্ম হবে বল্‌তে পার না কারণ তোমার প্রেজুডিস্‌ নাই—আর যদি আমার অনুরোধ গ্রহণ না করে আমাকে ইন্‌সল্ট কর, খাঁদের পার ঘাট এাচড়ে তাংকো—

কেনা। অটল বাবু, আমি বাড়ী যাই—আরদালি! আরদালি! ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের আরদালি ওখানে আছে ?

অট। বস না—তোমার যদি প্রেজুডিস্‌ না থাকে তবে একটু খাও। তা নইলে ওর বড় অপমান হয়।

নিম। বাবা কালেজে পড়ে বিদ্বান হয়েছ, ইংরিজি এটীকেট্‌ শিখেছ, একজন জেন্টেল্‌ম্যানের অনুরোধ ত্যাগ করা উচিত নয়।

কেনা। আমি মহাশয় আঙ্গুলে করে একটু গালে দিই—
(অঙ্গুলী দ্বারা মুখে সুরা পান)

নিম। Thank you কেবলা হাকিম Much obliged খটিরাম ডেপুটী।

অট। আঙ্গুল উঁচু করে রয়েছ কেন ?

কেনা। না, না—ঐ আঙ্গুলটো দিয়ে মদ ছুঁইচি, ওটা বাড়ী গিয়ে ধুতে হবে।

তোলা। ফিংগার সার, ওয়াশ্‌ সার, প্রেজুডিস সার, ফিগার সার্‌।

নিম। তোমার সম্পূর্ণ প্রেজুডিস আছে—তুমি ব্রাহ্মসমাজের [illegible]

কেনা। "আমি প্রত্যহ সকালে উপাসনা করি তার পর অন্য কর্ম্ম করি।

নিম। আচ্ছা বাবা ব্রাহ্মধর্ম্মের তুমি বুঝেছ কি?

কেনা। আমি সমাজের সম্পাদক আমি আর কিছু বুঝতে পারিনি।

নিম। আচ্ছা বাবা তুমি ব্রাহ্ম, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান, হাকিম, সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ তোমার হাতে, তোমাকে আমি একটী প্রশ্ন করি তুমি তার যথার্থ উত্তর দাও—কিন্তু বাবা ধর্ম্মত বল্‌তে হবে।

কেনা। আমি মহাশয় মিথ্যা কথা কখন বলবো না, মিথ্যা কথা বলো পরজরি হয়, পিনাল্‌কোডের ১৯৩ ধারায় পরজরিতে ৭ বৎসর মেয়াদ লেখা আছে—আমাকে যা জিজ্ঞাসা করবেন আমি সত্য বল্‌বো। আমি হলোপ নিতে পারি, হলোপ আমার মুখও আছে—

"পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, একণে যাহা কহিব তাহা সত্য, সত্য ভিন্ন মিথ্যা হইবে না।"

নিম। আচ্ছা বাবা, হলোপ নিয়েচ এখন আর মিথ্যা বলতে পারে না—তুমি ব্রাহ্ম হয়েচ, হিন্দু শাস্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেবতা আছে,,এর তুমি সব ত্যাগ করেছ কি দুটি একটি রেখেছ, মাত দোহাই তোমার যথার্থ বলো? সিদ্ধিদাতা গণেশ আছেন, যার পূজা অগ্রে না কল্যে কোন দেবতার পূজা হয় না, মা শেতলা আছেন যার কুদৃষ্টিতে সপুরি এক গড় হয়, পুরুষোত্তমে জগন্নাথ আছেন—"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" বলো দেখি বাবা, তুমি কি হিন্দুর সব দেবতা ত্যাগ করেছ, কি কারো কারো রেখেছ?

কেনা। The question is very pointed

নিম। হুজুর দাও, বাপের ভিতরে হুজুরেই বিচার হয়, তার পর উত্তর দাও—বাবা বউবাজারে কালী সিদ্ধেশ্বরী আছেন

(হস্ত উচ্চ করিয়া জিহ্বা বর্দ্ধিন) কিড়িমিড়িমে ক্রিশচান জবু আঁইরা কালীকে ভজ করে পুজো দেয়, তাহাতে তাঁর নাম কিড়িমিড়ি কালী— বলো বাবা ভেবে বলো।

কেনা। আমি কেতাব না দেখে উত্তর দিতে পারি না, আপনি ভারি শক্ত প্রশ্ন করেছেন—আমি কাল বল্‌বো। পরজরির শক্ত সাজা, পরজরিতে সেসান কেস হয়।

নিম। দূর ব্যাটা ঘটিরাম—তুমি ব্রাহ্মধর্ম্ম যত বুঝেছ তা আঁচড়ে জানা গিয়াছে—যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্র হচ্চে "একমেবাদ্বিতীয়ং" তখন তেত্রিশ কোটি দেবতার সব ত্যাগ করিচিস কি না বল্‌তে কত ক্ষণ লাগে?

কেনা। একটি আদ্‌টি ঠাকুর হলে খপ করে বলা যায়, তেত্রিশ কোটির কথা একদিনে বলা যায় না—জানি কি যদি দুটো একটা রাখবের মত হয়?

নিম। ঘটিরাম ডেপুটি হাজির? ঘটিরাম ডেপুটি হাজির?—

কেনা। দেখ অটল তোমার বাড়ীতে হাকিমের অপমান হচ্চে, তুমি কিন্তু জবাবদিহিতে পড়্‌বে।

নিম। ওরে ব্যাটা এটা কলকাতা মপোস্বাল নয়—তুই তো ঘটিরাম, বিলাতে গেলে তোর বড় হাকিমদের নিয়ে কি তামাসা করে দেখিচিস? না দেখে থাকিস, ভ্যানিটি ফেয়ার পড়্‌লে, কালেক্টার আর মগুরিওয়ালাকে কেমন ঘটিরাম করেছিল দেখতে পাবি।

কেনা। আমাদের সকলে মান্য করে, ভয় করে, সেলাম করে, তুই মুই কল্যে আমাদের মর্ম্মান্তিক হয়—

নিম। কেওনা, মহাশয়, জনাব, হুজুর, ধর্ম্ম অবতার, হাকিম, রায় বাহাদুর, বিচার আজ্ঞা হয়—

কেনা। আপনি কি হয়েছেন?

নিম। তোমার ক্যাল্‌সানির আসামি।

কেনা। অটল, ক্যাল্‌সানি কারে বলে ভাই?

ভোলা। রেপ্ সার, রেপ্ সার, আই সার, সো সার্।

নিম। (এক গেলাস মদ্য লইয়া)

"Wine is the fountain of thought; and

"The more we drink, the more we think.

বাবা যদি সাইন্ কত্তে চাও তবে মদ্টা ধর।

কেনা। মদ খেলে লোকে আমার নিন্দে কর্বে, এখন সকলেই আমাকে শিষ্ট্ শান্ত বলে, আমি ব্রাহ্ম বটে কিন্তু হিন্দুদের মন রাখার জন্য ঠাকুর দেখ্তে গিয়ে বনাৎকরে টাকা ফেলে দিয়ে প্রণাম করি—

নিম। তোমাকে যদি পাঁচ দিন আমি দখল পাই তা হলে আমি ফক্কুড় করে নিতে পারি।

অটল। কেমন করে?

নিম। গড়ের মাঠে, মনুমেণ্টের কাছে এক খানি ঘর তৈয়ার করি, তার ভিতরে ডেপুটী বাবুকে রেখে দিই, তার পর ছাপিয়ে দিই, মহোৎসাহ হচ্চে শাম্লা মাথায় দেওয়া এক আশ্চর্য্য জানয়ার এসেচে, গড়ের মাঠে অবস্থিতি—বুড়োরা এক এক টাকা, ছেলেরা আট আট আনা, মেয়েরা অম্নি—

অটল। মেয়েরা অম্নি কেন?

নিম। তারা কি ও পোড়ার মুখ কড়ি দিয়ে দেখ্তে আস্বে?

কেনা। অপরাহ্ণকালে আমি শাম্লা রাস্তায় দিয়ে পাইচারি করি আর মেয়েরা এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে, এক এক জন হাসে—

নিম। আপনি কি বলেন?

কেনা। আমি বুঝি হাকিম হয়ে মেয়েদের সঙ্গে কথা কবো, তা হলে যে লোকে আমায় হাল্কা বল্বে, যদি আমি মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা কই তা হলে যখন এজ্লাসে বসে কড়াকড়া করবো তখন যে লোকে মনে মনে বলবে "হাকিম শালা বড় লম্পট"।

অটল। তুমি ইংরিজিতে কবিতা লেখ না বাঙ্গালায় লেখ?

কেনা। ইংরিজিতে লিখি।

নিম। সাহেবরা বুঝতে পারে?

কেনা। সাহেবরা ইংরিজি বুঝতে পার্‌বে কেন, আপনিই কেবল ইংরিজি বুঝ্‌তে পারেন?

নিম। আচ্ছা বাবা তুই যে বড় ইংরিজি ইংরিজি কচ্চিস একটা তর্‌জমা কর্‌ দেখি?

কেনা। যা বল্‌বে আমি তাই তর্‌জমা কত্তে পারি—কালেক্‌টার সাহেব আমাকে কত কাগজ দেন তর্‌জমা কত্তে।

নিম। আচ্ছা কর দেখি—ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন—এর ইংরিজি কর দেখি বাপু বিদ্যা বোঝা যাবে এখন—কি বাবা বাগ দেখ্‌লে না কি? কথা নাই যে।

কেনা। আর একবার বলুন।

নিম। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন—বাবা এ তোমার ছলোপ পড়া নয়, এতে বিদ্যা চাই।

কেনা। আমি যখন তর্‌জমা করি তিন চার খান ডিক্‌সোনারি নিই আর এক একটা কথা মৎত্রজ্জম্‌কে জিজ্ঞাসা করি—এখানে বসে এ তর্‌জমা কত্তে পারিনে।

ভোলা। আই ডু ক্যান্‌ সার—ডু সার? সান্‌ ইন লা ডু সার?

অট। কর্‌তো জামাই বাবু, তুমি যদি ঠিক কত্তে পার তোমাকে আমি ডেপুটি বাবু করে দেব—ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ দৈবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ কল্যেন।

ভোলা। ইন্‌ দি মান্‌থো আগষ্টো সার্‌—

নিম। তুই যদি সার্‌ বল্‌বি তবে তোকে আমি ধর্ম্মবাপ কর্‌বো।

ভোলা। ইন্‌ দি মান্‌থো আগষ্টো, আন্‌ দি ব্ল্যাক্ এইট্‌ জেন্‌ টিল্‌মেন্‌ দি লৈক বার্থ ইন্‌ দি বেলী অফ দৈবকীন

নিম। বাহবা জামাই বাবু—

ভোলা। সার্ নট্ সে সার—

কেনা। আবার বলো দেখি?

ভোলা। ইন্ দি মানথো আগষ্টো, আন দি ব্ল্যাক্ এইট্ ডেজ্ ক্রিষেণ্জি টেক্ বার্থ ইন্ দি বেলী আফ দৈবকী। ঘটিরাম ডেপুটি নট্ ক্যান্ সার।

কেনা। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী বুঝি ব্ল্যাক্ এইট ডেজ্?—তাতো হতে পারে না।

নিম। "Let such teach others who themselves excel,

"And censure freely who have written well.

ডেপুটিবাবু আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে আমি যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইচি তা একমুখে কত বলবো, আপনি বড় লোক আমাদের মনে রাখ্বেন, আপনার নাম আমার জপমালা হয়ে রইলো; আপনার নামটি কি?

কেনা। আমার নাম কেনারাম ঘোষ।

নিম। ঘোষ?

কেনা। হ্যাঁ।

নিম। কি ঘোষ, গয়লা ঘোষ, না কায়েত ঘোষ?

কেনা। কায়েত ঘোষ।

নিম। পাজি, তুমি পাজি, তোমার বাবা পাজি, তোমার বাবার বাবা পাজি, তোমার সাতপুরুষ পাজি, তোমার আদিশূরের সভা পাজি—

কেনা। অটল ভাই তোমার বাড়ীতে আমি থাকে পাইনে, সাতপুরুষ ধরে গাল দিচ্চে—উঃ মাতাল হয়েছেন বলে ওঁকে ভয় কত্তে হবে—আরদালি! আরদালি!—তুমি আমাকে পাজি বল্বে কেন? তুমিও পাজি।

নিম। রাগ করোনা বাবা, প্রমাণ দেব—না পারি, জুতো মারো, আমার মাতায় জুতো মারো, বাবার মাতায় জুতো মারো,

বাবার বাবার মাতায় জুতো মারো, আমার Great grand বাবার মাতায় জুতো মারো, সহস্র পুরুষের মাতায় জুতো মারো, আমার কান্যকুব্জের মাতায় জুতো মারো—

অট। ব্যাটার মুখ যেন মণ্টিতের দোকান।

নিম। সাবাস্ বাবা, বেস বলেচো বাবা, লাক্ কথার এক কথা, পায়ের ধুলা দে (অটলের পদধূলি গ্রহণ) এরে বলে উইট— (অটলের দাড়ি ধরে) ওরে আমার রসিক ছেলে।—To resume the narrative—আদিশূর রাজার নিমন্ত্রণানুসারে কাণ্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ এবং পাঁচ জন কায়স্থ তাঁহার সভে উপস্থিত হইয়াছিলেন—উভয় বর্গের তুল্য মান, উভয় বর্গই সসম্মানে আহূত। রাজা কায়স্থ পঞ্চের একে একে পরিচয় লইলেন—মিত্রজ! ব্রাহ্মণঠাকুরদের সহিত কি সম্বন্ধ? আজ্ঞে আমি ব্রাহ্মণের ভৃত্য—Egregious ass! বসুজর কি? আজ্ঞে আমিও ঐ—Another. ঘোষজ? আজ্ঞে ডিটো—A third and the silliest of them all—অধুনা মহারাজ যুধিষ্ঠির—বিষ্ণু—রাজা আদিশূর তেজঃপুঞ্জ দত্তজ মহোদয় সমীপবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসু হইলেন—দত্তজ মহাশয়ের কি উত্তর? দত্ত মহামতি গাত্রোত্থান করিলেন—(দণ্ডায়মান) এবং বক্ষে হস্ত দিয়া বলিলেন—" দত্ত কারো ভৃত্য নয়"—How nobly, how independently, how boldly said—সোভাল্লা (বুকে চড় মারিয়া) জিতারহ বাবা, জিতারহ বাবা—কি Spirit, এরে বলি Moral courage—এমন মর্‍্যাল কারেজের ছেলে আমি, আমি তোমাকে পাজি বলবো আবার কথা?—" দত্ত কারো ভৃত্য নয়"—These words should be written in letters of gold—কেমন বাবা ঘটিরাম হয়েছে?

কেনা। ঘোষজ Silliest হলো কেন?

নিম। Because he begat Isaac, Isaac begat Jacob, and Jacob begat you, who dont do what every sensible man does, namely, drink.

কেনা। আপনার কোথায় থাকা হয় মহাশয়?

নিম। আগুন চাপা থাক্‌বের নয়। তুমি ভাই রোম, গ্রীস, ইংলাণ্ড, ইণ্ডিয়ার সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর ঐটি ছাড়া দাও—না হয় দু নম্বর কম দিও।

অট। এই বার বড় মজা হয়েচে—যে ঘোষের নিন্দে কচ্চেন সেই ঘোষের বাড়ীতে থাকেন—

কেনা। মহাশয় কার বাড়ীতে থাকেন?

অট। ঘোষেদের বাড়ী বল্—

নিম। হুজুর! ঘটিরাম হুজুর! চক্ষু খুলে দেখুন হুজুরের নাকের উপর সাক্ষীকে তালিম কচ্চে—ঘটিরাম কেবল! শুনুন।

কেনা। আমি শুনতে চাই না।

নিম। তা হলে সাক্ষী বিদায় পায় কেমন করে? ধর্ম্ম অবতার! ঘটিরাম অবতার! বরাহ অবতার! শ্রুত আছেন, আনামোপুরুষোধন্য, পিতৃনামে চ মধ্যম, শ্বশুরের নামে অধম, শালার নামে অধমাধম—বিচারপতি আপনি হাকিম, ঘটিরাম, আমি সেই অধমাধম—শ্যাম বাজারের মহেশ্বর ঘোষ আমার শালা, তাঁর বাড়ীতে থাকি; সেই শালার নাম না কল্যে কোন শালা চিনতে পারেনা—হুজুর! বন্দা মজুর, ধামাধরা দামার চাইতেও অধম।

অট। মর্‌য়্যাল করেজের ছেলে হয়ে Silly ঘোষের বাড়ী থাকিস্?

নিম। "Into what pit thou seest,
"From what height fallen.

(ঢুলে ভূমিতে পতন।)

অট। থাক্ ব্যাটা পড়ে থাক।

কেনা। আমি এই বেলা যাই। আমার গোকুল বাবুর বাড়ী যেতে হবে।

অট। আমিও যাব—বসো একত্রে যাই।

ভোলা। আই জাইন ইউ, হোয়ের ইউ গো আই গো।

অট। তুমি ভারি মাতাল হয়েছ, তুমি শোওগে যাও, আমাদের সঙ্গে যেতে পাবে না।

ভোলা। আই জাইন —

অট। আচ্ছা তুমি এখন একটু শোওগে—দামা, জামাই বাবুকে শুইয়ে আয়—যাবার সময় তোমাকে ডেকে যাব।

[দামা এবং ভোলাচাঁদের প্রস্থান।

কেনা। দত্তজা যদি মদ ছাড়েন উনি ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট হতে পারেন—

অট। মদ ছাড়্লে কি হবে ও যে ভারি লম্পট।

কেনা। মহেশ্বর বাবুর বন্ না বেঁচে আছে?

অট। আছে বইকি—সে খুব সুন্দরী, তা তাই ওর কেমন উইক্‌নেস্ তারে রেখে বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়ায়।

কেনা। চল এই বেলা যাই, ও উঠ্‌লে যাওয়া মুস্কিল হবে।

অট। ওকে নিয়ে যাই, গোকুল বাবুর বাড়ীর কাছে ছেড়ে দেব—ওকে নিমন্ত্রণের কথা কিছু বল না।

কেনা। ওরে সঙ্গে নিয়ে কাজ নাই, লোকে নিন্দে করবে—

নিম। "Macbeth! Macbeth! Macbeth! Beware Macduff; Beware নিমচাঁদ, Beware কালনিমে।

কি বাবা ষটিরাম Conspiracy কচ্চো।

কেনা। না মহাশয় আমি আপনাকে কিছু বলি নাই, আমার উপর রাগ কর্‌বেন না মহাশয়।

নিম। আপনি এক্ষণে কোথায় কর্ম্ম করেন?

কেনা। আমি নিপাতগঞ্জে ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট করি, এক্ষণে অবসর লয়ে বাড়ী এসেচি। আপনি কি করেন?

নিম। আমি অটলের ইটকখানায় মদ খাই, এক্ষণে চলে

পড়ে রইচি।—মেসো মহাশয়, চলুন মাসীর বাড়ী যাওয়া যাক্।

অট। তুই ওঠ, আর এক জায়গায় চল্।

নিম। প্রসন্নর বাড়ী? ডেপুটি বাবু, আমি তোমার শিনাল রোড্, এতে সব ক্রাইম আছে, আমায়ে হাতে ধরে লও, নইলে বাবা পড়ে মরি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিতপুর রোড গোকুল বাবুর বাড়ীর সম্মুখে।

অযোধ্যা সিং এবং রঘুবীর রায় দ্বারপালদ্বয় আসীন।

অযো। হামারা লিলাট্ মে ভগবান্ অ্যাচ্ছা দুখ লিখা হায়।

রঘু। তুল্সি জন্মতোহিঁলিখ ছুখ্ সুখ্ সম্পৎসাৎ,
বেয়াথ্ ঘাটে যোঁ বয়েদ্ ছোঁ কলম গ্যহে কেঁও হাৎ?

মনমে ধীর রাখ ভাইয়া, লিলাট্ মে যো লিখা থা হো গিয়া।

অযো। হাম্ যো কাম করতে হেঁ ঐ কাম্ মে বখেড়া লাগ যাতা, কেত্তা রুপিয়া খরচ করকে সাদি কিয়া—

রঘু। ভগবন্ যব কৃপা করেগা থাক্‌মে শর্কর নিক্‌লেগা—
বিজু বন্ মিলে না লাকড়ি, সায়র মিলে না নীর,
পড়ে উপাস্ কুবের ঘর্ যোঁ বিপচ্ছ রঘুবীর।

বিন্ বন্ মিলে যো লাক্ড়ি, বিন্ সায়র মিলে যো নীর।
মিলে আহার দরিদ্র ঘর, যো স্বপচ্ছ রঘুবীর।

অঘো। হামারা ভাইয়া অ্যাছা কাম্ করে গা কভী খেয়াল হয়া নেই—ভাই হোকর্ ভাইকা রেণ্ডি লেকে ভাগ্ গেই? ক্যা বদ্‌বক্ত!

রঘু। মহারাজজি লিখা হায় কি নেই—

বধিক্ বধে মৃগবান হেঁ।
রুধিরে দেহেত বাতায়,
অংহিৎ অন্‌হিৎ হোতো হায়
তুলসি হররদিন্ পায়।

বাবুলোক আওতে হেঁ।

অঘো। ভর্ ভ্রষ্ট—

অটলবিহারী, নিমচাঁদ, কেনারাম এবং
দামার প্রবেশ।

অট। নিমচাঁদ তুই বাড়ী যা।

[অটল এবং দামার বাড়ীর ভিতর গমন।

নিম। (কেনারামের প্রতি) What fuss is this? Dead drunk. এ ত প্রসন্নর বাড়ী?

কেনা। না।

নিম। কোন্ দেবীর বাড়ী?

কেনা। গোকুল বাবুর বাড়ী।

নিম। কেউ রেখেছে?

কেনা। না—

[কেনারামের বাড়ীর ভিতর গমন।

নিম। তবে আমিও যাই। (যাইতে অগ্রসর)

অঘো। তোমারা বসা বানা হায়।

নিম। আলবৎ বায়োজা—পবলিক্ হোর কি না?

অঘো। ক্যা?

নিম। পবলিক্‌হাউস্ কি না?

রঘু। তুমি কি বলতেছেন গো?

নিম। Public house, free access.

রঘু। আছে, বাবুজির হৌস্ আছে—

নিম। বাইজির হাউস্, আরো ভাল—ছেড়ে দাও বাবা আমি বাইজির গান শুনবো—

(উপরের বারাণ্ডায় গোকুলচন্দ্রকে দেখিয়া)

"It is the east, and Juliet is the sun!

"Arise, fair sun, and kill the envious দরওয়ান।

গোকু। নেকাল দেও বাঞ্চৎকো—

নিম। (গোকুলের দিকে চাহিয়া) Sing, Heavenly muse! তবু হো গিয়া বাবা—

গোকু। দরজা বন্দ করে রাখ—

নিম। আচ্ছা বাবা, বাঙ্গালাই গাও বাবা।

গোকু। তুই বাবু বাড়ী যা।

নিম। তোর ঘরে লোক আছে না কি? বাই সাহেব রেভিমনি—প্রাক্টিস্ না বাবা।

গোকু। আগুনে দেও মৎ—

নিম। "Nacky, Nacky, Nacky—how dost do Nacky? hurry durry.——Ay, Nacky, Aquilina, lina, lina, quilina, quilina, quilina, Aquilina, Naquilina, Naquilina, Acky, Acky, Nacky, Nacky, queen Nacky."

গোকু। তুই এই বেলা বাড়ী যা, তা নইলে পাহারাওয়ালায় ধরে নিয়ে যাবে।

[বারাণ্ডা হইতে গোকুলের প্রস্থান।

নিম। "——One more and this is the last,

(অটোল্লাসিংএর ঘাড় ধরিয়া মুখ চুম্বন।)

অটো। এ হুজুরা! (নিমচাঁদকে রাস্তায় চিত করিয়া ফেলন—দ্বার-পালদ্বয়ের বাড়ীর ভিতর গমন)

নিম। "So sweet was ne'er so fatal. I must weep,

"But they are cruel tears—

কারণ আমি এখন মনে কচ্চি আর খাব না, কিন্তু সেটা মনে করা মাত্র—পৃথিবীটে ঘোরে, কি সূর্য্যটা ঘোরে? পৃথিবী ঘোরে—সূর্য্য ঘোরে না? না—এখন রাত্র হয়েছে—সূর্য্য মামা রোজার পর সন্ধ্যাকালে চাট্টি খেতে গেছেন, এখনত পৃথিবীটে বন্ বন্ করে ঘুর্‌চে—পৃথিবী ঘোরে—ঘোরে ঘুরুক।

এক জন দাসীর প্রবেশ।

দাসী। এখানে পড়ে কে? এ যে দেখচি অটলবাবুর ইয়ার—এই গাড়ি করে নে ব্যাড়ানো হয়, জামা জোড়া পরানো হয়, এক গেলাসে মদ খাওয়া হয়—তা গাড়ি করে বাড়ী দিয়ে আস্‌তে পাল্যেন না। তোমার এমন দশা হয়েছে কেন?

নিম। "This is state of man: To-day he puts forth

"The tender leaves of hope, to-morrow blossoms—

তার পরেই আমার দশা।

দাসী। আহা মুখে গ্যাঁজা উট্‌চে, সুর্‌কি গুলো গায় ফুট্‌চে—সুখী লোক কি সুরকিতে শুতে পারে?

নিম। "The tyrant custom, most grave senators,

"Hath made the flinty and steel couch of war

"My thrice-driven bed of down,

রমণীর স্নেহগর্ভ আলিঙ্গনে রাস্তার সুরকি আমার কুসুমশয্যা অপেক্ষাও সুকুমার বোধ হচ্চে।

দাসী। আহা! বাছা কি অ্যাবোল্ তাবোল্ বক্‌চে—

নিম। মাসি!

দাসী। ক্যান বাবা মাসী মাসী কচ্চো? হাজার হোক্ বড় নোকের ছেলে কি না, গোরিব দেখে ঘেন্না করে না, মাসী বলে ডাকৃচে—জল এনে দেব মুখে দেবে?

নিম। মাসি!

দাসী। ক্যান বাবা।

নিম। তুই এক কর্ম্ম কত্তে পারিস্।

দাসী। কি কর্ম্ম বাবা?

নিম। তুই কুটনী হতে পারিস্?

দাসী। তোর মা বন্ গিয়ে হোক্—আঁটকুড়ীর ব্যাটা, মাতাল, মদখোর, ভারতছাড়া—খুব হয়েছে, গোল্লায় যাও, নিমতলার ঘাটে গিয়ে শোও।

[দাসীর প্রস্থান।

নিম। মদের কি বিচিত্র গতি! এত লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি, সব স্থির, Still, Still as death—কালেখাঁ কামানের মত পড়ে আছি —নড়া চড়ার দফা শেষ—(চক্ষু মুদিত করিয়া) মা কালীঘাটের জগন্নাথ! আমায় উঠয়ে দাও, আমি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন করি। জগন্নাথ, তুমি ভাই আমার খুড়ো, তোমার মাগ সুভদ্রা দিদি আমার পিসী—বাবা জগন্নাথ তুমি যদি কালীঘাটের সঙ্গে Amalgamate হও তা হলে হোটেলকে গোটেহেল করি—তোমার খেচড়া আর কেলে মার গোস্ত, পোলাও কালিয়ে—সুভদ্রাপিসি Amalgamate শুনে রাগ কর না, আমি ঘটক নই—হে সুভদ্রে! হে ধনঞ্জয়মনোরঞ্জনকারিণি! হে অভিমন্যুপ্রসবিনি! যে যশোদাদুলালসহোদরে! তুমি হাত পা বার কর, সমুদ্রের ডাক্ থেমেছে, ঝড়তুফান আর কিছু নাই—সাৎ দোহাই পিসী মা, হাত পা বার করে তোমার উপযুক্ত ভাইপোকে তোলো—

বারবিলাসিনীদ্বয়ের প্রবেশ।

সোনার চাঁদ ভাল আলো?

প্রথমা। আ মরে যাই, স্তব হতে হতে আবার আমাদের খবর নিচ্চেন।

নিম। পাছে বলো পাতি লম্পট, গ্যালান্ট্রি জানে না— আমি পাণ্ডা তোদের জগন্নাথ দেখাব—

দ্বিতীয়া। সার্জ্জন এলেই জগন্নাথ দেখতে পাবে।

নিম। ডুরি ধবে টান্‌লে পরে মন রয় না ঘরে।

প্রথমা। (দ্বিতীয়াকে দেখায়ে) এই তোমার যাত্রী একে নিয়ে যাও।

দ্বিতীয়া। আমি ভাই এদে জানি, সেই বাঙ্গালবাবুর সঙ্গে এক দিন গ্যাচ্‌লো—

প্রথমা। (দ্বিতীয়াকে ধাক্কা দিয়া নিমচাঁদের নিকট ফেলিয়া দিয়া) তুই তবে ঠাকুর বাড়ী যা।

নিম। "If the mountain will not come to Mahomet, Mahomet will go to the mountain."

দ্বিতীয়া। (সভয়ে উঠিয়া) বাবা গো এখনি ধরেচ্‌লো—তোর মত বেহায়া মেয়ে ভাই কেউ কখন বাপের কালে দেখিনি, যদি আমায় কামড়াতো।

নিম। মদ খাবি?

প্রথমা। মদের ফল তো এই?

নিম। তবে যা, সভায় গিয়ে নাম লেখা।

দ্বিতীয়া। আমরা অনেক কাল নাম লিখ্‌রিচি।

[বারবিলাসিনীদ্বয়ের প্রস্থান।

নিম। "Come Sleep—O Sleep, the certain knot of peace,
"The baiting place of wit, the balm of woe,
"The poor man's wealth, the prisoner's release,
"Th' indifferent Judge between the high and low—

চন্দ্র বৎসর কেন, চন্দ্রহাজার বৎসর বসে থাকে পারি, যদি

আমার মালিনীমাসী জানকী কাছে থাকে—পবনতনয়ের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত এইরূপে বাস, তার পর সীতা পাই ভাল, নইলে সীতাও যে পথে জগন্নাথও সেই পথ।

জীবনচন্দ্র এবং এক জন বৈদিকের প্রবেশ।

জীব। আপনি অগ্রসর হন্—দেবতার পদার্পণে বাড়ী পবিত্র হয়।

বৈদি। মহাশয় অনুরোধ কর্‌চেছেন, যাওয়ার বাধা কি? তবে কি না, বৈদিক কুলে এমন কুলকজ্জল কেহই জন্মগ্রহণ করে নাই যে শূদ্রের দান গ্রহণ করে; ভোজন দূরে থাক্ পদপ্রক্ষালন করে না —অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী প্রতিজ্ঞাটা কেবল আমাদের বংশেই আছে—ব্রাহ্মণের প্রতি— (নিমচাঁদের উপর পতন) হা রাম। হা রাম!

নিম। ভক্ত হনুমান জানকীর কুশল বলো—হনুমান তুমি আমার পরমভক্ত। (বৈদিককে আলিঙ্গন)

বৈদি। হে রাম! মাতাল না কি?

নিম। তোমার জননী অঞ্জনার সার্থক কোঁক এমন রত্ন প্রসব করেছেন—ভক্ত হনুমান! মুখ পুড়েছে কেমন করে বাপ্— তোমার পোড়া পদ্মাস্য চুম্বন করি। (বৈদিকের গালে কামড়ায়ন)

বৈদি। উহুহু কি প্রচণ্ড কামড়—

জীব। আঘাত পেয়েচেন?

নিম। "Ay, past all surgery.

জীব। কি ও? কি ও?

বৈদি। আর কিও—কপোলদেশটা এককালে কত: যারা দুই খণ্ড করে ফেলেছে—রুধিরধারা নির্গত হইতেছে—মহাশয় ছাড়ে না।

জীব। তুই ব্যাটা কেরে? ছেড়ে দে নতুবা চাবকে লাল করে দেব—

নিম। "O Heavens, this is my true begotten father—আপনি অটলের গর্ভধারিণী, আপনাকে দণ্ডবৎ—

বৈদি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আপনার সহিত বেল্লিকটের পরিচয় আছে দেখ্‌চি যে।

জীব। যে সুসন্তান, কত লোকের সহিত পরিচয় হবে—এদের জন্যেই অটল বিষয়টা ছারে খারে দিচ্চে—

নিম। "His father's ghost from limbo-lake the while,

"Sees this, which more damnation doth upon him pile.

জীব। তুই কি নিমচাঁদ?

নিম। হাঁ বাবা, আমি তোমার কালনিমে মামা।

জীব। তা যথার্থ বটে—আমার বিষয়টা তুমি অর্দ্ধেক খাচ্চো—

নিম। তোমার মন্দোদরী আমার ভাগে পড়েছে—

জীব। সার্জ্জন আস্‌চে।

[জীবনচন্দ্র এবং বৈদিকের বাড়ীর ভিতর গমন।

সার্জ্জন এবং পাহারাওয়ালাদ্বয়ের প্রবেশ।

নিম। (সার্জ্জনের হস্তস্থিত আলোর প্রতি দৃষ্টি করিয়া)

"Hail! holy light! offspring of Heaven, first born,

"Or the Eternal coeternal beam,

"May I express thee unblamed?

সার্জ্জন। এ কিয়া হায়?

প্রথ, পাহা। দারু পিকে মাতোয়ালা হুয়া।

সার্জ্জন। "What is the matter with you?

নিম। "Thou canst not say, I did it: never shake

"Thy gory looks at me.

সার্জ্জন। আব্‌ টোমারা ডর্‌ মানুষ্‌ হুয়া।

নিম। পিসীমা হাত-পা বার করো—আমার উদ্ধার করো, আমি অহল্যাপাষাণ হয়ে পড়ে আছি বাবা।

সার্জ্জন। টোম্‌কো টানামে বানাহোগা—উঠাও।

নিম। "Man but a rush against Othello's breast,

"And he retires.

সার্জ্জন। টোম্ কোন্ হায় ?

নিম। আমি হিমাদ্রি অনুজ মৈনাক, পাথার আলায় জলে ডুবে রইচি।

সার্জ্জন। I will drown you in the Hoogly.

নিম। "Drown cats, and blind puppies."

সার্জ্জন। জলদি উঠাও।

দ্বিতী, পাহা। উঠ্‌বে উঠ্। (হস্তে চাদর বন্ধন করিয়া উঠায়ন।)

সার্জ্জন। Every drunkard should be treated thus.

নিম। And made a son-in-law.

কড়ি দিয়ে কিন্‌লেম,
দড়ী দিয়ে বাঁদ্‌লেম,
হাতে দিলেম মাকু,
একবার ভ্যা করতো বাপু।

ব্যা ব্যা ব্যায়া, ব্যা ব্যা ব্যায়া, বাসর ঘরে নিয়ে চলো বাবা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

চিতপুর রোড। গোকুল বাবুর বৈটকখানা।

জীবনচন্দ্র, গোকুলচন্দ্র এবং বৈদিক আসীন।

বৈদি। অটল বাবু গেলেন কোথায় ?

গোকু। আঁচাচ্চে।

জীব। গোকুল বাবু, ক্রমে ক্রমে কি সর্ব্বনাশ হয়ে উঠলো— আবাগের ব্যাটা মদ না খেলে আর আহার কর্ত্তে পারে না—এখন ওরে মদ ছাড়তেই বা বলি কেমন করে? শেষ কালে কি একটা বেয়ারাম হয়ে বসবে?

গোকু। আপনি বুঝি ওদের কথায় ভুলে গিয়েছেন—মদ ছাড়লে শরীর অসুস্থ হয় কে বলেছে? আমি সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত দেখাতে পারি মদ ছেড়ে কোন অসুখ হয় নি, বরং শরীর সুস্থ হয়েছে। গাঁজাখোরেরা বলে গাঁজা ছাড়লে বেয়ারাম হয়, মাতালেরা বলে মদ ছাড়লে কিছু খাওয়া যায় না। আপনি যদি একটু শাসিত করেন তা হলে মদ ছাড়াবার চেষ্টা করা যায়।

বৈদি। আমি যে প্রস্তাব কর্‌লেম তাই কিয়ৎকাল করে দেখুন—আপনারা দুই স্ত্রীপুরুষে এবং অটল এবং অটলের কামিনী কিছুদিন কাশীতে গিয়ে বাস করুন—আমিও আপনাদের সমভিব্যাহারে থাকবো।

গোকু। এ পরামর্শ মন্দ নয়—তা হলে ওর শোধরাবার সম্ভাবনা—সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখবেন।

অটল এবং কেনারামের প্রবেশ।

জীব। আচ্ছা অটল তুই একবার ভেবে দেখ দেখি, এই কেনারাম বাবু কেমন শিষ্ট, কেমন শান্ত, দেখে চক্ষু জুড়োয়। কেমন কাজকর্ম্ম কচ্চে, দশজনকে প্রতিপালন কচ্চে।

কেনা। আপনারা বিজ্ঞ, পিতৃতুল্য, আপনাদের যদি মান্য না করবো, আপনাদের যদি কথা না শুনবো তবে আমাদের লেখা পড়ার ফল কি?

অট। ঘটিরাম ডেপুটির মুখে যে খোট ফুটচে।

জীব। কেনারাম বাবু কি মদ খান?

কেনা। আমি কি এমনি কুলাঙ্গার, মদখেয়ে চৌদ্দ পুরুষ কলঙ্ক করবো? বিশেষ মদ খেলে কর্ত্তারা দুঃখিত হবেন, তাঁহাদে দুঃখ দেওয়া সভ্যতার কাজ?

অট। আঙ্গুলে করে খেলে ক পুরুষ নরকস্থ হয়?

কেনা। অটল বাবু বুদ্ধিমান্, আপনি যা বলবেন উনি তাই শুনবেন—কি বলেন অটল বাবু?

জীব। অটল, আমি তোর বাপ, বাপের কথা অমান্য করিসনে—আমি তোকে বলচি, তুই শপথ করে বল আমার পায় হাত দিয়ে দিব্বি কর আর মদ খাবিনে।

অট। আমার যদি মদ ত্যাগ করবের ক্ষমতা থাক্‌তো তা হলে আমি আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন কত্তেম না—মদে আমার সংস্কার হয়েছে, এখন মদ ত্যাগ কল্যেই আমার বক্ষাকাশ হবে, আঠারো দিনের মধ্যে মরে যাব, তোমার আর নাই, আঁটকুড়ো হয়ে থাক্‌বে।

জীব। ঐ শোন গোকুল বাবু, ওর গর্ব্ভধারিণীর কাছে ঐরূপ বলে আর সে কাঁদতে থাকে।

গোকু। বাপু, [illegible] প্রবঞ্চনা কত্তে নাই—কার মুখে শুনেছ মদ ছাড়লে [illegible]? মদেতে বরং বক্ষা জন্মাতে পারে।

কেনা। আমি মহাশয় ঐ ভয়েতে মদের কাছে যাই না, মদ খেয়ে যদি অল্প বয়সে মরে যাই তা হলে প্রোমোসানও পাব না, মানুষ মানযেশ্বাও কত্তে পারবো না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ছটাকা দিতেও পারবো না।

বৈদি। কেনারাম অতি সুশীল, বিলক্ষ। বিজ্ঞতা জন্মেছে, সুখে থাক।

জীব। তুই কলকাতায় বসে বসে কোন কাজ্‌ত করিসনে, তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে—তুই যাবি, বউমা যাবেন, গিন্নি যাবেন, আর ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাবেন—

অট। কোথায়?

জীব। কাশী।

অট। আমার কিন্তু দশ হাজার টাকা দিতে হবে।

তুই যদি আমার কথার বাধ্য হস্, তুই বক্ষ টাকা চাস্ পাবি।

অট। আমি ত বল্‌চি যাব।

বৈদি। তবে আপনারা অটল বাবুকে অবাধ্য বলেন কেন?

জীব। আপনি একটা ভাল দিন দেখে দেবেন।

বৈদি। পরশ্ব উত্তম দিন আছে।

অট। পরশু আমি যেতে পার্‌বো না।

জীব। কেন?

অট। এক খান ষ্টীমার ভাড়া কত্তে হবে।

জীব। ষ্টীমারের প্রয়োজন কি? রেলের গাড়িতে যাব।

অট। রেলের গাড়িতে আমার যাওয়া হতে পারে না।

জীব। কেন?

অট। কারণ আছে।

জীব। কি কারণ আমার কাছে বল্।

অট। আমি আপনার সুমুখে সে কথা বল্‌তে পার্‌বো না।

জীব। রেলের গাড়িতে স্বচ্ছন্দে যাব, দু দিনে গিয়ে পৌঁছুবো। রেলের গাড়িতে গেলে তোর কি হয়?

অট। আমি গোকুল বাবুর কাছে বলি।

গোকু। আচ্ছা বলো।

অট। (চুপি চুপি) রেলের গাড়িতে কাঞ্চনের মাতা ধরে।

গোকু। কাঞ্চনকে এখানে রেখে যাবে, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে কাশী থাক্‌বে।

অট। তা হলে ত ভারি আমোদ হলো—বুঝিচি, আমি নিতান্ত মূর্খ নই, কাঞ্চনকে ছাড়াবার জন্য এ ফিকির হচ্চে—

ভোলাচাঁদের প্রবেশ।

ভোলা। দিস্ ইজ্ ভায়্চু? দিস্ ইজ্ ভার্‌চু? সায়ইন্‌লা নট্ ঈট্, কাদার ইন্‌লা ঈট্।—

গোকু। এ কেরে বাবু?

ভোলা। মান্‌ইন্‌লা সার্—হাজরী সার্, এম্‌টি বেলি সার্।

অট। মুক্তেশ্বর বাবুর জামাই।

গোকু। অমন সুন্দরী মেয়ে এই বাঁদোরকে দিয়েছেন— মেয়ে ত নয় যেন পরী—

ভোলা। গুড্ সার, বিউটি সার, নাইন মন্থেস্ সার্।

জীব। এই সকল লোক নিয়ে তোর সংবাস—এক শুওটা রাস্তায় মাতাল হয়ে পড়ে রয়েছে।

ভোলা। গন্ সার্, সার্জ্জন ক্যাচ্ সার্।

অট। কখন?

ভোলা। নাউ সার্।

[অটল এবং ভোলাচাঁদের প্রস্থান।

গোকু। ও যে মদ খেতে আরম্ভ করেছে ওর আশা ছেড়ে দেন্।

বৈদি। আপনি কাশী লয়ে যান্ আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন।

জীব। গেলে ত নিয়ে যাব—আর রাত করে প্রয়োজন কি?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক। কাঁকুড়গাছা। নকুলেশ্বরের উদ্যানের বৈটক খানা।

নিমেদত্ত আসীন।

নিম। (যোড়হস্ত দেয়ালস্থ ক্লিওপ্যাটরা ছবির প্রতি) মা! পাপাত্মার পরিত্রাণ হেতু আপনি কি মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করে অবনীতে অবতীর্ণা হলেন। মা! তাবাদ বলো। আমায় কোন পুরুষে প্রাকৃত অধ্যয়ন করে নাই; জননি! আমি অতি দীন, মন্দ

সম্পত্তি হীন, কোন রূপে অটলের টেবিলে, নকুলের বাগানে হরি-
নামামৃত পান করে মাতালযাত্রা নির্ব্বাহ করা; মা আমি অতি
অজ্ঞ, ভাঙ্গিয়ে না বল্যে কি প্রকারে ত্বদীয় সদুপদেশ হৃদয়ঙ্গম করবো?
আহা জননীর কি মধুর ধ্বনি, যেন প্রভাতে পবনহিল্লোলে ক্রিয়া-
বাড়ীতে ঝাড় দুলে শব্দ হচ্চে। মা আমাকে "প্রিয়তম পুত্র"
বলে সম্ভাষণ করে আপনার ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ
কল্লেন—যে আজ্ঞা, চুপ করলেম—মা আমার প্রতি অদ্য সদয়
হয়েছেন, আমার যাতে—এই দেখ চুপ করিছি, আর কথা
কবোনা—মা যদি দেখা দিলেন তবে এই করে যাবেন—মাইরি মা
এইবার নিতান্তই চুপ করলেম—মা তুমি হচ্চো জগতের মা,
তোমার কাছে—সাদ দোহাই জননি, এই বার একেবারে চুপ্
করবো, তুমি অন্তর্দ্ধান হয়োনা, ও বাপু রসনা, তুমি কিঞ্চিৎ
স্থির হওতো, তুমি বাপু অনেক মনস্তাপের কারণ, এক এক সময়
এমন তপ্ত ফ্যান্ নিঃসৃত কর, লোকের অন্তঃকরণের একপুরু চামড়া
উঠে যায়—আ মর, তুই স্থির হতে পাল্লিনে?—জননী বলুন, আমি
জিব ব্যাটার পায় বেড়ি দিয়ে রাখি। (অঙ্গুলী বেষ্টন করিয়া জিহ্বা
ধারণ) আহা কি সুললিত ভাষা—মা যদি বর দেবেন, তবে এই বর
দেন, যেন তনুজা বোতলসুন্দরী আমার সহধর্ম্মিণী হন; মা
দুঃখের কথা বলবো কি অদ্যাপি আমার হাতের জল শুদ্ধ হয়
নি; আমার যেটি প্রধান গুণ, লোকে সেইটি প্রধান দোষ বিবেচনা
করে, আমি দ খেতে পারি বলে আত্মশ্লাঘা করি, লোকে মাতাল
বলে নিন্দা করে। জননি, কলিকাতার লোকে গুণ দেখে না
কেবল বিষয় খোঁজে, মা আমি চুকলি কচ্চিনে—কলিকাতার
লোকে স্বর্ণখুরে গর্দ্দভকে কন্যাদান করবে, তবু সদ্গুণবিশিষ্ট বিষয়-
হীন সুপাত্রকে মেয়ে দেবে না—মা হস্তিমূর্খ অটল ছাগলের বিবাহ
হয়েছে আর অধিক আপনাকে কি পরিচয় দেব। জননি; আমি
যেমন ক্ষীণ, বোতল চারুহাসিনী আমার তেমনি ছিড়িঙা, একগুণ
[illegible] দিয়ে যান যেন উনি আমার হৃদয়ে বিহার [illegible]

কোর্টসিপের মধ্যে ঘটোৎকচের উদ্ভব করেন—কি অনুমতি হয় ? আহা "তথাস্তু" শব্দটি মায়ের মুখ হতে যেন কমলামধু পতিত হলো— অন্তর্দ্ধান হলেন, আহা! যা হক্ বেটীকে খুব ফাকি দিইচি, আমার বিয়ে হয়েচে, তবু ফাকি দিয়ে বিয়ের বর নিইচি। (ব্রাণ্ডির বোতলের প্রতি) হৃদ্‌বিলাসিনি, তোমার চিন্তা কি? তুমি সতীনে পড়্‌লে বটে, কিন্তু তোমার সপত্নীর যন্ত্রণা ভোগ কত্তে হবে না; তুমি আমার সুয়া রাণী, আমি অহর্নিশি তোমার অধরসুধা পান করবো, ভুলেও তোমার সতীনের কাছে যাব না। আহা! ছোট রাণীর কি রূপলাবণ্য গোলাঙ্গিনি, শ্যামবরণা, লম্বগ্রীবা, বক্ষঃস্থলে ভাবি পয়োধরথর কি মনোহর! প্রণয়িনী পোড়া হলে দেশে আর লোক রাখবেন না—"অমৃতং বালভাষিতং", আমার মুখের উপর মুখ রেখে একবার কথা কওতো। (বোতলে মুখ দিয়া মদ্যপান) বল্‌তে কি বড় রাণীর অধর চুম্বন করে থুথু খেয়ে মরিচি, লোক-লজ্জা ভয়ে মাগীর তামাকপোড়া মাখা থুথু গুলোকে সুধা বলিচি, কিন্তু ছোট রাণীর মুখামৃত প্রকৃত অমৃত যেন এখনি সাগর হতে উঠলো।

রামমাণিক্যের প্রবেশ।

রাম। বস্তা বস্তা বাণ্ডিল খাইচো নাহি ? ও] নিমচাঁদ চানে যাইবা না ? (বোতলের মুখে মুখ দিয়া মদ্যপান।) বোরোতো ঠাণ্ডা আর নি আছে ?

নিম। (বোতল হস্তে লইয়া) প্রেয়সি তুমি এমন কামুকী, হলি-মুনের মধ্যে আমার চকের উপর এই কাজটা কল্যে—তাই একটা সভ্য ভব্য লোক হক্; বাজাল, বাঁকড়া চুল, জুলপিবয়ে সর্‌ষের তেল পড়্‌চে, খোপা নাপতের খরচ নাই, মজা সুপারি খায়, ভগিনীপতিকে বলে বুনির আনাই, বজুকে বলে ঠাটা, চন্দ্রবিন্দুকে ধলেশ্বরীতে বিসর্জন দিয়েছে, গামলা চড়ে বুড়িগঙ্গা পার হয়, এমন স্তুপুরুকেও উপপতি করলে! তোমাকে ধিক্, তোমার নারীকুলে

ধিক্, মেয়েমানুষকে যে বিশ্বাস করে তার মাগকে ঠেঁটি কিনে দাও। এই দণ্ডেই তোমাকে ডাইভোর্স করবো—

রাম। বোজলাম্ না, কারে কও?

নিম। সুন্দরি, দেখ তোমার সতীত্বের সহিত তোমার সুখ তোমায় পরিত্যাগ করেছে, ভদ্রসমাজে তোমার আর স্থান হতে পারে না, তুমি দূর হও। (বোতল গড়াইয়া দেওন) ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যান দৌড়োবার ধুম দেখ?

রাম। বতোল তোর মাগ নাহি?

নিম। তোর জন্যইত আমার গৃহশূন্য হলো, তোর কাছে মাগ আদায় করবো, দে বাঞ্চৎ আমার মাগ এনে দে। (গলা ধরিয়া প্রহার।)

রাম। ম্যারে ফেলচে, ম্যারে ফেলচে, নউল বাবু দ্যাহো, দ্যাহো, এহানে অ্যাসে দ্যাহো, পুঙ্গির পাই হালা মাতাল হইয়া ম্যারে ফেলচে, বাগাদরীরে রাণ্ডী করচে, বাগাদরী ক্যাবোল ছোট মাইয়া, খোইদোই খ্যাইয়া একাদশী করবে ক্যামনে?

নকুলেশ্বর এবং বয়স্যচতুষ্টয়ের প্রবেশ।

নকু। কি হে? কি হে?

রাম। নিমে হালা গলা ধর্যা পৃষ্টে চড় মারচে।

নকু। তাইতে এত চীৎকার, আমি বলি বাঘে ধরেছে।

কেনারাম এবং আরদালির প্রবেশ।

নিম। ডেপুটি বাবু, তুমি শামলা মাতায় দিয়ে এসেচ বেস করেছ, তোমার কোর্টে আমার এক মোকদ্দমা আছে—আরদালি খুড়ো তুমি আগুয়ে এস, ষটিরাম ফরিয়াদী হাজির বলে চেঁচাও। সুবিচার কত্তে হবে বাবা।

কেনা। কি মোকদ্দামা মহাশয়?

নিম। এই বাঙ্গাল ব্যাটা আমার বিবাহিতা স্ত্রীর ধর্ম নষ্ট করেছে।

কেনা। আপনার স্ত্রীর কন্‌সেণ্ট ছিল?

নিম। স্ত্রীর কন্‌সেণ্টের কথা কেন জিজ্ঞাসা কচ্চেন?

কেনা। তা নইলে সাজার যোগ্য কি না কেমন করে জান্‌বো।

নিম। আচ্ছা আমি স্বীকার কল্লুম স্ত্রীর কন্‌সেণ্ট ছিল।

কেনা। তা হলে উনি বেকসুর খালাস্ পাবেন, না হয় কিছু জরীমানা করা যাবে—আরদালি তোর মনে আছে এমন ধারা মোকদ্দামায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি করেন?

আরদা। ধর্ম্ম অবতার আমি মোকদ্দমার কথা শুনিনি।

নিম। হটিরাম ডেপুটি, আর বিদ্যে খরচ কত্তে হবে না, হবোচন্দ্র রাজার গবোচন্দ্র মন্ত্রী, কেবলা হাকিমের গাইড হচ্চেন আরদালি খুড়ো—বাবা, যদি জিজ্ঞাসা করবের আবশ্যকতা হলো তুমি কেন নকুল বাবুকে জিজ্ঞাসা কল্যে না, আরদালির কাছে রিফার করে কেন লোক হাসালে?

কেনা। ও অনেক দিন কাছারিতে কর্ম্ম কচ্চে।

কাঞ্চনের প্রবেশ।

নকু। নিমচাঁদ দেখদেখি তোমার মাসী এলো কি না?

কাঞ্চ। মাইরি ভাই আমি কেবল তোমার অনুরোধে এলেম, আদুরে ছেলে, আমায় ভাই ঘরের মাগ করে তুলেছে, কারো কাছে যেতে দেয় না। ওর মায়ের জন্যে আমি ভাই এত সহ্য করি। আমি যদি কারো সঙ্গে কথা কই ব্যাটা অমনি মায়ের কাছে গিয়ে কাঁদে, তিনি আমায় ডেকে পাঠান, কত মিনতি করেন—তাইতে ভাই বাগানে আসা ছেড়ে দিইচি।

নকু। ভক্তের উপায়?

নিম। তুলসীদাম।

কেনা। সাজা হবে, সাজা হবে, অ্যাডল্‌টরি কেশে কন্‌সেণ্ট থাক্‌লেও মেয়াদ হবে।

নিম। কি বাবা, কিছু পকেটস্থ করে রায় ফিরলে না কি?

কেনা। সে কথাটি আমায় কেউ ...তে পারবেন না—আমাকে একদিন ডাক্তার বাবু তাঁর স্ত্রীর হাতের খিয়েলা, খাজা, নিম্‌কি পাঠ্য়ে দিচ্‌লেন, আর লিখে দিচ্‌লেন "Presents from my poor wife." আমি তখনি ফিরুয়ে দিলেম, আর বলে পাঠালেম, আমি হাকিম হয়ে কারো দ্রব্য গ্রহণ করি না—সেই অবধি ডাক্তার বাবু আমার সঙ্গে আর কথা কন্ না।

নিম। আমি হলে তোমাকে লক্ষীবিলাস খাওয়াতেম।

নকু। আমি হলে জুতোর বাড়ি মাত্তেম।

কেনা। কেন নকুলবাবু আমি কি মন্দ করিছি—সকলেই বলে ইনি ভারি বেরেওয়া হাকিম্।

নিম। তুমি ভদ্রলোকের যে অপমান করেছ তোমার মুখ দেখ্‌তে নাই—"Superstitious in avoiding superstition" এর চেয়ে তুমি যদি সত্যি সত্যি ঘুস্ নিতে সে যে ছিল ভাল।

কেনা। আমি ঘুস খাইনে।

নিম। কেন?

কেনা। লোকে নিন্দে কর্‌বে আর সাহেবরা কর্ম্ম ছাড়্‌য়ে দেবে।

নিম। ঘুস্ খেতে তোমার প্রেজুডিস্ নাই।

কেনা। ঘুসের আবার প্রেজুডিস্ কি, এত আর মদ নয়?

নিম। হেঁসোনা বাবা, আমি জানি হিন্দুরা যেমন প্রেজুডিস বশতঃ মদ খায় না, তেমনি অনেক হাকিম প্রেজুডিস বশতঃ ঘুস খায় না। তুমি লেখা পড়া শিখেছ তোমার প্রেজুডিস গিয়েছে, কেবল অর্দ্ধচন্দ্রের ভয়েতে ঘুস খাও না—তুমি সাধু পুরুষ, প্রেজুডিস ছেড়ে দিয়ে বেস করেছ।

নকু। আপনার বেশ্যালয় গতিবিধি আছে?

নিম। প্রেজুডিস নাই।

কেনা। আমি কখন বেশ্যালয় যাই না, ওতে পাপ হয়।

কাঞ্চ। আমার বাড়ীতে এক দিন গ্যাছলেন।

কেনা। আমি তখনি উঠে এচ্লেম।

কাঞ্চ। উঠে এচ্লে, না ইচ্ছে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

নিম। বাহবা ঘটিরাম—বাবা ডুব দিয়ে জল খেলে শিবের বাবা টের পায় না।

নকু। সত্যি সত্যি গিয়েছিলে?

কাঞ্চ। এই আরদালি ব্যাটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিচ্লেন— আমি তাই বসে রইচি, আরদালি সঙ্গে করে এই মূর্ত্তি এসে উপস্থিত; সে দিন আরদালি খুড়ো চাপরাস খানি ইটের গুঁড়ো দিয়ে ঘসে ঘসে ফরসা করে এনেছিলেন। আমার দাসী জিজ্ঞাসা কল্যে কি চাও গা? আরদালি খুড়ো ওমনি গোঁপে চাড়া দিয়ে বল্যেন "ইনি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট্, এই খানে আজ থাক্‌বেন।" ইচ্ছে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে সাম্‌লার উপর হুঁকোর জল ঢেলে দিলে, বাবু ভিজে বাঁদরের মত আস্তে আস্তে উঠে গেলেন।

কেনা। তুমি বুঝি কিছু বলনি, এখন ভালমানুষ হচ্চেন।

কাঞ্চ। আমি কি বলেছিলেম?

কেনা। তুমি জিজ্ঞাসা কল্যে কত টাকা মাইনা পাও, আমি বল্যেম দু শ টাকা, তুমি বল্যে "তোমার মত ডেপুটি আমার কোচ্‌ম্যান আছে," তাতেইত তোমার দাসী আস্কারা পেলে— জেলায় হলে কেমন দাসী দেখাতেম।

নিম। কাঞ্চনের সঙ্গে আলাপ ছিল?

কেনা। আমি বাগানে দেখেছিলাম, সেখানে অনেক লোক ছিল কিছু বলতে পারি নি, তাইতে এক দিন বাড়ীতে গিয়েছিলেম, কিন্তু এক দিন বই আর যাইনি—

নকু। আবার কি কত্তে যাবে, হুঁকোর জল খেতে?

কেনা। কাঞ্চন, তুমি বেস্ গাইতে পার—

নিম। ছি, ছি, ছি, ঘটিরাম তুমি নিতান্ত অসভ্য, তোমার কিছুমাত্র সামাজিকতা নাই। উনি ত্রিদশাধিপতির প্রধানা নর্ত্তকী, শাপভ্রষ্টে ধরণীধামে বারবিলাসিনী রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, ওকে তুমি "কাঞ্চন" বলে সম্বোধন কল্যে।

নকুল। "কাঞ্চন বাবু" বলা উচিত ছিল।

কেনা। বাবুতো স্ত্রীলোকের খাটে না, ব্যাকরণ দেখুন।

নকু। আপনার খুবতো ব্যাকরণ বোধ।

কেনা। আমাদের কাছারিতে মেয়ের নামেতে স্ত্রম্বৎ দেয়, আমি তবে তাই বলি।

নিম। কেন আমাদের বঙ্গভাষায় কি দুর্ভিক্ষ হয়েছে, তাই তুমি যাবনিক ভাষার নিকটে ভিক্ষা চাচ্চো? তুমি ব্যাকরণ পড়েছ, বাবু শব্দটি স্ত্রী করে নিতে পার না?

কেনা। বাবু বাবুনী—

নিম। হাবু হাবুনী ঘটিরাম ঘটিরামিনী।

কেনা। কেন, বাবু বাবুনী হয় না?

নিম। সাধু শব্দের স্ত্রী কি?

কেনা। সাধু সাধুনী।

নিম। কদু কদুনী।

কেনা। আচ্ছা তবে আপনি বলুন।

নিম। সাধু সাধ্বী, তেমনি বাবু বাব্বী, তোমার উচিত কাঞ্চনকে কাঞ্চন বাব্বী বলা। আমরাও আগে বাব্বী বল্‌তেম, এখন বন্ধুত্ব হয়েছে তাই শুধু কাঞ্চন বলি।

নকু। দেখ্‌লে বাবা কলিকাতায় থাকার গুণ, একটা নতুন কথা শিখে গেলে।

নিম। পাম্‌লা মাতার দিকে নম্রবজাতি ক্ষুন্ত্রেই বিদ্যা হরণ্ত্রা।

কেনা। আমি জেলার স্কুল করবের জন্য কত টাকা চাঁদা দিইচি।

নিম। দিয়েছ, না শুধু সই করেছ? অনেক ব্যাটা গৌরবর্ণিক গোবরগণেশ আছে, সই করে কিন্তু টাকা দেয় না।

কেনা। আমি, মহাশয় এমন পাজি নই যে সই করে টাকা আমার দেব না—কাঞ্চন সাক্ষি। তোমার অনেক বিষয় আছে, তুমি অনেক টাকা দেবে, তোমার গুরু মরায় নাই, তোমার উচিত

একটি দরিদ্রতারণ বিদ্যালয় করে যাওয়া, যাতে তোমার নাম করে গরিবের ছেলেরা অনায়াসে পড়্‌তে পারে।

কাঞ্চ। আমি বাবু টাকা কোথা পাব?

কেনা। না বাব্বি তোমার অনেক টাকা আছে বাব্বি, তুমি একটি দরিদ্রতারণ বিদ্যালয় স্থাপন করে যাও, অনেক গরিবের ছেলে প্রতিপালন হবে।

নিম। আমি দরিদ্রতারণ বিদ্যালয় স্থাপন কত্তে বলি না।

কেনা। আপনি কি স্থাপন কত্তে বলেন?

নিম। লম্পটতারিণী আড্ডা—যাতে কাঞ্চনের নাম করে উপায়হীন লম্পটেরা অনায়াসে নিস্তার পাবে।

কেনা। তাতে থাক্‌বে কি?

নিম। মদ, চরস, গাঁজা, গুলি, গুল, হুঁকো, কল্‌কে, আর—তোমার ভাল করুন গে—

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং।"

নকু। এর একটা কমিটি ফরম্ কত্তে হবে।

নিম। কমিটির হাতে দিওনা, দিওনা, দিওনা, বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হয়ে পড়বে।

কাঞ্চ। নকুল বাবু আমি ভাই বাড়ী যাই—

নকু। সে কি?

নিম। মেসো মহাশয়ের আস্‌বের সময় হয়েছে, মাগীর প্রাণ আন্‌চান্ কচ্চে।

কাঞ্চ। এখানে এলে সে ভাই ভারি রাগ করে।

রাম। চাইতো দিইচে, হাবুলি বানায়ে দিইচে, অলোঙ্কার দিইচে, পরের বাগানে যাবার ক্যাবে ক্যান্? (দে কুলের প্রতি) আমার বাগ্যবরী কি পরের নাগে যাবে, কত্তারি যাইচি?

নক্কু। কেনারাম বাবু রামমাণিক্যের সহিত আলাপ করুন।

কেনা। আপনার নিবাস কোথা?

রাম। গঙ্গার পার।

প্র, বয়স্য। তাতে মহাশয় বুঝবো কি? খাঁনদহ হতে পারে, রামপুর হতে পারে, ঢাকাও হতে পারে।

কেনা। জেলা বলুন না?

রাম। ডাহার জেলা, বিক্রমপুর পোরগণা, নোবাবগঞ্জের থানা, আমার পুতি দশ আনির মুক্তারকার, বোবানীপুর বাসা, আমি স্বল্প দিন আস্চি—

কেনা। এই বার আপনি বেস্ বলেছেন।

রাম। মোশার নাম?

(কেনারামের কাণের নিকটে নিমচাঁদের পরামর্শ দেওন।)

কেনা। ভাগ্যধরীর ভাগ্যধর।

রাম। আপনি বারালেন্ আমিতো বারালেম্ না।

কেনা। রাগ করবেন না মহাশয়, এঁরা আমায় শিখ্যে দিচ্লেন—আমার নাম কেনারাম।

রাম। ব্যাতোন?

নিম। তোমার ভাগ্যধরীরে নিকে দিবে নাকি?

রাম। হালা মাতাল বালো মান্ষের সইতে কথা কবার দেয় না—মোশার না জান্লে বল্ল অবল্ল জানি কেম্নে?

কেনা। আমি নিপাতগঞ্জের ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট, আমার বেতন দুই শত টাকা।

রাম। আপনি অতি বল্ল, ড্যাড্ডা মোনসোবের ব্যাতোন পাইচেন। ছুটি লয়ে আস্চেন?

কেনা। আজ্ঞে হাঁ—কন্য গমন কর্বো।

রাম। কন্যাই ম্যালা কর্বেন্? অর্ তুপানতো বোরো।

কেনা। ডাকে যাব।

রাম। বাক্য পত্র? (সকলের হাস্য) হাস্ দেও ক্যান্?

কেনা। আফসরে টাকা কলাকরে দিলে ফাদার আমার বাওয়ার ডাক বসাবে।

রাম। পুলিন্দার বদ্দি যাবেন নাহি? হাপাইয়েন্ তো।

নিম। দুর ক্যাটা বাঙ্গাল, ডাকের পান কিতে যাবেন, রাস্তায় একশ দুশ বেহারা থাকবে।

রাম। যাশ্‌তো খাটো, এত বেহারা ধর্‌বে কেম্‌নে?

নিম। আহা রামমাণিক্যের বুদ্ধি কি সরুরেল নাই—

"নাই যাই থাচ্চো তাই থাকলে কোথা পেতে?
"কহে কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে।

রামমাণিক্যের বদি থাক্‌তো কার সাধ্য অঙ্গহীন বলে।

রাম। আমাগোর হেরালি আছে।

কাঞ্চ। একটা বল দেখি?

রাম। "একট্টু কানি পোলাগুয়া জলে নাও শেচে,
"চিনা জোহে কামড় দিলা ভুড়্‌ ভুড়াইয়া নাচে।

নি, বয়স্য। বাহবা, এ ত বড় চমৎকার হেঁয়ালি।

রাম। কও দিনি কি?

কাঞ্চ। এ হেঁয়ালি কেউ বল্‌তে পার্‌বে না, তুমি আর এক বার বলো আর অর্থ করে দাও।

রাম। হারাইচি?

এট্টু কানি পোলাগুয়া জলে নাও শেচে,
চিনা জোহে কামড় দিলা ভুড়্‌ ভুড়াইয়া নাচে।

খোইড়া।

কাঞ্চ। মিল্‌বে দাও।

নিম। কি যাসি আর বিরক্ত!! সহ্য কর্ত্তে পার না?

কেনা। আপনি ইংরাজি পড়েছেন?

রাম। ও রু ডি, বোঝো খোদ্যমান ঠ্যাবে।

কেনা। ক্যেন?

রাম। মর্দাগোর পেন্‌লাটিনে হি, হিজ, হিম্‌, অইচে। মাইয়াগোর লাগে, শি, হার, হার্‌ কইচে; যদি মর্দাগোর "হি, হিজ, হিম্‌" অইল তবে মাইয়াগোর "শি, শিজ, শিম্‌" অইবে না ক্যান?

নিম। আর কি?

রাম। আর এই হালার পুত্‌ "কোম্‌," ওংরাজির কোমডা ... দিহি দেইচো সে দিহি লাগচে, কোম্‌ আইবারও হয়, কোম্‌ যাইবারও হয়। আমাগোর মাষ্টের বজোচন্দ্র বলেন, কোমডা সর্বস্রাব, কোম্‌ হেনও, যানও, আর কহন কহন থাহেন।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। পাত হয়েছে।

কাঞ্চ। আমি তাই বাড়ী যাই।

মকু। কিছু খেয়ে যাও।

নিম। বাছুর ফেলে কি থাকা যায়।

কাঞ্চ। আমার তাই বড় ভাবনা হয়েছে। আমি ইচ্ছাকে বলে এইচি, বলিস্‌ আমি গোলাপীর মেয়ের দ্বিতীয় বিয়ে দেখ্‌তে গেছি—

নিম। বাপের বিয়ে দেখ্‌তে গেছে এখন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাঁসারিপাড়া। অটলের বৈটকখানা।

কাঞ্চন এবং অটলের প্রবেশ।

অট। তুমি কেন রেলে তা বলো, জানি, আমি তোমার দুয়োরে আফিং খেয়ে মর্‌বো।

কাঞ্চ। বিলক্ষণ রসিক হইচিস্, এমন কল্যে লোকে যে ঠাট্টা করবে। এ ত আরো গৌরবের কথা, অটল বাবুর মেয়েমানুষ নকুল বাবুর বাগানে গিয়েছিল; আবার তোমার বাগানে এক দিন নকুল বাবুর মেয়েমানুষ আস্‌বে।

অট। তার সাতপুরুষে কখন মেয়ে মানুষ রেখেছে! শালা এত বড় মানুষ তবু একটা মেয়েমানুষ রাখ্‌তে পারেন না, গান শুনবের নাম করে আমার কানীকে বাগানে নিয়ে যান। আমি তাকেও কিছু বল্‌বো না, তোমাকেও কিছু বল্‌বো না, আমি মাতা-কুটে মরবো—(দেয়ালে মাতাকুটন।)

কাঞ্চ। অটল তুই পাগল হলি না কি! আ তো আর তোর ঘরের মাগ নই যে বাগানে গিইচি বলে তোর মুখ হেঁট হবে।

নিমে দত্তের প্রবেশ।

অট। ঘরের মাগ বেরুয়ে গেলেও আমার মুখ হেঁট হয় না—তুমি কেন গেলে তা বলো, তুমি আমায় ফাঁকি দিয়ে কেন গেলে তা বলো?

নিম। (মদ্যপান) "—Their best conscience
Is—not to leave undone, but keep unknown."

অট। কানীকে আমি এত ভাল বাসি, কানী আমাকে একটু ভাল বাসে না—

নিম। কেমন বাসি, আমি ঠিক বলেছিলেম কি না—ব্যাটা আজ বাড়ী মাতার করেছে—বাবা "যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দোই"।

অট। আমি আজ মর্‌বো, মরে কানীকে দেখাব, আমি কানীকে ভালবাসি কি না। (কাঁদিয়া ছিঁড়িয়া আপনার বক্ষে চপেটাঘাত।)

কাঞ্চ। ছি লক্ষ্মী, তুমি তো আর ছেলেমানুষ নও, কেঁদে কেঁদে দুলচো যে।

নিম। (অটলের দাড়ি ধরিয়া গীত)

"হাবা ছেলে কাঁদিস্ নেকো আর,
"আমি থাক্‌লে হবে বাবা, বাবার ভাবনা কি তোমার—

অট। আমার দুঃখের সময় আদর ভাল লাগে না—

(পদাঘাতে নিমেদত্তের দূরে পতন)

নিম। বাবা তুমি বোকারাম অকালকুষ্মাণ্ড; তুমি কেমনে বজ্জাতির অন্ত পাবে? (মধ্য গান) তোমার কাঞ্চন যত সতী তা পায়েসে প্রকাশ।

অট: ঐ শোনো জানি—জানি তুমি আমাকে দগ্ধে মেরো না জানি; জানি তুমি আমাকে একেবারে যমের বাড়ী পাঠ্যে দাও—আমি মর্‌বো, মাইরি আমি মর্‌বো। (বক্ষে চপেটাঘাত)

কাঞ্চ। (নিমেদত্তের প্রতি) তুই বাবু এতও জানিস—

নিম। বাবা, তুমি হাতে কলমে লিখ্‌তে পার, আমি বল্‌তে পারিনে?

কাঞ্চ। কি বল্‌বে?

নিম। তোমার স্বয়ম্বর নাগরকে বেতন দিতে হয়, না পেট-ভাতা?

কাঞ্চ। আ মরণ, আমার স্বয়ম্বর নাগর আবার কে?

নিম। পেতেবসে যার মুখে পায়েসের বাটি ধরেছিলে।

(অটল গলায় রুমাল বান্ধিয়া মোড়া দিতে দিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

কাঞ্চ। ও কি, ও কি, (গলার রুমাল খুলিয়া) অটল! অটল! মুখ দিয়ে রক্ত পড়্‌চে যে, মূর্চ্ছো হলো না কি? (ক্রোড়ে করিয়া অটলকে ধারণ)

নিম। গোকুলে যশোদা, ক্রোড়ে দোলে নীলমণি, আহা হু, হু, হু, হু, গোকুলে যশোদা ক্রোড়ে দোলে নীলমণি, আহা বেস্!

কাঞ্চ। তোর সকল সময় তামাসা—অটল যে মলো, তুই ওঁদের বাড়ীর ভিতর বা বাবুকে ডেকে আন।

নিম। আমি বাবা সব পারি, বড়মানুষের বাড়ীর ভিতর যেতে পারিনে--মটন্ করে ফেলবে।

কাঞ্চ। এই চোরা সিঁড়ি দিয়ে বাড়ীর ভিতর যা, গিন্নি মাকে ডেকে আন্।

নিম। বড়মানুষের বাড়ীর ভিতর গেলে আর কি বেরোনো যায়?

কাঞ্চ। তুইতো ভারি নেমোখারাম, যা না।

নিম। বড়মানুষের বাড়ীর ভিতর যাওয়াও যে, কামরূপ কামিক্ষে যাওয়াও সে।

কাঞ্চ। তবে তুই এখানে বস্ আমি ডেকে আনি।

[কাঞ্চনের প্রস্থান।

নিম। (অটলের মুখের কাছে বসিয়া গীত।)

"ব্যাটা বল্ কেটা তোর মাসী,
"মাসী মাসী করে ব্যাটা গলায় দিলি ফাঁসী।

আহা! পিতা আমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রাদ্ধাধিকারী, অন্তিম কালে আপনার অঙ্গে হরিনামামৃত সিঞ্চন করি। (বোতল লইয়া গাত্রে মদ্য প্রদান)

অট। হুঁ—মা।

নিম। বাবা, "বিষস্য বিষমৌষধং" স্পর্শমাত্রে চৈতন্য। পিতা! মাসী আমার অধীরে, এমনি করে খাবেন যেন চাল ঝাড়তে না হয়—

নেপথ্যে। নিমচাঁদ, মা যাচ্চেন তুই ওখান হতে যা।

নিম। হয় বেটি কম্বক্তি এমন সময় বাধা দিলি, তোর কপালে ক্লেশ আছে তা আমি করবো কি।

[প্রস্থান।

কাঞ্চন, গিন্নি, এবং জলহস্ত সৌদামিনীর প্রবেশ।

গিন্নি। ও কাঞ্চন তুমি আমার ছেলে একেবারে খেয়ে ফেলেছ?

আহা!আহা! বাবার গা দিয়ে ঘাম বেরুচ্চে। সৌদামিনী জল দেত মা—(মুখে জলদান।)

সৌদা। ও মা দা দার গায় যে মদ।

গিন্নি। দুর আবাগি, সর্দি গর্মিতে বাছার এত ঘাম হয়েছে।

সৌদা। গন্ধ যে।

গিন্নি। সর্দি গর্মির ঘামে গন্ধ হয় না তো কি?

কাঞ্চ। নিমেঞ্চও গায় মদ ঢেলে দিয়েছে।

অট। মা, আমার গা বমি বমি কচ্চে।

গিন্নি। বাবা, এমন কর্ম্মও করে, আমার আঁধার ঘরের মাণিক, সকল দৌলত তোমার, গলায় দড়ী দিতে হয়?

অট। জানী যায় কেন মা, জানী যায় কেন? আমার বুক জ্বালা কচ্চে—(চক্ষু মুদিত করিয়া থাকন।)

কাঞ্চ। নাও বাছা তোমার ছেলে বেঁচে আছে, তুমি যে কথা বলেছ আমার গা কাঁপ্‌চে। আমি চল্যেম বাছা, এমন খুনের কাছে ভদ্রলোকে থাকে?

[কাঞ্চনের প্রস্থান।

গিন্নি। যাস্‌নে যাস্‌নে, ও কাঞ্চন যাস্‌নে। সৌদামিনী তোর দাদার কাছে বসিস্। ও কাঞ্চন, কাঞ্চন, ও কাঞ্চন, আমার মাতা খাস্ মা যাস্‌নে, তোমায় না দেখ্‌লে গোপাল আমার আবার গলায় দড়ী দেবে।

[কাঞ্চনের পশ্চাৎ গমন।

সৌদা। (স্বগত) সাঙ্গে বৌ বলে বিধবা হয়ে থাকা ভাল— সাত জন্ম থুবড়ো হয়ে থাকি সেও ভাল, তবু যেন দাদার মত ভাতারটি না হয়। গন্ধ দেখ, ন্যাকার ওঠে। (নাকে অঞ্চল দেওন।)

অট। (চক্ষু উন্মীলন করিয়া) জানি, জানি, তোমার আমি গলায় মাদুলি করে রাখ্‌বো জানি—

সৌদা। দাদা আমি, দাদা আমি সৌদামিনী।

[সৌদামিনীর সভয়ে প্রস্থান।

অট। লক্ষ্মীছাড়া ছুঁড়ি দূর হ—
নিমচাঁদ; নিমচাঁদ, এখানে আয়।

নিমচাঁদের প্রবেশ।

আমি বেঁচে উঠিচি।

নিম। ফাঁসী কাষ্ঠের সৌভাগ্য।

অট। তুই বস্, আমি মাকে দেখা দিয়ে আসি। তুই অমন ধারা কচ্চিস কেন? কতকগুলো মদ খেইচিস্ বুঝি?

[অটলের প্রস্থান।

নিম। মহাদেব! বোম্ভোলানাথ! নিস্তার কর মা, তোমার গণেশের মুণ্ডু শনির দৃষ্টিতে উড়ে গেল বাপ—(চিত হইয়া শয়ন।) রে পাপাত্মা! রে দুরাশয়! রে ধর্ম্ম লজ্জা মান মর্য্যাদা পরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল! রে নিমচাঁদ! তুমি এক বার নয়ন নিমীলন করে ভাব দেখি তুমি কি ছিলে কি হয়েছ। তুমি স্কুল হতে বেরুলে একটি দেবতা, এখন হয়েছ একটি ভূত, যতদূর অধঃপাতে যেতে হয় তা গিয়েছ।

"Things at the worst will cease, or else climb upward
"To what they were before—

হা! জগদীশ্বর! (রোদন) আমি কি অপরাধ করিছি, আমাকে অধর্ম্মাকর মদিরাহস্তে নিপাতিত কল্যে? যে পিতা চৈত্রের রৌদ্রে, জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে, শ্রাবণের বর্ষায়, পৌষের শীতে মুমূর্ষু হইয়া আমার আহার আহরণ করেছেন, সে পিতা এখন আমায় দেখলে চক্ষু মুদিত করেন; যে জননী আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতেন এবং মুখ চুম্বন করিতে করিতে আপনাকে ধন্যা বিবেচনা কত্তেন, সেই জননী এখন আমায় দেখ্লে আপনাকে হতভাগিনী বলে কপালে করাঘাত করেন; যে শ্বশুর আমাকে জামাতা করে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেছিলেন, তিনি এখন আমাকে দেখ্লে

মুখ ফিরিয়ে বসেন; শাশুড়ী আমায় দেখ্‌লে তনয়ার বৈধব্য কামনা করেন; শালী শালাজ আমায় দেখ্‌লে হাঁসেন—দাঁতে মিসি মধুর হাঁসি। তুমি কে, চাও কি, কাঁদো কেন?—আমি সকলের ঘৃণাস্পদ, আমি জঘন্যতার জলনিধি, আমি আপনার কুচরিত্রে আপনি কম্পিত হই; কিন্তু সুধাংশুবদনী আমাকে এক দিনও অবজ্ঞা করেন নাই, রূঢ় বাক্যও বলেন নাই, আমার জন্যে প্রাণেশ্বরী কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, আমার নিন্দা শুনতে হয় বলে কারো কাছে বসেন না। আহা! আমার নেসা হয়েছে বটে, কিন্তু আমি বেস্ দেখ্‌তে পাচ্চি, আমার কথা নিয়ে সকলে কানাকানি কর্‌ছে, কুরঙ্গনয়নী কার্য্যান্তরব্যপদেশে প্রাসাদের প্রান্তভাগে বিজন স্থানে করকপোল হয়ে ভাবনাপ্রবাহে ভাসমানা আছেন, আলুলায়িত কেশ, লুণ্ঠিত অঞ্চল, অশ্রুবারি নথের মুক্তার গায় মুক্তার ন্যায় দুলিতেছে, কেহ আস্‌চে কি না এক এক বার মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌ছেন।—মদ কি ছাড়্‌বো! আমি ছাড়তে পারি বাবা, ও আমায় ছাড়ে কই? সেকালে ভূতে পেতো এখন মদে পায়—ডাক্ ওজা, ডাক্ ওজা, ঝাড়্‌য়ে আমার মদ ছাড়্‌য়ে দেক্—আমি সুরধনী সভায় নাম লেখাব, কারো কথা শুন্‌বো না; সভাপতি খুড়ো মদের গঙ্গাযমুনা, গঙ্গাযমুনা, ভূত ছাড়াতে পারে; সভাপতি খুড়ো মদ ছাড়াতে পারে—বাবা, ভূতের ওজা আপনি মদ খেয়ে বলে ভূতে খেয়ে গিয়েছে; দেখ বাবা তুমি আপনি খেয়ে যেন আমাদের দোষ দিও না। এত কালের পর সভায় নাম লেখাব? কোকুল বাবু হবো? ব্যাটা পাজি, মচ্ছার, অসভ্য, নির্দ্দয়, সে দিন দরওয়ান দিয়ে আমাকে বাড়ী হতে বার করে দিয়েছে—(আস্ফোলন করিয়া মেজের উপর মুষ্ট্যাঘাত) এর পরিশোধ দেবো তবে ছাড়্‌বো—তোমার সদর দরজা বন্দ থাক্‌বে তোমার অন্দরে ঢুকবো—শালা অশ্লমুখো। বাবৎ কালেজের নাম ডুবুলে, মদ খেতে চায় না—অটল আমার আত্মাবলের বাঁদর, অটলের মাতায় কাঁটাল ভেঙ্গে এক [illegible]। কড়ক্‌বা ব্যাটা

জব্দ হয়েচে, এখন গোক্‌লো ব্যাটাকে জব্দ কর্‌বের উপায় কি? মল্লযুদ্ধ কর্‌বো, কি বলো? বটে ত।

অটলের প্রবেশ।

অট। কাঞ্চন কেমন নেমোখারাম, দেখ্‌লি, আমায় না বলে চলে গেছে, আমি কি কর্‌বো তাই ভাব্‌চি। নকুল বাবুকে আমি জান্‌তেম ভাল মানুষ্‌ এখন বোধ হচ্চে উনি লম্পট।

নিম। লম্পটের মানে জান?

অট। গোকুল বাবু যে আমার উপর চটা তা নইলে নকুল বাবুকে জব্দ কত্তে পাত্তেম।

নিম। গোক্‌লো ব্যাটা ভারি পাজি।

অট। আমার কাঞ্চনকে ছেড়ে দিতে বলেন।

নিম। তুই কেন বল্লিনে, তোমার মাগটিকে দাও কাঞ্চনকে ছেড়ে দিচ্চি।

অট। আমি তা বল্‌তেম, কেবল বাবা ছিলেন বলে রেয়াৎ করিচি, বাবা আবার অসভ্য ভাব্‌বেন।

নিম। গোকুলের মাগকে দেখিচিস।

অট। এমন সুন্দরী তুই কখন দেখিস্‌ নি, ঠিক যেন ইহুদির মেয়ে। আমার রীত খারাপ বলে আমার সুমুখে আসে না, তা নইলে গোকুলের মাতায় হাত বুলাতেম।

নিম। বয়স্‌ কত?

অট। সতের কি আঠার, আমার স্ত্রীর চাইতে বাসকতক বড়।

নিম। মুণ্ডু কাট্‌তে পারো ব্যাটার বাপের ঘরে ঘোগের বাসা করি।

অট। গোকুল বাবুর মাগ যদি বের্‌য়ে আসে তা হলে আমি কাঞ্চনকে ছেড়ে দিই।

নিম। তোর বাপ্‌কে একথা বলেবো না কি?

অট। যাইরি আমি যথার্থ বলচি, কাঞ্চনের বড় অহঙ্কার হয়েছে, তা হলে এক বার দেখাই। তাকে বারকরবের এক ফিকির আছে।

নিম। গৃহস্তের মেয়ে বার করবের মতলব করনা বাবা, ইহকাল পরকাল দুই যাবে, আমার কথা শোনো, গোকলো ব্যাটাকে ধরে এক দিন খুব করে চাবকে দাও, কাঞ্চনকে না রাখ, তোমার মেগের কাছে যাও—

অট। তুই তবে তোর মেগের কাছে যা।

নিম। Thou stickst a dagger in me.

অটল কি গালাগালিই তুই দিলি।

অট। কাল আমাদের বাড়ীর ভিতর মেয়ে কবি হবে, একটা দ্বিতীয় বিয়ে আছে, গকুল বাবুদের বাড়ীর মেয়েরা সব আসবে, সেই সময় তুই মেয়ে সেজে চোরা সিঁড়ি দিয়ে বাড়ীর ভিতর যাস, গোকুল বাবুর স্ত্রীকে ধরে বৈটকখানায় আনিস।

নিম। এ কি ভদ্রলোকে পারে?

অট। মদ খেতে পার? কেশবের মেয়েমানুষকে কেশবের নাম করে বাগানে নিয়ে যেতে পার?

নিম। I dare do all that may become a man;

Who dares do more, is none.

অট। একটু মদ খাওয়া যাক। (মদ্য পান) চল এখন এক বার কাঞ্চনের কাছে যাই, বেটী মাকে গাল দিয়ে গিয়েছে। যদি রাগ করে থাকে তবে আর একশ টাকা বাড়য়ে দিতে হবে।

নি। ঘটীরাম ডেপুটি পাঁচ বৎসরে এক গ্রেড বাড়তে পেলে না, তুই মাসকতকের মধ্যে ফোর্ত্ত গ্রেড করে দিলি, তোর সর্ভিসে প্রোমোশান বড় র‍্যাপিড্।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাঁশারিপাড়া। অটলবিহারীর বৈঠকখানা।

যোগলের বেশে অটলবিহারী এবং এক জন হিজ্‌ড়ার প্রবেশ।

অট। চিন্তে পারবে ত?

হিজ। যার কাঁকালে ঘড়ি রয়েছে ত?

অট। মস্ত চেন ঝুলচে, নীল গাঘরী সাড়ি পরা।

হিজ। ঘড়িতো আর কারো কাঁকালে নাই?

অট। না আমিতো খড়খড়ে তুলে তোমায় চিনয়ে দিইচি।

হিজ। আমি বেস্‌ চিন্তে পেরিচি।

অট। তুমি এই চোরা সিঁড়ি দিয়ে আমার ঘরে যাবে, তার পর আস্তে আস্তে মেয়েদের দলে মিস্‌বে, তার পর হাত ধরে কথা কইতে কইতে আমার ঘরে নিয়ে আস্‌বে, সেখানে এসে মুখ ঢেকে চোরা সিঁড়ি দিয়ে এখানে নিয়ে আস্‌বে। তুমি যদি আনতে পার, সোণার গহনা দিয়ে, আর যে বারাণসীর সাড়ী দিয়ে তোমায় বড়মানুষের মেয়ে সাজ্‌য়ে দিইচি, তা আমি আর ফিরে নেব না। বলো গকুল বাবু বৈটকখানায় বসে আছেন, আমি মোগলের সাজ পরে আছি, আমায় চিন্তে পার্‌বে না।

হিজ। ও যদি তোমার কাছে না থাকে আমি নসীরাম বাবুর বউকে বার করে আন্তে পারি. সে ভারি ঝালাতন হয়েছে, আর ভাতার রেতে বাড়ী থাকে না, দিনের বেলা বৈটকখানায় মেয়েমানুষ নিয়ে আসে, সে বলে বেরুলে যেতে পাল্যে বাঁচি। তুমি যদি তাকে রাখ আমি তাকে এখনি এনে দিতে পারি, সে

এমন সুন্দরী তোমার কাঞ্চন তার বাঁ পায় আল্‌তা পরাতে পারে না।

অট। আগে ত এটা কি হয় দেখা যাক্। নিমচাঁদ যদি জিজ্ঞাসা করে তো বলো গোকুল বাবুর স্ত্রী বেরুয়ে আস্‌তে রাজি হয়েচে, তা নইলে ব্যাটা গোল কর্‌বে—তুমি এই বেলা যাও।

[হিজড়ার প্রস্থান।

একটু জেয়াদা করে মদ খাই। (মদ্যপান।) বড় মজা হবে এখন—নিমে যে মদ খেয়েছে, আর খানিক খেলেই ও আর মন্দ বল্‌বে না। যদি না থাকতে চায় চোরা সিঁড়ি দেখ্‌য়ে দেব তা দিয়ে বাড়ীর ভিতর যাবে।

নিমচাঁদের প্রবেশ।

কি কচ্চিলি ?

নিম। খড়খড়ে উঁচু করে মেয়ে দেখ্‌চিলেম। আমার বোধ হলো তোদের বাড়ীতে যেন দ পড়েছে।

অট। দ কেন ?

নিম। দ নইলে এত পদ্মফুল একত্রে দেখা যায়। আমি সমাগতা সুন্দরীগণের হেল্‌থ পান করি। (মদ্যপান।)

অট। গোকুল বাবুর স্ত্রীকে দেখিচিস্ তো ?

নিম। অ্যালবার্টচেনধারিণী ?

অট। হাঁ—গোকুল বাবুর স্ত্রী খুব লেখা পড়া জানে।

নিম। যেরূপ কথা বার্ত্তা কচ্চে, যেরূপ হেঁসে হেঁসে মেয়েদের অভ্যর্থনা কচ্চে বোধ হয় খুব রসিকা।

অট। একটু একটু ইংরেজিও জানে।

নিম। গোক্‌লো ব্যাটা ভারি বাগ্‌কপালে, কিন্তু ছুঁড়ী ভাতারকপালে নয় বাবা—এ রত্ন আমার হাতে পড়লে, রাইট ম্যান্ ইন্ দি রাইট প্লেস্ হতো। (মদ্যপান।) চেনধারিণীর নাম কি জানিস্ ?

অট। অনঙ্গরঙ্গিণী।

নিম। গোকুলো মুচি কি কামদেব? আ শালা পাজি—রামচন্দ্র অতি নির্ব্বোধ, এমন অমূল্য মুক্তার মালা মর্কটের হস্তে প্রদান করেছেন?

অট। বেরুয়ে আস্‌বে।

নিম। মাইরি?

অট। মাইরি। আমার কাছে লোক পাঠ্যেছিল।

নিম। মূর্খের সঙ্গে লোক স্বর্গে যায় না, সে তোমার সঙ্গে নরকে যেতে রাজি হয়েচে? আমার ত কিছু মাত্র বিশ্বাস হয় না। তোমার জন্যে কুলাঙ্গনারা গোরুর বাঁটে গোবর দেওয়ার ন্যায় গায় কালী দিতে পারে কিন্তু কুলে কালী দিতে পারে না।

অট। মাইরি নিমচাঁদ সে বেরুয়ে আস্‌তে চেয়েছে। সাত-পুকুরের কাছে একটা বাগান ভাড়া নিতে হবে, তোর নাম করে রাখ্‌বো, আমার সঙ্গে যেমন হোক্ একটা সম্পর্ক আছে।

নিম। ব্যাটার কি নির্ঘে!

অট। তোর নামে বেনামি কর্‌বো।

নিম। আচ্ছা বাবা টাকা তোমার, ভোগ আমার—

আনাড়ির ঘোড়া লয়ে অপরেতে চড়ে,
ধনবানে কেনে বই, জ্ঞানবানে পড়ে।

অট। আমি মেঘনাদ বধ কিনিচি।

নিম। আমি পড়্‌বো।

অট। আমার বড় ভাল বোধ হয় না।

নিম। ওর ভালমন্দ তুমি বুঝ্‌বে কি, তুমি পড়েচ দাতাকর্ণ, তোমার বাপ পড়েছে দাশরথি, তোমার ঠাকুরদাদা পড়েছে কাশীদাস। তোমার হাতে মেঘনাদ, কাটুরের হাতে মাণিক—মাইকেল দাদা বাঙ্গলার মিলটন। তুমি বাবা মোগলের পোশাক কল্যে কি ঘরে বসে থাকতে?

অট। ঘরে যদি মেয়ে মানুষ পাই তবে বাজারে যাব কেন ?

নিম। কি বাবা মেগের প্রতি সদয় হলে না কি ?

অট। মাগ বই বুঝি আর ঘরে মেয়েমানুষ নাই ?

নিম। সকলি মেয়ে মানুষ।

অট। তুই একটু বস, এখনি গোকুল বাবুর স্ত্রী এখানে আসবে। আমি সেই হিজড়াটাকে পাঠিয়েছি, সে চোরা সিঁড়ি দিয়ে অনঙ্গ-রঙ্গিণীকে ধরে আনবে।

নিম। 'We have willing dames enough—

অট। আমাকে তুই গোকুল বাবু বলে ডাকিস্।

নিম। Bloody bawdy villain !

Remorseless, treacherous, lecherous, kindless villain !

অট। তোর আজ মদে এত অরুচি হয়েছে কেন ? (মদ্যপান।) খা একটু মদ খা।

নিম। (মদ্যপান করিয়া।) গোকুল বাবু।

অট। কি বল্‌চো ?

নিম। তুমি গুওটার ছেলে, তুমি ভদ্র লোকের অপমান করেছ বাবা, তুমি ব্রাহ্মণের গলায় মরা সাপ দিয়েছ বাবা, ব্রহ্মশাপ হয়েছে, তোমার নিস্তার নাই—The inequities of the husband are visited on the wife on the third and fourth generation.

মুখাবৃতা কুমুদিনীকে বক্ষে করিয়া হিজড়ার প্রবেশ।

কুমু। ও মা কি সর্ব্বনাশ! আমাকে ছল করে নিয়ে দত্তের কাছে ধরে নিয়ে এল—

হিজ। এই খাটে বসো। এখানে তোমার স্বামী আছেন, তোমার ভয় কি ?

[হিজড়ার প্রস্থান।

কুমু। ও মা আমি কোথায় যাব, ও ঠাকুরঝি, একবার তোরা আয়—

অট। চুপ কর না, তোমায় ত কেউ আর মাচ্চে না।

নিম। গোকুল বাবু।

অট। কি বলচো ভাই।

নিম। তোমার স্ত্রী কেমন অ্যালবর্টচেন রুল্‌ড হয়েছেন দেখলে বাবা—(কুমুদিনীর প্রতি) তুমি রাগ কচ্চো কেন বাছা?

কুমু। যত লক্ষ্মীছাড়া মাতাল যুটে আমার সর্ব্বনাশ কল্যে, একটু মানের ভয় নেই, লজ্জার ভয় নেই।

নিম। এ বেটি কাঞ্চনের ধাৎ পেয়েছে, আমায় দেখ্‌তে পারে না। গোকুল তুই আলাপচারী কর্, আমি ও ঘর থেকে কাপড় ছেড়ে আসি বাবা—নিতান্ত নারাজ নয়।

[নিমেদত্তের প্রস্থান।

কুমু। তুমি আমায় এখানে নিয়ে এলে কেন?

অট। তোমায় আমি বাগানে নিয়ে যাব।

কুমু। কাঞ্চনের দাসীর দরকার হয়েছে না কি? হা পরমেশ্বর! আমার আপনার স্বামী আমায় এমনি অপমান করে—মরণটা হয় তো বাঁচি—(মূর্চ্ছিতা)

অট। দেখি—(কুমুদিনীর মুখের রুমাল খুলিয়া) এ কি কুমুদিনীকে এনেচে যে, কি সর্ব্বনাশ!—নিমচাঁদ, নিমচাঁদ! বড় খারাপ হয়েছে, বড় খারাপ হয়েচে, তাকে না এনে কুমুদিনীকে এনেচে—

নেপথ্যে। Any Port in storm.

রামধন রায়ের বেগে প্রবেশ।

রাম। অট্‌লো ব্যাটা গেল কোথা? তার মাতালের দলে তার যে জাত যাল্যো—এই যে এক ব্যাটা—পাজি (অটলকে ধরিয়া চর্ম্ম-পাদুকাঘাত)

অট। আমি, আমি, আমি——

রাম। ভদ্র লোকের বাড়ীতে কি সর্ব্বনাশ কল্লি বল্ দেখি, হারাম্‌জাদা, পাজি মাতাল—(কপোলে চপেটাঘাত করিতে করিতে কৃত্রিম দাড়ি পতনানন্তর অটলের মুখ প্রকাশ)

অট। বড় কাকা আমি, বড় কাকা আমি (চপেটাঘাত) আমি অটলবিহারী—আমি কিছু জানিনে, নিয়ম করেছে, নিয়ে ও ঘরে কাপড় ছাড়্‌তে গিয়েছে।

রাম। সেই ব্যাটাই আসল নষ্ট।

[রামধনের প্রস্থান।

অট। উঃ রাগের মাতায় মেরেছে বড় লেগেছে, উঠতে পারি নে, বাবা গো গেলেম। (রোদন)

কুমু। তোমার গাল ফুলে উঠেছে যে। (অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছাইয়া)। তুমি কাঁদ কেন আমার কপালে যা ছিল তা হলো।

অট। তোমার দোষেই ত এটি ঘটলো—

কুমু। অবাক্, আমি কি কল্লেম, তুমি আমায় দেখ্‌তে পার না বলে আমি কি বেরয়ে যাচ্ছিলেম না কি? আমার যেমন পোড়া কপাল তোমার তেমনি বুদ্ধি।

অট। তুমি গোকুল বাবুর স্ত্রীর ঘড়ি কেন কোমরে দিলে?

কুমু। তিনি পরিবেশন কত্তে গেলেন, আমায় ঘড়িটি দিয়ে গেলেন।

অট। তাইতে তো ভুল হলো।

কুমু। ও মা কি সর্ব্বনাশ! তুমি কি ছোট খুড়ীকে ধরে আন্তে লোক পাঠয়েছিলে? তোমার কি একটু বুদ্ধি নেই, তোমার কি একটু ধর্ম্মজ্ঞান নেই, তোমার কি মা মাসি জ্ঞান নেই—ছোট খুড়ী যে তোমার শাশুড়ী, শাশুড়ীও যে মাও সে—

অট। তোমার আর লেক্‌চার দিতে হবে না, তুমি আস্তে আস্তে বাড়ীর ভিতর যাও, উনি আবার আমার কাছে গিন্নিপনা কত্তে এলেন।

সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌদা। (স্বগত) বাবারে সেই ঘর। (প্রকাশ্যে) বাবা আমি সৌদামিনী, বাবা আমি সৌদামিনী—

অট। আ মলো লক্ষ্মীছাড়া ছুঁড়ি, তুই আমায় কানা পেয়েচিস্ না কি?

কুমু। দাদার গুণ দেখে অমন করে।

সৌদা। তুই বাড়ীর ভিতর আয়, মা কত কাঁদ্‌চেন।

কুমু। যমের বাড়ী যাই।

[সৌদামিনী এবং কুমুদিনীর প্রস্থান।

অট। ভাল আপদে পড়িচি—মদ খেতে শিখে আমার এই সর্ব্বনাশ হলো—সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে দিন কত কাশী যাই।

নেপথ্যে। বাবা গিইচি, বাবা গিইচি, তোমার ভয়েতে আমি খাটের নিচেয় লুকুয়ে রইচি—একেবারে গিইচি, রাম বাবু ছেড়ে দাও আমি অগস্ত্য যাত্রা করি।

নিমে দত্তের গলা টিপিয়া রামধনের প্রবেশ।

রাম। হারামজাদা, পাজি, মদ খেলে আর চোকে কাণে দেখতে পাও না?

নিম। (রামধনের কিল খাইতে খাইতে)। Once-Twice-Thrice Out—আবার মারে—তুর ব্যাটাচ্ছেলে তোর যে আউট হয়ে গেছে—

রাম। তোমার মাৎলামিটে বার কচ্চি। (কাণ মলন)

নিম। "As tedious as a twice-told tale"—কাণমলা যে একবার হয়ে গেছে, ও আর ভাল লাগবে কেন?

রাম। তুর্ ব্যাটা পাজি। (গলাটিপি)।

নিম। That's repetition too—গলাটিপি হয়ে গেছে বাবা, এখন আর কিছু টেপো।

রাম। এখন তোমাকে সন্দেশ কিনে দিই।

নিম। কেন বাবা জিনিস গুলো নষ্ট করবে, মদের মুখে কোন শালা সন্দেশ খেতে পারে না।

রাম। শালারা হারামজাদা ব্যাটারা, বসে বসে মদ খাবেন আর লোকের সর্ব্বনাশ করবেন—

নিম। আমরা তো মদ মাশি, আপনি যে মাতাল খারেন।

রাম। মেরে মেরে তোমার হাড় গুঁড়ো করবো। (প্রহার)

নিম। ইতি কর না বাবা, যথেষ্ট প্রহার হয়েছে। পুঁতি বেড়ে যাচ্চে, উপসংহারের কাল উপস্থিত। রাম বাবু আপনি অতি বিজ্ঞ, অনেক পরিশ্রমে বিদ্যালাভ করেছেন, মহাশয়ের কিলকলাপ কি পর্য্যন্ত জ্ঞানপ্রদ তা যারা অধ্যয়ন করেছে তারাই বলতে পারে, আপনার পদাঘাতপুঞ্জ প্রকৃত পীযূষ, Aud the last, though not the least, আপনার অর্দ্ধচন্দ্রগুলিন যার পর নাই Edifying, আপনার অর্দ্ধচন্দ্রে আমার বুদ্ধি যেরূপ মার্জ্জিত হয়েছে, Look on Human Understanding পড়ে এরূপ হয় নি।

রাম। ব্যাটা মদ খেয়ে জ্ঞানশূন্য হয়েছে।

নিম। To tell you the truth, Ram Baboo, you would make a capital professor of Moral Philosophy.

রাম। মদ খেয়ে উৎসন্ন যেতে চাস্ যা, একি? আজ সাতজন ভদ্র লোকের পরিবার বাড়ীতে এসেছে, তুই ব্যাটা মেয়ে সেজে বাড়ীর ভিতর গিয়ে বউ বার করে নিয়ে এলি?

নিম। Damned lie. সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, আপনাকে কে বলেছে?

রাম। অটল বলেছে।

নিম। "I look down towards his feet—but that's a fable;

"If thou be'st a devil, I cannot kill thee.

অটল, তোমার মাগ তুমি নিয়ে এলে বাবা, এখন আমার ঘাড়ে ফেলে দিচ্চো—রামবাবু আমি কিছুই জানিনে মহাশয়। আমি কি এমন কাজ কত্তে পারি?

রাম। তবে কে করেছে?

নিম। সময়। সভ্যতার সহিত বিদ্যাভাবের উদ্বাহ হলেই বিড়ম্বনার জন্ম হয়। রামবাবু চেপে যাও বাবা, Let bygones be bygones.

"To mourn a mischief that is past and gone,
"Is the next way to draw new mischief on.

বিশেষ কোন দোষ দৃষ্ট হয় না, যেহেতু অটল স্বীয় সহধর্ম্মিণীর সহিত আলাপচারী করেছে, না হয় অটলকে স্ত্রৈণ বলে ঘৃণা করুন; যদি বলেন আমার সুমুখে এনেছে তাতেই বা দোষ কি? ভাবুন আপনার উপযুক্ত ভাইপো সভ্যতার অনুগামী হয়ে তাঁর হৃদয়প্রিয় বন্ধুর সহিত আলাপ করয়ে দিচ্চিলেন— Female emancipation is not a bad thing among gentlemen.

রাম। আমি অবাক্ হইচি, ব্যাটাদের অসাধ্য ক্রিয়া নাই।

নিম। রামবাবু বড় বাধিত হলেম, বাবা—

রাম। তুমি বসো আমি তোমার শ্রাদ্ধের আয়োজন করে আস্‌চি।

নিম। ব্রাহ্ম মতে কত্তে হবে; অনেক বৃষ পার করিছি এখন আর বৃষ উৎসর্গ ভাল লাগ্‌বে না।

রাম। সে ব্যবস্থা পুলিসে লওয়া যাবে।

নিম। এইবার ফুলিসের মত কথা বল্যেন। কুলের কুচ্ছ ব্যক্ত করা কাপুরুষের কাজ—একটু সূত্র পেলে যা কখন ঘটেনি তা রটয়ে দেবে। আমি শপথ করে বল্‌তে পারি তোমাদের কুলের কোন কামিনীকে আমি কখন দেখিনি, কিন্তু তুমি যদি নালিস কর আমি বাড়ীর ভিতর গিয়েছিলেম, লোকে বল্‌বে ওদের বাড়ীর ছেলে গুলো সব নিমের মত—I refer you to Sheridan's School for scandal.

[রামধনের প্রস্থান।

অট। কি সর্ব্বনাশ!

নিম। (অটলের বিরস বদন অবলোকন করিয়া)।

" If thou beest he ; but O, how fallen! how changed
" From him, who, in the happy realms of light,
" Clothed with transcendent brightness, didst outshine
" Myriads though bright.

অট। তুই আর আমায় বিরক্ত করিস্‌নে, তোরাই আমাকে মদ খাওয়াতে শেখালি তাইতে আমার এই সর্ব্বনাশ হলো— তোকেও ভুগ্‌তে হবে।

নিম।——" Now misery hath join'd
In equal ruin "

অট। আমি তোর মুখ আর দেখ্‌বো না—জুতোর চোটে আমার গাল জ্বল্‌চে, আমি মদ ছেড়ে দেব।

নিম। যাবজ্জীবন না যতক্ষণ জ্বল্‌বে ?

"——Ease would recant
" Vows made in pain, as violent and void.

অট। তোর আর ঠাট্টা কত্তে হবে না, তোর সঙ্গে মিশেইত আমার এত অপমান হলো, তোকে আমি আর বাড়ীতে আস্‌তে দেব না, বাবাকে বলে দেব, তুই আমাকে কু-পরামর্শ দিয়েছিলি।

নিম। তুই যদি কিছুমাত্র লেখাপড়া জান্‌তিস্‌ তোর কথায় আমি রাগ কত্তেম। তোর কথায় রাগ কল্যে মূর্খতার সম্মান হয়। কিন্তু আজ অবধি প্রতিজ্ঞা এই সুরাপাননিবারিণী নাম লেখাতে হয় সেও স্বীকার, তোর মত অধমাত্মা পামরের সঙ্গে আর আলাপ করবো না। Not even for wine.

অট। ওঁরা আমাকে মজালেন আবার রাগ কচ্চেন।

নিম। বাবা, আমি মদ খাই আর যা করি, তোকে বারম্বার বলিচি, রাত্রে কখন বাইরে থাকিস্‌নে আপনার ঘরে গিয়ে শুস্‌।

অট। আর তুমি কাঞ্চনের বাড়ীতে রাত কাটাও।

নিম। তোমার বুদ্ধির পরিধিতে টাউন হালের থামে পৌঁছায় না। আপনি কাছে থেকে যেন রাত বাঁচালে, দিন বাঁচাবার উপায় কি, নকুলের বাগানের উপায় কি ? কাঞ্চনের সতীত্ব যেন চৌকি দিয়ে রক্ষা কল্যে, তোমার মেগের সতীত্ব বুঝি বাবার উপর বরাৎ ? ক্যাডাভরাস্‌। (প্রস্থান)

অট। বাবা এসে কত গাল দেবেন এখন, বল্‌বেন মদ খেয়ে এই ফল কল্‌লো।

নিম।——The dear pledge

"Of dalliance had with thee in neaven, and joys

"Then sweet, now sad to mention through due change

"Befallen us, unforeseen unthought of—

অট। নিমচাঁদ ওঠ, বাবা না আস্‌তে আস্‌তে আমরা বাগানে যাই, যে মার খেইচি অনেক ব্রাণ্ডি না খেলে বেদনা যাবে না।

নিম। কি বোল বলিলে বাবা বলো আর বার,
মৃত দেহে হলো মম জীবন সঞ্চার।
মাতালের মান তুমি, গণিকার গতি,
সধবার একাদশী, তুমি যার পতি।

(প্রস্থান।

সমাপ্ত।